

গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?

লেখক ও সংকলক: রুহ মাহমুদ

ভূমিকা:

الْكَرِيمِ رَسُولُهُ عَلَى نُصَلَّى وَ نَحْمَدُهُ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। উনার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয়না। আল্লাহ না চাইলে আমি কখনোই এই কাজে হাত দিতে পারতাম না। খুব দোআ করেছি, এই পিডিএফ টার ব্যাপারে। বানাবো কি বানাবো না। কারণ ইয়াজুজ-মাজুজের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, বিতর্কিত ও রহস্যময়। সুতরাং কেউ যেমন দাবি করতে পারবেনা যে, তারা বের হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি তারা এখনো বন্দি আছে সেটাও বলার মত অবস্থা নেই। আবার দুটোই বলার সুযোগ আছে। তাই এ ব্যাপারে কিছু লিখার ক্ষেত্রে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। আমি সেটাই করার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ দুই ধরনের মতকেই এখানে নিয়ে এসেছি। এই পিডিএফ টিতে আমার লিখাই বেশি। দীর্ঘ ৩/৪ বছর ধরে ফেসবুকে যা যা লিখেছি, তাই এখানে সাজিয়ে গুছিয়ে একসাথে করেছি। আবার নতুন কিছু লিখাও সংযুক্ত করেছি। এবং পাশাপাশি, বিভিন্ন ব্লগ, পেজ ইত্যাদি থেকে প্রয়োজনীয় আটিকেলগুলো আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে সংকলন করেছি। ভুল গুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এবং আমার জন্য দোআ করবেন।

-Rooh Maahmood-

21-5-2021

সূচিপত্রঃ

শুরুর কথা:

(১ম অধ্যায়) - ইয়াজুজ মাজুজের পরিচয়:

ইয়াজুজ-মাজুজ শব্দের উৎপত্তি এবং অর্থঃ

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা? ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে কবে আসবে?

ভয়ঙ্কর জাতি ইয়াজুজ-মাজুজ:

বিভিন্ন গবেষণায় ইয়াজুজ মাজুজের আরো কিছু পরিচয়:

ইয়াজুজ-মাজুজের জানা-অজানা:

(২য় অধ্যায়) - ইয়াজুজ মাজুজ বন্দি থাকার আলোচনা:

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে পাঁচটি তথ্য:

অত্যাচারি, অভিশপ্ত এবং রান্সুসে জাতি বলে পরিচিত ইয়াজুজ মাজুজ:

ইয়াজুয – মাজুয পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র মানুষ:

ইয়াজুজ- মাজুজের প্রাচীর নির্দিষ্ট সময়ে ধ্বংস হবে:

ইয়াজুজ-মায়ুষ দেখতে মানুষের মত কিন্তু তাদের স্বভাব হবে চতুষ্পদ জন্তুর
ন্যায়:

(৩য় অধ্যায়) - ইয়াজুজ মাজুজ মুক্ত হয়ে যাওয়ার আলোচনা:

ইয়াজুজ মাজুজ কি মানুষ নাকি অন্য কোনো প্রাণী??

পবিত্র কুরআন থেকে ইয়াজুজ মাজুজ বের হওয়ার প্রমাণ:

আমি ইয়াজুজ মাজুজের জীর্ণ কাপড় দেখেছি:

বর্তমানে যারা ফিলিস্তিন দখল করে আছে, তারা বনী ইসরাইল বা ইহুদি নয়:

বর্তমানের ইহুদীরা কি সেই বনী ইসরাইল?

ইয়াজুজ মাজুজ কি বের হয়ে গেছে?

অবিশ্বাস্যকর অপরাধী খাজারিয়ান মাফিয়াদের গোপন ইতিহাস:

খাজারীয়দের বিস্তারিত ইতিহাস:

সিনাগগ বিশ্লেষণ (গগদের একত্রিত হওয়ার স্থান):

এদের সবার চেহারায় এতো মিল কেন??

ইয়াজুজ মাজুজ দুটি সম্প্রদায়। কোনো হিংস্র প্রাণী নয়। আমাদের মতো
মানুষ।

ইয়াজুজ মাজুজ নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন: (এতো ফেতনা কারা ছড়িয়েছে?)

ইয়াজুজ মাজুজ কে চিনতে চান? ওরা আপনার পাশেই আছে।

চারদিকে জারজ সন্তান!!! (জিনের বাচ্চা):

ক্যানিবালাজম (নর মাংস খেকো) এর ইতিহাস: তখন এবং এখন।

মাজুজ ও আহলে (followers) ইয়াজুজ মাজুজ কারা ?

পুরো পৃথিবীর মানুষ যেভাবে মাজুজ (জোশ্বি) হয়ে যাবে।

বৌদ্ধ জাতির দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করুন:

এই জাতিকে আপনি কি দিয়ে ঠেকাবেন?

জন্মহার হ্রাস, মারণাস্ত্র ও আবহাওয়া সঙ্কটে হুমকিতে

মানবসভ্যতা:

ইয়াজুজ মাজুজ বের হওয়ার পরেও হজ চালু থাকবে:

সমতল পৃথিবীতে ইয়াজুজ মাজুজ, খাজার, জিউস, আমেরিকার অবস্থান ও
ভূরাজনীতি:

ইয়াজুজ মাজুজকে কেন চিনতে পারছি না:

ক্রিপ্টো জিউ বা খাজারিয়ানদের কিছু ছবি ও আর্টিকেল লিংক:

(অধ্যায় -৪) তাফসীর ও ইতিহাস থেকে ইয়াজুজ মাজুজ:

বইঃ কাসাসুল কুরআন:

কাসাসুল কুরআন, স্ক্রিন শট-১:

কাসাসুল কুরআন, স্ক্রিন শট-২:

আল বিদায় ওয়ান নেহায়া থেকে:

তাফসীরে ইবনে কাসিরে ইয়াজুজ মাজুজ:

তাফসীরে মারেফুল কুরআন থেকে ইয়াজুজ মাজুজ:

আল্লামা ইকবালের (র:) বক্তব্য:

(অধ্যায়-৫) নিরপেক্ষ আলোচনা:

ইয়াজুজ- মাজুজ বলবে, আমরা আল্লাহ কে হত্যা করেছি।

ইয়াজুজ মাজুজ কোথায়? আমাদের চেনা ম্যাপের ভিতরে নাকি বাহিরে?

হজরত জুলকারনাইন কোথায় গিয়েছিলেন???

হজরত যুলকারনাইনের পৃথিবী ভ্রমণ: সম্ভাব্য উদয় ও অস্তাচল।

মায়া সভ্যতা ও হজরত যুলকারনাইনের শান্তি প্রদান:

পশ্চিমের ভূমি, মায়া সভ্যতা ও অনুনাকি (হোপি) জনগণ:

ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে বিতর্ক মুক্ত থাকুন:

উপসংহার:

শুরুর কথা:

ইয়াজুজ মাজুজ বা গগ মেগগের ব্যাপারে আমাদের সমাজে দুই ধরনের ধ্যান ধারণা প্রচলিত আছে। একদল মনে করে, তারা এখনো দেয়ালের অপর পাশে বন্দি অবস্থায় আছে। আরেকদল মানুষ মনে করে তারা অনেক আগেই ছাড়া পেয়ে গেছে। অর্থ্যাৎ মুক্ত হয়ে গেছে।

দুই দলের কাছেই নিজেদের মতের সপক্ষে পর্যাপ্ত দলিল প্রমাণ রয়েছে। আর তাই আমি এই পিডিএফ টিকে ৩ টি অধ্যায়ে ভাগ করেছি।

১ম অধ্যায়ে থাকবে: ইয়াজুজ মাজুজের সাধারণ বা কমন পরিচয়। যা মোটামোটি সবাই জানে।

২য় অধ্যায়ে থাকবে: তাদের এখনো বন্দি থাকার পক্ষের আলোচনা।

আর ৩য় অধ্যায়ে থাকছে এদের মুক্ত হয়ে যাওয়ার পক্ষের প্রমাণাদি।

আশা করি এই কিতাবটি দ্বারা আপনারা ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে, সমাজে প্রচলিত দুই ধরনের মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। এবং নিজেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

জাযাকুমুল্লাহ খাইর।

(১ম অধ্যায়) - ইয়াজুজ মাজুজের পরিচয়:



ইয়াজুজ-মাজুজ শব্দের উৎপত্তি এবং অর্থঃ

উলামাদের কেউ কেউ বলেন, আরবী আজ শব্দ থেকে ইয়াজুজ মাজুজ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে দ্রুতগামী। ইয়াজুজ মাজুজ যখন পৃথিবীতে বের হবে, তখন তারা খুব দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

তাদের এই দ্রুতগামীতার জন্য তাদেরকে ইয়াজুজ মাজুজ বলা হয়। আবার কারো কারো মতে আরবী মওজ শব্দ থেকে ইয়াজুজ মাজুজ শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ হচ্ছে তরঙ্গ বা ঢেউ।

ইয়াজুজ মাজুজ যখন পৃথিবীতে বের হবে তখন তারা এতো বেশি সংখ্যক হবে যে তারা তরঙ্গ বা ঢেউয়ের মতো ছুটতে থাকবে এবং সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে। এজন্য তাদেরকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে।

সঠিক কথা এটা হতে পারে যে আজ শব্দ থেকে ইয়াজুজ, আর মওজ শব্দ থেকে মাজুজ শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ হচ্ছে দ্রুতগামী ও তরঙ্গ। ইয়াজুজ মাজুজ যখন বের হবে তখন তারা খুব দ্রুত ছুটে চলবে তরঙ্গের আকারে। তাই তাদেরকে ইয়াজুজ মাজুজ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

আরেকটি ব্যাখ্যা:

ইয়াজুজ-মাজুজ আরবি শব্দ, আবার অনেকে বলেছে অনারব। এই শব্দটি এসেছে “উজাজ” থেকে যার অর্থ রক্ষ, কঠোর, কর্কশ। আবার অন্যের মতে “আল-আজ্জ” থেকে এসেছে যার অর্থ “দ্রুত ধেয়ে আসা”। আবার অনেকের মতে “আজিজ” শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে যার অর্থ “প্রচন্ড তাপ। ইংরেজিতে এদেরকে (Gog) এবং মাগগ (Magog) বলা হয়ে থাকে।

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা? ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে কবে আসবে?

আমরা ইসলাম মানি আর না মানি, নাস্তিকরা আল্লাহ বিশ্বাস করুক আর না করুক কিন্তু আমরা প্রায় সবাই ই নিশ্চিত যে একদিন কিয়ামত হবেই অর্থাৎ পৃথিবীর সমাপ্তি। ইসলামি দৃষ্টিতে কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে “ইয়াজুজ মাজুজ”-এর আগমন অন্যতম। কিন্তু আমাদের অনেকেই ইয়াজুজ মাজুজ (gog and magog) সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই!

ইয়াজুজ মাজুজ (gog and magog) আমাদের মতই মানুষ এবং আদম (আঃ)-এর বংশধর। তারা কিয়ামতের আগ দিয়ে ঈসা (আঃ)-এর সময় পৃথিবীতে এদের আগমন ঘটবে। শাসক যুলকারনাইন তাদেরকে এখন প্রাচীর দিয়ে আটকিয়ে রেখেছেন যা সূরা কাহফ এ আয়াত ৯২-৯৭ এর মধ্যে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে যা নিয়ে আমরা পরবর্তিতে ধাপে ধাপে আলোচনা করবো।

কে সে যুলকারনাইন!

যুলকারনাইন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন একজন রাজা ছিলেন। তিনি একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।

আল্লাহ তাকে এত, এত ক্ষমতা দিয়েছিলেন যে তার রাজত্ব ছিল “প্রায়” পুরো পৃথিবী জুড়ে। পৃথিবী কে আমরা এখন শেষ সময়ে এসে বিভিন্ন জটিল ভিসা, পাসপোর্ট ইত্যাদি সিস্টেম এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। একসময় পৃথিবীটা এমন ছিল না। কয়েকশ বছর আগেও ছিলনা, হাজার বা লক্ষ বছর তো দূরের কথা। “প্রায়” বলা হচ্ছে কারন পৃথিবীতে সবসময়ই এমন যায়গা ছিল ও থাকবে যেখানে মানুষের পায়ের ছাপ কোনদিনও পড়েনি, যেখানে সভ্যতা আজো পৌছেনি। কিন্তু যতটুকুই সভ্যতা ছিল পৃথিবীতে তার সময়ে, যুল-কারনাইন পুরো পৃথিবীকে শাসন করে গেছেন। তার ছিল

সৈন্যবাহিনী, টাকা, অস্ত্র সবকিছু। কিভাবে শুধুমাত্র ঘোড়া / হাতি / উট দিয়ে পুরো পৃথিবী তিনি ঘুরে বেড়াবেন? Only Allah Knows.

যুল কারনাইন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন কঠোর রাজা ছিলেন। আল্লাহ যেভাবে যে আইন দিয়েছিলেন তার সময়ে, তিনি কঠোরভাবে তা প্রণয়ন করতেন। তার নিয়ম ছিল এইটা যে-

“যে ভাল কাজ করবে, আমি তাকে বিশাল পুরস্কার দিবা। যে খারাপ কাজ করবে, দুর্নীতি করবে, আমি তাকে শাস্তি দিবা। আমি তো দিবই এই পৃথিবীতে, আর শেষ বিচারের জন্য আল্লাহ তো আছেনই। আমি ভালোর ভালো, মন্দের যম!”

এইভাবে তিনি পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে বেড়াতেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়তেন সারা পৃথিবীতে, খুজে খুজে বের করতেন কে কোথায় কি করছে, কে ভাল কাজ করছে, কে কে অন্যায় করে বেড়াচ্ছে। জনপদ থেকে জনপদে ঘুরে বেড়াতেন যুলকারনাইন, বিচার করতেন অন্যায়ের, ভালবাসতেন ভাল মানুষদের। ভয় করতেন আল্লাহকে। কি অদ্ভুত জীবন দিয়েছিলেন তাকে আল্লাহ।

তিনি যাত্রা শুরু করলেন একবার। প্রথমেই তিনি পশ্চিমে বা সূর্যাস্তের দিকে যাত্রা শুরু করলেন,

সেই রাজ্য তিনি জয় করলেন। সেখানে তিনি কিছু লোক (বা কোন জনপদ) পেলেন। আল্লাহ তাকে শাসক হিসেবে দুটি অপশন দিলেন যে চাইলে তিনি তাদের অত্যাচার করতে পারেন, আবার চাইলে তাদের দয়াও দেখাতে পারেন (কাহাফঃ আয়াত ৮৬)

তিনি বললেন-

যে খারাপ কাজ করে আমি তাদের শাস্তি দেব, আর যখন তারা তাদের প্রভুর কাছে ফেরত যাবে তিনি তাদের আরো কঠোর শাস্তি দিবেন। আর যারা বিশ্বাস করেছে ও ভাল কাজ করে, আমি তাদের পুরস্কার দিবা (কাহাফঃ আয়াত ৮৭)

এরপর তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন। আরো পূর্ব দিকে যেতে যেতে তিনি এমন এক জনপদে আসলেন যেখানে তিনি আবিষ্কার করলেন তারা অত্যন্ত প্রাচীন ও Primitive এক জাতি। এতই প্রাচীন যে তাদের ঘরগুলোর উপর কোন ছাদ পর্যন্ত ছিলনা। এখানে এসেও তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করলেন ও মানুষকে আল্লাহর কথা জানিয়ে দিয়ে গেলেন।

কুরআনে আল্লাহ সুবহানা হুওয়াতায়ালা আমাদের যুলকারনাইন সম্পর্কে বলেছেন। হাজার বছর পূর্বে তিনি বাদশাহ হিসাবে পৃথিবী শাসন করেছেন। এইটি এতই আগের ঘটনা যে এই ঘটনা ইতিহাসের বইতেও খুঁজে পাওয়া যায় না। যুলকারনাইন শব্দের অর্থ হল “দুই শিংধারী”। কিছু মুফাসসির বলেছেন এটার মানে হল তিনি পূর্ব-পশ্চিম শাসন করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানা হুওয়াতায়ালা কুরআনে যুলকারনাইন সম্পর্কে বলেন যে যুলকারনাইন পূর্ব, পশ্চিম এবং এবং দু’পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান ভ্রমণ করেছিলেন।

তিনি যখন দু’পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছালেন তিনি তথায় এমন এক জাতির সন্ধান পেলেন যারা তাঁর ভাষা ভালভাবে বুঝতে পারছিলেন না।

তারা বলল ” হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। ” (কাহাফঃ ৯৪)

যুল- কারনাইন উত্তর দিলেন-

” তোমাদের টাকার আমার কোন দরকার নাই, আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা যেকোন সম্পদের চেয়ে উত্তম। আমি তোমাদের সাহায্য করব। যদি তোমরা তোমাদের জনবল দিয়ে আমাকে সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটা নিশ্চিহ্ন প্রাচীর (রদ’মা) তৈরী করে দিবা (কাহাফ, আয়াত ৯৫)

আমাকে লোহা এনে দাও!! হাজার হাজার টন লোহা আনা হল। তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যে সেই লোহা রাখলেন। লোহা দিয়ে প্রথমে একটা ফাপা দেয়াল বানালেন, দুটি পর্বতের মধ্যে লোহার দেয়াল, তাতে এমন আগুন দেওয়া হল যে লোহা গলে গেলে কিভাবে এগুলো সম্ভব আমি জানিনা, আমি তাই লিখছি যা কুর’আনে লেখা আছে।

লোহা যখন গলা শুরু করল, রাজা হুকুম দিলেন- এবার গলিত” কিতরা” নিয়ে আসো! [কাহাফ, আয়াত ৯৬]

কিতরা অর্থ হচ্ছে Lead / Copper, যুলকারনাইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না। কিন্তু আজকের আধুনিক বিজ্ঞান জানে যে, Steel সাথে Lead বা Copper মিশালে তৈরী হয় Brass অথবা Bronze. দুটির যেকোনটিই লোহা থেকে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। Copper এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তা ধাতুকে ক্ষয়ে যেতে দেয় না।

গলিত তামা কে তিনি ঢেলে দিলেন গলিত লোহার সাথে। তৈরী হল রদ’মা। নিশ্চিহ্ন এক নিরাপত্তা বেষ্টনী। পৃথিবীর বুক থেকে হাজার হাজার বছর ধরে একটি পাশবিক জাতিকে সরিয়ে রাখার জন্য:-

যুল-কারনাইন ছিলেন Perfectionist. আয়াত ৯৪ এ প্রাচীন জাতি তার কাছে একটা সা’দ এর আবেদন করে। সা’দ হচ্ছে শুধু একটা প্রাচীর / Dam. বিনিমিয়ে তিনি তৈরী করে দিলেন একটা “রদ’মা” (আয়াত ৯৫)। কাজ শেষা জাতি মুক্ত। তারা ভাবছে – ওয়াও !! কি অসাধারণ একটা প্রাচীর।



যুল-কারনাইন ঘোষণা দিলেন-

“এই প্রাচীর ইয়াজুজ মাজুজ ভেদ করতে পারবেনা। এটা আমার প্রভুর কাছ থেকে একটা দয়া। তিনি তোমাদের দয়া করেছেন ইয়াজুজ মাজুজের হাত থেকে। এই প্রাচীরটি শক্তিশালী, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একদিন আমার প্রভুর কথা সত্য হবে। সেদিন তিনি এই প্রাচীর কে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। আমার প্রভুর কথা নিঃসন্দেহে সত্য প্রমানিত হবে। “

এই ঘোষণা দিয়ে তিনি সেই জাতি কে রেখে এবং ইয়াজুজ মাজুজ কে সীল গালা করে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

তাই আজকে আমরা ইয়াজুজ মাজুজকে দেখতে পাই না। তারা ঠিক কোথায় রয়েছে তাও আমরা জানি না। তবে রাসুল (সা) একটি হাদিস থেকে জানা যায় তারা মদিনার পূর্ব দিক হতে আসবে। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তায়ালাই ভাল জানেন। অবশেষে যুলকারনাইন তার সাধ্যমতো সর্বোত্তম প্রাচীর তৈরি করে দেয়ার পরে তাদের বলেছিলেন যা কুরআনে এভাবে এসেছে,

“এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য” (কাহাফঃ ৯৮)

ঐ প্রাচীর ভেঙ্গে তারা একদিন বেরিয়ে আসবে এবং সামনে যা পাবে সব খেয়ে ফেলবে। এমনকি তাদের প্রথম দলটি নদীর পানি খেয়ে শেষ করে ফেলবে এবং শেষদলটি এসে বলবে ‘হয়ত এখানে কোন একসময় নদী ছিল’। তাদের সাথে কেউ লড়াই করতে পারবে না।

এক সময় তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের এক পাহাড়ে গিয়ে বলবে, “দুনিয়াতে যারা ছিল তাদের হত্যা করেছি। এখন আকাশে যারা আছে তাদের হত্যা করব।” তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তাদের তীরে রক্ত মাখিয়ে ফেরত পাঠাবেন।

এসময় ঈসা (আঃ) তাদের জন্য বদদো‘আ করবেন। এতে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন। তারা সবাই মারা যাবে ও পাঁচে দুর্গন্ধ হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের লাশ থাকবে। আল্লাহ শকুন পাঠাবেন। লাশগুলোকে তারা নাহবাল নামক স্থানে নিক্ষেপ করবে। মুসলিমরা তাদের তীর ও ধনুকগুলো ৭ বছর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করবে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)।

ইয়াজুজ মাজুজের পরিচয়

এরা নূহ (আ) এর তৃতীয় সন্তান Yafiz এর বংশধর। এরা সভ্যতার আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত জাতি। এরা অত্যন্ত প্রাচীন, দয়ামাহীন ও Corrupt একটা জাতি। এদের কোন ন্যায় নীতি দয়া মায়া ভালবাসা কিছু নেই। এরা যোদ্ধা জাতি। এদের মূল অস্ত্র হচ্ছে নিজেদের মধ্যে একতা। এদের কোন আধুনিক অস্ত্র নেই। আধুনিক বিশ্ব কি এ ব্যাপারে এদের বিন্দুমাত্র কোন ধারণা নেই। জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি সম্পর্কে এদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। এরা সংখ্যায় অগণিত। এরা আক্রমণ করে শ্রোতের মতন, পঙ্গপালের মতন। হত্যা, ডাকাতি, দুর্নীতি, অরাজকতা, অন্যায়, ধর্ষণ যা ইচ্ছা তাই করবে এরা যেদিন বের হবে। এদের মূল লক্ষ্য একটাই, তা হল পৃথিবীকে দখল করে নেওয়া। এরা যখন বের হবে এদের সামনে দাড়ানোর মতন কোন শক্তি থাকবে না। পুরো পৃথিবী ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার মতন ক্ষমতা নিয়ে বের হবে এই দুই জাতি। মাত্র দুইবার পৃথিবীতে শ্রোতের মতন মানুষ বের হবে। একবার বের হবে যখন ইয়াজুজ মাজুজ ছাড়া পাবে, আর একদিন বের হবে যেদিন ইসরাফীল (আ) তার শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফু দিবেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তারা হচ্ছে আদম সন্তানেরই এক সম্প্রদায়। হাফেয ইবনে হাজার (রহ:) এর মতে- তারা নূহ (আ:) এর পুত্র ইয়াফিছের পরবর্তী বংশধর।

ইমরান বিন হুছাইন (রা:) থেকে বর্ণিত, কোন এক ভ্রমণে আমরা নবীজীর সাথে ছিলাম। সাথীগণ বাহন নিয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। নবীজী উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলেন- হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করা নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক

স্তন্য-ধাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুত: আল্লাহ্র আযাব বড় কঠিন... [সূরা হাজ্ব, আয়াত:১-২ এ বিষয়ে বলা আছে]

নবীজীর উচ্চবাচ্য শুনে সাহাবিগণ একত্রিত হতে লাগলেন, সবাই জড়ো হলে বলতে লাগলেন- তোমরা কি জান, আজ কোন দিবস? আজ হচ্ছে সেই দিবস, যে দিবসে আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বললেন: জাহান্নাম বাসী বের কর! আদম বলবে: জাহান্নাম বাসী কে হে আল্লাহ্...!/? আল্লাহ্ বলবেন- প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে আর একজন শুধু জান্নাতে!! নবীজীর কথা শুনে সাহাবীদের চেহারায়ে ভীতির ছাপ ফুটে উঠল। তা দেখে নবীজী বলতে লাগলেন- আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! সেদিন তোমাদের সাথে ধ্বংস-শীল আদম সন্তান, ইয়াজুজ মাজুজ এবং ইবলিস সন্তানেরাও থাকবে, যারা সবসময় বাড়তে থাকে (অর্থাৎ ওদের থেকে ৯৯৯ জন জাহান্নামে, আর তোমাদের থেকে একজন জান্নাতে), সবাই তখন আনন্দ ও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। আরো বললেন- আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! মানুষের মাঝে তোমরা সেদিন উটের গায়ে ক্ষুদ্র চিহ্ন বা জন্তুর বাহুতে সংখ্যা চিহ্ন সদৃশ হবে... [তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ]

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেন- ইয়াজুজ-মাজুজ আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায়। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাদের একজন মারা যাওয়ার আগে এক হাজার বা এর চেয়ে বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে যায়। তাদের পেছনে তিনটি জাতি আছে- তাউল, তারিহ এবং মাক্ক... [তাবারানী]

খালেদ বিন আব্দুল্লাহ্ আপন খালা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একদা নবী করীম (সা:) বিচ্ছু দংশনের ফলে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাধাবস্থায় ছিলেন। বললেন- তোমরা তো মনে কর যে, তোমাদের কোন শত্রু নেই! (অবশ্যই নয়; বরং শত্রু আছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে) তোমরা যত্ন করতে থাকবো। অবশেষে ইয়াজুজ মাজুজের উদ্ভব হবো। প্রশস্ত চেহারা, ক্ষুদ্র চোখ, কৃষ্ণ চুলে আবছা রক্তিম। প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে তারা দ্রুত ছুটে আসবো মনে হবে, তাদের চেহারা সুপারিসের বর্ম... [মুসনাদে আহমদ, তাবারানী]

অর্থাৎ মাংসলতা ও স্থূলতার ফলে তাদের চেহারা বর্ম সদৃশ দেখাবে।

যে ভাবে প্রাচীর ভেঙে যাবে:—

যুলকারনাইনের নির্মিত সুদৃঢ় প্রাচীরের দরুন দীর্ঘকাল তারা পৃথিবীতে আসতে পারেনি। প্রাচীরের ওপারে অবশ্যই নিজস্ব পদ্ধতিতে তারা জীবন যাপন করছে। তবে আদ্যাবধি তারা সেই প্রাচীর ভাঙতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, প্রাচীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী করীম (সা:) বলেন- অতঃপর প্রতিদিন তারা প্রাচীর ছেদন কার্যে লিপ্ত হয়। ছিদ্র করতে করতে যখন পুরোটা উন্মোচনের উপক্রম হয়, তখনই তাদের একজন বলে, আজ তো অনেক করলাম, চল! বাকীটা আগামীকাল করব! পরদিন আল্লাহ্ পাক সেই প্রাচীরকে পূর্বের থেকেও শক্ত ও মজবুত রূপে পূর্ণ করে দেন। অতঃপর যখন সেই সময় আসবে এবং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দেবেন, তখন তাদের একজন বলে উঠবে, আজ চল! আল্লাহ্ চাহেন তো আগামীকাল পূর্ণ খোদাই করে ফেলব! পরদিন পূর্ণ খোদাই করে তারা প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। মানুষের ঘরবাড়ী বিনষ্ট করবে, সমুদ্রের পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে। ভয়ে আতঙ্কে মানুষ দূরে দূরান্তে পলায়ন করবে।

অতঃপর আকাশের দিকে তারা তীর ছুড়বে, তীর রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসবে...

[তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, মুত্তাদরাকে হাকিম]



পৃথিবী শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা এর শেষ সময়ের বাসিন্দা। বলতে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু হ্যাঁ, খুব বেশিদিন আসলে আর বাকি নেই। একদিন কিচ্ছু থাকবেনা। আপনি থাকবেন না, আমি থাকবনা, এই পৃথিবীটাও ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি মতন।

কেয়ামতের কয়েকটি বড় বড় পূর্ব ঘটনা (Major Signs) হল-

- ঈসা (আ) এর পুনরায় আগমন
- ইয়াজুজ মাজুজ এর আগমন
- দাজ্জাল এর আগমন
- ইমাম মেহেদী এর আগমন... ইত্যাদি।

যুল-কারনাইন খুব-ই ভালভাবে তার কাজ সমাধান করেছিলেন। অন্যভাবে বলা যায়, আল্লাহ তাকে দিয়ে করিয়েছিলেন। এমনভাবে দুটি জাতিকে তিনি পাহাড়ের মধ্যে আটকে রেখেছেন হাজার হাজার বছর ধরে যে তারা সেখানেই আছে, বের হবার কোন উপায় নেই। কোন আবহাওয়া, কোন অস্ত্র, কোন পারমানবিক বোমা, কিছু দিয়েই কোনভাবে সেই “রদ’মা” ভেদ করা সম্ভব নয়। হয়তবা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে এটাকে ব্যাখ্যা করা যাবেনা, কিন্তু আপনি যদি বিশ্বাসী হন, আপনি জানেন যে বিজ্ঞান দিয়ে কখনো ধর্মকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

ইয়াজুজ মাজুজ আজো আছে। সেখানেই আছে। কোথায় আছে, কেউ জানেনা। **Allah knows Best.** খালি একবার মহানবি (স) পূর্বদিকে আগুল তুলে বলেছিলেন যে তারা সেদিক থেকে আসবে। এটুকুই জানা গেছো। কেউ বলে, চীনের প্রাচীর হচ্ছে এই প্রাচীর। না, এটা সত্য নয়। চীনের প্রাচীর নিশ্চিহ্ন কিছু নয়। হয়ত তারা আছে অন্য কোন সময়ে, অন্য কোন মাত্রায়, অন্য কোন **Dimension** এ। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে আমি আর কথা বাড়াতে চাইনা। **Allah knows best.**

প্রত্যেকদিন, প্রত্যেকদিন ইয়াজুজ মাজুজ জাতিরা এই প্রাচীর ভেঙ্গে বের হবার চেষ্টা করে আসছে। হাজার হাজার বছর ধরে। সারা দিন তারা কাজ করে, রাতে যখন সামান্য একটু বাকি থাকে, তাদের নেতা বলে- কালকে বাকিটা শেষ করব, চল এখন যাই। পরের দিন তারা আসে। এসে দেখে তাদের কাজ পুরা ভ্যানিশ। কিছু নেই। আবার গোড়া থেকে শুরু করে তারা। আবার তারা খুঁড়ে। আবার একি ঘটনা ঘটে। পরেরদিন। তার পরেরদিন। একি ঘটনা প্রতিদিন। যেদিন তাদের বের হবার সময় আসবে, সেদিনও তারা কাজ শুরু করবে। সারাদিন কাজ করবে। রাতে নেতা বলবে-কালকে বাকিটা শেষ করব ইনশা-আল্লাহ। পরের দিন তারা কাজ শেষ করবে এবং বের হয়ে আসবে।

একদিন মহানবী (স) হাসিমুখে বসে ছিলেন। হঠাত তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং হাতের দুটি আঙ্গুল দিয়ে একটা রিং বানিয়ে বললেন- ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ একটা গর্ত তৈরী হয়েছে। হয়ত এটার মানে এরকম যে, তাদের আসার দিন ঘনিয়ে এসেছে। ১৪০০ বছর আগেই যদি এই অবস্থা হয়, এখন তাহলে কি অবস্থা ???
Allah Knows best.

যখন ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে, তখন পৃথিবীতে ঈসা (আ) জীবিত থাকবেন। আল্লাহ ঈসা (আ) কে নির্দেশ দিবেন,” আমার একটা সৃষ্টি বের হয়ে আসছে, কেউ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেনা, কেউ তাদের সামনে দাড়াতে পারবেনা। আপনি সকল বিশ্বাসী মানুষদের নিয়ে ফিলিস্তিনের “আত-তুর” নামক জায়গায় যান “ [তথ্য সূত্র পাওয়া যায়নি]

ঈসা (আ) সব মুসলিমদের নিয়ে জেরুজালেম এ লুকাবেন। ইয়াজুজ মাজুজ এর আর্মি তাদের যাত্রা শুরু করবে। তারা ফিলিস্তিনে এসে Tiberis Lake থেকে পানি খাওয়া শুরু করবে। তারা সংখ্যায় এত হবে যে একদম পিছনের যোদ্ধারা পানি খেতে এসে দেখবে লেকটা খালি হয়ে গেছে। তারা নিজেরাই নিজেদের জিজ্ঞেস করবে- পানি গেল কই? তারা যে নিজেরাই এর পানি খেয়ে ফেলেছে এটা তারা জানেনা। তারা পৃথিবীর সবকিছু খেয়ে ফেলবে। খাবারের এমন অভাব হবে যে এক টুকরা মাংস মানুষের কাছে এক ব্যাগ স্বর্ণমুদ্রা থেকে বেশি দামি হবে।

ঈসা (আ) ও মুসলিমরা আল্লাহর কাছে দু’আ করবেন। আল্লাহ এক প্রকার কীট পাঠাবেন যেগুলো ইয়াজুজ মাজুজ দের আক্রমণ করবে। এক রকম মহামারী শুরু হবে। সব ইয়াজুজ মাজুজ মারা যাবে। পুরা পৃথিবী ভরে যাবে পচা গলা লাশ দিয়ে। ঈসা(আ) আবার দু’আ করবেন। আল্লাহ এবার পাখি পাঠাবেন। বিশাল বড় বড় পাখি তারা

লাশগুলো নিয়ে পানিতে ফেলে দেবো আল্লাহ এইবার বৃষ্টি পাঠাবেন। বৃষ্টি দিয়ে ধুয়ে দিবেন পৃথিবী।

প্রায় একই রকম আরেকটি আর্টিকেল দেয়া হলো। কিছু নতুন তথ্য আছে। অধিক জানতে চাইলে পড়তে পারেন। না পড়লেও অসুবিধা নেই।

ভয়ঙ্কর জাতি ইয়াজুজ-মাজুজ:

মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরানে বর্ণিত কিয়ামতের যতগুলো নিদর্শন রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ইয়াজুজ-মাজুজ নামের একটি জাতির উত্থান। এই ইয়াজুজ-মাজুজ কারা তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

কেউ বলেছেন, তারা পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ.) এর বংশধর। আবার কেউ বলেছেন তারা, হযরত নুহ (আ.)

এর তৃতীয় পুত্র ইয়াকেলের বংশধর। ইয়াজুজ-মাজুজ জাতিটিকে ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টে ‘গগ ও ম্যাগগ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলে এদের নুহ (আ.) এর দুই পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এরা মিলে পরে একটি উপজাতি সৃষ্টি করেছিল। বিতর্ক থাকলেও এ কথা সত্য যে, ইয়াজুজ-মাজুজের জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যন্ত ভয়াবহ জাতি হিসেবেই পরিগণিত। তারা তাদের পাশ্চবর্তী জাতিগুলোর ওপর ভয়াবহ অত্যাচার চালিয়েছিল। এমনকি পুরো সভ্যতা ধ্বংস করে দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। কোরান, ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্টের বর্ণনা অনুসারে, ইয়াজুজ-মাজুজের বাসস্থান ছিল এশিয়ার উত্তর-পূর্বের অংশে। তারা এশিয়ার দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলজুড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ তৈরি করেছিল। কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন, এই সম্প্রদায়টি বসবাস করতো রাশিয়ার মস্কো অঞ্চলে। আবার অনেকের ধারণা, চীনের তিব্বত এবং আর্কটিক সাগরের পাশ্চবর্তী তুর্কিস্তানে বাস ছিল ইয়াজুজ-মাজুজের।

জুলকার নাইনের আবির্ভাব

কোরানে উল্লিখিত জুলকার নাইনের পরিচয় সম্পর্কে গবেষকদের মতপার্থক্য রয়েছে, কেউ বলেন তিনি হলেন গ্রিক মহাবীর আলেকজান্ডার। অনেকে এই মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেন,

জুলকার নাইন হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ হযরত সোলাইমান
(আ.)। আধুনিক গবেষকদের মতে কোরানে উল্লিখিত জুলকার
নাইনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ৩টি চরিত্র নির্দেশ করা হতে পারে: ১.
মহামতি আলেকজান্ডার ২. সাইরাস দি গ্রেট (পারস্যের রাজপুত্র) ৩.
হিমায়ার সাম্রাজ্যের একজন শাসক।

কোরানের বর্ণনা মতে, জুলকার নাইন ছিলেন একজন শাসক। আল্লাহ
তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছিলেন। পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমের সব দেশ
তিনি জয় করেছিলেন। ইয়াজুজ-মাজুজ যে পাহাড়ে বাস করতো
সেখানে গিয়ে তিনি তার মিশন শেষ করেন। সেখানে গিয়ে তিনি
লোকজনের এক ভিন্ন ধরনের ভাষা শুনতে পান। দোভাষীর মাধ্যমে
কথা বলে জুলকার নাইন জানতে পারেন, তারা ইয়াজুজ মাজুজের
নির্যাতনের শিকার। লোকগুলো ইয়াজুজ-মাজুজকে অবরুদ্ধ করে
তাদের এবং ওই ভয়ঙ্কর জাতির মধ্যে একটি দেয়াল তৈরি করে
দিতে বলল। এরপর তিনি তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরি করে দেন।
সূরা কাহাফ'র ৮৩-৮৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা আপনাকে
জুলকার নাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, আমি (আল্লাহ)
তোমাদের কাছে তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে
প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান
করেছিলাম। অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন।

অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন তখন তিনি সূর্যকে এক পক্ষিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে জুলকার নাইন, আপনি তাদের শান্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেনা’

জুলকার নাইনের প্রাচীর

কোরানে সূরা কাহাফের ৯৩ থেকে ৯৮ নম্বর আয়াতে জুলকার নাইনের এই প্রাচীর নির্মাণের কথা উল্লেখ আছে। ধারণা করা হয় এই জাতি ধাতুর ব্যবহার জানতো। তারা হাপর বা ফুক নল দিয়ে বাতাস প্রবাহিত করে ধাতুকে উত্তপ্ত করে গলাতে পারতো এবং লোহার পিণ্ড ও গলিত সীসাও তৈরি করতে পারতো। প্রাচীরটি তৈরির পর জুলকার নাইন জনগণকে বলেছিলেন, এই দেয়ালটি চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ যতদিন চাইবেন এটি থাকবে। তিনি এক সময় এটি ভেঙে ফেলবেন। প্রশ্ন হচ্ছে, দেয়ালটি আসলে কোথায়?

এ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে নানা মতবিরোধ রয়েছে। এই প্রাচীরটির সঠিক অবস্থান নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে। একদল গবেষক মনে করেন, কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী এই দেয়ালটি অরুণাচলে। চীনের মহাপ্রাচীরের কথা বলেন অনেকে। তবে চীনের মহাপ্রাচীর ইট দিয়ে তৈরি, শীশা দিয়ে নয়। অনেকে মনে করেন, উত্তর দিকে ইয়াজুজ-

মাজুজের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য দেয়াল তুলেছিলেন জুলকারনাইন। আর সে স্থানটি পাহাড়ের প্রাচীরের মাঝখানে। এই বর্ণনার সাথে মিলে যায় এমন একটি দেয়াল রয়েছে কাম্পিয়ান সাগরের উপকূলে। ইতিহাসবিদরা স্বীকৃতি দেন যে এই দেয়াল তৈরি করেছিলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। এটা তৈরিতে লোহা ও তামা ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে একটি তোরণও রয়েছে, যা ‘কাম্পিয়ান গেট’ বা আলেকজান্ডারের গেট নামে পরিচিত।

দারিয়াল এবং দারবেস্ত নামে দুটি শহরে এর ব্যাপ্তি। দারিয়াল রাশিয়া এবং জর্জিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। এটিকে বলা হয় কাজবেক পাহাড়ের পূর্ব প্রান্ত। দারবেস্ত রাশিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত একটি শহর। কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে নির্মিত এই দেয়ালটি তোলা হয়েছে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান। এ পাহাড় দুটিকে বলা হয়, ‘পৃথিবীর উঠান’। আলেকজান্ডার নির্মিত এ দেয়ালের উচ্চতা ২০ মিটার এবং এটি ৩ মিটার (১০ ফুট) পুরু।

এখন পর্যন্ত এই দেয়ালটিকেই জুলকার নাইনের প্রাচীর হিসেবে সম্ভাব্য ধরা হয়। এই প্রাচীরটি এতোটা শক্ত যে ইয়াজুজ-মাজুজের মতো কোনো জাতির পক্ষে এটি ভেঙে ফেলা সম্ভব ছিলনা। তবে প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ একদিন এই দেয়াল ভেঙে দেবেন।

কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঘটবে এই ঘটনা। তখন ইয়াজুজ-মাজুজ আবার ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীতে।

ইয়াজুজ-মাজুজের ধবংস

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর হাদিস মতে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘প্রতিদিন তারা প্রাচীর ছিদ্র করার কাজে লিপ্ত হয়। ছিদ্র করতে করতে যখন পুরোটা উন্মোচনের উপক্রম হয় তখনই তাদের একজন বলে, আজ তো অনেক করলাম। চল! বাকিটা আগামীকাল করবা। পরদিন আল্লাহ সেই প্রাচীরকে আগের চেয়েও শক্ত করে দেন। অতঃপর যখন সেই সময় আসবে এবং আল্লাহ তাদের বের হওয়ার অনুমতি দেবেন তখন তাদের একজন বলে উঠবে, আজ চল! আল্লাহ চাইলে আগামীকাল পূর্ণ ছিদ্র করে ফেলবা। পরদিন তারা প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। এসে তারা মানুষের ঘরবাড়ি নষ্ট করবে, সমুদ্রের পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে। ভয়ে, আতঙ্কে মানুষ দূরে-দূরান্তে পালাবে। অতঃপর আকাশের দিকে তারা তীর ছুড়বে। তীর রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসবে...।’

এই সময়টা থাকবে হযরত ইসা (আ.) এর সময়। এই সময়েই আল্লাহ তাকে আবার পৃথিবীতে পাঠাবেন। ইসাকে (আ.) আল্লাহ আদেশ করবেন লোকজনকে রক্ষা করার জন্য। এ সময় ঈসা (আ.) তাদের

জন্য বদদোয়া করবেন, যেন কোনো মহামারীতে ইয়াজুজ-মাজুজ ধ্বংস হয়। ফলে তাদের কাঁধে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেবেন। তারা সবাই মারা যাবে ও পঁচে দুর্গন্ধ হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের লাশ থাকবে। আল্লাহ এক ধরনের পাখি পাঠাবেন, যার ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের সমান। লাশগুলো তারা ‘নাহ্বাল’ নামক স্থানে নিক্ষেপ করবে। এরপর একটি বৃষ্টি এসে পুরো পৃথিবীকে ধুয়েমুছে দেবে এবং পৃথিবী আবার উর্বর ভূমিতে পরিণত হবে।

ইয়াজুজ মাজুজের পরিচয়ের ব্যাপারে মোটামুটি এগুলোই কমন তথ্য। আপনি অনলাইনে সার্চ দিলে বা কোনো কিতাবে দেখলে ঘুরে ফিরে এই তথ্য গুলোই পাবেন। অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাথমিক পরিচয় হিসেবে সবজায়গায় এই আলোচনাই এসেছে।

তবে নিচে আমি বিভিন্ন গবেষকদের আরো কিছু গবেষণা তুলে ধরছি।

বিভিন্ন গবেষণায় ইয়াজুজ মাজুজের আরো কিছু পরিচয়:

এতদ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সহীফা এবং প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তার সারকথা এই:

(ক) হযরত নূহ (আ:) - এর সময়কার মহাপ্লাবনের পর তার বংশধর তিন ব্যক্তি হতে বিশ্বময় বিস্তৃত হয়েছে। (১) হাম (২) শাম এবং (৩) ইয়াফিস। আরব আজম ও রোমের পূর্বপুরুষরা ছিলেন শাম- এর বংশধর। ইথিওপিয়া বা হাবশা এবং নাওবা অঞ্চলের পূর্ব পুরুষরা ছিলেন হাম- এর বংশধর। তুর্কি, সাকালিপ এবং ইয়াজুজ- মাজুজের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইয়াফিস- এর বংশধর। (শরহে আকাদায়ে সিফারনিয়্যাহ: ২/ ১ ১৪)। এতে বুঝা যায় যে ইয়াজুজ- মাজুজের বিস্তৃতি বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে।

(খ) আধুনিক গবেষণালব্ধ সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ- মাজুজ হচ্ছে এশিয়ার উত্তর পূর্ব অঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ইউরোপের জাতিগোষ্ঠী যারা প্রাচীনকাল থেকে সভ্য দেশগুলোর ওপর ধ্বংসাত্মক বর্বর হামলা চালিয়েছে এবং মাঝে মাঝে প্লাবনের মতো উত্থিত হয়ে এশিয়া এবং ইউরোপ উভয় দিকেই থাবা বিস্তার করেছে। (বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস: ৯/ ৪৯১)।

(গ) হযরত হেজকিল (আ:) - এর সহীফা পাঠে জানা যায় যে, (৩৮- ৩৯ অধ্যায়) রুশ ও তোবল (বর্তমান তোবলস্ক) এবং

মসক (বর্তমান মস্কো) ইয়াজুজ মাজুজদের এলাকার অন্তর্ভুক্ত।
(সহীফায়ে হেজকিল (আ:) ৩৮- ৩৯ অধ্যায়) ।

(ঘ) ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউফিসুস ইয়াজুজ মাজুজ অর্থে সিথিয়ান সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। যাদের বসবাস স্থল ছিল কৃষ্ণ সাগরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত। কৃষ্ণ সাগর আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

(ঙ) গবেষক জিরুম- এর বিশ্লেষণ অনুসারে জানা যায় যে, ইয়াজুজ মাজুজ ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের নিকট বসবাস করত। এই জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা হারামখুরীতে খুবই অভ্যস্ত। আল্লাহপাক যা হারাম করেছেন তা তাদের নিকট আজও প্রিয় খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ইয়াজুজ-মাজুজের জানা-অজানা:

ইসলামি ঘটনাপ্রবাহে যেসকল চরিত্র নিয়ে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা চলে থাকে, ইয়াজুজ মাজুজ সম্ভবত সেই তালিকায় থাকবে একদম শীর্ষে। তারা কি দানব না মানব, নাকি অন্য কিছু- সে নিয়েই আছে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু আপনি জানেন কি,

ইয়াজুজ মাজুজ কেবল ইসলামি বর্ণনাতেই নয়, বরং আরও অনেক বর্ণনাতেই এসেছে?



ছবি ১৫৪: লন্ডনের গিল্ডহলে ইয়াজুজ-মাজুজের কাঠের প্রতিকৃতি

ইয়াজুজ (يأجوج) আর মাজুজ (مأجوج) এর হিব্রু হলো গোগ আর মাগোগ (גוג ומגוג)। ইংরেজিতে গগ ম্যাগগ (Gog & Magog) নামেই পরিচিত। কখনও এদের নাম এসেছে ব্যক্তি হিসেবে, কখনও জাতি হিসেবে, কখনও বা ভূমি হিসেবে। যেমন- বাইবেলের এজেকিয়েল পুস্তকে ইয়াজুজ হলো মাজুজ দেশের লোক। আবার পয়দায়েশ বা আদিপুস্তক বা জেনেসিসে ইয়াজুজের উল্লেখ নেই, কিন্তু সেখানে আবার মাজুজ একজন লোক, দেশ নয়। আদ্যিকালের ইহুদী ঋতি ছিল ‘মাজুজের ইয়াজুজ’, কিন্তু কালক্রমে সেটা দাঁড়ায় ‘ইয়াজুজ ও মাজুজ’। পবিত্র কুরআনেও দেখা যায় ইয়াজুজ ও মাজুজ আলাদা করেই আছে, এবং ভূমির নাম হিসেবে উল্লেখ নেই।

রোমের সময় থেকে লোকে বলাবলি করত অনেক আগের কোনো কথা, যখন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট নাকি ইয়াজুজ মাজুজদের বিতাড়িত করতে ‘আলেকজান্ডার ফটক’ নির্মাণ করেছিলেন। কুরআনে উল্লেখ পাওয়া যায়, ইয়াজুজ মাজুজকে আটকাতে বাদশাহ জুলকারনাইন নির্মাণ করেন তার প্রাচীর। ঐতিহাসিক জোসেফাস মনে করতেন, এই জাতিটি নূহ (আ) এর তৃতীয় পুত্র ইয়াফেশ (Japheth) এর উত্তরসূরি মাজুজের বংশধর। তিনি তাদেরকে সিথিয়ান (The Scythians) আখ্যা দিয়েছিলেন। সিথিয়ানরা ছিলো উত্তর সাইবেরিয়ার এক যাযাবর বর্বর জাতি, যারা মোটামুটি খ্রিস্টের জন্মের অন্তত দুশো বছর আগপর্যন্ত তাগুবে ছিল। ততদিনে তারা মধ্য এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ তো মঙ্গোলদেরকেই আখ্যায়িত করে ইয়াজুজ মাজুজ হিসেবে। তাছাড়া ভাইকিং, হান, খাজার, তুরানিয়, এমনকি ইসরাইলের হারানো গোত্র- সব নামেই এদের ডাকা হয়েছে যুগে যুগে। তবে তাদেরকে ‘কিয়ামতের আগে আবির্ভূত হবে এক জাতি’ এমন হিসেবেই দেখা হয় বর্তমানে সবচেয়ে বেশি।

রোমান উপকথায় দেখা যায়, আলেকজান্ডার (উপকথা অনুযায়ী বাদশাহ সিকান্দার) তাড়িয়ে দিয়েছিলেন গথ আর ম্যাগথকে যারা ছিলো নোংরা জাতির রাজা। তাড়িয়ে তাদের পাঠিয়ে দেন এক পর্বতখাদের ওপারে। তিনি এক প্রাচীর নির্মাণ করে দেন যেটি পেরিয়ে তারা আর বের হতে পারবে না। এই উপকথায় দেখা যায়, ইয়াজুজ মাজুজেরা ছিলো নরখাদক। আর সেই প্রাচীরের নাম ‘আয়রন গেট’। মধ্যযুগের তারকামগুলীর মানচিত্রেও দেখা মেলে ইয়াজুজ মাজুজের!



ছবি ১৫৫: আলেকজান্ডার তাড়িয়ে দিচ্ছেন ইয়াজুজ মাজুজকে

বিস্তারিত কথায় আসা যাক। কুরআনের আগে ইয়াজুজ মাজুজের প্রথম বিস্তারিত উল্লেখ দেখা যায় তাওরাতে এক ভবিষ্যদ্বাণীতে, ঠিক করে বলতে গেলে ওল্ড টেস্টামেন্টে, হিজকীল (আ) এর সহিফায়, যিনি এজেকিয়েল (Ezekiel) বা ইহিস্কেল নামেও পরিচিত। এ ব্যাপারটা বিস্তারিত জানতে হলে ইতিহাসটুকু জানা দরকার, সেজন্য পড়ে দেখতে পারেন ‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’ বইটি সংক্ষেপে, তখন ইহুদী জাতি ব্যবিলনে নির্বাসিত। তখন আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী নাজিল হয় নবী হিজকিলের ওপর যে, আল্লাহ তাদেরকে জেরুজালেমে ফিরিয়ে আনবেন একদিন। একটা সময় আসবে যখন ইয়াজুজ মাজুজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত জেরুজালেমে আক্রমণ করবে, কিন্তু তাদের ধ্বংস করা হবে। এরপর আবার একটা সময়ের জন্য শান্তি বিরাজ করবে।

চলুন, দেখা যাক পুরো লেখনিটুকু।

ইহিস্কেল ৩৮

ইয়াজুজ মাজুজের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

- 1 মাবুদের এই কালাম আমার কাছে নাজেল হলো,
- 2 হে মানুষের সন্তান, মাজুজ দেশীয় ইয়াজুজ, মেশকের ও তুবলের প্রধান শাসনকর্তার দিকে মুখ রাখ ও তার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বল,
- 3 তুমি বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, হে ইয়াজুজ, মেশকের ও তুবলের প্রধান শাসনকর্তা, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ,
- 4 তোমাকে এদিক ওদিক ফিরাব ও তোমার আকড়া দিয়ে চোয়াল ছিঁদ্র করবো, আর তোমাকে ও তোমার সমস্ত সৈন্য, ঘোড়াগুলো ও পূর্ণ সজ্জিত সমস্ত ঘোড়সওয়ারকে, ঢাল ও ফলকধারী মহাসমাজকে, তলোয়ার-ধারী সমস্ত লোককে বাইরে আনবো।
- 5 পারস্য, ইথিওপিয়া ও পূট তাদের সঙ্গী হবে, এরা সকলে ঢাল ও শিরশ্রাণধারী,
- 6 গোমর ও তার সকল সৈন্যদল, উত্তর দিকের প্রান্তবাসী তোগমের কুল ও তার সকল সৈন্যদল, এই নানা মহাজাতি তোমার সঙ্গী হবে
- 7 প্রস্তুত হও, নিজেকে প্রস্তুত কর— তুমি ও তোমার কাছে সমাগত তোমার সমস্ত সমাজ— এবং তুমি তাদের রক্ষক হও

৪ বহুদিন অতীত হলে তোমাকে আহ্বান করা যাবে, ভবিষ্যতের বছরগুলোতে তুমি একটি দেশ আক্রমণ করবে যে দেশ তলোয়ার থেকে রেহাই পেয়েছে, যে দেশে অনেক জাতি থেকে লোক সংগৃহীত হয়ে ইসরাইলের চিরোৎসন্ন পর্বতগুলোতে আসবে, তারা জাতিদের মধ্য থেকে বাইরে আনা হয়েছে এবং তারা সকলেই নির্ভয়ে বাস করবে

৯ কিন্তু তুমি উঠবে, ঝঞ্ঝার মতো আসবে, মেঘের মতো তুমি ও তোমার সঙ্গে তোমার সকল সৈন্যদল ও অনেক জাতি সেই দেশ গ্রাস করবে

১০ সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, সেদিন নানা বিষয় তোমার মনে পড়বে এবং তুমি অনিষ্টের সংকল্প করবে

১১ তুমি বলবে, আমি সেই দেশের বিরুদ্ধে যাত্রা করবো যার প্রাচীর-বিহীন গ্রাম আছে, আমি সেই শান্তিযুক্ত লোকদের কাছে যাব, তারা নির্ভয়ে বাস করছে, তারা সকলে প্রাচীরহীন স্থানে বাস করছে, এবং তাদের অর্গল বা কবাট নেই

১২ তুমি লুট করবে ও দ্রব্য হরণ করবে, আগে উৎসন্ন সেই বসতিস্থানগুলোর বিরুদ্ধে এবং জাতিদের মধ্য থেকে সংগৃহীত, আর পশু ও ধনপ্রাপ্ত এবং দুনিয়ার কেন্দ্রে বসবাসকারী জাতির বিরুদ্ধে হাত বাড়াবে

১৩ সাবা, দদান ও তর্শীশের বণিকরা এবং সেখানকার সকল গ্রাম তোমাকে বলবে, তুমি কি লুট করার জন্য আসলে? দ্রব্য হরণ করার জন্য কি তোমার এই জনসমাজকে একত্র করলে? সোনা ও রূপা নিয়ে যাওয়া, পশু ও ধন হরণ করা, বিস্তর লুট করাই কি তোমার অভিপ্রায়?

14 অতএব, হে মানুষের সন্তান, তুমি ভবিষ্যদ্বাণী বল, ইয়াজুজকে বল, সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, সেদিন যখন আমার লোক ইসরাইল নির্ভয়ে বাস করবে, তখন তুমি কি তা জানবে না?

15 আর তুমি তোমার স্থান থেকে, উত্তর দিকের প্রান্ত থেকে আসবে এবং অনেক জাতি তোমার সঙ্গে আসবে, তারা সকলে ঘোড়ায় চড়ে আসবে, মহাসমাজ ও পরাক্রমশালী সৈন্যসামন্ত হবে

16 আর তুমি মেঘের মতো দেশ আচ্ছাদন করার জন্য আমার লোক ইসরাইলের বিরুদ্ধে যাত্রা করবে, ভাবী কালে এরকম ঘটবে, আমি তোমাকে আমার দেশের বিরুদ্ধে আনবো, যেন জাতিরা আমাকে জানতে পারে, কেননা তখন, হে ইয়াজুজ, আমি তাদের দৃষ্টিগোচরে তোমার মধ্য দিয়ে পবিত্র বলে মান্য হবো।

ইয়াজুজের শাস্তি

17 সার্বভৌম মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি কি সেই ব্যক্তি, যার বিষয়ে আমি আগেকার দিনে আমার গোলামেরা দ্বারা, অর্থাৎ যারা সেই সময়ে অনেক বছর যাবৎ ভবিষ্যদ্বাণী বলতো, সেই ইসরাইলীয় নবীদের দ্বারা এই কথা বলতাম যে, আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে আনাবো?

18 সেদিন যখন ইয়াজুজ ইসরাইল দেশের বিরুদ্ধে আসবে, তখন আমার কোপাঙ্গি আমার নাসিকায় উঠবে, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন

19 কারণ আমি নিজের অন্তর্জালায় ও রোষানলে বলেছি, অবশ্য সেদিন ইসরাইল দেশে মহাকম্প হবে

20 তাতে সমুদ্রের মাছ, আসমানের পাখি, বনের পশু, ভূচর সরীসৃপ এবং ভূতলস্থ সমস্ত মানুষ আমার সাক্ষাতে ভয়ে কাঁপবে, পর্বতগুলো উৎপাটিত হবে, শৈলের চূড়াগুলো পড়ে যাবে এবং সমস্ত প্রাচীর ভুমিসাৎ হবে

21 আর আমি নিজের সকল পর্বতে তার বিরুদ্ধে তলোয়ার আহ্বান করবো, এই কথা সার্বভৌম মাবুদ বলেন, প্রত্যেকের তলোয়ার তার ভাইয়ের বিরুদ্ধ হবে

22 আর আমি মহামারী ও রক্ত দ্বারা বিচারে তার সঙ্গে ঝগড়া করবো এবং তার উপরে, তার সকল সৈন্যদলের ও তার সঙ্গী অনেক জাতির উপরে ভীষণ বৃষ্টি ও বড় বড় শিলাবৃষ্টি, আগুন ও গন্ধক বর্ষণ করবো।

23 আর আমি নিজের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশ করবো, বহুসংখ্যক জাতির সাক্ষাতে নিজের পরিচয় দেব, তাতে তারা জানবে যে, আমিই মাবুদ।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আগে চলে আসা ‘ইয়াজুজ দেশের মাজুজ’ কথাটা কালের বিবর্তনে সংক্ষিপ্ত হয়ে পরিণত হয় ‘ইয়াজুজ ও মাজুজ’-এ, ফিলিস্তিন কিংবা রোমান সাম্রাজ্যের লোক এরপর থেকে এটা বললেই পুরোটা বুঝে নিত। অন্তত হিব্রু বাইবেলের গ্রিক অনুবাদ (যাকে ডাকা হয় সেপচুয়াজিন্ট, Septuagint) দেখলে তাই অনুধাবন হয়। ডেড সী স্ক্রলে অবশ্য ইয়াজুজ আর মাজুজ নামকে পাওয়া গিয়েছে একত্রে, কিন্তু জানা যায়নি শানে নুযুলা নিউ টেস্টামেন্টের রেভেলেশন পুস্তকে ইয়াজুজ মাজুজ ভবিষ্যৎবাণীতে এসেছে অত্যাচারী জাতি হিসেবে। এই নাম দুটো একত্রিত হয়ে ঢুকে পড়ে ব্রিটিশ রূপকথায়, সেখানে দেখা পাওয়া যায় ‘গগম্যাগগ’ নামের এক দানবের। ওদিকে, কেউ কেউ আবার ভাবতেন মাজুজ বলতে ব্যাবিলন দেশকে বোঝায়।

নিউ টেস্টামেন্টে এসে আমরা আবারও ভবিষ্যৎবাণীর উল্লেখ পাই ইয়াজুজ মাজুজকে নিয়ে। রেভেলেশন্স ২০:৭-১১ আমাদের জানাচ্ছে, একটা সময় শয়তান ছাড়া পাবে, তখন পৃথিবীর চারদিক থেকে ইয়াজুজ মাজুজদের জড়ো করবে যীশু খ্রিস্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য, তাদের সংখ্যা হবে সমুদ্রতীরের বালুকণার মতো অসংখ্য-

ইবলিসকে আগুন ও গন্ধকের হুদে নিক্ষেপ

7 সেই হাজার বছর সমাপ্ত হলে শয়তানকে তার কারাগার থেকে মুক্ত করা যাবে

8 তাতে সে “দুনিয়ার চার কোণে অবস্থিত জাতিদেরকে, ইয়াজুজ ও মাজুজকে” ভ্রান্ত করে যুদ্ধে একত্র করার জন্য বের হবে, তাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকণার মতো

9 তারা বিস্তীর্ণ দুনিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পবিত্র লোকদের শিবির এবং প্রিয় নগরটি ঘেরাও করলো, তখন বেহেশত থেকে আগুন পড়ে তাদের গ্রাস করলো

10 আর তাদের ভ্রান্তিজনক ইবলিসকে আগুন ও গন্ধকের হুদে নিক্ষেপ করা হল, যেখানে ঐ পশু ও ভণ্ড নবীরাও আছে, আর তারা যুগের পর যুগ ধরে সেখানে দিনরাত যন্ত্রণা ভোগ করবে

৬৩০ সালের দিকে সিরিয়াক ভাষার এক উপকথার খোঁজ পাওয়া যায়, নাম ‘আলেকজান্ডার লেজেড’ যেখানে ইয়াজুজ আর মাজুজ হলো হানদের রাজা। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত যাযাবর হান জাতির বসবাস ছিল মধ্য এশিয়া, ককেশাস আর

পূর্ব ইউরোপো। সেই উপকথার লিখিত সংস্করণটি ছিল একজন খ্রিস্টান ব্যক্তির লেখা। ওখানেই প্রথম আমরা লিখিত উল্লেখ পাই যে ইয়াজুজ আর মাজুজ প্রাচীরে আটকা আছে, আর কিয়ামতের লক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে তারা। উপকথায় বলছে, আলেকজান্ডার সেই প্রাচীরে খোদাই করে লিখে দিয়েছিলেন সে ভবিষ্যদ্বাণী, লিখেছিলেন ভবিষ্যতের একটি তারিখ যেদিন প্রাচীরের ওপারের হানদের ২৪টি জাতি একত্রিত হয়ে প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে এবং পৃথিবীর বড় একটি অংশের দখল নিয়ে নেবে।

সপ্তম শতকের আরেক খ্রিস্টীয় উৎস ‘সিউডো-মেথডিয়াস’-এ দেখা যায় দু পাহাড়ের প্রায় একত্রিত হয়ে সরু পথ তৈরি করার কথা, যেখানে আলেকজান্ডার প্রাচীর তৈরি করে ইয়াজুজ মাজুজকে আটকে দেন।

ইহুদী ও খ্রিস্টান উৎসের পর কালের পরিক্রমায় আসা যাক ইসলামি উৎসে। পবিত্র কুরআনের সুরা কাহাফে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে ইয়াজুজ ও মাজুজের। সেখানে বাদশাহ জুলকারনাইন কীভাবে ইয়াজুজ মাজুজকে বন্দী করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। কেউ বলেন জুলকারনাইন ছিলেন আলেকজান্ডার, কেউ বা বলেন সাইরাস দ্য গ্রেট, কেউই শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না অবশ্য।

কুরআনে বর্ণিত আছে, জুলকারনাইন ভ্রমণ করেন এমন এক দেশে যেখানে কেউ তার ভাষা বুঝতে পারছিলো না। তারা তার কাছে সাহায্য চাইলো অপচারী ইয়াজুজ মাজুজের হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রাচীর গড়ে দেয়ার জন্য। তিনি সাহায্য করতে সম্মত হন, কিন্তু এটাও জানতে পারেন যে, একটা সময় আসবে যখন আল্লাহ প্রাচীর ভেঙে দেবেন এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের পাল মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে।

কুরআনের (১৮:৮৩-৯৯) ভাষায়:

৮৩ তারা আপনাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন: আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব।

৮৪ আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম।

৮৫ অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন।

৮৬ অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সূর্যকে এক পক্ষিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে জুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শান্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন।

৮৭ তিনি বললেন: যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে আমি তাকে শান্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শান্তি দেবেন।

৮৮ এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দেব।

৮৯ অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন।

৯০ অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি।

৯১ প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।

৯২ আবার তিনি এক পথ ধরলেন।

৯৩ অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না।

৯৪ তারা বলল: হে জুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন।

৯৫ তিনি বললেন: আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তা-ই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব।

৯৬ তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন: তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাকা অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হলো, তখন তিনি বললেন: তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই।

৯৭ অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হলো না।

৯৮ জুলকারনাইন বললেন: এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।

৯৯ আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং
শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব।



ছবি ১৫৬: প্রাচীন কুরআনে সুরা কাহাফে ইয়াজুজ মাজুজের ঘটনা

ইরানের কাজউইন প্রদেশে বসবাস করতেন বিখ্যাত আরব জ্যোতির্বিদ ও লেখক আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ। বলা হয়, তিনি মাদানি সাহাবী আনাস বিন মালিক (রা) এর বংশধর। তিনি লিখেছিলেন, ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীর প্রান্তিক সাগরের কাছাকাছি বসবাস করে, এবং তাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গুণে শেষ করতে পারবেন না। তবে ইয়াজুজ মাজুজের দৈহিক বিবরণ উপকথা থেকে সংগ্রহ করে উল্লেখ করেন তিনি এভাবে- তাদের উচ্চতা মানুষের অর্ধেক, নখের বদলে থাবা, আছে লোমশ লেজ, লোমশ বিশাল কান, এক কান দিয়ে তোষক আর আরেক কানকে তারা কন্ডলের মতো ব্যবহার করতে পারে। প্রতিদিন তারা প্রাচীর ভাঙবার চেষ্টা করে। রাতে ক্ষান্ত দেয় এই ভেবে যে, পরদিন একটু খাটলেই ভেঙে যাবে। কিন্তু প্রতি রাতেই আল্লাহ সেটি আবার পূর্ণ করে দেন, আবার আগের রূপে ফিরে যায় দেয়াল। একদিন তারা বলবে ‘ইনশাআল্লাহ’ এবং পরের দিন আসলেই তারা বেরিয়ে যেতে পারবে। তাদের সংখ্যা এত বেশি হবে যে তাদের সমাবেশের অগ্রে থাকা ব্যক্তি সিরিয়ায় থাকলে শেষ ব্যক্তি থাকবে খোরাসানে (উত্তর-পূর্ব ইরান)।



ছবি ১৫৭: আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়ার দৃষ্টিতে দানব ইয়াজুজ



ছবি ১৫৮: ঘোড়ার পিঠে রাজা ইয়াজুজ

৮৪২ সালে খলিফা হন আল-ওয়াসিকা। এক বেদুইন বিদ্রোহ দমন ছাড়া তার পাঁচ বছরের শাসনে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ছিল না। একবার তিনি স্বপ্ন দেখেন, ইয়াজুজ মাজুজের দেয়াল ফুটো হয়ে গেছে। সাল্লাম নামের এক কর্মকর্তাকে তিনি

পাঠালেন খোঁজ নেয়ার জন্য। সালাম দু'বছর ঘুরে-ফিরে এসে তাকে জানালেন, তিনি প্রাচীরের সন্ধান পেয়েছেন এবং সেই টাওয়ারের দেখাও পেয়েছেন যেখানে জুলকারনাইন তার প্রাচীর নির্মাণের জিনিসপত্র রেখে গিয়েছেন, প্রাচীরে কোনো ফাটল ধরেনি। তিনি যে আসলে কোন প্রাচীরের কথা বলছিলেন তা বোধগম্য নয়, তবে ধারণা করা হয় তিনি চীনের মহাপ্রাচীরের ইউমেন পাস অংশটা দেখে এসেছিলেন, যা জেড গেট নামেও পরিচিত।



ছবি ১৫৯: ইউমেন পাসের সান্নিধ্যে ছোট ফাংপা প্রাসাদ

বাগদাদ আর ইরান যখন তুর্কিদের জন্য শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তখন বলো হলো তুর্কিরাই ইয়াজুজ মাজুজ। ১২৫৮ সালে যখন বাগদাদ ধ্বংস হয় মঙ্গোলদের হাতে, তখন মঙ্গোলরা হয়ে গেলো ইয়াজুজ মাজুজ।

চতুর্দশ শতকের বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা জানান, চীনের উপকূলীয় শহর জেইতুন থেকে এই প্রাচীর ষাট দিনের যাত্রা পরে জানা যায়, তিনি চীনের মহাপ্রাচীরকে জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেবে ভুল করেছেন।



ছবি ১৬০: ইয়াজুজ মাজুজের আক্রমণ

শিয়া হাদিস সমগ্রগ্রন্থ আল-কাফি’তে বর্ণিত আছে, একবার ইবনে আব্বাস (রা) জিজ্ঞেস করলেন আলী (রা)-কে বিভিন্ন প্রজাতি সম্পর্কে। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ জলে ১,২০০ আর স্থলে ১,২০০ প্রজাতি বানিয়েছেন, আদম সন্তান থেকে ৭০ প্রজাতি, সকলেই তারা আদমসন্তান, কেবল ইয়াজুজ মাজুজ বাদে। সংখ্যাটা বর্তমান যুগে বড্ড কম শোনায, তাই এই হাদিসের সত্যতা নিয়ে কেউ তেমন কোনো নিশ্চয়তা দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। বর্তমানকালে ‘জেরুজালেম ইন দ্য কু’আন’ বইয়ের ক্যারিবিয়ান লেখক ইমরান নজর হোসেইন অবশ্য মনে করেন, ইয়াজুজ মাজুজ বহু আগেই বেরিয়ে পড়েছে, আর এই পশ্চিমা সভ্যতাই প্রধানত ইয়াজুজ মাজুজ, এবং মুসলিমদের রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করা উচিত। অবাক হবার কিছু নেই, যখন দেখা গেলো, সুন্নি মুফতিগণ ইমরান হোসেইনের বক্তব্যসমূহ নাকচ করে দেন।

এবার নজর দেয়া যাক হাদিসগুলো কী বলছে ইয়াজুজ মাজুজ নিয়ে।

যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার নবী (সা) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহা আরবের লোকেদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ **ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর** এ পরিমাণ খুলে গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে তার সঙ্গের শাহাদাত আঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার করে হিদ্দের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, যখন পাপকাজ অতি মাত্রায় বেড়ে যাবে

[সহিহ বুখারি, ৬০:৩৩৪৬]

আবু সায়েদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন: “আল্লাহ তাআলা বলবেন: হে আদমা সে বলবে: সদা উপস্থিত এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য প্রচেষ্টার পর প্রচেষ্টা, কল্যাণ কেবল তোমার হাতেই। আল্লাহ বলবেন: জাহান্নামী দল বের করা আদম বলবেন: জাহান্নামী দল কোনটি? তিনি বলবেন: প্রত্যেক হাজার থেকে নয়শত নিরানব্বইজন, তখনি ছোটরা বার্ষিক্যে উপনীত হবো। সকল গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে, তুমি দেখবে মানুষরা মাতাল, অথচ তাদের সাথে মাতলামি নেই, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি খুব কঠিন। তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের থেকে সেই একজন কে? তিনি বললেন: “সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের থেকে একজন ও **ইয়াজুজ-মাজুজ** থেকে এক হাজার। অতঃপর তিনি বলেন: যার হাতে আমার নফস তার কসম করে বলছি: আমি আশা করি তোমরা জান্নাতিদের এক-চতুর্থাংশ হবো। আমরা তাকবীর বলে উঠলাম। তিনি বললেন: আমি আশা করছি তোমরা

জান্নাতের এক-তৃতীয়াংশ হবে। আমরা তাকবীর বললাম। তিনি বললেন: আমি আশা করছি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে। আমরা তাকবীর বললাম। তিনি বললেন: মানুষের ভেতরে তোমরা সাদা ষাঁড়ের গায়ে একটি কালো চুলের ন্যায়, অথবা কালো ষাঁড়ের গায়ের একটি সাদা চুলের ন্যায়। [বুখারি, মুসলিম ও নাসায়ি]

শেষ সময়ের হাদিসে দাজ্জাল পরবর্তী সময়ে উল্লেখ পাওয়া যায় ইয়াজুজ মাজুজের:

নাওয়াস ইব্ন সামআন থেকে বর্ণিত: "..... অতঃপর ঈসা (আ) এক কওমের নিকট আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জাল থেকে নিরাপদ রেখেছেন, তিনি তাদের চেহারা হাত বুলিয়ে দেবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্তবা সম্পর্কে তাদেরকে বলবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাঁর নিকট ওহি করবেন, আমি আমার এমন বান্দাদের বের করেছি যাদের সাথে যুদ্ধ করার সাধ্য কারো নেই, অতএব তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে তুরে আশ্রয় গ্রহণ কর, আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজকে প্রেরণ করবেন, তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ছুটে আসবে। তাদের প্রথমাংশ পানিতে পূর্ণ তাইবেরিয় হ্রদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তারা তার পানি পান করে ফেলবে। তাদের শেষাংশ অতিক্রম করবে ও বলবে। এখানে কখনো পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ তুর পর্বতে আটকা পড়বেন, অবশেষে গরুর একটি মাথা তাদের নিকট বর্তমানে তোমাদের একশো দিনার থেকে উত্তম হবে। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ আল্লাহর নিকট মনোনিবেশ করবেন, ফলে আল্লাহ তাদের (ইয়াজুজ মাজুজের) গ্রীবায গুটির রোগ সৃষ্টি করবেন, ফলে তারা সবাই মৃতের ন্যায় মৃত পড়ে থাকবে। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ যমীনে অবতরণ করবেন, তারা যমীনে এক বিঘত জায়গা পাবে না যেখানে তাদের মৃত দেহ ও লাশ নাই। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ আল্লাহর নিকট দোআ করবেন, ফলে তিনি উটের

গর্দানের ন্যায় পাখি প্রেরণ করবেন, তারা এদেরকে বহন করে আল্লাহর যেখানে ইচ্ছা নিক্ষেপ করবো অতঃপর আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, কাঁচা পাকা কোনো ঘর অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে সে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করবে না, যমীন দ্বীত করে অবশেষে আয়নার মতো করে দিবো অতঃপর যমীনকে বলা হবে. তোমার ফল তুমি জন্মাও, তোমার বরকত তুমি ফেরত দাও, ফলে সেদিন এক দল লোক একটি ডালিম ভক্ষণ করবে এবং তার ছিলকা দ্বারা ছায়া গ্রহণ করবে, দুধে বরকত দেয়া হবে, ফলে এক উটের দুধ কয়েক দল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। এক গরুর দুধ এক গ্রামের জন্য যথেষ্ট হবে। এক বকরির দুধ এক পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা এভাবেই জীবনযাপন করবে, এমতাবস্থায় আল্লাহ পবিত্র বাতাস প্রবাহিত করবেন, যা তাদের বগলের নিচ স্পর্শ করবে, ফলে সে প্রত্যেক মুমিন ও মুসলিমের রুহ কজা করবে, তখন কেবল সবচেয়ে খারাপ লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে, তারা গাধার ন্যায় যৌনাচারে লিপ্ত হবে, অতঃপর তাদের ওপরই কিয়ামত কায়েম হবে।”

[মুসলিম]

এ হাদিসে উল্লেখিত টাইবেরিয়াস হ্রদ বর্তমানে ইসরাইলের গালিলি সাগর নামে পরিচিত। এটি মৃত সাগর এবং পৃথিবীর নিম্নতম মিঠাপানির হ্রদ হিসেবেও পরিচিত।



ছবি ১৬২: গালিলি সাগর বা টাইবেরিয়াস লেক

হুয়াইফাহ ইবনু আসীদ আল-গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরের ছায়ায় বসে ক্রিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আমাদের কণ্ঠস্বর চরমে উঠলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: দশটি আলামত প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কখনো ক্রিয়ামাত হবে না। সেগুলো হল: পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়, ‘দাব্বাতুল আর্দ’ নামক জন্তুর আবির্ভাব, ইয়াজুজ-মাজুজ, দাজ্জাল ও ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) ও ধোঁয়ার প্রকাশ, আর তিনটি ভূমিধ্বস: পশ্চাত্যে একটি, প্রাচ্যে একটি, আরব উপদ্বীপে একটি। এগুলোর পরেই ইয়ামানের আদান নামক স্থানের নীচ ভূমি হতে আগুন বের হবে, যা মানুষকে হাশরের (সিরিয়ার) দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

[আবু দাউদ ৪৩১১]

ইহুদী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, ইয়াজুজ মাজুজ মুক্তি পাওয়ার আগে নবী ইলিয়াস (আ) ফেরত আসবেন। তখন দুজন মসীহের আগমন ঘটবে। একজন হবে ইউসুফ বংশ থেকে, অন্যজন দাউদের বংশ থেকে। ইউসুফের বংশ থেকে যিনি আসবেন তিনি মারা যাবেন ইয়াজুজ মাজুজের যুদ্ধে। নবী জাকারিয়া (আ) ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, তার মৃত্যুতে জাতীয় শোক নেমে আসবে। যুদ্ধের শেষ সময়টা হবে হিব্রু পঞ্জিকার তিশরি মাসে। মাজুজের সেনাবাহিনী রাজা ইয়াজুজের নেতৃত্বে জেরুজালেমে নরক নামিয়ে আনবে। তারা অর্ধেক অধিবাসীকেই জিম্মি করে ফেলবে। কিন্তু অবশেষে দয়াময় প্রভু তাকাবেন এবং মিসর দেশ থেকে যেভাবে তার বান্দাদের উদ্ধার করেছিলেন, সেভাবে আবারও উদ্ধার করবেন। তিনি জলপাই

পাহাড়কে দ্বিখণ্ডিত করবেন। উল্লেখ্য, ইউসুফ বংশের মসীহ আসবেন আগে, এবং পরের মসীহের জন্য পথ তৈরি করে দেবেন।



ছবি ১৬৩: ইয়াজুজ মাজুজের জেরুজালেম আক্রমণ

খুব স্বাভাবিকভাবেই, ইয়াজুজ মাজুজ বা সেই প্রাচীর নিয়ে জল্পনা-কল্পনা ছাড়া নিশ্চিত কিছুই জানা যায় না। সবচেয়ে জনপ্রিয় মতবাদ হলো জুলকারনাইন হলেন রাজা আলেকজান্ডার (যদিও কুরআনের পাকপবিত্র জুলকারনাইন গ্রিক পলিথিইজমে বিশ্বাসী আলেকজান্ডার কী করে একই চরিত্র হয় তা বোধগম্য নয়), আর সেই প্রাচীর হলো গেটস অফ আলেকজান্ডার। উত্তরের বর্বরদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে তার নির্মিত কাম্পিয়ান গেটকেই ধরে নেয়া হয় সে প্রাচীর। কাম্পিয়ান গেট যে আসলে কোথায় বানানো হয়েছিলো সেটা শতভাগ নিশ্চিত নন ইতিহাসবেত্তারা, কিন্তু বানানো যে হয়েছিল তা নিশ্চিত। রাশিয়ার ডারবেন্ট পাস, কিংবা কাম্পিয়ান

সাগরকে পূর্বদিকে রেখে রাশিয়া আর জর্জিয়ার মাঝের ডারিয়েল পাস, কিংবা কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের গ্রেট ওয়াল অফ গর্গান, যেকোনোটাই হতে পারে গেটস অফ আলেকজান্ডার কে জানে?

(N:B: জুলকারনাইন ও আলেকজেভার সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইজন মানুষ। আলেকজেভার ছিল কাফের, আর জুলকারনাইন ছিলেন মুমিন।)



ছবি ১৬৪: ইস্কান্দার বানাচ্ছেন সেই প্রাচীর

উপসংহার টানতে হলে বলতেই হয়, ইয়াজুজ মাজুজ কিংবা সেই প্রাচীর আসলে ধোঁয়াশাই রয়ে গিয়েছে, মানুষ যতই অনেক মতবাদ দিয়ে থাকুক না কেন।

(২য় অধ্যায়) - ইয়াজুজ মাজুজ বন্দি থাকার আলোচনা:



মুসলমানদের ঈমান ধ্বংসে এ দুনিয়াতে প্রবেশ করবে ইয়াজুজ- মাজুজ। যারা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা। তাদের আগমানে অনেক মানুষ ঈমানহারা হয়ে যাবে।

তারা এখনো বন্দি অবস্থায় রয়েছে।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে পাঁচটি তথ্য:

কুরআন মাজীদে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ আল্লাহর সৃষ্ট একটি সহিংস জাতি যারা মানব সভ্যতার জন্য দুর্যোগস্বরূপ। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা মানব সভ্যতার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়েছে। কুর'আনের বর্ণনা অনুসারে এই জাতি বর্তমানে দিগ্বীজয়ী বাদশাহ জুলকারনাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরের আড়ালে বন্দী হয়ে আছে।

নিম্নে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে সংক্ষেপে পাঁচটি তথ্য দেওয়া হল,

এক. ইয়াজুজ-মাজুজ একটি বন্য অসভ্য জাতি। তারা তাদের নিকটবর্তী মানববসতিতে হামলা চালিয়ে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে বিপর্যস্ত করতে লিপ্ত ছিল। তারা ছিল পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দা এবং তাদের বসতি ছিল পাহাড়ঘেরা। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে গিড়িপথ বেয়ে তারা নিকটস্থ মানব বসতিতে হামলা চালাতো।

দুই. কুর'আনে বর্ণিত দিগ্বীজয়ী বাদশাহ **জুলকারনাইন** ছিলেন আল্লাহর উপর ঈমান আনা একজন মুসলিম শাসক। তার দিগ্বীজয়ী অভিযানের মাঝে তিনি যখন ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণে বিপর্যস্ত ভূমিতে পৌঁছলেন, তখন সেখানকার বসতির লোকেরা ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য জুলকারনাইনের কাছে আবেদন জানান। বাদশাহ জুলকারনাইন তাদের আবেদনে সম্মতি জানিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজের চলাচলের গিড়িপথে প্রাচীর তৈরি করে তা বন্ধ করে দেন।

তিন. জুলকারনাইন কর্তৃক প্রাচীর তৈরি হওয়ার পর থেকে ইয়াজুজ-মাজুজ তাদের আবাসস্থলের অভ্যন্তরে আটক হয়ে পড়ে। তারা আর এই প্রাচীর পার হতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু কিয়ামতের আগমূহর্তে তারা এই প্রাচীর ভেঙে আবার মানববসতির উপর হামলা করতে সক্ষম হবে। কেননা, এরূপ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ীই সম্পন্ন হবে।

চার. ইয়াজুজ-মাজুজ এখনো জুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীর ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করছে। হযরত ঈসা (আ.) যখন দ্বিতীয়বারের মত পৃথিবীতে আসবেন, তখন এই ইয়াজুজ-মাজুজ দ্বিতীয়বারের মত আবার মুক্ত হয়ে মানব বসতির উপর তাণ্ডব চালাবে।

পাঁচ. যখন ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচারে পৃথিবী সয়লাব হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈসা (আ.) এর দোয়া অনুসারে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন।

অত্যাচারি, অভিশপ্ত এবং রান্সুসে জাতি বলে পরিচিত

ইয়াজুজ মাজুজ:

ইয়াজুজ ও মাজুজ এমন অত্যাচারিত দু'টি জাতি যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর পৃষ্ঠে উঁচু পাহাড়ের ঢালুতে প্রাচীর দিয়ে বন্দী করে রেখেছেন। তাই এই ধ্বংসকারী জাতিকে পৃথিবীর কেউ দেখতে পায় না। এরা দুর্ভেদ্য প্রাচীরটি ডিঙাতে চেষ্টা করেও বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। মহাপ্রলয়ের পূর্বে এরা ঠিকই প্রাচীরটি ভেঙে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের সব পানি পান করে নদী-সমুদ্র শুকিয়ে ফেলবে।

পানি শূন্যের পর পিপাসায় তারা কাঁদা-মাটি খেতে থাকবে। সব কাঁদা-মাটি শেষ হলে পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস করবে। মানুষ ও জীবজন্তু হত্যার পর তারা বলবে-পৃথিবীর সবাইকে তো হত্যা করে ফেললাম, এবার আকাশের সবাইকে হত্যা করব। একথা বলতে বলতে তারা আকাশের দিকে তীর ছুঁড়তে থাকবে। তাদের ছুঁড়া তীরের ফলায় আল্লাহ তায়ালা রক্ত মাখিয়ে ফিরিয়ে দেবেন। এতে তারা চরম বিভ্রান্ত হবে।

জুলকারনাইন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়াতেন এবং নির্যাতিত, বঞ্চিত, শাসকের হাতে শোসিত লোকদের মুক্তি দিতেন। ইয়াজুজ মাজুজ জাতি সম্পর্কে বাইবেলেও বর্ণনা রয়েছে। খ্রিষ্টান ধর্মেও এ দু'জাতিকে গগ এবং ম্যাগগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অত্যাচারিত, অভিশপ্ত এবং রান্সুসে জাতি বলে পরিচিত ইয়াজুজ মাজুজ এশিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে মাঝে মাঝে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে হামলা চালিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতো। জুলকারনাইন তাদেরকে দুই পর্বতের মাঝে গলিত তামা, সীসা বা লোহার তৈরি একটি প্রাচীর বানিয়ে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

অনেক গবেষকের ধারণা, রাশিয়া ও উত্তর চীনে ইয়াজুজ মাজুজ জাতির অবস্থান। কারো মতে, সেই স্থানটি হলো-কাসপিয়ান সাগরের উপকূলে। তাদের যুক্তি এখানে লোহা ও তামার তৈরি একটি প্রাচীর আবিস্কৃত হয়েছে যার প্রবেশ পথে 'কাসপিয়ান গেট' নামক একটা তোরণ রয়েছে। এই প্রাচীর 'দারিয়াল' এবং 'দারবেস্ত' নামে দু'টি শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'দারিয়াল' রাশিয়া এবং জর্জিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। আর দারবেস্ত রাশিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত একটি শহর।

উক্ত দেয়ালটি তোলা হয়েছে দু'টি বৃহৎ পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে। পাহাড় দু'টিকে বলা হয় 'পৃথিবীর উঠান'। দেয়ালের উচ্চতা ২০ মিটার এবং এটি ৩ মিটার (১০ ফুট) পুরু।

সূরা কাহাফের ৯৩ হতে ৯৮ নম্বর আয়াতে এই প্রাচীর নির্মাণের উল্লেখ আছে।

বিজ্ঞানীদের অনুমান, ইয়াজুজ মাজুজ জাতি ধাতুর ব্যবহার জানতো।

তারা হাপর বা ফুক নল দ্বারা বায়ু প্রবাহ চালনা করে ধাতুকে উত্তপ্ত করে গলাতে পারতো এবং তারা লোহার পিণ্ড ও গলিত সীসাও তৈরি করতে পারতো। তারা নিজেরাই জুলকার নাইনের আদেশে দুই পর্বতের মাঝে শক্ত প্রাচীর তৈরি করেছিল।

ইয়াজুজ মাজুজ জাতির তৈরি প্রাচীরের অবস্থান নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে।

ইয়াজুয — মাজুয পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র মানুষ:

আমরা যেভাবে পৃথিবীকে দেখছি সারাজীবন সবকিছু একভাবে চলবে না। আল্লাহ যেদিন পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন সেদিনই এর পরিনতি লিখে রেখেছেন। আমরা সেই পরিনতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। ইয়াজুয মাজুযকে আল্লাহ হজরত ঈমাম মাহদী আসার পরে এবং দাজ্জালকে হত্যার পরে হজরত ঈসা (আঃ) এর সময়ে বের করবেন।

ইয়াজুয — মাজুয পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র মানুষ, দৈহিক আকৃতিতে তারা হজরত আদম (আঃ) এর চেয়েও বড় ১২০ হাত, তারা দীর্ঘ দিন বেচে থাকে। যারা বর্তমান রাশিয়া বা জর্জিয়ার আশেপাশে আবদ্ধ আছে। আমরা তাদেরকে দেখি না, বিমান বা উপগ্রহ-চিত্রেও তাদের দেখা সম্ভব না, যেহেতু আল্লাহ তাদেরকে গোপন করে রেখেছেন, কিয়ামতের আগে ছেড়ে দিবেন।

ইয়াজুয — মাজুযের দল বের হওয়া কিয়ামতের একটি অন্যতম আলামত। এরা বের হয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও মহা ফিতনার সৃষ্টি করবে। এরা বর্তমানে যুল — কারনাইন বাদশা কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরের ভিতরে অবস্থান করছে। কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে তারা দলে দলে মানব সমাজের ভিতরে চলে এসে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালাবে। তাদের মাকে কাবেলা করা মত শক্তি তখন কোন মানুষের থাকবে না।



ইয়াজুয মাজুযের আগমন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা ‘ আলা বলেছেনঃ

“এমন কি যখন ইয়াজুয ও মাজুযকে মুক্ত করা হবে তখন তারা প্রত্যেক উঁচ ভূমি থেকে দলে দলে ছুটে আসবে । যখন সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হবে তখন কাফেরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে । তারা বলবেঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের ! আমরা ত ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন ; বরং আমরা ছিলাম

যালেম ” । – (সূরা আশ্বিয়া : ৯৬ – ৯৭)

বাদশাহ জুলকারনাইন তাঁর রাজ্য জয়ের সফরে বের হয়ে এমন এক জাতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, যাদের ভাষা বোঝা দুষ্কর ছিল। আকার-ইঙ্গিতে কিংবা

কোনো অনুবাদকের মাধ্যমে তারা ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচার থেকে মুক্তির দাবি জানায়। যা পবিত্র কুরআন শরীফ এভাবেই বর্ণিত হয়েছেঃ

৯৪- তারা বললো, “হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। আমরা কি তোমাকে এ কাজের জন্য কোন কর দেবো, তুমি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবে?”

৯৫- সে বললো, “আমার রব আমাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাই যথেষ্ট। তোমরা শুধু শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করে দিচ্ছি।

৯৬- আমাকে লোহার পাত এনে দাও।” তারপর যখন দু’পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা সে পূর্ণ করে দিল তখন লোকদের বললো, এবার আগুন জ্বালাও। এমনকি যখন এ (অগ্নি প্রাচীর) পুরোপুরি আগুনের মতো লাল হয়ে গেলো তখন সে বললো, “আনো, এবার আমি গলিত তামা এর উপর ঢেলে দেবো।”

৯৭- (এ প্রাচীর এমন ছিল যে) ইয়াজুজ ও মাজুজ এটা অতিক্রম করেও আসতে পারতো না এবং এর গায়ে সুড়ংগ কাটাও তাদের জন্য আরো কঠিন ছিল।

৯৮- যুলকারনাইন বললো, “এ আমার রবের অনুগ্রহ। কিন্তু যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতির নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তিনি একে ধূলিস্মাত করে দেবেন আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।

৯৯- আর সে দিন আমি লোকদেরকে ছেড়ে দেবো, তারা (সাগর তরংগের মতো) পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং আমি সব মানুষকে একত্র করবো।[সুরা -কাহফ]

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

হুজায়ফা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। জবাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “ইয়াজুজ একটি জাতি। মাজুজ একটি জাতি। প্রত্যেক জাতির অধীনে রয়েছে চার হাজার জাতি। তাদের কোনো ব্যক্তি তত দিন পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না, যত দিন তারা চোখের সামনে নিজের ঔরসজাত হাজার সন্তান দেখতে না পায়, যাদের প্রত্যেকে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম। হুজায়ফা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আবেদন জানিয়েছি যেন তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়। তিনি বলেন, তারা তিন ধরনের। তাদের এক দল হবে আরুজের মতো। আরুজ হলো সিরিয়ার একটি বৃক্ষ। এর দৈর্ঘ্য আকাশপানে ১২০ হাত। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এরা এমন জাতি, কোনো ঘোড়া ও লোহা তাদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারবে না। আর তাদের অন্য আরেকটি দল এক কানের ওপর ঘুমায় এবং অন্য কান

মুড়ি দিয়ে থাকে। তাদের পাশ দিয়ে যত হাতি, বন্য প্রাণী, উট ও শূকর
অতিক্রম করে, তারা সেগুলো খেয়ে ফেলে; এমনকি তাদের মধ্য থেকে

কেউ মরে গেলেও তারা খেয়ে ফেলে...।’ (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ,
হাদিস : ১২৫৭২)

“ইয়াজুয-মাজুয প্রাচীরের ভেতর থেকে বের হওয়ার জন্য প্রতিদিন খনন কাজে
লিপ্ত রয়েছে। খনন করতে করতে যখন তারা বের হওয়ার কাছাকাছি এসে যায়
এবং সূর্যের আলো দেখতে পাবে তখন তাদের নেতা বলবেঃ ফিরে চল,
আগামীকাল এসে খনন কাজ শেষ করে সকাল সকাল বের হয়ে যাব। আল্লাহ
তা ‘আলা রাতে প্রাচীরকে আগের চেয়ে আরো শক্তভাবে বন্ধ করে দিবেন।
প্রতিদিন এভাবেই তাদের কাজ চলতে থাকে।

এরপর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ যখন শেষ হবে এবং তিনি তাদেরকে বের
করতে চাইবেন। তখন তারা খনন করবে এবং খনন করতে করতে যখন সূর্যের
আলো দেখতে পাবে তখন তাদের নেতা বলবেঃ ফিরে চলা ইনশাআল্লাহ
আগামীকাল এসে খনন কাজ শেষ করে সকাল সকাল বের হয়ে যাব।

এবার তারা ইনশাআল্লাহ বলবে, অথচ এর আগে কখনও তা বলেনি। তাই
পরের দিন এসে দেখবে যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই রয়ে গেছে। অতি
সহজেই তা খনন করে মানব সমাজে বের হয়ে আসবে। তারা পৃথিবীর নদী —
নালার সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। এমনকি তাদের প্রথম দল কোন একটি
নদীর পাশে গিয়ে নদীর সমস্ত পানি পান করে শুকিয়ে ফেলবে, পরবর্তী দলটি

সেখানে এসে কোন পানি দেখতে না পেয়ে বলবে ? এখানে এক সময় পানি ছিল । তাদের ভয়ে লোকেরা নিজ নিজ সহায় — সম্পদ নিয়ে অপরূদ্ধ শহর অথবা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করবে। ইয়াজুয — মাজুযের দল যখন পৃথিবীতে কোন মানুষ দেখতে পাবে না তখন তাদের একজন বলবে যমিনের সকল অধিবাসীকে খতম করেছি । আকাশের অধিবাসীরা বাকী রয়েছে ।

এ বলে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। রক্ত মিশ্রিত তীর ফেরত আসবে । তখন তারা বলবে জমিনের অধিবাসীকে পরাজিত করেছি এবং আকাশের অধিবাসী পর্যন্ত পৌছে গেছি । এরপর আল্লাহ তাদের ঘাড়ে ‘নাগাফ’ নামক এক শ্রেণীর পোকা প্রেরণ করবেন । এতে এক সময়ে একটি প্রাণীর মৃত্যুর মতই তারা সকলেই মারা যাবে । নবী করীম (সঃ) বলেনঃ “ আল্লাহর শপথ ! তাদের মরা দেহ এবং চর্বি ভক্ষন করে যমিনের জীব — জন্তু ও কীট পতঙ্গ মোটা হয়ে যাবে এবং আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করবে ” । —

তাদের মরা-পঁচা দেহে এবং দুর্গন্ধে যমিন ভরপুর হয়ে যাবে এবং তাতে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এতে নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়বার আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে দু’আ করবেন। আল্লাহ তাঁদের দু’আ কবুল করে উটের গর্দানের মত লম্বা লম্বা এক দল পাখি পাঠাবেন। আল্লাহর আদেশে পাখিগুলো তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করে পৃথিবীকে পরিস্কার করবে। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা প্রচুর বৃষ্টি বর্ষন করবেন। এতে পৃথিবী একেবারে

আয়নার মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যমিনকে ফসল-ফলাদি উৎপন্ন করার আদেশ দিবেন। যমিন সকল প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন করবে। ফলগুলো এত বড় হবে যে, একটি ডালিম এক দল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। লোকেরা ডালিমের খোসার নিচে ছাঁয়া গ্রহণ করতে পারবে। দুধে বরকত দেয়া হবে। একটি উটের দুধ সেদিন কয়েকটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে, একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের লোকের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি ছাগলের দুধ এক পরিবারের সকলে জন্য যথেষ্ট হবে। (মুসলুম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান)

(ইবনে মাযাহ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান ও মুত্তাদরেক হাকেম)

ইয়াজুজ- মাজুজের প্রাচীর নির্দিষ্ট সময়ে ধ্বংস হবে:

৯৭. এরপর তারা (ইয়াজুজ- মাজুজ) তা অতিক্রম করতে পারল না এবং তা ভেদও করতে পারল না।

৯৮. সে বলল, এটা আমার রবের অনুগ্রহ। যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য। (সূরা : কাহফ, আয়াত : ৯৭- ৯৮)

তাফসির : লোহার পাত ও তামা দিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজের মহাপ্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে আগের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছিল। আলোচ্য দুই আয়াতে মহাপ্রাচীরের ভিত ও শক্তিমত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, মহাপ্রাচীর নির্মিত হওয়ার পর ইয়াজুজ-মাজুজ আর মানুষের ওপর অত্যাচার করতে সক্ষম হয়নি। প্রাচীরটি অধিক লম্বা হওয়ায় তারা তা অতিক্রম করতে পারেনি। আবার অধিক মোটা বা ঘন হওয়ার কারণে তা ভেদ করতে পারেনি।

এটা দেখে স্থানীয় লোকজন আপ্লুত হয়ে পড়ে। তারা বাদশাহ জুলকারনাইনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। জুলকারনাইন বলেন, এটা আমার রবের অনুগ্রহ। কিন্তু এই প্রাচীর চিরদিন থাকবে না। নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত এটা থাকবে। এরপর মহান আল্লাহ নির্দিষ্ট সময়ে এটাকে ধ্বংস করে দেবেন। এ বিষয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।

অনেক আধুনিক গবেষক তাতারিদের ইয়াজুজ-মাজুজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আবার অনেকে রাশিয়া, চীন ও ইউরোপের আধিপত্যকে ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রকৃত কথা হলো, এসব জাতির আবির্ভাব এবং এদের সৃষ্ট ফিতনাকে কোরআন-হাদিসে বর্ণিত ফিতনা আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ তাদের আবির্ভাব আইন-কানূনের অধীনে হয়।

কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত সেই ফিতনা এমন অকৃত্রিম হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ ও রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস করে দেবে। এবং সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি।

আর তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে। তা ছাড়া হাদিসের ভাষ্য থেকে জানা যায়, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতিদিনই প্রাচীরটি খনন করে। কিন্তু পরের দিন বাকি কাজ সম্পন্ন করবে বলে রেখে দেয়। পরের দিন এসে দেখে প্রাচীর খননের আগের অবস্থায় আছে। ইয়াজুজ-মাজুজ যেদিন ইনশাআল্লাহ বলবে, সেদিনই প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, ওই দিনটি কিয়ামতের কাছাকাছি হবে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমেও এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ এ কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে ইয়াজুজ-মাজুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপার আসার পথ পেয়ে গেছে।

কোরআন ও হাদিসে এরূপ কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই যে জুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের আগে এপারের মানুষের ওপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলি আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের আগে ওই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

সার কথা হলো, কোরআন ও হাদিসের বর্ণনার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় না যে ইয়াজুজ- মাজুজের প্রাচীর ভেঙে রাস্তা খুলে গেছে। আর এ কথাও বলা যায় না যে প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।

ইয়াজুজ-মাযুয দেখতে মানুষের মত কিন্তু তাদের স্বভাব হবে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়:

কিয়ামত নিকটবর্তী হবার পর অপর একটি বড় আলামত হল পৃথিবীতে ইয়াজুজ-মাযুয নামে দুটি চরম অত্যাচারী গোত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। হযরত ঈসা (আঃ) অবতরনের পর এই জাতি দুটির প্রকাশ ঘটবে। ফাতাহুল বারীর ৬ষ্ঠ খন্ডে হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন এরা মানুষের আকৃতি হবে এবং হযরত নুহ (আঃ) এর পুত্র ইয়াকা এর বংশধর থেকে হবে। তাফসীরে তাবারী গ্রন্থ মতে তারা পৃথিবীর উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা হবে, বর্তমানের আরমেনিয়া ও আয়ারবাইয়ানের পাশাতবাগ তাদের আবাসস্থল উল্লেখ্য করা হয়।

ইয়াজুজ-মাযুয দেখতে মানুষের মত কিন্তু তাদের স্বভাব হবে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। দেহের সন্মুখ ভাগ মানুষের ন্যায় কিন্তু পিছনের ও নিম্নভাগ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। দুনিয়ার এক সীমান্তে এরা বাস করো। এরা মানুষ বৃক্ষলতা সব ভক্ষন করো। এক

সময় মানুষ জাতির ওপর এরা ভীষন অত্যাচার চালাত। হযরত শাহ সেকান্দার সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মান করে মানব এলাকায় আসার পথ বন্ধ করে দেয়।

ওরা উক্ত প্রাচীরটি জিহ্বা দ্বারা প্রতিদিন চাটতে থাকে আবার সন্ধ্যার সময় উক্ত প্রাচীর আবার পূর্বের অবস্থায় ফেরত যায় মানে পূর্নাঙ্গ অবস্থা লাভ করে। এভাবে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত চলতে থাকবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এ দেয়াল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখনই ইয়াজুজ-মায়ুযের দল শ্রোতের ন্যায় মানুষের এলাকায় ঢুকে পড়বে। তারা সব কিছু খেয়ে ফেলবে। পানির পিপাসায় তারা দুনিয়ার সব সাগর মহাসাগরের সব পানি খেয়ে ফেলবে। তাদের দৌরাংতে দুনিয়া তছনছ হয়ে যাবে। এমত অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ) মুসলমানদের নিয়ে দু হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। দেখা দেবে মহামারী সে মহামারীতে এই অত্যাচারী সম্প্রদায় ধ্বংশ হয়ে যাবে।

পবিত্র কোরানে সুরা কাহফে ৯৪-৯৯ আয়াতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলা আছে।

قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ 94 خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

তারা বললঃ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন।

95 قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

তিনি বললেনঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করা আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব।

أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ
96 نَارًا قَالَ أَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا

তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী
ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে
থাকা অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা
গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই।

97 فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা
ভেদ করতে ও সক্ষম হল না।

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا
98

যুলকারনাইন বললেনঃ এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার
পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে
দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।

99 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا
আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায়
ফুঁৎকার দেয়া হবো। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনবো।

সূরা আশ্বিয়া ৯৬ নং আয়াত।

96 يَنْسِلُونَ حَذَبٍ كُلِّ مِّنْ وَهُمْ وَمَأْجُوجُ يَأْجُوجُ فَتِحَتْ إِذَا حَتَّىٰ

যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।

কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে “ইয়াজুজ-মাজুজ”-এর উত্থান অন্যতম। কিন্তু আমাদের অনেকেই ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে জানা তো দূরে থাক, এদের নামই শোনেন নি! এ কারণেই খুব সংক্ষেপে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে কিছু লেখা হল।

✽ ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায় আদম (আঃ)-এর বংশধর। তারা কিয়ামতের প্রাক্কালে ঈসা (আঃ)-এর সময় পৃথিবীতে উত্থিত হবে।

✽ শাসক যুলকারনাইন তাদেরকে এখন প্রাচীর দিয়ে আটকিয়ে রেখেছেন (সূরা কাহফ, আয়াত ৯২-৯৭)।

[এখানে একটা কথা বলে রাখি, অনেকেই হুমায়ূন আহমেদের বই পড়ে এটা মনে করেন যে যুলকারনাইন হচ্ছেন আলেকজান্ডার, এবং তিনি একজন নবী। প্রকৃতপক্ষে, এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, যুলকারনাইন মুমিন ছিলেন আর আলেকজান্ডার কাফের। আর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, যুলকারনাইন নবী ছিলেন না, ছিলেন এক সৎ ঈমানদার বাদশা। পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছেন বলে তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়।]

✽ ঐ প্রাচীর ভেঙ্গে তারা সেদিন বেরিয়ে আসবে এবং সামনে যা পাবে সব খেয়ে ফেলবে। এমনকি তাদের প্রথম দলটি নদীর পানি খেয়ে শেষ করে ফেলবে এবং শেষদলটি এসে বলবে ‘হয়ত এখানে কোন একসময় নদী ছিল’ | তাদের সাথে কেউ লড়াই করতে পারবে না।

✞ এক সময় তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের এক পাহাড়ে গিয়ে বলবে, "দুনিয়াতে যারা ছিল তাদের হত্যা করেছি। এখন আকাশে যারা আছে তাদের হত্যা করবা" তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবো। আল্লাহ তাদের তীরে রক্ত মাখিয়ে ফেরত পাঠাবেন।

✞ এসময় ঈসা (আঃ) তাদের জন্য বদদো'আ করবেন। এতে স্কন্ধের দিক থেকে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন। তারা সবাই মারা যাবে ও পঁচে দুর্গন্ধ হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের লাশ থাকবে। আল্লাহ শকুন পাঠাবেন। লাশগুলোকে তারা নাহবাল নামক স্থানে নিক্ষেপ করবো। মুসলিমরা তাদের তীর ও ধনুকগুলো ৭ বছর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করবে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫) ।

পরিচয়ঃ

ইয়াজুজ মাজুজ এরা তুরস্কের বংশোদ্ভূত দুটি জাতি। কুরআন মাজীদে এ জাতির বিস্তারিত পরিচয় দেয়া হয়নি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে তাদের নাক চ্যাপ্টা, ছোট ছোট চোখ বিশিষ্ট। এশিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবশিত এ জাতির লোকেরা প্রাচীন কাল হতেই সভ্য দেশ সমূহের উপর হামলা করে লুটতরাজ চালাত। মাঝে মাঝে এরা ইউরোপ ও এশিয়া উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধ্বংসের থাবা বিস্তার করতো।

বাইবেলের আদি পুস্তকে(১০ম আধ্যায়ে) তাদেরকে হযরত নুহ (আঃ) এর পুত্র ইয়াকেলের বংশধর বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিক গনও একথাই মনে করেন রাশিয়া ও উত্তর চীনে এদের অবস্থান বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে অনুরূপ

চরিত্রের কিছু উপজাতি রয়েছে যারা তাতারী, মঙ্গল, হুন ও সেথিন নামে পরিচিত।

তাছাড়া একথাও জানা যায় তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ককেশাসের দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউসীফুল তাদেরকে সেথীন জাতি মনে করেন এবং তার ধারণা তাদের এলাকা কিম্ব সাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। জিরোম এর বর্ণনামতে মাজুজ জাতির বসতি ছিল ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে।

ইয়াজুজ এবং মাজুজের উদ্ভব...

● ইয়াজুজ এবং মাজুজ হচ্ছে আদম সন্তানের মধ্যে দু-টি গোত্র, যেমনটি হাদিসে এবং বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ অস্বাভাবিক বেঁটে, আবার কিছু অস্বাভাবিক লম্বা। কিছু অনির্ভরযোগ্য কথাও প্রসিদ্ধ যে তাদের মাঝে বৃহৎ কণ্ঠবিশিষ্ট মানুষও আছে, এক কান মাটিতে বিছিয়ে এবং অপর কান গায়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে।

● বরং তারা হচ্ছে সাধারণ আদম সন্তান। বাদশা যুলকারনাইনের যুগে তারা অত্যধিক বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। অনিষ্টটা থেকে মানুষকে বাঁচাতে যুলকারনাইন তাদের প্রবেশ পথ বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন।

● নবী করীম (সা:) বলে গেছেন যে, ঈসা নবী অবতরণের পর তারা সেই প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। আল্লাহর আদেশে ঈসা (আ:) মুমিনদেরকে নিয়ে ত্বর পর্বতে আশ্রয় নেবেন।

অতঃপর স্কন্ধের দিক থেকে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করবেন। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

ঐতিহাসিক সেই প্রাচীর নির্মাণ:

● যুলকারনাইনের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন- আবার সে পথ চতলে লাগল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে এক জাতিকে পেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল: হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বলল: আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বলল: তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাকা অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল: তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেগ করতেও সক্ষম হল না...[সূরা কাহফ, আয়াত ৯২-৯৭]

কে সে যুলকারনাইন?

● তিনি হচ্ছেন এক সৎ ইমানদার বাদশা। নবী ছিলেন না (প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী), পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছেন বলে তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়। অনেকে আলেকজান্ডারকে যুলকারনাইন আখ্যা দেন, যা সম্পূর্ণ ভুল। কারন,

যুলকারনাইন মুমিন ছিলেন আর আলেকজান্ডার কাফের। তাছাড়া তাদের দুজনের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান। (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন)

● বিশ্ব ভ্রমণকালে তিনি তুর্কী ভূমিতে আমেনিয়া এবং আজারবাইজানের সন্নিকটে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেছিলেন। এখানে দুটি পাহাড় বলতে ইয়াজুজ-মাজুজের উৎপত্তিস্থল উদ্দেশ্য, যেখান দিয়ে এসে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত, ফসলাদি বিনষ্ট করত। তুর্কীরা যুলকারনাইন সমীপে নির্ধারিত ট্যাক্সের বিনিময়ে একটি প্রাচীর নির্মাণের আবেদন জানাল। কিন্তু বাদশা যুলকারনাইন পার্থিব তুচ্ছ বিনিময়ের পরিবর্তে আল্লাহ্র প্রতিদানকে প্রাধান্য দিলেন। বললেন- ঠিক আছে! তোমরা আমাকে সহায়তা করো! অতঃপর বাদশা ও সাধারণের যৌথ পরিশ্রমে একটি সুদৃঢ় লৌহ প্রাচীর নির্মিত হল। ইয়াজুজ-মাজুজ আর প্রাচীর ভেঙে আসতে পারেনি।

ইয়াজুজ-মাজুজের ধর্ম কি? তাদের কাছে কি শেষনবীর দাওয়াত পৌঁছেছে?

● পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তারা হচ্ছে আদম সন্তানেরই এক সম্প্রদায়। হাফেয ইবনে হাজার (রহ:) এর মতে- তারা নূহ (আ:) এর পুত্র ইয়াফিছের পরবর্তী বংশধর।

● ইমরান বিন হুছাইন (রা:) থেকে বর্ণিত, কোন এক ভ্রমণে আমরা নবীজীর সাথে ছিলাম। সাথীগণ বাহন নিয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। নবীজী উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলেন- হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করা নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্য-ধাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুত:

আল্লাহ্‌র আযাব বড় কঠিন...[সূরা হাজ্ব, আয়াত:১-২] নবীজীর উচ্চবাচ্য শুনে সাহাবীগণ একত্রিত হতে লাগলেন, সবাই জড়ো হলে বলতে লাগলেন- তোমরা কি জান-আজ কোন দিবস? আজ হচ্ছে সেই দিবস, যে দিবসে আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্‌ বললেন: জাহান্নাম বাসী বের কর! আদম বলবে: জাহান্নাম বাসী কে হে আল্লাহ্‌...!?! আল্লাহ্‌ বলবেন- প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে আর একজন শুধু জান্নাতে!! নবীজীর কথা শুনে সাহাবীদের চেহারায়ে ভীতির ছাপ ফুটে উঠল।

তা দেখে নবীজী বলতে লাগলেন- আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! সেদিন তোমাদের সাথে ধবংস-শীল আদম সন্তান, ইয়াজুজ-মাজুজ এবং ইবলিস সন্তানেরাও থাকবে, যারা সবসময় বাড়তে থাকে (অর্থাৎ ওদের থেকে ৯৯৯ জন জাহান্নামে, আর তোমাদের থেকে একজন জান্নাতে), সবাই তখন আনন্দ ও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। আরো বললেন- আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! মানুষের মাঝে তোমরা সেদিন উটের গায়ে ক্ষুদ্র চিহ্ন বা জন্তুর বাহুতে সংখ্যা চিহ্ন সদৃশ হবে...[তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ]

● অর্থাৎ হাশরের ময়দানে ইয়াজুজ-মাজুজ, পর্ববর্তী ধবংসপ্রাপ্ত জাতি এবং ইবলিস বংশধরদের উপস্থিতিতে তোমাদেরকে মুষ্টিমেয় মনে হবে। ঠিক উটের গলায় ক্ষুদ্র চিহ্ন আঁকলে যেমন ক্ষুদ্র দেখা যায়, হাশরের ময়দানেও তোমাদের তেমন দেখাবে।

ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাধিক্য:

● আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেন- ইয়াজুজ-মাজুজ আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায়। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাদের একজন মারা যাওয়ার আগে এক হাজার বা এর চেয়ে বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে যায়। তাদের পেছনে তিনটি জাতি আছে-তাউল, তারিছ এবং মাস্ক...[তাবারানী]

দৈহিক গঠন:

● খালেদ বিন আব্দুল্লাহ্ আপন খালা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একদা নবী করীম (সা:) বিচ্ছু দংশনের ফলে মাথায় ব্যাভেজ বাধাবস্থায় ছিলেন। বললেন- তোমরা তো মনে কর যে, তোমাদের কোন শত্রু নেই! (অবশ্যই নয়; বরং শত্রু আছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে) তোমরা যত্ন করতে থাকবে। অবশেষে ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব হবে। প্রশস্ত চেহারা, ক্ষুদ্র চোখ, কৃষ্ণ চুলে আবছা রক্তিম। প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে তারা দ্রুত ছুটে আসবে। মনে হবে, তাদের চেহারা সুপারিসর বর্ম...[মুসনাদে আহমদ, তাবারানী]

অর্থাৎ মাংসলতা ও স্থূলতার ফলে তাদের চেহারা বর্ম সদৃশ দেখাবে।

যে ভাবে প্রাচীর ভেঙে যাবে:

● যুলকারনাইনের নির্মিত সুদৃঢ় প্রাচীরের দরুন দীর্ঘকাল তারা পৃথিবীতে আসতে পারেনি। প্রাচীরের ওপারে অবশ্যই নিজস্ব পদ্ধতিতে তারা জীবন যাপন করছে। তবে আদ্যাবধি তারা সেই প্রাচীর ভাঙতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

● আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, প্রাচীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী করীম (সা:) বলেন- অতঃপর প্রতিদিন তারা প্রাচীর ছেদন কার্যে লিপ্ত হয়। ছিদ্র করতে করতে যখন পুরোটা উন্মোচনের উপক্রম হয়, তখনই তাদের একজন বলে, আজ তো অনেক করলাম, চল! বাকীটা আগামীকাল করব! পরদিন আল্লাহ্ পাক সেই প্রাচীরকে পূর্বের থেকেও শক্ত ও মজবুত রূপে পূর্ণ করে দেন। অতঃপর যখন সেই সময় আসবে এবং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দেবেন, তখন তাদের একজন বলে উঠবে, আজ চল!

আল্লাহ্ চাহেন তো আগামীকাল পূর্ণ খোদাই করে ফেলব! পরদিন পূর্ণ খোদাই করে তারা প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। মানুষের ঘরবাড়ী বিনষ্ট করবে, সমুদ্রের পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে। ভয়ে আতঙ্কে মানুষ দূরে দূরান্তে পলায়ন করবে। অতঃপর আকাশের দিকে তারা তীর ছুড়বে, তীর রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসবে...[তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম]

R:M: এই অধ্যায়ে আমরা ইয়াজুজ মাজুজের এখনো বন্দি থাকার সপক্ষে আলোচনা (আর্টিকেল) গুলো দেখলাম। ঘুরে ফিরে সবগুলো আর্টিকলে প্রায় একই কথাই ফিরে এসেছে। কিছু ভিন্নতা ছিল। তবে সারমর্ম একই ছিল। আসলে ইয়াজুজ মাজুজ বন্দি আছে বললে, আলোচনাকে বেশি দূর নেয়া যায়না। কারণ তারা তো বন্দি এবং অজানা। কিছু কথা বলে ছেড়ে দিতে হয়। উপরোক্ত আর্টিকেলগুলোয় আপনারা তার

বাস্তবতা দেখেছেন। তাই এই বিষয়ে আর কোনো আটকৈল
দিলাম না।

এখন আমরা ৩য় অধ্যায়ে চলে যাবো, ইনশাআল্লাহ।

(৩য় অধ্যায়) - ইয়াজুজ মাজুজ মুক্ত হয়ে যাওয়ার আলোচনা:



যেহেতু এই অধ্যায়ে ইয়াজুজ মাজুজ বের হওয়ার পক্ষে আলোচনা করা হবে। তাই এই অধ্যায়টি কিছুটা বড় হবে। এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। তাই খুব ধৈর্য ধরে এবং মনোযোগ দিয়ে পড়ার অনুরোধ করছি।

ইয়াজুজ মাজুজ কি মানুষ নাকি অন্য কোনো প্রাণী??

((রোজ হাশরে আল্লাহ তাআলা আদমকে বলবেনঃ হে আদম!
 আদম বলবেনঃ আমি আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছি এবং
 আপনার আনুগত্য করার জন্য উপস্থিত আছি। সমস্ত কল্যাণ
 আপনার হাতে। আল্লাহ বলবেনঃ জাহান্নামের বাহিনীকে
 আলাদা করো। আদম বলবেনঃ কারা জাহান্নামের অধিবাসী।
 আল্লাহ বলবেনঃ প্রতি হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জন।
 এ সময় শিশু সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী মহিলাদের
 গর্ভের সন্তান পড়ে যাবে এবং মানুষদেরকে আপনি মাতাল
 অবস্থায় দেখতে পাবেন। অথচ তারা মাতাল নয়। আল্লাহর
 আযাবের ভয়াবহতা অবলোকন করার কারণেই তাদেরকে
 মাতালের মত দেখা যাবে। সাহবীগণ বললেনঃ আমাদের মধ্য
 থেকে কি হবে সেই বাকী একজন? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো।

তোমাদের মধ্যে থেকে হবে একজন। আর ইয়াজুয-মাজুযের
 মধ্যে থেকে হবে নয়শত নিরানব্বই জন। আল্লাহর শপথ!
 আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের চারভাগের একভাগ
 হবে। আমরা এটা শুনে তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর নবী
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি আশা করি
 তোমরা জান্নাতীদের তিনভাগের একভাগ হবে। আমরা এটা
 শুনেও তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের
 দুভাগের একভাগ হবে। আমরা এটা শুনেও তাকবীর পাঠ
 করলাম। পরিশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
 বললেনঃ তোমরা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একটি সাদা গরুর
 চামড়ায় একটি কালো লোমের মত।- বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু
 আহাদীছুল আন্বীয়া।))

হাদীসটি তো আপনারা পড়লেন. এবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন.

ইয়াজুজ মাজুজ যদি অন্য কোনো প্রাণী হয়, তাহলে তাদেরকে মানুষের মধ্যে থেকে আলাদা করার কি দরকার?? তাদেরকে তো এমনিই চিনতে পারার কথা যে, এরা ইয়াজুজ মাজুজ (হিংস্র কোনো প্রাণী, বাঘ বা সিংহের মতো).

এ থেকে বুঝা যায়, তারা হুবহু মানুষের মতোই হবে, এবং মানুষের সাথে মিশে থাকবে. তাই আদম (আ:) প্রথমে তাদেরকে চিনতে পারবে না. আল্লাহ বলার পর তিনি আলাদা করা শুরু করবেন. ইয়াজুজ মাজুজ যদি মানুষ না হয়, তাহলে তো তাদেরকে আলাদা করার দরকার নাই.

হাশরের ময়দানে সবাই এমনিই তাদেরকে চিনতে পারবে. ঠিক জিনের মতো. জিনদেরকে মানুষ হাশরের ময়দানে দেখতে পাবে, এবং বুঝতে পারবে এরা জীন. আরো একটি প্রশ্ন তারা যদি পৃথিবীর বাহিরে থাকে তাহলে তো তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর কথা নয়. অথচ বলা হয়েছে

প্রত্যেকের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাবে. অর্থাৎ এ থেকেও বুঝা গেলো, ইয়াজুজ মাজুজের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে. এবং তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে.

এবার নিচের এই আয়াত টি পড়ুন.

((অতঃপর তিনি পথ অবলম্বন করলেন। চলতে চলতে তিনি যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছিলেন তখন তথায় এমন এক জাতির সন্ধান পেলেন যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিলেন। তারা বললঃ হে যুল-কারনাইন! ইয়াজুয ও মা'জুয পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে বিনিময় স্বরূপ কর প্রদান করবো এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন? যুল-কারনাইন বললেনঃ আমার প্রভু আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি মজবুত প্রাচীর তৈরী করে দিবো। তোমরা লোহার পাত নিয়ে আসো। অতঃপর যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান পূর্ণ

হয়ে লৌহ স্তম্ভ দুই পর্বতের সমান হলো তখন যুল-
 কারনাইন বললেনঃ তোমরা ফুঁক দিয়ে আগুন জ্বালাও। যখন
 ওটা আগুনে পরিণত হলো তখন তিনি বললেনঃ তোমরা
 গলিত তামা আনয়ন করো, ওটা আগুনের উপরে ঢেলে দেই।
 এভাবে প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর ইয়াজুয ও মা'জুয তা
 অতিক্রম করতে পারলোনা এবং তা ছিদ্র করতেও সক্ষম
 হলোনা। যুল-কারনাইন বললেনঃ এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ।
 যখন আমার প্রভুর ওয়াদা পূরণের সময় (কিয়ামত) নিকটবর্তী
 হবে তখন তিনি প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার করে মাটির সাথে
 মিশিয়ে দিবেন। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা অবশ্যই
 বাস্তবায়িত হবে। সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো দলের
 পর দলে সাগরের ঢেউয়ের আকারে। এবং শিংগায় ফুৎকার
 দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্রিত
 করবো)))”। (সূরা কাহাফঃ ৯২-৯৯)
 ((তারা বললঃ হে যুল-কারনাইন! ইয়াজুয ও মা'জুয
 পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে))

এখানে আরো একটি বিষয় খেয়াল করুন, তারা কিন্তু মানুষের সাথেই ছিল. এবং বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করতো.. অশান্তি সৃষ্টি করার কারণে তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে.

(সুতরাং তারা মানুষ)

তবে তারা ঈসা (আ) এর পরেই বের হবে. এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই.

ইমাম মাহদী এবং তার আর্মি অলরেডি পৃথিবীতে উপস্থিত আছে, তারা ঠিকই ময়দানে লড়াই করে যাচ্ছে. কিন্তু আমরা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি না. যখন তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন শুধুমাত্র তখনই আমরা তাকে চিনতে পারবো. ঠিক একই ভাবে দাজ্জাল এবং তার বাহিনীও একটিভ আছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না. সে যখন আত্মপ্রকাশ করবে তখন আমরা তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে চিনতে পারবো. ইয়াজুজ মাজুজের বেপারটাও তাই. ওরাও ফেতনা ফাসাদ ছড়াচ্ছে. কিন্তু আমরা বুঝতেও পারছি না, ওদেরকে চিনতেও পারছি না. ঈসা (আ) এর আগমনের পর তাদেরকে

আমরা চিনতে পারবো. But ALLAH knows best.....

পবিত্র কুরআন থেকে ইয়াজুজ মাজুজ বের

হওয়ার প্রমাণঃ

ইয়াজুজ মাজুজের কথা কোরআনে আছে। কাজেই আসুন আমরা একটু অনুসন্ধান করি সেখানে কি আছে। কোরআনে সূরা আশ্বিয়ার ৯৫-৯৬ নং আয়াতটি একটু মন দিয়ে বুঝি। আমরা জানি ইহুদীরা বরকতময় পবিত্রভূমি বা জেরুজালেম থেকে আল্লাহর হুকুমে বহিষ্কার হয়েছিল, যখন তারা পুনরায় সেই পবিত্রভূমিতে ফিরে যাবে তখনই বোঝা যাবে ইয়াজুজ মাজুজের কারণেই তারা পবিত্রভূমিতে ফেরত এসেছে। এটাই ইয়াজুজ মাজুজ বের হওয়ার সাইন। আমরা জানি আল্লাহর হুকুমে ইহুদীরা দুইবার বহিষ্কৃত হয়েছিল। শেষেরবার বহিষ্কৃত হওয়ার দুই হাজার বছর পর তারা বৃটেনের

বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ইসরায়েলে ফিরে যায়। এরপর থেকে তারা সারা দুনিয়ার প্রতিটি ভূমি থেকে দলে দলে ইসরায়েলে আবাসন গাড়ে। এ কথাকেই সূরা আশ্বিয়ায় স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। “যেসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত। যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে” (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত ৯৫-৯৬)।

এখন দেখুন কারা সারা দুনিয়ায় ইতিপূর্বে ছড়িয়ে পড়েছিল? কাদের আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজভূমি থেকে বের করে দিয়েছিলেন আল্লাহর অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ। এর উত্তর আছে সূরা বনী ইসরায়েলো। “আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে পরীক্ষার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দুবার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবো। অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।” (সূরা বনী ইসরায়েল, আয়াত ৪-৫)

প্রথমবার বের করে দেয়ার পর, আল্লাহ তাদেরকে আবার সুযোগ দেন যেন তারা ভালো কাজ করতে পারে। কিন্তু তারা

আবারও আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। ফলে আল্লাহ তাদের আবার জেরুজালেম থেকে বের করে দেন।

“অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।” [সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত ৬-৭]

তাদের সেই ভূমি যে বরকতময় পবিত্রভূমি তথা জেরুজালেম ছিল তাও সূরা বনী ইসরাইয়েলের প্রথম আয়াত পাঠ করলে বোঝা যায়। “পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্য্যন্ত-যার চার দিকে আমি পর্য্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই।” (সূরা বনী ইসরায়েল, আয়াত ১)

দ্বিতীয়বার বের করে দেয়ার পর, তারা তখনই তৃতীয়বারের মতো ফেরত আসতে পারবে যখন ইয়াজুজ মাজুজ বন্ধনমুক্ত হয়ে যাবো। বস্তুতঃ ইয়াজুজ মাজুজের সহায়তায়ই তারা ২০০০ বৎসর পর জেরুজালেমে ফিরে আসে। এবং পুনরায় তারা

আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। যেমন, ফিলিস্তিনের নাগরিকদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করে, মসজিদে আকসা দখল করে সেখানে থার্ড টেম্পল তৈরি করতে চায় এবং প্রতিটি মুসলিম দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে।

কেন ইউরোপীয় ধর্ম-নিরপেক্ষ অ-ইহুদীরা চরম

সাম্প্রদায়িক ইহুদিদের জেরুজালেমে ফেরত আনল?

পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্ম-নিরপেক্ষ বলতে কিছু ছিল না। অথচ পৃথিবী প্রত্যক্ষ করল এক ধর্ম-নিরপেক্ষ ইউরোপীয় জাতিকে যারা বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ইহুদিদের পক্ষাবলম্বন করল এবং তাদেরকে জেরুজালেমে ফেরার ব্যবস্থা করে দিল। যা

সূরা আশ্বিয়ার ৯৫-৯৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। “যেসব

জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত। যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।” (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত ৯৫-৯৬)।

গোগলে সার্চ দিয়ে দেখবেন সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিম্নভূমি হলো জেরুজালেমা। এজন্যই কুরানে বলা হয়েছে, তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।

আশা করি বাকীটুকু একটু নিজেরা চিন্তাভাবনা করবেন। একটু
বোঝার চেষ্টা করবেন যে, কিভাবে ইহুদীরা আবার
জেরুজালেমে ফিরে এলো সারা বিশ্বের প্রতিটি আনাচে
কানাচে হতে এবং কারা তাদের সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে
দিল। তখনই বুঝতে পারবেন, যারা সেই বেলফোর ঘোষণা
দিয়েছিল তারাই হলো ইয়াজুজ মাজুজা।

আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামও বলে গিয়েছিলেন
যে, ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে গেছে কাজেই
তাদের সেই প্রাচীর থেকে বের হওয়ার প্রক্রিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু
য়ালাইহি ওয়া সালামের সময়ই শুরু হয়েছিল। এবং তারাই
এখন সারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করছে। সাথে সাথে আমরা
দেখতে পাচ্ছি তাবারিয়া হ্রদ বা সী অব গ্যালিলী শুকিয়ে
যাচ্ছে।

প্রথমত তামীম দারী(রাঃ) এর হাদিস টি দেখি,
সেখানে দাজ্জাল তামীম দারী (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিল বুহাইরায়ে তাবারিয়া হ্রদে
কি পানি আছে?সাহাবি উত্তরে বলেছিল হা আছে এখনো সেখানে প্রচুর পানি আছে
দাজ্জাল বলেছিল অচিরেই সেখান থেকে পানি শুকিয়ে যাবে।

মুসলিম-৭২৭২

আর এক হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ইয়াজুজ-মাজুজের প্রথম দলটি বুহাইরায়ে তাবারিয়া হ্রদের পানি সব খেয়ে ফেলবে আর তাবারিয়া হ্রদের কাছে যখন ইয়াজুজ-মাজুজের শেষ দলটি যাবে তখন তারা বলবে এখানে এক কালে পানি ছিল
মুসলিম-৭২৬৯

আসুন আজকে আমরা বুহারায়ে তাবারিয়া হ্রদের দিকে তাকাব। সেটা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর ইস্রাইলবাসী উহার নাম পরিবর্তন করে ফেলেছে এটা ইস্রাইলের সি-অফ-গ্যালিলি, নবীজি (সঃ) হাদিসে যার নাম বলেছেন তাবারিয়া হ্রদ। সেখানে চর উঠেছে পানি ব্লাক লাইনের নীচে তার মানে সেখান থেকে পাম্প দিয়ে আর পানি তুলতে পারছে না ইস্রাইল ইহুদিবাসী। এবার উপরোক্ত হাদিস ২ টির দিকে তাকাই দাজ্জাল ১৪৪০ বছর আগে সাহাবি তামিম দারিকে বলেছিল তাবারিয়া হ্রদের পানি অচিরেই শুকিয়ে যাবো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি পানি সত্যিই শুকিয়ে যাচ্ছে। আর নবীজি (সঃ) ভবিষ্যৎবাণী করেছিল ইয়াজুজ মাজুজের প্রথম দলটি সেই হ্রদের পানি খেয়ে ফেলবে আর ইয়াজুজ মাজুজের সর্বশেষ দলটি সেই হ্রদের কাছদিয়ে হাটার সময় বলবে এখানে এক সময়পানি ছিল। নবীজিজি (সঃ) এর হাদিসের ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমানিত হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে পানি কমে যাচ্ছে।
যেহেতু অই হ্রদের পানি এখন কমে যাচ্ছে হাদিস অনুসারে ইয়াজুজ-মাজুজ কি তাহলে ছাড়া পেয়েছে? আমরা কি ধরে নিব ইয়াজুজ-মাজুজ ছাড়া পেয়েছে? তাহলে কেন সেখানে পানি কমে যাচ্ছে? কারা সেই হ্রদের পানি ব্যবহার করে কমিয়ে ফেলছে?

নবীজি (সঃ) হাদিসে কি ভবিষ্যৎবানী করেননি যে ইয়াজুজ-মাজুজ রা তাবারিয়া হ্রদের পানি ব্যবহার করে কমিয়ে ফেলবোশেষ দলটি বলবে এখানে এক সময় পানি ছিল তার মানে কি আমরা ধরে নিব ইয়াজুজ-মাজুজ এর প্রথম দলটি দুনিয়ায় ছাড়া পেয়েছে। এই প্রথম দলের বংশধরেরাই কালক্রমে বংশবিস্তার করে শেষ দলে উপনীত হয়ে ঈসা (আঃ) এর সাথে লড়াই করবো। আল্লাহ তায়ালাই সবকিছু ভাল জানেন

উক্ত হ্রদের পানি ব্যবহার করে একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র ইস্রাইল।

#ইয়াজুজ-মাজুজ এর প্রাচীর খুলে গেছে উহার প্রমাণ।

আলামত প্রকাশ পেয়েছে কেননা মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে আল্লাহ তায়ালা আলামতপূর্ণ আয়াতে সবকিছু বলিয়া দিয়াছেন।

১৪৫০ বছর আগের ঘটনার প্রেক্ষাপট এর আয়াত দিয়ে শুরু করি
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আল্লাহ তায়ালা বলেন

"ধ্বংস করে দিয়েছি একটি শহর (জেরুজালেম) উক্ত শহরের অধিবাসী ইস্রাইলী ইহুদিদের সেখান থেকে বহিস্কৃত করে দিয়েছোবনী-ইস্রাইলী ইহুদিরা উক্ত (জেরুজালেম) শহরে পুনরায় আর ফিরে আসতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াজুজ-মাজুজ কে মুক্ত করে না দিচ্ছি। এবং প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে উক্ত ভূমিতে প্রবেশ না করছে।

(সূরা-আম্বিয়া আয়াত ৯৫-৯৬)

আমরা জানি আল্লাহ তায়ালা ইতিপূর্বে ইস্রাইলের জনপদ কে ধ্বংস করিয়া ইহুদিদের উক্ত জনপদ থেকে বহিস্কৃত করেছিলেন ২ বার
প্রথমত তৈরাত কিতাব বিকৃত করার কারনে
২য় ত ঈসা (আঃ) কে হত্যার চেষ্টা করার কারনে

২৫০০ বছর আগের ইতিহাস, এবং উক্ত জনপদ থেকে ইস্রাইলী ইহুদিদের বহিষ্কৃত করেছিলেন। তারা এই ২৫০০ বছর দুনিয়ার এখানে সেখানে ভ্রাম্যমান হিসেবে জীবিত ছিল।

আল্লাহ তায়ালা বলেন

আমি ইহুদিদের শান্তি দিয়ে পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছি এবং তারপর থেকে তারা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করা শুরু করেছে।

সূরা আরাফ-১৭৬

ইহিদিরা এখন আবার তাদের জনপদে ফিরে গিয়েছে এবং ইস্রাইল রাষ্ট্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। জেরুজালেম কে উক্ত রাষ্ট্রের রাজধানী বানিয়ে ফেয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ইয়াজুজ ও মাজুজকে দুনিয়ার বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারপর ইস্রাইলবাসিরা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত (ইস্রাইলে) ছুটে আসবে।

[সূরা আশ্বিয়া ২১:৯৬]

ইস্রাইল বাসিরা উড়োজাহাজে করে প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে এখন বিভিন্ন দেশ থেকে দ্রুত ইস্রাইলে প্রবেশ করছে।

আর আল্লাহ তায়ালা কোরআনে সতর্কমূলকভাবে বলেই দিয়েছেন যে ইস্রাইলীরা পুনরায় উক্ত জনপদ প্রতিষ্ঠিত কোরতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইয়াজুজ-মাজুজ এর প্রাচীর তিনি মুক্ত করে না দেন। যেহেতু ইস্রাইলীরা তাদের জনপদে ফিরে গেছে এবং পুনরায় তাদের ইস্রাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি জেরুজালেমকে সেই ইস্রাইলের রাজধানী হিসেবে সীকৃতি পেয়েছে সেহেতু কুরআনের উক্ত আয়াত অনুসারে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরকে খুলে দেয়া হয়েছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজ সাধারণ মানুষের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পরেছে যাহার প্রমান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে দিয়েছেন।

বস্তুত Royal secret w13 illuminati family খারিয়ারন এরাই হোল ইয়াজুজ-মাজুজ gog & magog. বর্তমানবিশ্বের কুরআনের অইনকে বাতিল করে ইয়াজুজ-মাজুজরা সারা দিনিয়াব্যাপি ফাসাদ তৈরী করতেছে ব্যাবসা-বানিজ্যে, অর্থনীতি-রাজনীতি, সমাজব্যাবস্থা-রাষ্ট্রব্যাবস্থা, শিক্ষানীতি-ব্যংকিং সহ সকলক্ষেত্রে ফিত্না-ফাসাদ ও বিপর্জয় সৃষ্টি করে রেখেছে। সর্বক্ষেত্রে ফাসাদ, মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের ধংস দেখার পরেও, এতগুলি আলামত দেখার পরেও আপনি যদি ভাবেন ইয়াজুজ-মাজুজ রা ছাড়া পায়নি তাহলে আর আপনার সাথে এ বিষয়ে কথা বারিয়ে লাভ নেই।

হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ) হতে বর্ণিত - একদা ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারায় রাসুল (সঃ) তার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) আরব জাহানের অনিষ্টতা কাছিয়ে গেছে অতঃপর তিনি তার হাতের দুই আঙ্গুল মোবারক দিয়ে ঈশারা করে দেখালেন এবং বললেন যে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর থেকে আজ এতটুকু উন্মোচিত হয়ে গেছে অতঃপর জাহশ (রাঃ) নবীজি (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন

ইয়া রাসুলআল্লাহ আমাদের মাঝে সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ থাকতেও কি আমরা ধংস হয়ে যাবানবীজি (সঃ) উত্তরে বললেন,,, হ্যাঁ পাপাচার বৃদ্ধি পেলে তাই হবে,,,। (হাদিস সহিহ বুখারি, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিজি, আল-ফিতান)

আরব মধ্যপ্রাচ্য সিরিয়া-ইয়েমেন-ইরাক-ফিলিস্তিন এ কি অনিষ্টতা শুরু হয়নি? যারা উক্ত হাদিসের ভবিষ্যৎবানী অস্বীকার করে তাদের কাছে এটাই আমার প্রশ্ন?? এবার তাবারিয়া হুদ সি-অফ-গ্যালিলি শুকিয়ে গেছে তার বর্তমান অবস্থা ছবিতে দেখুন-

গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?



আমি ইয়াজুজ মাজুজের জীর্ণ কাপড় দেখেছি:

হযরত কতাদা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক লোক রাসূল সা. কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল সা. আমি ইয়াজুজ মাজুজের জীর্ণ কাপড় দেখেছি। আর মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিভাবে দেখেছ? উত্তরে সাহাবী বলল, আমি তা দেখেছি ডোরাকাটা সজ্জিত এর মতো। রাসূল সা. বললেন, তুমি সত্য বলেছ। ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাদের জীর্ণ পোষাক দেখেছি স্বর্ণের ইটের এবং সীসার ইটের।

[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হান্নাদ - ১৬৩২]

ইহুদি রাবাইদের চাদর, আর ইয়াজুজ মাজুজের দেয়াল এক রকম। অর্থাৎ
ডোরাকাটা। সাদা কালো / লাল কালো / হলুদ কালো।
লেখা গুলো ভালো করে পড়ুন এবং ছবির সাথে মিলিয়ে নিন।



গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?



 alamy stock photo

DH95P9
www.alamy.com



alamy stock photo

E6WXXE
www.alamy.com

Decoding Ezekiel 38

The Name - Gog

(We have been given a clue!)

Synagogue

Syna (Synod) =
Assembly

Gogue = Gogii = a people from
Mongolia/Russia.

Therefore synagogue means
an assembly of Gog's People.

ডোরাকাটার ব্যাপারটি খেয়াল করেছেন?

তাদের পোশাক, পতাকা ইত্যাদি অনেক কিছুতেই ডোরাকাটা (stripe) ছাপ রয়েছে।

আবার ফ্রিমেনদের লোগোকে (floor) দেখুন, সেখানেও এই ডোরাকাটা।



এগুলো কাকতালীয় নয়। অবশ্যই এসব কিছুর সাথে ইয়াজুজ মাজুজের যোগসূত্র আছে।

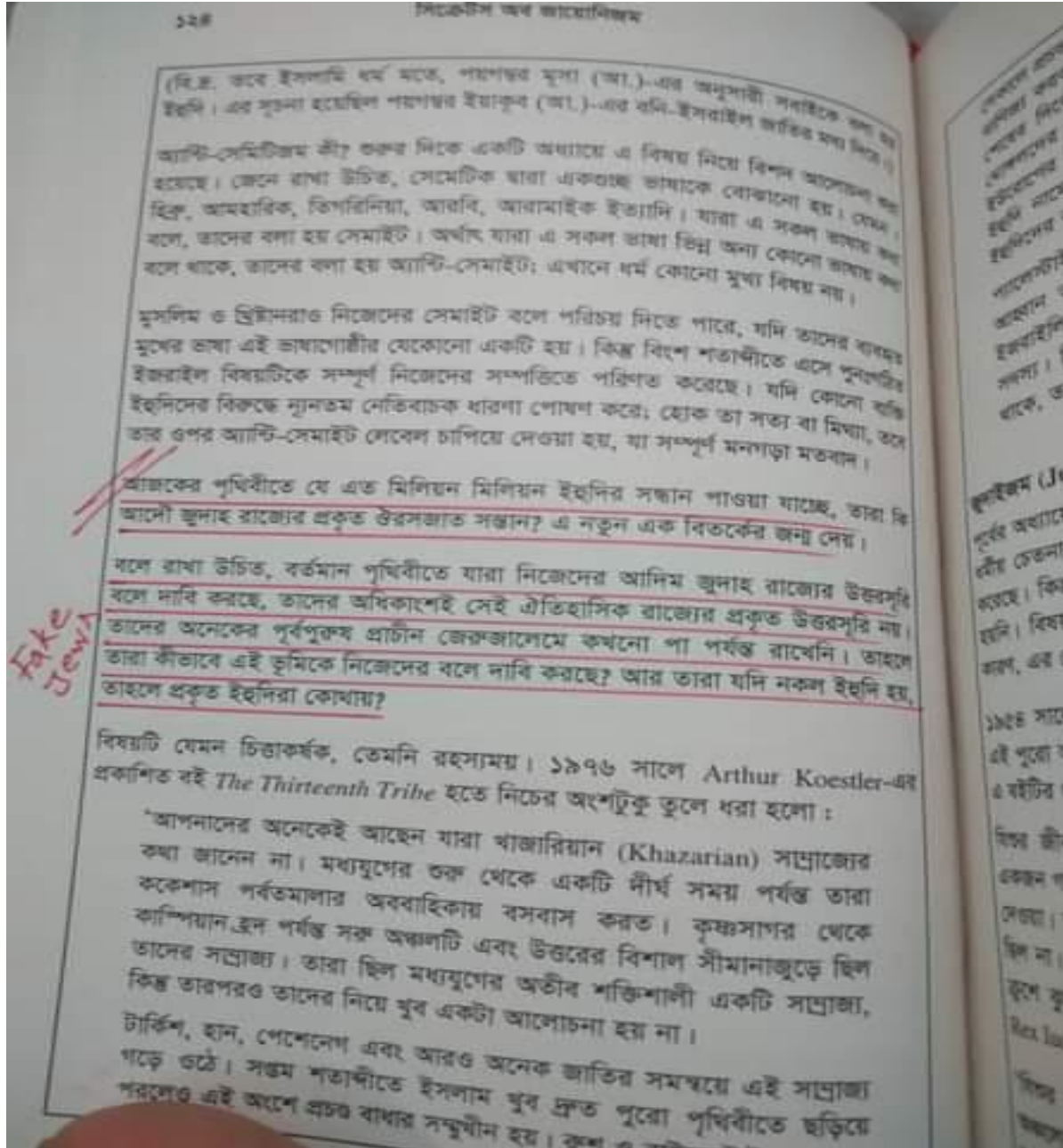
N:B: বর্তমান নামধারী ইহুদিরা কিন্তু আসল ইহুদি বা বনি ইজরাইল নয়। এরা খাজারিয়ানা। এই বিষয়টাও মাথায় রাখা দরকার।

ইয়াজুজ মাজুজের তিনটি দল আছে। সুতরাং এদেরকে প্রথম দল হিসেবে সন্দেহ করা যেতেই পারে। আল্লাহ্ আলমা তবে এদের আত্মপ্রকাশ ও চূড়ান্ত ফেতনা ঈসা (আ:) এর পরেই সংগঠিত হবে।

বর্তমানে যারা ফিলিস্তিন দখল করে আছে, তারা বনী ইসরাইল বা ইহুদি নয়।

এরা খাজারিয়ান হিংস্র, বর্বর প্যাগান জাতি। সিক্রেট অফ জায়েনিজম বইটি পড়ুন।

সব বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কিছু সস (screen shot) দেয়া হলো।



সেকালে প্রচলিত প্রতাপশালী হওয়ার পরও খ্রীস্টীয়ানদের কব নিয়ে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা করত। শুধুতে তারা জাতি হিসেবে পেগান হলেও দশম শতাব্দীর শেষের দিকে রাজনৈতিক কিছু কারণে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। সবশেষে মোঙ্গলদের আক্রমণে তারা সাম্রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হয়। এরপর তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আজকের পৃথিবীতে তারা আফ্রেনাজি ইহুদি নামে পরিচিত এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে প্রাচীন জুদাহ রাজ্যের ইহুদিদের বহু আগেই অতিক্রম করেছে।

প্যালেস্টাইন পুনঃদখলের লক্ষ্যে জায়েনিস্টদের যে আগ্রাসন, তার প্রথম আহ্বান তাদের মধ্য থেকেই আসে। নোবেল বিজয়ীদের তালিকায় যে ইজরাইলিদের নাম দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই এই জাতিগোষ্ঠীর সদস্য। চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে তারা কীভাবে এতটা ধূর্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে, তা নিয়ে এ পর্যন্ত বহু গবেষণা হয়েছে।

জুদাইজম (Judaism) যেভাবে ইহুদিবাদে (Jews) রূপ নিল

পূর্বের অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে— জুদাহ রাজ্যের অধিবাসীরা নিজেদের মাঝে যে ধর্মীয় চেতনার জন্ম দিয়েছে, পরবর্তী সময়ে তা-ই জুদাইজমে (Judaism) রূপ লাভ করেছে। কিন্তু তা কীভাবে 'ইহুদিবাদ' (Jew) শব্দে রূপায়িত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। বিষয়টি অনেক জটিল, তবে এই জটিলতার অনুসন্ধান করা অতীব জরুরি। কারণ, এর পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক রহস্যময় ধাঁধার সমাধান।

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত Benjamin H. Freedman-এর লেখা বই *Facts Are Facts* এই পুরো অনুসন্ধানে আমাদের বিশেষভাবে সহযোগিতা করবে। নিচের পুরো আলোচনা এ বইটির গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা হলো :

যিশুর জীবদ্দশায় Pontius Pilate ছিলেন প্যালেস্টাইনে নিযুক্ত রোমান সাম্রাজ্যের একজন গভর্নর। তার কাজ ছিল কর সংগ্রহ করা এবং তা রোমান রাজার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া। স্থানীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি নিয়ে মাথা ঘামানো তার কাজের অংশ ছিল না। তারপরও যিশুর তুশবিদ্ধের কাজটি তার তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হয়। তাকে যে ক্রুশে ঝুলানো হয়েছিল, তার ওপর ল্যাটিন ভাষায় লিখা ছিল— 'Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum'।

পটভূমি অব জায়োনিজম

১৯৯৪ সালে লেবক Israel Shahk ইহুদি জাতির ইতিহাস নিয়ে একটি বই লিখেন, যার নাম *Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years*। নিচের আলোচিত অংশটুকু বইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্যসম্পূর্ণ কিন্তু ভঙ্গের ভিখার তুলে ধরা হলো :

‘বাইবেলের হিসাব অনুযায়ী মিশরের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে তারা সিনাই উপত্যকা পাড়ি দিয়ে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে। এর প্রায় ৪৫০/৫০০ বছর পর রাজা ডেভিড প্রথমবারের মতো জেরুজালেমকে শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পরলোক গমনের পর তার পুত্র সলোমন ইজরাইলকে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বনি ইজরাইলের ১২ পুত্রের নাম অনুযায়ী সেই রাষ্ট্রে ১২টি প্রদেশ করা হয়। রাজা সলোমনের শাসনামলে এই রাষ্ট্র বেশ ভালোভাবেই চলছিল। তবে তার পরলোক গমনের পর এই রাষ্ট্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর দিকের ১০টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয় ‘Kingdom of Israel’ এবং দক্ষিণের অবশিষ্ট দুটি প্রদেশ (জুদাহ ও বেনজামিন) নিয়ে গঠিত হয় Kingdom of Judah।

উত্তরাঞ্চলীয় ইজরাইলের রাজধানী হিসেবে প্রথমে নির্ধারিত হয় শিখিম (Shechem) এবং পরে সামারিয়া (Samaria)। অপরদিকে দক্ষিণাঞ্চলীয় জুদাহের রাজধানী নির্ধারিত হয় জেরুজালেম। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে (আনুমানিক ৭২২ খ্রিষ্টপূর্ব) আসিরিয়ান সাম্রাজ্য উত্তরাঞ্চলীয় ইজরাইল সম্পূর্ণ দখল করে নেয় এবং সেখানে থাকা ১০টি গোত্রের সবাইকে নির্বাসিত করে। তারা সেই যে হারিয়ে গেছে, আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৮৬ সালে) বাবিলনীয়রা জুদাহ আক্রমণ করে প্রথম টেম্পল ধ্বংস এবং সেখানে থাকা দুটি গোত্রের বহুসংখ্যক অধিবাসীকে বন্দি করে।’

আশা করি পাঠকদের মনে আছে, তরুণ দিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বলা হয়েছিল- বাবিলনের বন্দি থাকা অবস্থায় এই জাতিগোষ্ঠীটি নিজেদের মধ্য হতে একজন ধর্মীয় গুরু নির্বাচন করে, যার অনুশাসন মেনে চলা তাদের সবার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। পরবর্তী সময়ে রোমানদের দ্বারা নির্বাসিত হলে তিনি রাজার স্বীকৃতি পান, বাকে বলা হতো Exilarch। তিনি বন্দিদের মানসিক বন্ধন মজবুত করার জন্য এক ধর্মীয় চেতনার জন্য দেন, যা ছিল আব্রাহাম-জ্যাকব-মোজেসদের ধর্মীয় চেতনা থেকে অনেকটা ভিন্ন। এর কয়েক দশক পর খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৮ সালে বাবিলন সাম্রাজ্য আর্থেমেনিডদের দ্বারা পরাজিত হলে জুদাহের অধিবাসীরা বন্দিদশা থেকে মুক্তি পায়।

তারা আবারও জেরুজালেমে ফেরে এবং জিহাদ

সিফ্রেটস অব জায়োনিজম

১২৮

তা ছাড়া ১৯১৭ সালের পর থেকে যে ইহুদিরা প্যালেস্টাইনিদের উচ্ছেদ করে তাদের ভূমি দখল করে চলেছে, তাদের অধিকাংশেরই পূর্বপুরুষ কশ্মিনকালেও এই ভূমিতে পা রাখেনি, তবুও তারা এই ভূমিকে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি এবং বাপ-দাদার আদি ভূমি বলে দাবি করে আসছে। তাদের প্রসঙ্গে Harold Rosenthal একবার বলেছিলেন- "ইহুদিরা স্বচক্ষে বলে বেড়ায়- "আমরাই সৃষ্টিকর্তার মনোনীত সম্প্রদায়।" অথচ তারা স্বীকার করতে চায় না ~~আমাদের~~ ঈশ্বর হলো লুসিফার (শয়তানের একটি নাম) ~~##~~

মজার বিষয় হলো- তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই, খাজারিয়ানরা ধর্মাস্তরিত হওয়ার দরুন জুদাহ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে, তবুও বেলফোর ঘোষণার মধ্যদিয়ে নবগঠিত ইজরাইল রাষ্ট্রকে কোনোভাবেই ইহুদিদের রাষ্ট্র বলা যাবে না। কারণ, প্রাচীন ইজরাইল গড়ে উঠেছিল ১২টি গোত্রের ভিত্তিতে। যদি ধরে নিই, আধুনিক ইহুদিদের মাঝে প্রাচীন জুদাহ ও বেনজামিনের উত্তরসূরীরা নিহিত রয়েছে, তাহলে বাকি ১০টি গোত্রের সদস্যরা কোথায়?

ইহুদিদের সমাজে আনুগত্যহীনতার চূড়ান্ত পরিণতি

আশা করি পূর্বের অধ্যায়ে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে, 'ইহুদিবাদ' কেবল ধর্মীয় পরিচয় নয়; এটা একই সঙ্গে জাতীয় পরিচয়, যা ইজরাইলের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে গুতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি কোনো ব্যক্তি হাজার বছরের জাতীয় ঐতিহ্য ও সমাজব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে অন্য ধর্মে ধর্মাস্তরিত হয়- হোক তা খ্রিষ্ট বা ইসলাম- তারপরও সে ইহুদি থাকবে।

Jewish Encyclopedia অনুযায়ী- এই সমাজব্যবস্থার নাম হলো 'কাহাল'। এর আরও একটি নাম আছে 'সোভিয়েত'। ধর্মের প্রতি কে কতটুকু অনুগত থাকবে সেখানে বিবেচিত বিষয় নয়। যদি কোনো ব্যক্তি কাহালকে অস্বীকার করে, তবে সে ইহুদি বানচিত্ত হয়ে যাবে এবং তাকে সমাজ থেকে বর্জন করা হবে। সে কেবল 'কাহাল'-কে অস্বীকার করার কারণে ইহুদি থেকে বাদ পড়বে না, বরং ~~এটোকলে বলা হয়েছে-~~

"আমাদের প্রতিটি ইহুদি..."

বে। ১৭

খ্রীষ্টদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত ইংরেজি বর্ণ 'J' যদি কোনো শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত হতো, তখন তার উচ্চারণ হতো গ্রিক 'Y'-এর মতো। অর্থাৎ 'J'-এর উচ্চারণের বিবর্তন খুব সমসাময়িক একটি ঘটনা। অপরদিকে, জার্মান ভাষায় আজও ল্যাটিন উচ্চারণধর্মী বজায় রয়েছে। জার্মান ভাষায় 'J' বর্ণটি ইংরেজি বর্ণ 'Y'-এর মতো উচ্চারিত হয়। তাহলে জার্মান ভাষায় 'Jude' শব্দটির উচ্চারণ অবিকল ল্যাটিন শব্দ 'Iudae'-এর মতো হয়। এই 'Jude' শব্দটির ধ্বনিগত পরিবর্তন পরবর্তী সময়ে ক্রম নিয়ে হয় 'Jew'। তথাপি জার্মান ভাষায় আজও এর উচ্চারণ ল্যাটিন শব্দ 'Iudae'-এর মতো। কিন্তু ইংরেজি বর্ণ 'J' যেহেতু ধ্বনিগত পরিবর্তিত হয়ে 'জ'-তে রূপ নিয়েছে, সেহেতু ইংরেজি ভাষার তার উচ্চারণ পালাটে গিয়ে হয়েছে 'Jew (জু)' এবং 'Judea' পালাটে হল 'Judaism (জুদাইজম)'।

খ্রীষ্টদশ শতাব্দীর আরেকটি বিশেষত্ব হলো— সে বছর খ্রিষ্টিং মেশিনের বহুমুখী ব্যবহার শুরু হয়। কলে প্রচুরসংখ্যক বাইবেল খ্রিষ্টি করা শুরু হয় এবং তা অল্পমূল্যে প্রত্যেক গির্জা ও মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে শুরু করে। যারা এক দিন বরফের ভয়ে বাইবেল ক্রয়ের সাহস করত না, তখন তারাও স্বল্পমূল্যে ক্রয় করার সুযোগ পায়। খ্রিষ্টানদের প্রতিটি গির্জা ও ঘরে ঘরে উচ্চারিত হতে শুরু হলো— 'Jesus is a Jew; Jews are god choosen people; Get blessings from Israel এবং আরও অনেক।

ধীরে ধীরে নিউ টেস্টামেন্ট রূপান্তরিত হলো ইহুদিদের প্রশংসাবাদীতে। তবে কিছু বিষয় না বললেই নয়। ইংরেজি ডিকশনারিগুলো খুললে হয়তো Jews এবং Iudaeus শব্দ দুটির অর্থ প্রায় একই দেখাবে একদল হিব্রু জনগোষ্ঠী, যারা পয়গম্বর আব্রাহামের বংশধর হিসেবে একসময় জেরুজালেমে থাকত। তবে শাব্দিক অর্থ এক হলেও Jews এবং Iudaeus জাতি দুটির মাঝে বড়ো ধরনের ফাঁরাক রয়েছে।

Iudaeus দ্বারা যেখানে বোঝানো হতো যিশুখ্রিষ্টের জীবদ্দশায় প্যালেষ্টাইনে বসবাসরত সকল অধিবাসীদের, সেখানে Jews দ্বারা বোঝানো হয়— জুদাহ রাজ্যের সকল উত্তরাধীদের। মাঝ থেকে বাদ পড়ে গেল ইজরাইলের বাকি ১০টি গোত্র, যারাও কিনা বনি ইজরাইলের অংশ। তাই বর্তমান যুগের বাইবেল পাঠ করলে মনে হবে, কেবল Jews-রাই প্রাচীন ইজরাইলের প্রতিনিধিত্বকারী এবং এটিই বনি ইজরাইলের অপর একটি নাম। ঠিক এ কারণে বিশেষ এই ধারণাটি অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মনে বধ্যমূল হয়ে চেপে বসেছে।

এরপরও একটি গল্প বাকি থেকে যায়। প্রাচীন যে খাজারিয়ান সাম্রাজ্যের কথা পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে, তারা মধ্যযুগের কোনো একটি সময়ে রাজনৈতিক কারণে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। আর এরা জনসংখ্যার দিক দিয়ে জুদাহ রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বহু আগেই অতিক্রম করে ফেলেছে। আজ ইজরাইল, আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে যে পরিমাণ ইহুদি দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই প্রাচীন জুদাহ রাজ্যের উত্তরসূরি নয়; বরং তারা মধ্যযুগে ধর্মান্তরিত হওয়া খাজারিয়ান রাজ্যের উত্তরসূরি।

করটি জয়কের হতে পারে, তা শেষ বিশ্বযুদ্ধ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে।
অন্যান্য সব জাতি নিজেদের জন্য যে অধিকার দাবি করে, আমরাও তা
সমানভাবে দাবি করার যোগ্যতা রাখি।'

Moses Hess বলেন—

'রাচ্য ও প্রতিচোর দেশগুলোতে যেমন : রাশিয়া, পোল্যান্ড, প্রুশিয়া ও
অস্ট্রিয়াতে এখনও লাখ লাখ ইহুদি বসবাস করছে, যারা প্রতিদিন বিভিন্ন
কাজের ফাঁকে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া রাজত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা
করে। তাদের এই প্রার্থনা কখনো বিফলে যাবে না।'

তাদের জাতি, ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে বিতর্ক আগের অধ্যায়ে জন্ম নিয়েছে, তা
পরিষ্কার করা সম্ভব হতো না— যদি না এসব উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হতো। তবে তাদের
ধর্ম ও জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে জ্যান্টাইলদের মাঝে যে বিস্মৃতি, তার সুরাহা কিন্তু
এখনও হয়নি। কীভাবে একজন ইহুদি অন্য ধর্ম গ্রহণ করার পরও ইহুদি থাকতে পারে,
এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর না মেলা পর্যন্ত এই বিস্মৃতির কোনো সুরাহা হবে না। মূলত
ইহুদিদের দুমুখো নীতির কারণে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা, সত্যই তা বোঝা কঠিন।

ইহুদিদের ধর্ম ও জাতিতত্ত্বের প্রকৃত পরিচয়

অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মনে একটি বন্ধমূল ধারণা আছে— প্রাচীন যে বনি ইজরাইল
জাতির কথা বিভিন্ন পুরানে পাওয়া যায়, তাদের অপর নাম ইহুদি। বিস্মৃতির সূচনা
আসলে এখান থেকেই। প্রকৃতপক্ষে সকল ইহুদি ইজরাইলি হলেও, সকল ইজরাইলিকে
ইহুদি বলা যাবে না।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে— 'পর্যগম্বর আব্রাহামের পৌত্র জ্যাকবের ১২
জন পুত্র ছিল। একত্রে তাদের বলা হতো বনি ইসরাইল। তাদের নাম রুবেন, সাইমন,
লেভি, নান, নাফতালি, গাদ, আশের, ইসাখার, জেবুলন, জোসেফ, জুদাহ (Judah) ও
বেনজামিন। তাদের সবাইকে বনি ইসরাইল ছাড়া আরও একটি নামে সংজ্ঞায়িত করা
হতো— হিব্রু।

তারা ছিল সৃষ্টিকর্তার বিশেষ আশীর্বাদপূর্ণ একটি জাতি। ফলে তাদের বংশধরদের মধ্য
থেকে এসেছে অসংখ্য পর্যগম্বর। বাইবেল এবং অন্যান্য পুরাণে উল্লিখিত গল্পসমূহ
যেমন : তাদের মিশরে গমন, ফেরাউন কর্তৃক নির্ধাতন, মোজেসের জন্মগ্রহণ, লোহিত
সাগরে পাড়ি নিয়ে সিনাই পর্বতে অবস্থান ইত্যাদি ঐতিহাসিক গল্প আমরা সবাই জানি।

বর্তমানের ইহুদীরা কি সেই বনী ইসরাইল?

বর্তমানের ইহুদীরা আর পবিত্র কুর'আন ও বাইবেলে বর্ণিত ইহুদীরা একই বংশদ্ভূত নয়। আমরা জানি যে হযরত ইব্রাহিমের (আ) দুইটি ছেলে ছিল, একজন হযরত ইসমাইল (আ) ও অন্যজন হযরত ইসহাক (আ)। দুই জনেই আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালার প্রেরিত রসূল ছিলেন। দারুন মজার! পিতা ও পুত্রদ্বয়, একই পরিবারের তিনজনই আল্লাহর প্রেরিত রসূল! মজার শেষ এখানেই না, হযরত ইসহাকের (আ) ছেলে হযরত ইয়াকুবও (আ) আল্লাহর একজন নবী। আরও মজার হল, হযরত ইয়াকুবের ছেলে হযরত ইউসুফও (আ) নবী!! মাত্র তিন জেনারেশনের মধ্যে ৫ জন নবী!!

হযরত ইয়াকুবের (আ) বার জন পুত্র ছিল। ইয়াকুবের (আ) অন্য নাম ইসরাইল।



এই বারোজন পুত্র থেকে বারটি গোত্রের সূচনা হয়। সেই গোত্রগুলোকেই আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালার অশেষ কুদরতে হযরত মুসা (আ) মিসর থেকে লোহিত সাগর পার হয়ে সিনাই উপত্যকায় নিয়ে আসেন। পরে তারা ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বুঝতেই পারছেন যে বনী ইসরাইল হল হযরত ইব্রাহিমের (আ) বংশধর। ৭৪০ খৃষ্টাব্দের আগে ইহুদিদের বড় একটা অংশই ছিল এই বংশধরের মধ্যে। কিন্তু

বর্তমানের বেশিরভাগ ইহুদিই (> ৯৩%) ইহুদি হযরত ইব্রাহিমের (আ) বংশধর না! তাদের সাথে মধ্যপ্রাচ্যেরও কোন সম্পর্ক নেই!! তাদের পূর্বপুরুষদেরও কেউ কোন কালেই মধ্যপ্রাচ্যে ছিল না! তাদের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের কারোরই রক্তের কোন সম্পর্ক নেই!!

.

তিন ধরনের ইহুদি বর্তমানে আছে,

১. আশকেনাজিম (Ashkenazi Jews) ইহুদি বর্তমান ইহুদিদের ৯৩% ই এরা, এদের পূর্বপুরুষরা খাজারিয়া অঞ্চলে বসবাস করতো, এরা ককেশাস অঞ্চলের লোক, মধ্যপ্রাচ্যের নয়!

.

২. সেফারডিম ইহুদি (Sephardic Jews) : স্পেনের ইহুদিরা, যারা খৃষ্টাব্দ ৭৩ সালে রোমানসৈন্য কর্তৃক Temple of Solomon ভেঙ্গে দেয়ার ফলে স্পেন ও গ্রীসে অভিবাসী হয়।

.

৩. মিজরাহিম ইহুদি (Mizrahi Jews) : একইভাবে, তারাও আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদি, যারা ৭৩ খৃষ্টাব্দে রোমানসৈন্য কর্তৃক Temple of Solomon ভেঙ্গে দেয়ার ফলে আরব, ইরান, ইরাক, উত্তর আফ্রিকায় অভিবাসী হয়, যাদের পূর্বের ইহুদিদের সাথে সত্যিকারের রক্তের সম্পর্ক আছে!

.

৭০০ খৃষ্টাব্দের পর সারা পৃথিবীতে তিনটি সুপারপাওয়ার সাম্রাজ্য ছিল।

১. রোমান এম্পায়ার খৃষ্টানদের,

২. মুসলিম খিলাফত মুসলিমদের ও

৩. খাজার সাম্রাজ্য :Pagan বা প্রকৃতি পূজকদের, এই খাজাররা খুবই শক্তিশালী ছিল, তাদের প্রতিরোধের কারণে মুসলিমরা ইউরোপে যেতে পারেনি, নতুবা ইউরোপ হয়তো আজ মুসলিমদের দখলে থাকতো!!



খাজার সাম্রাজ্যের প্রধান যে তাকে বলা হত কাগান (Kagan)। সে চিন্তা করে দেখলো যে তারা ছাড়া অন্য যে দুটি সুপার পাওয়ার সাম্রাজ্য আছে তারা ঐশ্বরিক ধর্মের অনুসারী অথচ আমরা এত শক্তিশালী হয়ে প্রকৃতির পূজা করে বেড়ায়!! তারপর সে সিদ্ধান্ত নিলে যে তারাও একটি ঐশ্বরিক ধর্মের অনুসারী হবে!! সে চিন্তা করে দেখলো যে যদি তারা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে তবে তারা রোমান চার্চের অধীনে থাকতে হবে! আর যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে খলিফার অধীনে থাকতে হবে। সুতরাং সে সিদ্ধান্ত নিলে যে সে এবং তার প্রজারা সবাই একযোগে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ

করবে!! সে সারা রাজ্য এই ঘোষণা দেয়ার পর সারা রাজ্যের অধিবাসীরা একত্রে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধর্মের পরিবর্তনের উদহারণ এটি!! পুরো রাজ্য একযোগে ইহুদি হয়ে যায়!! এরা সবাই ককেশাস অঞ্চলের, বর্তমানে এটা প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে।



কাজেই বুঝতেই পারছেন পূর্বপুরুদেব মধ্যপ্রাচ্যের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই!! যখন রাশিয়ানরা ১৩০০ শতকে খাজার সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দখল করে নিল তখন খাজারের ইহুদিরা পশ্চিমের দিকে রওনা দিল। তাদের বেশিরভাগই গেল রাশিয়া ও পোল্যান্ডে। তারপর তারা আস্তে আস্তে জার্মানীতে ছড়িয়ে পড়লো। জার্মানীতে যখন তারা গেল তখন তাদের বলা হত আশকেনাজি (ইউরোপের ইহুদি (জার্মান শব্দ))!! এই ইহুদিরাই পরবর্তীতে সমগ্র ইউরোপে ও পরে যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে!!

আর্থার কোস্টলার (Arthur Koestler), তিনি নিজেই একজন আশকেনাজি ইহুদি, তিনি এই সংক্রান্ত গবেষণা করেন এবং এর উপর একটা বই লেখেন। বইটির নাম ‘The Thirteenth Tribe। আসল ইহুদিরা বনী ইসরাইলের ১২ টি গোত্রের, বর্তমান ইহুদিরা মধ্যপ্রাচ্য নয় বরং ককেশাস (ইউরোপ) থেকে এসেছে বলে তিনি উপহাস করে বলেছেন ১৩ তম গোত্র!



যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার। এতে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন বই আছে। এতে আর্থার কোস্টলারের “The Thirteenth Tribe” বইটিও ছিল কিন্তু বর্তমানে আর সেটা নেই!! গায়েব করে দেয়া হয়েছে!! শুধু আর্থার কোস্টলার নয় ইসরাইলের অনেক ইহুদি ইতিহাসবিদ স্বীকার করেন যে তাদের পূর্বপুরুষগণ ককেশাস অঞ্চলের, খাজার সম্রাজ্যের, ফিলিস্তিনের নয়!!



আমার ((রুহ)) কথা: উপরন্তু আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টত জানতে পারলাম বর্তমান ইজ্রাইলি ইহুদীরা আসল ইহুদি নয়। এ কথা আমি আরো বহুবার বলেছি। এবার আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন : ককেশাসের খাজারিয়া থেকে আসা এই প্রশস্ত চেহারার হিংস্র লোক গুলো তাহলে কারা? কি চায় তারা?????

লিখাটি ভিডিও আকারে দেখুন এখানে

<https://www.youtube.com/watch?v=wyGnhRZvcBc...>

ইয়াজুজ মাজুজ কি বের হয়ে গেছে?

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তেকালের কিছুদিন পরের ঘটনা। খাযার নামে একটি জনগোষ্ঠী ইহুদি ধর্ম গ্রহন করে। অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে বিশ্বে প্রথমবারের মত একটি নন-সেমিটিক জনগোষ্ঠী ইহুদি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরা ধর্মীয় নয় বরং রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য মূলত ইহুদি ধর্ম গ্রহন করে। এই সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ান ইহুদিরা যাদের নাকি সেমিটিক ইহুদি বনী ইসরাইলদের সাথে কোন বংশগত বা জিনগত সম্পর্ক নেই, তারা প্রচুর পরিমাণে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এতটাই যে আজ প্রতি (১০) দশ জন ইহুদির মধ্যে ৯ জন, ৯০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশী হল ইউরোপিয়ান খাযার ইহুদি। যদি আমরা নোবেল প্রাইজের লিস্টের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব যে এই ইউরোপিয়ান ইহুদিরা সমগ্র মানবজাতিকে সংখ্যায় বিশালভাবে ছাড়িয়ে গিয়ে লিস্টের সর্বোচ্চ পজিশনগুলোতে অবস্থান করছে। বুদ্ধিবৃত্তি, প্রতিভা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এসব কাজে এরা সমস্ত জাতিকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেছে। এই খাযারদের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক রিসার্চ ও মেডিকাল কনফারেন্স হয়েছে যা তাদের জেনেটিক গঠন স্টাডি করার জন্য আয়োজন করা হয়। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে এদের জেনেটিক বিন্যাস একেবারে ভিন্নধর্মী।

খাযার ইহুদিদের মধ্যে অনেকে আবার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহন করে। এই খাযার ইহুদি আর খ্রিস্টানরা মিলে একটি ইহুদি খ্রিস্টান এলায়েন্স তৈরি করে যা অবশেষে জায়নিস্ট মুভমেন্টের জন্ম দেয়। জায়নিস্ট মুভমেন্টের সাথে ইহুদি ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, এটা একটা ইউরোপিয়ান উদ্ভাবনা। এই ইহুদি খ্রিস্টান খাযাররা ইউরোপ ও সেন্ট্রাল এশিয়া নিয়ে গঠিত একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সাম্রাজ্য তৈরি করে যার নাম খাযারিয়া (Khazaria)। যখন মুসলিম আর্মি একই সাথে পৃথিবীর দুইটি সুপারপাওয়ার — পারসিক সাম্রাজ্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে, তখন খাযারদের সামনে

তারা থমকে যায়, খাযারদের তারা হারাতে পারেনি। অতএব খাযার সাম্রাজ্যের কাছে এমন একটি সামরিক শক্তি ছিল যা ছিল ঐ সময়কার পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

পরবর্তীতে এই খাযার ইহুদিরা তাদের খাযারিয়া সাম্রাজ্য থেকে বের হয়ে পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছায়। ইউরোপ ছিল একটি খ্রিস্টান সাম্রাজ্য যাকে বলা হত ক্রিসেন্ডমা। ইউরোপের আমূল পরিবর্তনে যেসব রেভল্যুশন ভূমিকা পালন করে যেমন – ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন, বলশেভিক রেভল্যুশন এসবের মূলে ছিল খাযার ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যারা এসব রেভল্যুশনের মধ্য দিয়ে ক্রিসেন্ডমের পতন ঘটায় ও আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার সূচনা করে। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা সারা পৃথিবী থেকে ধর্মীয় রাষ্ট্র ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে উৎখাত করেছে এবং সমগ্র পৃথিবীর ভূমি, নৌপথ ও আকাশকে নিজেদের বশীভূত করে নিয়েছে যা তাদের আগে কেউই করতে পারে নি। ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইতিহাস পড়লেও দেখা যায় যে ইউরোপের ইহুদিরাই সারা পৃথিবীতে সুদের কারবার ছড়িয়ে দিয়েছে এবং পৃথিবীর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভও ইহুদিরা চালায় ও আমেরিকান ডলার তারাই ছাপায়। আমেরিকান কংগ্রেস তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। জাতিসংঘ, আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এসব তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। সারা পৃথিবীতে তারা সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে রেখেছে। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রযুক্তিগত শক্তি পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার মূল নিয়ন্ত্রণশক্তি খাযারদের হাতেই। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, “আমি এমন শক্তিশালী কিছু বান্দাকে সৃষ্টি করেছি, যাদেরকে আমি ছাড়া অন্য কেউ ধ্বংস করতে পারবে না”।

এই ইউরোপিয়ান ইহুদিরাই আজকের ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন করেছে এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের ক্ষমতা তারাই নিয়ন্ত্রণ করে, বাদামী রঙের বনী ইসরাইলরা নয়। বনী ইসরাইল ইহুদিরা হল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মত। সারা পৃথিবীর ইহুদিদেরকে ইসরাইল রাষ্ট্রে

তারাই ফিরিয়ে এনেছে। সূরা আশ্বিয়ার ৯৫-৯৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “এবং যে শহরকে (জেরুজালেম) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত; যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা সব দিকে ছড়িয়ে পড়বে”। ইহুদিদেরকে পবিত্রভূমি থেকে মহান আল্লাহ বহিষ্কার করে দেন সেই ২০০০ বছর আগে যখন তারা ঈসা (আঃ) কে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তখন থেকে তারা আর কখনোই জেরুজালেমে স্থায়ীভাবে ফিরে আসতে পারেনি ও জেরুজালেমকে নিজেদের বলে দাবি করতে পারে নি। ২০০০ বছর পর বনী ইসরাইল ঠিকই জেরুজালেমে ফিরে এসেছে তাদের সেই ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলও গঠন করেছে। এই সব কিছু অবশ্যই দুর্ঘটনাবশত হয় নি। ইয়াজুজ মাজুজই তাদেরকে পবিত্রভূমিতে ফিরিয়ে এনেছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার ইহুদি খ্রিস্টান এলায়েন্স ইসরাইলকে লালন পালন করে আজকের ইসরাইলে পরিণত করেছে।

ইয়াজুজ মাজুজকে চেনার আরেকটি পদচিহ্ন হল তারা সি অফ গ্যালিলি বা তাবারিয়া হ্রদের পানি খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে। ইসরাইলের তাবারিয়া হ্রদ এখন শুকিয়ে চর হয়ে গেছে। কে সেই পানি নিঃশেষ করছে? ইসরাইলের খাযাররাই তা করছে। এই হ্রদের পানি যখন একদম শেষ হয়ে যাবে তখনই ঈসা (আঃ) নেমে আসবেন। সুতরাং এই হাদিসটি বোঝা এখন আর কঠিন নয়। “লোকেরা ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির পরও কাবাতে হজ্ব এবং উমরাহ পালন করতে থাকবে” (সহিহ বুখারি)।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবদ্দশাতেই ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে মুক্তি পেয়ে যায়। যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, “একবার নবীজি (সঃ) ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবের লোকেদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির আগ্রভাগকে

তার সঙ্গে শাহাদাত আঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বলেন, হ্যাঁ যখন পাপকাজ অতি মাত্রায় বেড়ে যাবো” (সহিহ বুখারি)। ইয়াজুজ মাজুজের দেয়াল যেখানে অবস্থিত সেখান থেকেই খাযাররা বের হয়েছে।

অবিশ্বাস্যকর অপরাধী খাজারিয়ান মাফিয়াদের গোপন ইতিহাস:

১০০ থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দ খাজারিয়াতে একটি ইভিল সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। একজন ইভিল রাজার শাসনাধীনে খাজারিয়ানরা একটি জাতি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারা রাজদরবারে প্রাচীন

ব্যাবিলনীয় যাদু বিদ্যা ও অকাল্ট পাওয়ার চর্চা করত। এই সময়ে খাজারিয়ানরা পশ্চবর্তী দেশগুলোতে চোর, হত্যাকারী, পথের ডাকাত হিসেবে পরিচিতি পায়। ঐ সমস্ত এলাকায় ভ্রমনকারীদের মতে তারা সাধারণ জীবন যাপনের ন্যায় নিয়মিত মানব হত্যা করত। বহু বছর ধরে নিজ দেশের নাগরিকদের কাছ থেকে বহু অভিযোগের ফলশ্রুতিতে পশ্চবর্তী দেশের নেতারা বিশেষ করে রাশিয়া খাজারিয়ান রাজাকে আলটিমেটাম প্রদান করেন।

তারা খাজারিয়ান রাজার কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন যে তাকে এবং তার জনগণকে আব্রাহামিক (ইব্রাহিম) তিনটি ধর্মের (ইহুদি/জুডাইজম, খ্রিস্টান, ইসলাম) মধ্য যে কোন একটিকে পছন্দ করতে হবে। সকল খাজারিয়ান জনগণকে উক্ত ধর্ম

চর্চা ও সকল খাজারিয়ান শিশুদেরকে এই বিশ্বাস চর্চা করার জন্য সামাজিকীকরণ করতে হবে।

খাজারিয়ান রাজাকে ইহুদি/জুডাইজম, খ্রিস্টান, ইসলাম এই তিনটির যে কোন একটি বেছে নেয়ার চয়েস দেয়া হল। খাজার রাজা তিনটির মধ্য জুডাইজম/ইহুদি ধর্ম গ্রহন করল এবং রাশিয়ান জার নেতৃত্বাধীন অন্যান্য দেশের সাথে প্রয়োজনীয় শর্ত মেনে থাকতে রাজি হল।

কিন্তু তার চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা স্বত্বেও খাজারিয়ান রাজা ও তার অনুচর বর্গ গোপনে ব্যাবিলনীয় ব্লাক ম্যাজিক বা সিক্রেট স্যাটানিজম চর্চা করতে লাগল। তারা শিশু কুরবানি / স্যাক্রিফাইস, তার দেহ থেকে রক্ত বের করে রক্ত পান ও তার কলিজা খাওয়ার ন্যায় অকাল্ট প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে থাকে।

এই অদ্ভুত ও রহস্যময়ী ওকাল্ট অনুষ্ঠানের এর ভিত্তি হল প্রাচীন ব্যাবিলন ও মিশরের Baal Worship যা worship of the Owl বা পেচা/মলুচ এর অর্চনা নামেও পরিচিত।



রাশিয়ান জারের নেতৃত্বে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে বোকা বানানোর জন্য লুসিফারিয়ান ব্লাক ম্যাজিক এর সাথে জুডাইজম / ইহুদি ধর্মের মিশ্রন ঘটিয়ে একটি গোপন Satanic hybrid religion তৈরী করে।

এটি Babylonian Talmudism নামেও পরিচিত। তাদের তৈরী নতুন গ্রন্থ তালমুদ ও স্যাটানিক হাইব্রিড ধর্মকে খাজারিয়ানদের রাস্ট্রিয় ধর্মে পরিণত করে এবং আব্রাহামিক ধর্ম গ্রহণের পূর্বে যেই ওকাল্ট চর্চা করত তা চর্চা করতে থাকে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে খাজারিয়ানরা পার্শ্ববর্তী দেশের লোকদেরকে হত্যা করতেই থাকল এবং তাদের ইভিল পথই আকড়ে থাকল। তারা পথিক/

ভ্রমনকারীদের হত্যা করার পর নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে থাকল এবং মিথ্যা পরিচয় ও ছদ্মবেশে ধারণে অগ্রনী ভূমিকা রাখল। শিশু কুরবানির ন্যায় বিভিন্ন ওকাল্ট প্রাকটিস চালিয়ে যেতে থাকল। এমনকি আধুনিক সমাজে মিশে যাওয়ার পরও তারা এসব চর্চা অব্যাহত রেখেছে।

১২০০ খ্রিস্টাব্দে খাজারিয়ান দেবতা বালের জন্য শিশু উৎসর্গ করার জন্য

শিশুদেরকে অপহরনসহ বিভিন্ন রকম অপরাধের জন্য রাশিয়ার জার এর নেতৃত্বে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো খাজারিয়াতে আক্রমণ করে। কিন্তু তারা আক্রমণ করার পূর্বেই গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে খবর পেয়ে খাজারিয়ানরা বিশাল স্বর্ণের মজুদসহ অন্যান্য সম্পদ নিয়ে পশ্চিমের ইউরোপীয় দেশগুলোতে চলে যায়। এ সময় তারা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে খাজারিয়ান মافیয়া (Khazarian Mafia (KM) বলে পরিচিতি পায়।





সেখানে যেয়ে তাদের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে সকলে একত্রিত হতে থাকে। সেখানে যেয়েও তারা গোপনে শিশু কুরবানি ও ব্লাড রিচুয়াল চালিয়ে যেতে থাকে। খাজারিয়ানরা বিশ্বাস করে যে বাল দেবতা তাদের সাথে প্রমিজ করেছে যে, তারা যতদিন বাল দেবতার আর্চনা উপলক্ষে রক্ত ও শিশু উৎসর্গ করবে ততদিন তাদেরকে সমগ্র বিশ্ব এবং এর সকল সম্পদ তাদেরকে এনে দিবে। খাজারিয়ান রাজা ও তার অনুচররা গভীর থেকে গভীর ষড়যন্ত্র করতে থাকে রাশিয়া সহ পাশ্চবর্তি সকল দেশ আক্রমণ করে প্রতিশোধ নেয়ার এবং তাদেরকে ক্ষমতায় থেকৈ সরিয়ে দেয়ার জন্য। তাদের আক্রমণ বাস্তবায়ন করার জন্য King Charles 1 হত্যার উদ্দেশ্য তারা Oliver Cromwell কে ভাড়া করে এবং ইংল্যান্ডকে তাদের জন্য নিরাপদ করে নেয়। ফলে প্রায় এক দশক ধরে ইংল্যান্ড গৃহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং রাজ পরিবারের সদস্যসহ অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়।

এসময় ইংল্যান্ড ইউরোপে ব্যাংকিং ক্যাপিটাল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হতে থাকে। অর্থের প্রাথমিক উৎস ছিল খাজারিয়ানদের চুরি-ডাকাতির ফলে প্রাপ্ত গোপনে মজুদকৃত স্বর্ণ।



The Babylonian Talmud is the source of the evil which drives the Rothschild Khazarian Mafia.

This Babylonian Talmudism inculcates its followers with a group religious delusions of racial superiority accompanied by a paranoid delusion that the whole World wants to eradicate them.

This paranoid delusion that all Goyim are after them creates a deep unconscious desire for them so they must strike first and dominate the whole World before it gets them.

This has motivated many of the top Babylonian Talmudic Jews to seek to infiltrate, hijack and dominate America and many other nations including European nations to make sure that their "Judeic race" will be safe from domination and eradication.

smoleko.com



uploaded in HD @ TunesToTube.com

Sabbatai Zevi, Isaac Luria, & Jacob Frank

Henry Makow

CHABAD MAFIA

All Roads Lead To The (Kabbalistic) Jews!

Very few have ever heard of Sabbatai Zevi, who declared himself the Messiah in 1666

By proclaiming redemption was available through acts of sin, he amassed a following of over one million passionate believers, about half the world's Jewish population during the 17th century.

They eschewed all morality preaching that good is evil and vice-versa. They believe that chaos and devastation will hasten the return of the Messiah. They went underground and prospered by intermarrying with non-Jews and assuming conventional Jewish or non-Jewish identities.

The world is in the thrall of this satanic cult. The correct paradigm is humanity versus this cult, its agents and dupes. Unfortunately these are often people society considers a "success."

The Unholy Trinity

Jacob Frank Adam Weishaupt A.M. Rothschild

TO ELIMINATE THE OPIATE

AND (FOR) THEIR TAKING OF USURY WHILE THEY HAD BEEN FORBIDDEN FROM IT, AND THEIR CONSUMING OF THE PEOPLE'S WEALTH UNJUSTLY. AND WE HAVE PREPARED FOR THE DISBELIEVERS AMONG THEM A PAINFUL PUNISHMENT (QURAN 4:161)

ZIONISM

এইমাত্র যেই আটিকেলটি পড়লেন, সেটার মতোই বিস্তারিত আরেকটি আটিকেল এখন পড়ুন। প্রথম দিকের কথা গুলো প্রায় একই। তবুও পড়ার অনুরোধ রইলো।

খাজারীয়দের বিস্তারিত ইতিহাস:

খাজারিয়ান মাফিয়া, বিশ্বের বৃহত্তম অপরাধ সিডিকেটা যে খাজারিয়ানরা তাদের ব্যাবিলনীয় মানি-ম্যাজিক স্থাপন করেছিল।

বর্তমান খাজারিয়ানরা জানে যে এটি গোপনীয়তা ব্যতীত পরিচালনা করতে বা অস্তিত্ব রাখতে পারবে না এবং তাই ইতিহাসের বইগুলি থেকে এদের ইতিহাসকে পুরোপুরি অনুপস্থিত রাখার জন্য এরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে যাতে নাগরিকরা এদের সম্পর্কে জানতে না পারে।

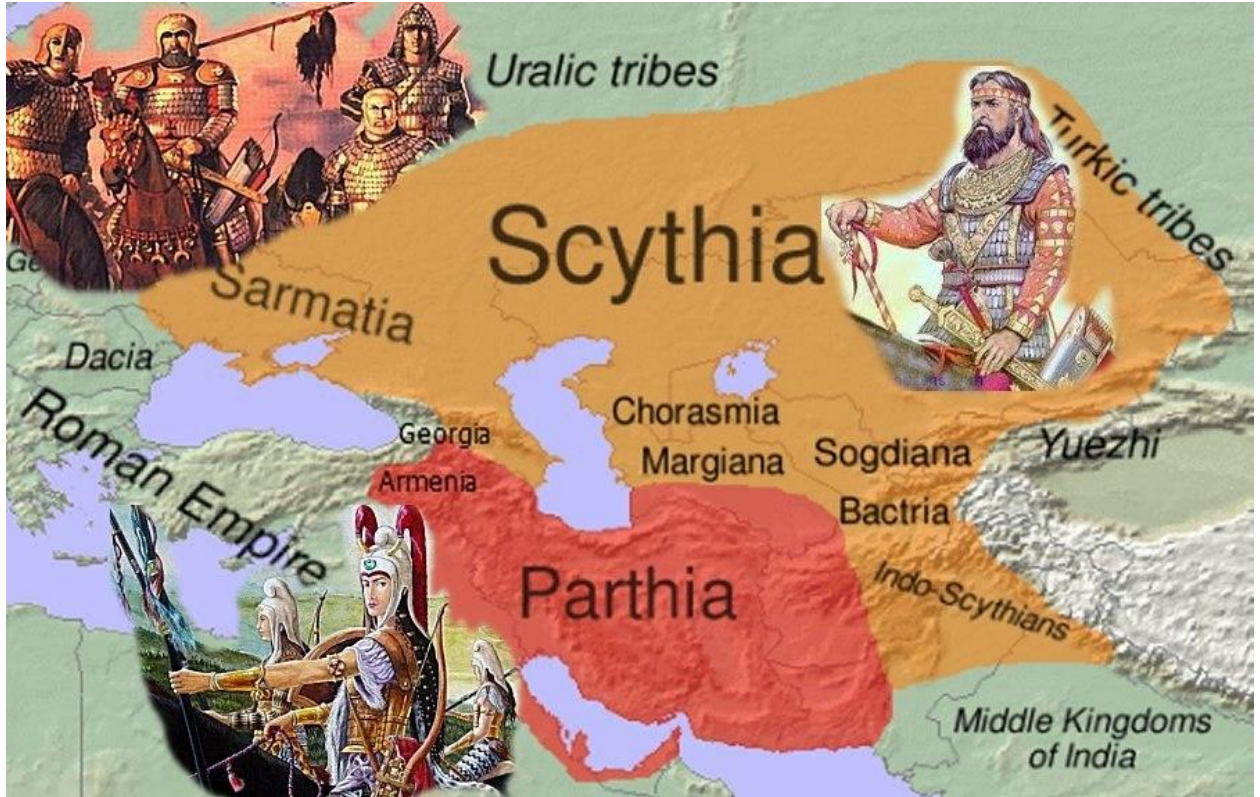
আমি এই নিবন্ধে খাজারীয়দের এই হারিয়ে যাওয়া, গোপন ইতিহাস এবং তাদের বৃহত আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ সিডিকেটকে পুনরুত্থান করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি অতি অতি সংক্ষিপ্তভাবে। কারন এটা এত বিশাল একটি গল্প যে এটি লিখতে গেলে একটি বড়সড় বই লিখতে হবে।

খাজারদের এই গোপন ইতিহাসটির পুনর্গঠন করা অত্যন্ত কঠিন এবং বিপজ্জনক কাজ, সুতরাং দয়া করে কোনও ছোটখাটো ভুল বা ত্রুটিগুলি ক্ষমা করুন যা অনিচ্ছাকৃত।

২০১৪ সালের ১লা ডিসেম্বরে সিরিয়ার দামেস্কে কাউন্টার টেররিজম এবং ধর্মীয় উগ্রতা বিষয়ক কনফারেন্সে ১ম বারের মত গবেষকরা এ বিষয়ে উন্মুক্তভাবে আলোচনা করেন। এবং সারা বিশ্ব শিউরে উঠে।

**100-800 খ্রিস্টাব্দ – খাজারিয়ায় (এখনকার জর্জিয়া) একটি
অবিশ্বাস্যভাবে দুর্বৃত্ত সমাজের উত্থান:**

খাজারিয়ানরা এমন এক জাতিরূপে বিকশিত হয়েছিল, যেখানে একজন দুষ্ট রাজা শাসিত ছিল, যারা প্রাচীন ব্যাবিলনীয় কালো যাদু জানত, এই সময়ে, খাজারীয়ানদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো তাদের চোর, খুনি, রাস্তা ডাকাত হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। খাজারদের একপাশে ছিল মুসলিম পারস্যি়ান এবং আরেক পাশে ছিল খৃষ্টান রাশিয়া। যখনই কোন ব্যবসায়ীরা পারস্য থেকে রাশিয়া কিংবা রাশিয়া থেকে পারস্য ভ্রমণ করত খাজারের ভিতর দিয়ে এরা সবাইকেই খুন করে লুটপাট করত অনেকটা আমাদের উপমহাদেশের ঠগী দের মতই। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল আশে পাশের সবগুলি দেশ।



৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ - রাশিয়ান ততকালীন জার শেষমেষ খাজার আক্রমণ করে উপায় না পেয়ে কারন অনেকবার তাদেরকে আল্টিমেটাম দেয়ার পরেও তারা তাঁদের লুটপাট থামায়নি। রাশিয়ার ব্যপক আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে খাজারিয়ান রাজা গ্রেফতার হলে রাশিয়ানরা তাঁকে ধরে রাশিয়ায় জারের কাছে নিয়ে যায়। জার তাঁকে ৩ টা অপশন

দেন প্রান বাচানোর জন্য। তাকে আব্রাহামিক তিনটি ধর্মের যে কোন একটি কে বেছে নিতে হবে এবং শয়তানের উপাসনা, কালো যাদু পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে হবে এবং এটিকে তার সরকারী রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে এবং সমস্ত খাজারিয়ান নাগরিককে এটি অনুশীলন করার প্রয়োজন হবে এবং সমস্ত খাজারিয়ান বাচ্চাকে সামাজিকীকরণ করতে হবে। খাজারিয়ান রাজা এক্ষেত্রে কৌশল আবলম্বন করে, সে চিন্তা করে দেখে তার একপাশে মুসলিম দেশ ইরান এবং আরেকপাশে খৃষ্টান দেশ রাশিয়া যারা দুটোই তাঁদের শত্রু। সে ভেবে চিন্তে ইহুদি ধর্মকে বেছে নিয়েছিল এবং রাশিয়ার জারের নেতৃত্বাধীন দেশগুলির আশেপাশের সংঘবদ্ধদেশগুলির দ্বারা আবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তার মধ্যে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও খাজারিয়ান রাজা এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ জনগন প্রাচীন ব্যাবিলনীয় কালো-যাদুকে অনুশীলন করে চলেছিল, যা গোপন শয়তানবাদ নামে পরিচিত। এই গোপন শয়তানিজমে শিশুদের “রক্তক্ষরণ” করার পরে, তাদের রক্ত পান করা এবং তাদের হার্ট খাওয়ার জাদু অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত।

জাদু অনুষ্ঠানগুলির গভীর অন্ধকার রহস্যটি ছিল যে এগুলি সমস্তই প্রাচীন BAAL উপাসনার উপর ভিত্তি করে ছিল, যা আউল বা পেঁচার পূজা হিসাবেও পরিচিত। রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন জাতিগুলির সংঘবদ্ধতাকে বোকা বানাতে খাজারিয়ান রাজা এই লুসিফেরিয়ান ব্ল্যাক-ম্যাজিক অনুশীলনকে ইহুদী ধর্মের সাথে মিশ্রিত করেছিলেন এবং একটি গোপন শয়তান-সংকর ধর্ম তৈরি করেছিলেন, যা ব্যাবিলনীয় তালমুডিজম নামে পরিচিত। এটি খাজারিয়াকে জাতীয় ধর্ম হিসাবে গড়ে তুলেছিল এবং একই খারাপকেই লালন করেছিল যা দিয়ে খাজারিয়া আগে পরিচিত ছিল।

দুঃখের বিষয়, খাজারিয়ানরা তাদের দুরাচরণের পথ অব্যাহত রেখেছিল, খাজারিয়া দিয়ে আশেপাশের ভ্রমণকারী থেকে তাদেরকে ছিনতাই ও হত্যা করা অব্যাহত

রেখেছিল। খাজারিয়ান ডাকাতরা প্রায়শই এই দর্শনার্থীদের হত্যার পরে তাদের পরিচয় অনুধাবন করার চেষ্টা করত, এবং তাদের ছদ্মবেশ নিয়ে মিথ্যা পরিচয়ের মালিক হয়ে যেত - এটা এমন একটি রীতি যা তারা এখনও অবধি চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের শিশু-বলি অনুষ্ঠানগুলির সাথে, যা আসলে প্রাচীন বাল উপাসনা।

প্রায় ১,২০০ খ্রিস্টাব্দে, রাশিয়ানরা তাদের জনগণের বিরুদ্ধে খাজারীয় অপরাধ বন্ধ করার জন্য খাজারিয়াকে ঘিরে একদল জাতির নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং এটি আক্রমণ করেছিল, কারন তারা আশেপাশের দেশগুলি থেকে তাদের বাচ্চাদের অপহরন করে তাদেরকে বাল দেবতার উদ্দেশ্যে বলি ও রক্তদানের অনুষ্ঠান করত। খাজারিয়ান রাজা এবং তার অপরাধী ও হত্যাকারীদের অভ্যন্তরীণ আদালত প্রতিবেশী দেশগুলি দ্বারা খাজারিয়ান মাফিয়া নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

খাজারীয় নেতাদের একটি উন্নত গুপ্তচর নেটওয়ার্ক ছিল যার মাধ্যমে তারা পূর্বেই সতর্কতা পেয়েছিল এবং খাজারিয়া থেকে পশ্চিমে ইউরোপীয় দেশগুলিতে পালিয়ে যায়, সেই সাথে তারা তাদের সাথে করে বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপা নিয়ে যায়। তারা নতুন পরিচয় নিয়ে সাধারণ জীবন যাপন শুরু করে এবং পুনরায় নতুন করে গোষ্ঠী স্থাপন করে। গোপনে তারা তাদের শয়তানী সন্তানের রক্ত এবং বলিদানের অনুষ্ঠান অব্যাহত রেখেছিল এবং বাল তাদের আশ্বস্ত করেছিল যে যদি তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করে যায় যতক্ষণ তারা তাদের রক্তক্ষরণ এবং বলীর অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবে ত্যাগ স্বীকার করবে ততক্ষণ শয়তান তাদেরকে পুরো বিশ্ব এবং তার সমস্ত ধন সম্পদ দেবে।

খাজারীয় রাজা এবং তার মাফিয়ারক রাশিয়ার এবং আশেপাশের দেশগুলির বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী প্রতিশোধের পরিকল্পনা করেছিল যারা খাজারিয়ায় আক্রমণ করেছিল এবং তাদেরকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করেছিল।

খাজারিয়ান মাফিয়ারা তার বহিস্কার হওয়ার কয়েকশো বছর পর ইংল্যান্ড আক্রমণ করে।

তাদের আক্রমণ সফল করার জন্য, তারা কিং চার্লসকে হত্যা করার জন্য অলিভার ক্রমওয়েলকে নিয়োগ দিয়েছিল এবং ইংল্যান্ডকে আবার ব্যাংকিংয়ের জন্য নিরাপদ করেছিল। এর ফলে ইংরেজ সিভিল ওয়ার শুরু হয়েছিল যা প্রায় এক দশক ধরে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে রাজপরিবারের নিয়ন্ত্রণহীনতা ঘটেছিল তাদের ভিতর শত শত প্রকৃত ইংরেজী আভিজাত্য ছিল। এভাবেই লন্ডন শহরটি ইউরোপের ব্যাংকিং রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা করেছিল।

খাজারিয়ান মাফিয়ারা সিদ্ধান্ত নেয় তারা সারা পৃথিবীর ব্যাংকিং সিস্টেম ছিনতাই করবে। এবং সেটা প্রতিস্থাপন করবে তাদের উদ্ভাবিত ব্যাবিলনীয় ব্ল্যাক-ম্যাজিক বা ব্যাবিলনীয় মানি-ম্যাজিক এবং সুদ দিয়ে। তারা বলত এটা নাকি বাল তাদের শিখিয়েছে বহু শিশু বলি দেয়ার পর।

এই ব্যাবিলনের মানি-ম্যাজিক স্বর্ণ ও রৌপ্য আমানতের জন্য কাগজের credit certificate বিকল্পের সাথে জড়িত ছিল, যাতে ভ্রমণকারীরা গোল্ড বা সিলভার জমা দিয়ে credit certificate নিয়ে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে বা আরেক দেশে গিয়ে সেই credit certificate জমা দিয়ে একটি খরচ বা সুদ দিয়ে সেই স্থান থেকে তারা জমাকৃত সোনা বা রূপা তুলে নিতে পারত। এতে চুরি যাবার বা হারিয়ে যাবার ঝামেলা ছিল না বলে এই ব্যবস্থা ভালই জনপ্রিয়তা লাভ করল বেশ দ্রুতই।

খুব তাড়াতাড়িই খাজারিয়ানরা জার্মানিতে ঢুকে পড়ে এবং জার্মানিতে ইংলন্ডে যা করেছিল সেভাবেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয় ছোট একটি গ্রুপ তৈরী করে, নাম দেয় the Bauers । এবং এখানেও তারা তাঁদের শয়তানের পূজা চালিয়ে যায়

। এবং আরো কিছুদিন পর তারা নিজেদের নাম আবার বদল করে রাখে “রথচাইল্ড”
।

রথচাইল্ডের ৫ ছেলে ছিল যারা ইউরোপিয়ান ব্যাংকিং এবং ইংলন্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং সিস্টেম পুরোটাই নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয় নানা ধরনের covert operation এবং false report তৈরীর মাধ্যমো যার ভিতর উল্লেখযোগ্য ছিল নেপোলিয়ন বৃটিশদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করছে। যেটা ছিল উল্টো। এই ভুয়া খবরের ফলে বৃটিশ এলিটদের আতঙ্কিত করে তাঁদের কাছ থেকে পানির দামে শেয়ার ও জমি হস্তগত করে পুরো ইংলন্ডের ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমের একক নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়া।

রথচাইল্ডরা এবার private fiat banking system প্রতিষ্ঠা করে বা কাগজের নোট ছাপাতে থাকে কোন সোনা রূপার বিকল্প ছাড়াই। একেবারে শূন্য থেকে। তারা বৃটিশদের এই কাগজের নোট ব্যবহারে বাধ্য করে উচ্চ সুদে লোনের মাধ্যমো এবং শর্ত জুড়ে দেয় তাঁদের কাগজের নোট দিয়েই সুদ শোধ দিতে হবে। এতে যা হল সেটা হচ্ছে ধরা যাক তারা টাকা ছাপাত ১০০ টাকা তারপর পুরোটাই লোন দিত এখন সুদ সহ যখন ফেরত দিতে যাবে ঋণগ্রহীতা তখন দেখা গেল বাজারে আছেই ১০০ টাকা কারন তারা ছাপিয়েছেই ১০০ টাকা, তাহলে সুদের অতিরিক্ত নোট কোথা থেকে পাবে? তখন ব্যাংক আবার সুদের বাড়তি টাকা ছাপিয়ে আবার ঋণগ্রহীতাকেই ঋণ দিত। এভাবেই ঋণগ্রহীতাকে ঋণের জালে আটকিয়ে ফেলত। এটাকে তাঁরা বলত এই সিস্টেম নাকি তাদের দেবতা বাল শিখিয়ে দিয়েছে অগনিত শিশু বলিদানের বিনিময়ে।

এভাবেই কিছুদিনের ভেতরেই তারা ইংলন্ডের বড় বড় সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং বৃটিশ রয়েল ফ্যামিলির নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়া। কথিত আছে তারা নাকি বৃটিশ রয়েল ফ্যামিলির নিয়ন্ত্রন নেয়ার জন্য হত্যা এবং মেম্বারদের সাথে সেক্সুয়াল রিলেশন করে নিজেদের বংশধারা তাদের ভিতর প্রবেশ করায় যাতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাদের রক্তের

হয়। যেহেতু তারা নিজেদেরকে বাল বা শয়তান এর উত্তরসূরী ভাবত সেহেতু তারা সে সব রাজা বা সংস্থার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগত যারা ইশ্বরের নামে রাজত্ব পরিচালনা করত। তারা নিজেদের লোকদেরকে ওই সব প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করাত যাতে তারা নিজেরা সেফ থাকতে পারে এবং তাদের শয়তানের উপাসনা বা বলীদানের কাজ যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে।

১৬০০ সালে তাঁরা একজন বৃটিশ রয়েলকে খুন করে এবং তারা স্থানে নিজেদের লোক ঢোকায়। ১৭০০ সালে তারা ফ্রেঞ্চ রয়েলকে খুন করে। ১ম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে তারা অস্ট্রিয়ান আর্চডিউক ফার্দিনান্দকে খুন করে ১ম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে। ১৯১৭ সালে তারা নিজেদের মিলিটারী প্রতিষ্ঠা করে এবং বলশেভিক বিপ্লবের নামে রাশিয়ায় অনুপ্রবেশ করে পুরো রাশিয়া হাইজ্যাক করে। অনেকে এটা কমিউনিষ্ট বিপ্লব বলে জানে। তারা জারকে সপরিবারে খুন করে ঠান্ডা মাথায় এবং তারা মেয়েকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারে এবং রাশিয়া থেকে সমস্ত সোনা, রূপা এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুণ্ঠ করে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের আগে তারা আবার অস্ট্রিয়ান এবং জার্মান রয়েলদের খুন করে এবং চাইনিজ রয়েল এবং জাপানি রয়েলদের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে দেয়।

খাজারিয়ানরা তীব্র ঘৃণা পোষন করে যারা বাল বাদে ভিন্ন কোন ইশ্বরকে বিশ্বাস করে। বাল নাকি তাদের উদ্ধৃত করত সেই সব রাজা বা রয়েলদেরকে খুন করতে যারা বাল বাদে ভিন্ন কাউকে উপাসনা করত এবং তারা এমনভাবে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করত যাতে তারা আর কখনোই ক্ষমতায় ফিরে না আসে। একই ভাবে তারা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মত আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের পিছনেও অনেক গোপন মিশন পরিচালনা করেছে।

যদি তারা কোনকারনে তাদের মিশনে ফেল করত তখন তারা প্রেসিডেন্টদের খুন করত যেমন ম্যাককিনলি, লিংকন এবং জনএফ কেনেডি। রথচাইন্ডরা তাদের পথের

কাটা হয়ে দাড়ায় এমন কোন শক্তি বা সংগঠনকে বা কোন ব্যক্তিকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলত। যারাই তাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে তারাই ইতিহাস হয়ে গেছে।

রথচাইল্ডরা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ড্রাগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলল। এবং গোপনে পুরো ব্রিটিশ এম্পায়ারকে চালনা করা শুরু করল। তারা অদ্ভুত এক ফাদ পাতল চীনের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশরা যত সোনা এবং রুপা চীনকে দিয়েছিল সিল্ক এবং মশলার বিনিময়ে তা তারা পুনরুদ্ধার করার সংকল্প করল। কিন্তু সেটা ব্রিটিশ জনগন বা ব্রিটিশ রয়েলদের জন্য নয় বরং তাঁদের নিজেদের জন্য।

তারা তাঁদের গোয়েন্দাদের সুত্রে জানতে পেরেছিল তুরস্কের ওপিয়াম বা হেরোইনের গুনাগুন সম্পর্কে। তারা গোপনে এটা তুরস্কের কাছ থেকে কিনে এবং চীনে বিক্রী শুরু করল। কোটি কোটি চীনের জনগনকে নেশাগ্রস্ত করে হেরোইনের বিনিময়ে সোনা আর রুপা হস্তগত করল যা তারা সিল্ক আর মশলা বিক্রী করে পেয়েছিল। কিন্তু এই সোনা রুপার কিছুই ব্রিটিশরা পেল না মালিক হয়ে গেল রথচাইল্ডরা। চীনে এই নেশা এমন সর্বগ্রাসী পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে চীন সরকার দুই বার যুদ্ধ করেছিল এটা থামানোর জন্য। এটা ইতিহাসে পরিচিত বক্সার রেবেলিয়ন বা ওপিয়াম যুদ্ধ নামে।

অপিয়ামের ব্যবসাতে রথচাইল্ডের এত বিপুল পরিমাণ লাভ হল যে তারা নিজেরাই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল এত সহজে টাকা কামানোর ধাক্কায়া রথচাইল্ডরা আমেরিকান কলোনি প্রতিষ্ঠার পিছনে ফোর্স হিসেবে কাজ করেছিল হাডসন বে কোম্পানি এবং অন্যান্য কোম্পানী গঠন করে। রেড ইন্ডিয়ানদের গনহারে জেনোসাইডের পিছনে রথচাইল্ডরাই ছিল যাতে তারা **natural resource** কোন ঝামেলা ছাড়াই হস্তগত করতে পারে। সহজ সরল রেড ইন্ডিয়ানদেরকে বিনামূল্যে কম্বল দেয়ার নাম করে কম্বলের ভিতর গুটি বসন্তের রোগবীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল যাতে প্রায় ১০ লাখের উপর আদিবাসী মারা যায়। তাছাড়া তারা এমনভাবে গনহারে বাইসন মেরেছিল যাতে রেড ইন্ডিয়ানরা খাবার সংকটে পড়ে এবং বাধ্য হয়ে তাদের কাছে আসতে হয়।

তারা একই পলিসি নিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে। জ্বী ঠিক ধরেছেন ইষ্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানী তাদেরই ছিল। এবং একইভাবে তারা তখনকার বিশ্বের সবথেকে ধনী এলাকা বাংলার দখল নিয়ে জেনোসাইড চালিয়েছিল। ১৮৭৬ সালের সিস্টেমের দুর্ভিক্ষে বাংলায় তারা প্রায় ১ কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটায় যা ছিল বাংলার মোট জনসংখ্যার ৩ ভাগের এক ভাগ। ব্রিটিশ এক সাংবাদিক লিখেছিলেন মুর্শিদাবাদ এবং ঢাকার রাস্তায় কোন মানুষ ছিল না শুধু মানুষের কংকাল পড়ে থাকত এবং কুকুর আর শকুনের ভিড় লেগে থাকত। এবং ১৯৪৩ সালে আবারো সিস্টেমের দুর্ভিক্ষে ১৫ লাখ মানুষের হত্যা করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার পতন হলে তারা বাংলা থেকে যে পরিমান সম্পদ লুণ্ঠ করেছিল তাই দিয়েই পরের বছরেই ১৭৫৮ সালে ইংলন্ডে ইউরোপের প্রথম শিল্প বিপ্লবের সুচনা করে তারা।

এরপর রথচাইল্ডরা অর্গানাইজভাবে দাস কেনা বেচাতে মনোযোগ দেয়। তারা আফ্রিকা থেকে কালো দের কিডন্যাপ করে আমেরিকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে বিক্রি করতে শুরু করল। তাদের কাছে দাসরা ছিল জানোয়ার। জাহাযের খোলেই তাদের অনেকে মারা যেত। যারা এ বিষয়ে বই পড়েছেন তারা অবগত আছেন। দেখা গেছে ১৮০০ সালে আমেরিকায় যত দাস মালিক ছিল তার ৯৫ ভাগ ছিল আশকেনাজী ইহুদী বা খাজারিয়ান ইহুদী।

রথচাইল্ড ব্যাংকাররা খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলল যুদ্ধ খুবই ভাল ব্যবসা অল্প সময়ে পয়সা ডাবল করা জন্য। তারা দুই পক্ষকেই লোন দেয়া শুরু করল। কিন্তু লোনের সুদ এবং আসল আদায় করার জন্য তারা ট্যাক্স আইন পাশ করত যাতে লোন শোধ দিতে বাধ্য হয়। এখনো দেখবেন বিশ্বব্যাপক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সরকারগুলোকে জালানী বিদ্যুৎ এবং বিভিন্ন সেবা খাতগুলোতে অতিরিক্ত কর ধার্য করার জন্য চাপ দেয় যেকারনে দেখবেন কোন দেশেই জালানীর দাম বাড়লে সেটা আর কমাতে পারে না কোন সরকার।

যখন রথচাইল্ডরা আমেরিকান রেভুলেশনে হেরে গেল তখন তারা রাশিয়ার জারকে দায়ী করল বৃটিশ যুদ্ধজাহাযকে আটকে দেয়ার জন্য। তাঁরা একটি কঠিন শপথ নিলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিশোধ নেয়ার। রাশিয়ার উপরে আগে থেকেই রাগ ছিল খাজারিয়া থেকে তাদেরকে উচ্ছেদের কারনে।

রথচাইল্ড এবং বৃটিশদের তখন ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল কিভাবে তাঁরা আমেরিকায় একটি **private central bank** প্রতিষ্ঠা করবে যেটা তাদের আবিস্কৃত **Babylonian money magic** বা **Fiat monetary system** অনুযায়ী চলবে।

রথচাইল্ডরা ১৮১২ সালে আবারো চেষ্টা করে আমেরিকাকে হস্তগত করার কিন্তু এবারো তাঁরা ব্যর্থ হয় রাশিয়ানদের কারনে। তারা আবারো ভয়নকর শপথ নেয় রাশিয়া এবং আমেরিকা দুই দেশকেই ছিনতাই করার এবং তাঁদের কে উচিত শিক্ষা দেবার।

তাঁরা তাদের উদ্ভাবিত **private bank** সেটআপ করার চেষ্টা করলে **president Andrew Jackson** তাদের চেষ্টায় বাধা দেন এবং তাঁদেরকে শয়তানের চেলা বলে তাড়িয়ে দেন।

সবশেষে ১৯১৩ সালে তাঁরা আমেরিকায় তাঁদের শয়তানি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। তারা কংগ্রেস মেম্বার এবং অন্যান্যদের যেভাবেই হোক কিনে ফেলে ঘুষ দিয়ে কিংবা ভিন্ন কোন উপায়ে এবং অসিংবাধানিক **Federal Reserve Act** পাশ করে। অনেকেই জেনে ভীমরি খাবেন যে **Federal reserve bank** আমেরিকান সরকারী প্রতিষ্ঠান নয় বরং প্রাইভেট।

এরপর রথচাইল্ডরা আরো একধাপ এগিয়ে অনৈতিক করপ্রথা চাপিয়ে দেয় আমেরিকান জনগনের উপর যাতে তাঁদের উপর আরো বেশী নিয়ন্ত্রন এবং আরো বেশী মুনাফা লাভ করতে পারে। অনেকেই জানেন না যে আমেরিকান ডলারের

মালিক আসলে আমেরিকান সরকার নয় বরং রথচাইন্ডের **federal reserve bank**। আমেরিকান সরকার মাত্র ৩ % ডলার ছাপাতে পারে এবং বাকি ৯৭% ডলার **federal reserve bank** ছাপায়। তাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী, “ আমাকে একটি দেশের মানি সাপ্লাই নিয়ন্ত্রন করতে দাও, আমি পরোয়া করিনা কোন দল বা কে ক্ষমতায় এলো বা গেলো।

“এ কারনেই দেখবেন যে দল বা প্রেসিডেন্টই ক্ষমতায় আসুক না কেন আমেরিকার যুদ্ধে যাওয়া বন্ধ হয় না। কারন বাজেট প্রণয়ন করতে গেলে আমেরিকাকে **federal reserve bank** এর কাছ থেকে ডলার ধার করতে হয় কিন্তু শোধ দেবার সময় সব সময়ই তা ঘাটতিতে থাকে অতিরিক্ত ভোগ ব্যয়ের কারনো তাছাড়াও প্রতিটা দল এবং তাদের নেতারা কেনা গোলাম ছাড়া কিছুনা। যুদ্ধ করে লুটপাট করা ছাড়া আমেরিকার কোন উপায়ই নেই। আপনাদের একটা ছোট উদাহরন দিচ্ছি তাতেই বুঝে যাবেন আমেরিকানদের অবস্থা কতটুকু ভয়াবহ। একটি সাধারন ছাত্রকে পড়াশোনা চালাতে গেলে তাঁকে লোন নিতেই হবে নতুবা সে কোন প্রতিষ্ঠানে সুযোগই পাবেনা ভর্তির পড়াশোনা চালানোর উচ্চ মূল্যের কারনো দেখা গেছে ৬০ বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু সেই ষ্টুডেন্ট অবস্থায় নেয়া লোনের টাকা তখনো শোধ দিয়ে যাচ্ছে। এবং এটা এখন অতি সাধারন ঘটনা। গত সপ্তাহে টোটাল বকেয়া ষ্টুডেন্ট লোন পৌছেছে ১,৭৬৪,৮৪১,৮০১,৩৪৮ ডলারো। সিস্টেমটা এরকম যে আপনাকে জন্ম নিলেই লোন নিতে হবে এবং সারাজীবন কলুর বলদের মত খেটে সেই লোনের সুদ পরিশোধ করতে করতে কবরে যেতে হবে। যে কারনে জরিপে দেখা গেছে শুধু লোন শোধ দেয়ার সুবিধার জন্য আমেরিকান মিডল ক্লাস এবং লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় বিপুল পরিমানো।

এতে করে মিলিটারী ইন্ডাস্ট্রিও লাভ হয় তাদের যুদ্ধে যাওয়ার লোকেরও অভাব হয় না কখনো। এরাও প্রশ্ন করে না কেন যুদ্ধে যাচ্ছে বা কার জন্য যাচ্ছে, আমেরিকান স্বার্থে নাকি অন্য কারো স্বার্থে, কারন তারা নিজেরাই প্রাথমিক শিকার। অথচ আমেরিকা প্রতি বছর ইসরায়েলকে ৪০ বিলিয়ন ডলার আমেরিকান জনগনের ট্যাক্সের টাকা দান করে থাকে, যে টাকা দিয়ে ইসরায়েলীরা ফ্রি চিকিৎসা, ফ্রি এডুকেশন এবং আবাসন সুবিধা পেয়ে থাকে অথচ শুধু লসএঞ্জেলেসেই ১০ লাখ আমেরিকান রাস্তায় ঘুমায়া অনেক ভাবে আমেরিকা ইসরাইলকে চালায় কিন্তু বাস্তব হল আমেরিকানরা ইসরাইলের দাস। আর এটাই সত্য। একজন সৎ খাজারিয়ান ইহুদী হেরল্ড ওয়ালেস রোজেনথালের আসল কথাটা বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, “আমাদের ক্ষমতা সুসংহত হয়েছে যেদিন আমরা **federal reserve bank establish** করেছিলাম। **Federal reserve system** আমাদের plan কে সুন্দর পরিনীতি দিয়েছে।

সবাই ভাবে এটা **Government property** কিন্তু আসলে এটা আমাদের নিজেদের। একদম শুরু থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল সোনা আর রূপাকে আমাদের উদ্ভাবিত তুচ্ছ কাগজের নোট দ্বারা প্রতিস্থাপন করা। আমরা ইহুদিরা আমেরিকান জনগনকে একটার পর একটা ইস্যু দিয়ে ব্যস্ত রাখি, তারপর আমরা দুই পক্ষকেই পিছন থেকে গোপনে সহযোগীতা করি যাতে ইসুগুলো জীবন্ত থাকে এবং কনফিউশন তৈরী করে, এতে আমেরিকানদের নজর ওই সব বিষয়েই আটকে থাকে যতক্ষন আমরা তা চাই। তারা বুঝতেও পারেনা এইসবকিছুর পিছনে আসলে কি এবং কারা কাজ করে। আমরা আমেরিকানদের নিয়ে খেলি খেলনার মত যেভাবে একটা বিড়াল একটি ইদুরকে নিয়ে খেলো “ বলা বাহুল্য এর ঠিক একমাসের মাথায় তিনি খুন হন।

ডেমোক্রোট বা রিপাবলিকান থেকে কেউ মনোনয়নই পাবে না যদি না তারা ইসরাইলের প্রতি অনুগত না থাকে। যে কারনে বার্নি সান্ডার্স জো বাইডেনের তুলনায় অনেক যোগ্য এবং জনপ্রিয় হলেও সে নমিনেশন পায়নি কারন সে ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং ইসরাইলের বিপক্ষে কথা বলত বলো আর বাইডেন হল একজন স্বস্বীকৃত জিয়নিষ্ট।

যাই হোক এর ফলে খাজারিয়ান ইহুদিদের পক্ষে এটা খুব সহজ হয়ে গেল কাউকে নির্বাচিত করা যাকে তাঁরা নিজেদের কাজে লাগাতে পারবে কারন যখন আপনি একটা দেশের মানি সাপ্লাই নিয়ন্ত্রন এবং প্রডিউস করতে পারবেন তখন আপনি যাকে খুশী তাকে কিনে নিতে পারবেন। একই সময়ে তারা অবৈধ কর প্রথা চালু করল এবং কিছু কংগ্রেস সদস্যকে কিনে তাঁদেরকে দিয়ে Internal revenue service approve করাল যেটা তাদের private tax collection agency হিসেবে কাজ করে যেটা পুয়েটো রিকোতে নিবন্ধন কৃত। কিছুদিন পর তাঁরা Federal Bureau of Investigation (FBI) প্রতিষ্ঠা করে যার কাজ মূলত ব্যাংকারদের সমস্ত অনৈতিক, অবৈধ, গোপন কাজকে পাহারা দেয়া এবং তাদের শিশু বলিদান, পেডোফাইল নেটওয়ার্ককে সমস্ত ঝামেলা থেকে নির্বিঘ্ন রাখা এবং সাথে covert operation তো আছেই। বলা বাহুল্য যে Liberty of Congress অনুযায়ী অফিসিয়ালি FBI এর অস্তিত্ব থাকারই কথা নয় কিন্তু বিস্ময়করভাবে এটা বহাল তবীয়তে আছে।

George Washington এদের সম্পর্কে বলেছিলেন, “ They (The Jews) work more effectviley against us than the enemie’s armies. They are hundred times more dangerous to out liberties and the great cause we are engaged in...it is much to be lamented that each state, long ago, has not

hunted them down as pest to society and the greatest enemies we have to the happiness to America.”

১৮৭১ সালে গৃহযুদ্ধের ফলে আমেরিকান ট্রেজারী দেউলিয়া হয়ে যায়। কারন গৃহযুদ্ধটা লাগানোই হয়েছিল যাতে তাই ঘটো ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আমেরিকাকে কিনতে ব্যাংকাররা আমেরিকায় হামলে পড়ে যার ভিতর রথচাইল্ডরা ছিল অন্যতম। ৪১ তম কংগ্রেসকে বাধ্য করা হয় কালো আইন পাশ করতে, এবং আমেরিকা সেই থেকে একটি দেশ থেকে করপোরেশনে পরিনত হয়। এমনকি অনেক আমেরিকানও এ বিষয়ে পুরোপুরি জানে না বা বোঝে না যে আমেরিকা আসলে একটা দেশের পরিচয়ে করপোরেশন। আমেরিকান রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের জনগনের ভোটে নির্বাচিত হয় ঠিকই কিন্তু তাঁরা কাজ করে ব্যাংকারদের জন্য। বিশ্বের অন্যান্য দেশের পরিস্থিতিও কমবেশী একইরকম। যে কারনে আমরা দেখি, “যে যায় লংকায় সেই হয় রাবন”। বিশ্বাস হচ্ছেনা তাই না? হবে বিশ্বাস শুধু না দৃঢ় বিশ্বাস হবে যখন লেখাটা শেষ হবে। তবে এ বিষয়ে আপনারা চাইলে মাইকেল রিভেরোর সাড়া জাগানো বই, All wars are bankers wars বইটা পড়ে দেখতে পারেন।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম উইলসন ১৯১৯ সালে বলেছিলেন, “I am the most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit. We are no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority. But a government of by the opinion and duress of a small group of dominant men.”

এরপর খাজারিয়ান ইহুদিরা ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের নামে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ লালন করা, খাজারিয়া ধ্বংসের পর থেকে অপেক্ষায় থাকা চরম প্রতিশোধ

গ্রহন করে যা অনেকে কমুনিষ্ট বিপ্লব নামে জানেন। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিশোধের সবথেকে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের সুচনা করে। সমস্ত পরিকল্পনা এবং কৌশল অবলম্বন করে এবং একাজে অর্থের যোগান দেয় তাদেরই স্থাপন করা central bank। সে সময়কার নথিতে দেখা যায় Jakob Schiff ৪০ বিলিয়ন ডলারের উপর money transfer করেছিল New York থেকে।

অনেকেই জানেন কিনা জানিনা কিন্তু কার্ল মার্ক্সের পিতা ছিলেন ইহুদি রাব্বী। এই অতি সুপরিকল্পিত ইতিহাসের সবথেকে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের খলনায়করা ছিল খাজারিয়ান ইহুদি বা আশকেনাজি জু। ৬৬ মিলিয়ন নিরীহ রাশিয়ান খৃষ্টানকে কচুকাটা করে ১৯১৭ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত। রেপ, নির্যাতন, নারী-শিশু খুন কোনকিছুই বাদ যায়নি।

নোবেল বিজয়ী আলেকজান্ডার সোলঝেনিষ্টিন বলেন, “ইহুদীদের ছাড়া কোন বলশেভিক বিপ্লব বলে কিছুই ঘটত না। রক্তপিপাসু ইহুদী টেরোরিষ্টরা ৬৬ মিলিয়ন রাশিয়ানকে খুন করে ১৯১৮ থেকে ১৯৫৭ সালের ভিতর।” তিনি আরো বলেন, “আপনাদের বুঝতে হবে, যারা যে সব বিপ্লবী বলশেভিক বিপ্লবের নামে পুরো রাশিয়াকে গিলে খেয়েছিল তাঁরা কেউই রাশিয়ান ছিলনা। তাঁরা ছিল বাইরের এবং তাঁর রাশিয়াকে ঘৃণা করত, রাশিয়ান খৃষ্টানদের ঘৃণা করত। তাঁরা ছিল চরম রেসিস্ট এবং রেসিজমের চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে তাঁরা ঠান্ডা মাথায় মানব ইতিহাসের সবথেকে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের নেতৃত্ব দেয় যা কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। এটা বাস্তবতা যে পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষ এই নিষ্ঠুর ঘটনার ব্যাপারে জানে না। এতে প্রমানিত হয় যে পৃথিবীর মিডিয়াকেও তাঁরাই নিয়ন্ত্রন করে।”

হিটলার বলেছিলেন, “ক্যাপিটালিজম এবং বলশেভিকজম ইহুদীদের একই আন্তর্জাতিক মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।”

এবং আমি যতই এ বিষয়ে গভীরে গেছি ততই হিটলারের একথার বাস্তবতা উপলব্ধি করেছি।

জুইশ রেড আর্মির প্রতিষ্ঠাতা লিয়ন ট্রটস্কির কাছে ১৯২১ সালে পশ্চিম ইউরোপিয়ানরা দুর্ভিক্ষে সাহায্যের আবেদন পাঠালে তিনি বলেছিলেন, “তোমরা ক্ষুধার্ত? এখনো তো তোমরা দুর্ভিক্ষ কাকে বলে তা জানোই না! যখন তোমাদের নারীরা ক্ষুধায় তাঁদের নিজেদের বাচ্চাদের কেটে খাবে সেদিন আমার কাছে এসে বলবে যে তোমরা দুর্ভিক্ষে পড়েছ”।

জুইশ বলশেভিকের হত্যাযজ্ঞের আরেক নেতা লাজার কাগানোভিচ বিখ্যাত রাশিয়ান ক্যাথোড্রালের ভিতর দাড়িয়ে দম্ভভরে বলেছিল, “Mother Russia is cast down. We have ripped away her skirt”।

এ বিষয়ে একটি মুভি এখনো ইউটিউবে গেলে দেখতে পাবেন। The Checkist। এবং নেট search দিয়ে খুজতে পারেন “Red Terror” অথবা “Bolshevik Cheka”।

এবার রথচাইন্ডরা মনোযোগ দিল জুডাইজম বা ইহুদী ধর্মের প্রতি। তারা একটা মাষ্টার প্লান করল সব ইহুদীদের মস্তিষ্ক ধোলাই এবং জুডাইজমকে পুরোপুরি তাঁদের মত করে নিয়ন্ত্রণ করার। তাঁরা অনেক আগেই নিজেরাই তালমুদ লিখেছিল যেটা ব্যবলনিয়ান তালমুদ বা লুসিফারিজম বা Satanism নামে অধিক পরিচিত। তাঁরা তাদের উদ্ভাবিত এই নতুন ধর্মমতকে ইহুদীদের সব স্তরে অধিক প্রচার এবং প্রচলনের ব্যবস্থা করল।

তালমুদে তাঁরা লিখেছিল শুধু ইহুদীরাই হল মানুষ এবং বাকি জেন্টাইল বা অইহুদীরা সবাই মানুষের চেহায়ায় আসলে জানোয়ার। জেন্টাইলদের তারা নতুন নাম দিল

“গয়”। ইহুদীরা হল God chosen people এবং ইশ্বর কতৃক অধিকার বলে শুধু তারাই বাকি সবার উপর প্রভুত্বের অধিকার প্রাপ্ত। ইহুদীরা হল বাগানের মালিক এবং জেন্টাইলরা হল সেই বাগানের মালি। ইহুদীদের বিরোধীতা করার মানেই হল ইশ্বরের বিরোধিতার করা এবং জেন্টাইলদের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানকে হত্যা করা জায়েজ সে কারনে যদি দরকার হয়। ইহুদীরা জেন্টাইলদের সাথে সুদের কারবার করবে কিন্তু ইহুদিদের সাথে তারা বিনাসুদে কারবার করবে। আর ইসা আঃ এর ব্যপারে যে সব বাজে কথা তাঁরা লিখেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মত না বলে আমি এখানে উল্লেখ করলাম না। আপনারা ইচ্ছা করলে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে জেনে নিবেন।

এছাড়াও যাতে সব ইহুদীরা তাদের আত্মবাহু হয়ে থাকে সেকারনে তাঁদেরকে বিপুল পরিমান টাকা, পজিশন, ক্ষমতা এবং সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়া অব্যাহত রাখল। এভাবেই কয়েক দশকের ভিতর তারা জুডাইজমকে পুরোপুরি ছিনতাই করে সবাইকে তালমুদিজমে দীক্ষিত করে ফেলল। এবং নয়া ইহুদীবাদ বা ইহুদী জাতীয়তাবাদ বা জায়নিজমের উত্থান ঘটাল। এবং ইহুদীদের পুরোপুরি রেসিষ্ট বানাতে সক্ষম হয়ে গেল। মগজধোলাইয়ের শিকার সাধারণ ইহুদীরা ভাবতে থাকল তাঁরাই পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্তা। অনেকে ভেবে থাকেন বা জানেন ইসরাইলের সৃষ্টি হয়েছে ১৯৪৮ সালে। কিন্তু সত্যটা হল ১৯১৭ সালে বৃটেনের রানীর কাছ থেকে রথচাইল্ড ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের জন্য ততকালীন বৃটিশ কলোনি পেলেষ্টাইনের জমি বুঝে নেয়া যেটা ইতিহাসে Belford declaration নামে পরিচিত। এবং রথচাইল্ডরাই হল ইসরাইলের মালিক।

এটি একটি অতি দীর্ঘ এবং সুপারিকল্পনার ফসল। অনেকে ভেবে থাকেন যে শুধু ইসরাইল প্রতিষ্ঠার করার জন্য তারা দু দুটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছে। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয় বরং অর্ধ সত্য। রথচাইল্ড বা BAAL এর উপাসকদের প্রথম লক্ষ্য ছিল

ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করা, সেটা তারা করেছিল তাঁদের উদ্ভাবিত ব্যবলনিয়ান মানি ম্যাজিক ব্যাংকিং সিস্টেম দিয়ে। তাঁদের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল আব্রাহামিক রিলিজিয়নকে ধ্বংস করা। কারন শুধু আব্রাহামিক রিলিজিয়নই তাদের জন্য হুমকি। কারন এই রিলিজিয়নটাই তাদের সুদ ভীতিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে এবং তাদের সমস্ত শয়তানি কাজকর্মের বিরুদ্ধে। সেকারনে তাঁদের প্রথম শিকার ছিল জুডাইজম এবং ইহুদীরা, দ্বিতীয় শিকার ছিল অর্থডক্স খৃষ্টান এবং তাঁতের পাওয়ার হাউজ রাশিয়া। তৃতীয় শিকার হল মুসলিম এবং ইসলাম।

প্রথম দুইটার কথা আপনাদের অল্প বিস্তর বলেছি কিন্তু ইসলাম বা মুসলিমদের ভিতর কি কি করেছে তার বলিনি। এখন আমি এটা যখনই বলব তখন আপনাদের আর বিশ্বাস হবে না আমার কথা। এ বিষয়ে বিস্তারিত না বললে আপনারা আমার কল্লা কাটার ফতোয়া দেবেন সেকারনে এটা আরো পরে বিস্তারিত বলবা। তবে এখন এটুকু জানিয়ে রাখি যে আব্রাহামিক রিলিজিয়নের ৩ টি পবিত্র স্থানই এখন তাঁদের দখলে। মক্কা, মদিনা এবং জেরুসালেম। এবং এটা আজ থেকে না বরং ১ম বিশ্বযুদ্ধের বর থেকেই। একারনে তাঁরা ওসমানী খেলাফত ভেঙেছিল এবং ৪২টা ছোট ছোট রাষ্ট্র তৈরী করেছিল। তাঁর ভিতর একটি হল হেজাজ দখল করে সৌদি আরব এবং ফিলিস্তিন দখল করে ইসরাইল। অবাক হচ্ছেন তাই না?

আপনি ভাবছেন সৌদি আরব তো মুসলিম দেশ ! না ভাই সৌদি আরব কোন মুসলিম দেশ না ওটা রথচাইন্ডের বানানো ওয়াহাবী দেশ। যেভাবে তাঁরা জিয়নিষ্ট ইসরাইল বানিয়েছে জুডাইজমের বদলে ঠিক সেরকমভাবেই তারা সৌদী আরব বানিয়েছিল সৌদ নামের কিছু মরু ডাকাত দিয়ে সুন্নীজমের চেহারা ওয়াহাবিজম দিয়ে। যাই হোক পরে আসছি এ বিষয়ে। তাদের কার্যকলাপ মানুষের কল্পনাকেও হার মানাতে বাধ্য। যে কারনে আমি বলেছিলাম এটা আসলে দুটো শক্তির লড়াই। শুরু থেকেই তাই ছিল এবং আজীবন তাই থাকবে। আপনি যদি ঘটনার পিছনের ঘটনা না জানেন তাহলে যা ঘটছে বা ঘটবে তার কিছুই আপনি বুঝবেন না।

যাই হোক আগের কথায় ফিরে আসি। বলেছিলাম freemason দেব কথা। জিয়নিষ্টরা এই freemason দেব মূল জ্ঞান কে কাজে লাগানো শুরু করেছিল অনেক আগে থেকেই। আমি বলেছিলাম নিকোলা টেসলাকেও এরাই গবেষনার ব্যপারে অর্থের যোগান দিয়েছিল এবং তাঁর সমস্ত নথি গায়েব করে দিয়েছিল। জগতসেরা বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছিল কপর্দকহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় জরাজীর্ণ ছোট একটা হোটেল কক্ষে। এর freemason দেব দিয়ে ইসরাইলের সমস্ত অফিস আদালত তৈরী করিয়েছে তাতেব সম্বল ইউজ করে। পেন্টাগন কিংবা Apple এর হেডঅফিসের ডিজাইনটাও তাদের তৈরী। আপনারা Dan Brown সাড়া জাগানো সিরিজগুলো পড়ে দেখতে পারেন, এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা আছে। বাংলাতে অনুবাদগুলো পাবেন। যাই হোক এদের কার্যকলাপ যাই করে তাই এরা সেখানে সম্বল ইউজ করেই করে থাকে। যদি আপনার সম্বলগুলোর ব্যাপারে ধারণা থাকে তাহলে আপনি পরিস্কার চোখেই দেখতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন যেটা অন্যরা ধরতেই পারবে না কিংবা বললেও এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

আপনাদের বলেছিলাম যে করোনা পূর্বপরিকল্পিত script এর অংশ অনেকেই হেসেছেন। অথচ আমি অন্তত এটা জানতাম ২০০৩ সাল থেকে। আপনারাও জানতেন যদি আপনারা এদের বিষয়ে ঘাটাঘাটি করতেন। যারা ২০১২ সালের অলিম্পিক উদ্বোধনী এবং সমাপনী অনুষ্ঠান ভাল করে খেয়াল করে দেখেছেন তারা আজ থেকে ৮ বছর আগেই জেনেছেন। পুরো অনুষ্ঠানেই ছিল সম্বলের ছড়াছড়ি। করোনা কিভাবে আসবে কিভাবে সবকিছু বদলে যাবে কিভাবে বাচ্চাদের টেক কেয়ার করা হবে সব বিস্তারিত দেয়া ছিল সেখানে। স্টেডিয়ামের বাইরে বিশাল সাইজের একটা human DNA sculpture রাখা ছিল। you tube এ এখনো ভিডিওটা পাবেন দেখে নিতে পারেন। অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করেছিল slumdog

millionair এর অক্ষার উইনার পরিচালক ড্যানি বয়েলা যে নিজেও একজন ইলুমিনাটি মেম্বার। এবং বিল গেটস এর খুব ঘনিষ্ঠ।

খেয়াল করে দেখবেন বিল গেটস অনেকদিন ধরেই তার গেটস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের মানুষজনের ভিতর ভেকসিন দিয়ে বেড়াচ্ছিল। মানুষ ভাবছে করোনা হল সমস্যা আসলে উল্টা। এদের পলিসি হল একটা **problem create** করো তারপর সেটা চারিদিকে ছড়িয়ে দাও, মানুষ যখন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে কোন উপায় না দেখে তখন তুমি যা চাইছিলে তাই নিয়ে এসো সমাধান হিসেবে। দেখবে মানুষ তখন হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কিন্তু তুমি যদি এমনি এমনি চাইতে তাহলে তারা কখনোই সেটা নেবেনা। এর অর্থ হল **vaccine** টাই হল আসল টার্গেট, ভাইরাস নয়। করোনা হল সিনথেটিক ভাইরাস। মানে ল্যাবরেটরিতে বানানো অন্যান্য ভাইরাসের মতই। আপনার **AIDS** কিংবা ইবোলার নাম শুনেছেন সবগুলোই ছিল **Laboratory** তে বানানো। **Ebola** আফ্রিকাতে ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে এসেছিল। প্রতি ১০০ জনে ২৭ জন মারা গিয়েছিল। যার **vaccine** এখনো বানায়নি কিংবা বাজারে ছাড়েনি। গাদ্দাফি বলেছিলেন, তারা নিজেরাই ভাইরাস বানায় আবার নিজেরাই তার **vaccine** আগেই বানিয়ে রাখে, কিন্তু বাজারে ছাড়ে যখন তারা মনে করে সেটা তাঁদের উপযুক্ত সময়। করোনার কিলিং রেট মাত্র ১.৪ % অথচ **Ebola** র কিলিং রেট ২৭%। কিন্তু করোনা এত কম কিলিং রেট নিয়েও বিশ্বব্যাপি যে পরিমাণ আতঙ্ক ছড়িয়েছে তা নজিরবিহীন এবং যুক্তিহীন। কারন তাঁরা আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য মিডিয়াকে ব্যবহার করেছে এবং **WHO** কে দিয়ে সরকারগুলোর উপর চাপ প্রয়োগ করে লকডাউন দিয়েছে দেশে দেশে অর্থনীতির বারোটা বাজানোর জন্য।

কেন ? এক টিলে তিন পাখি মারছে তারা। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে আসবো আবার। শুধু এখন জেনে রাখুন তারা NWO বা New World Order এর দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেল। NWO হল তাঁদের একটি Dream Project। যেখানে শুধু সারা বিশ্ব একটি Government এর নিয়ন্ত্রনে থাকবে এবং একটি মাত্র Word Digital currency থাকবে এবং একটি মাত্র World Religion থাকবে। প্রেসিডেন্ট রিগ্যান থেকে শুরু করে আমেরিকান প্রতিটি প্রেসিডেন্ট NWO এর কথা তাঁদের কোন না কোন ভাষনে উল্লেখ করেছে এবং কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে ১৯৮৯ সালে একটি বই লেখা হয়েছিল কিন্তু তখন মানুষজন বই পড়ে হাসাহাসি করেছিল। কিন্তু ৩০ বছর পরে সেই বইয়ের প্রায় সব বক্তব্য হুবহু সত্য প্রতীয়মান হচ্ছে। বই টার নাম হল The New World Order by A. Ralph Epperson । পড়ে দেখে মিলিয়ে নিতে পারেন।

যাইহোক ১৯ শতকের রথচাইন্ডে ফিরে যাই। এসময় তারা পুরো পৃথিবীর নিয়ন্ত্রন নেয়ার পক্ষে সবথেকে ভাল সময় পার করছিল। উইনষ্টন চার্চিল সেই ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারীর ৮ তারিখে বলেন. World order হল জুইশ। তিনি যা বলেছিলেন তা হুবহু তুলে দিলাম, “ The movement among the jews (The revolution in Russia) is not new. From the days of **Spartacus-weishaupt** (founder of illuminatti) to those of **Carl Marx** (founder of communism) and down to **Trotsky** (founder of Red Army), **Bela kun** (founder of Hungarian Soviet Republic), **Rosa Luxemburg** (Revolutionery against German empire and promoter Weimer republic) and **Ema Goldman** (founder of Anarchist political philosophy in America and Europe), *This wold wide conspiracy for the overthrow of*

civilization and reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality has been steadily growing. It played a definitely recognizable part in the tragedy of French Revolution. It has been the main spring of every subversive movement during the 19th century.”

আপনারা যদি একথাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করে থাকেন তাহলে খেয়াল করে দেখবেন যে কোন আন্দোলন বা বিপ্লবের পিছনে আপনি খাজারিয়ান বা জিয়নিষ্টদের হাত খুঁজে পাবেন। সেটা হোক Arab Spring বা Hong Kong unrest। যে আন্দোলনগুলো মিডিয়া কাভারেজ পাবে ধরে নেবেন তার পিছনে জিয়নিষ্টরা আছে। তবে ১০০ ভাগ সবগুলো নয়। কিছু সূত্র আছে যেগুলো অনুধাবন করলে চেনা সহজ হয়ে যায়। যাই হোক জিয়নিষ্টরা ১৯ শতকের শুরু থেকেই ইহুদীদের ভিতর এক ধরনের ভীতি false propaganda প্রচার করা শুরু করল যে, জেন্টাইলরা ইহুদীদেরকে হিংসা করে এবং তারা মনে মনে ইহুদীদের গনহত্যা করার মতলব আটছে। এটা তাঁর করল ইহুদি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটানোর জন্য যেটাকে আমরা জায়োনিজম বলি।

আর ইহুদীরা বরাবরই আল্লাহর আজাব প্রাপ্তদের ভিতর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাঁদের কুটকাচালী এবং অহঙ্কারের কারনো তারা বহুবার বহু genocide এর শিকার হয়েছে। রোমানরা তাঁদের দাস বানিয়েছিল। ইরাকের অগ্নিউপাসক বুখতে নসর পুরো যেরুযালেম মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল এবং লাখ লাখ ইহুদীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। এবং মানব ইতিহাসে ইহুদিরাই একমাত্র জাতি যারা তাদের নিজের ভূমি থেকে সমূলে উত্থাত হয়েছে। ইতিহাসে এরকম একটি ঘটনাও নেই। তাঁরা দুইহাজার বছর ধরে বিভিন্ন দেশে বসবাস করেছে কিন্তু ইসরাইল প্রতিষ্ঠার আগে

তাদের নিজভূমিতে ফিরতে পারেনি। এমনকি ইউরোপেও তারা ১৬ শতকে genocide শিকার হয়েছিল।

তো স্বভাবতই তারা আতঙ্কিত হয়েছিল ধীরে ধীরে যে আবারো সেরকম কিছু ঘটতে পারে। **রথচাইন্ডরা সেই সুযোগটাই নিয়েছিল।** তাঁদের ভীতর জাতিয়তাবোধ এবং রেসিজম আরো উগ্র করেছিল তালমুদ। ধীরে ধীরে খাজারিয়ানরা তো বটেই আসল জুডাইজম অনুসরণ করা আসল ইহুদিরাও তালমুদের ভক্ত হয়ে পড়ল। খেয়াল রাখবেন আমি দুই ধরনের ইহুদীর কথা বলছি কিন্তু এটা মাথায় রাখা জরুরী। আপনার যদি খেয়াল করে থাকেন তাহলে দেখবেন ভারতের বিজেপি বা আরএসএস ঠিক এই কাজটাই করে সফল হচ্ছে। যদিও তারা ৮০ ভাগ হিন্দুর দেশে বসবাস করে কিন্তু তাদের প্রচারের মূল সুর হল “হিন্দু খতরে মে হ্যায়” মানে হিন্দুরা বিপদে আছে। এ ক্ষেত্রে বিজেপির কাল্পনিক শত্রু মুসলিম এবং ইসলাম। তারা হিন্দুদের জন্য কিংবা দেশের জন্য কিছু না করলেও মুসলিমদের বিপদে ফেলে, মুসলিমদের হামলা করে, নাজেহাল করে সমর্থন টিকিয়ে রাখছে। আর মগজধোলাইয়ের জন্য ২৪ ঘনটা ৭ দিন দালাল মিডিয়াকে নিয়োজিত রেখেছে। জিয়নিজমের সাথে যেমন জুডাইজমের কোন সম্পর্ক নেই তেমন হিন্দুইজমের সাথেও সনাতন ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ওয়াহাবিজমের সাথে সুন্নীইজম বা ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এটা পুরোপুরি রাজনৈতিক কিন্তু ধর্মের সাইনবোর্ড ব্যবহার করে যাতে অধিকসংখ্যক মানুষকে রেসিজমে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এতে এক টিলে দুই পাখি মরো। ধর্মের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা আসে এবং সময় সুযোগ বুঝে ধর্মকে বাতিলের খাতায় ফেলে দিলেও মানুষের কিছু আসে যায়না, কারন তারা ধর্মের নামে হানাহানিতে বিরক্ত হয়ে যায় ততদিনে এবং আরেকটি হল একটা রেস কে আরেকটি রেস দ্বারা ভাগ করা যায়। কারন জিয়নিষ্টদের মূলনীতিগুলোর ভিতর একটি নীতি হল “ভাগ কর শাসন কর” নীতি। আর রেস ওয়ারের থেকে কার্যকর ভয়াবহ সলুশন আর হয়না। রেসিজম এবং ঘৃণা এমন এক জিনিস যা শুরু হয় অজ্ঞতা দিয়ে তারপর শুরু হয় ভয় দিয়ে

তারপর শেষ হয় ধ্বংস এবং ভায়োলেন্স দিয়ে। যা হোক এই উপমহাদেশের ব্যাপারে আরো পরে আসা যাবো।

যাইহোক খাজারিয়ারনা এভাবে পুরো জুডাইজমকে ছিনতাই করে তালমুদে ডুবিয়ে দেয় ইহুদীদের। মূলত তারা তালমুদের নামে শয়তানিজমকেই promote করতে শুরু করে কিন্তু জুডাইজমের নামো যাতে সময় এবং সুযোগ বুঝে ইহুদী এবং জুডাইজমকে কুরবানি করে তাদের একচ্ছত্র Satanism কে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এক্ষেত্রে ইহুদী জাতি কিংবা জুডাইজমকে শুধু বড়ে হিসেবে ব্যবহার করছে তারা। তারা পরিকল্পনা করে রেখেছে ইহুদীদের তারা BAAL এর তরে দুই দফায় বলী দেবো।

১ম দফা হল হিটলারের মাধ্যমে ৩ লাখের মত ইহুদী হত্যা করে। এই হিসাব রেডক্রসের অফিসিয়াল তালিকা এবং পোলাণ্ডের সরকারী হিসাব অনুযায়ী। জিয়নিষ্টরা হরহামেশা বলে বেড়ায় ৬০ লাখ ইহুদী genocide এর কথা সেটা পুরোটাই ধাপ্লাবাজি। আপনাদের চোখ কপালে উঠে গেছে নিশ্চিত যে কেমনে ইহুদীরা হিটলারকে দিয়ে আবার ইহুদীদেরকেই মারলো? সে কথায় আসছি পরো।

২য় দফা বলী এখনো দেয়নি তবে দেবে সামনো এবং এটাই হবে ইহুদীদের শেষ যাত্রা। এবং এর ভিতর দিয়ে New World order প্রতিষ্ঠা করবে তারা। ইসরাইলের প্রতি পৃথিবীর মানুষের ঘৃণা বাড়তে বাড়তে এমন একটি স্থানে পৌঁছিয়ে যাবে তখন পৃথিবীর মানুষ চাইবে যেকোন উপায়েই হোক ইসরাইলের ধ্বংস। রেস ওয়ারের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে তখন। একই সাথে অন্যান্য রেস এবং ধর্মেরও চূড়ান্ত কবর না হলেও সেটা আর হুমকি হয়ে দাড়ানোর মত শক্তি অবশিষ্ট থাকবেনা।

এটা জানা জরুরী যে ১ম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর Germany র নিয়ন্ত্রন পুরোপুরি ইহুদীদের কজায় চলে যায়। সেখানে তারা একটা শূন্যতা সৃষ্টি করে Facism এর উত্থানের এবং তারা হিটলারকে নেতৃত্বের স্থানে নিয়ে আসে একটা কাউন্টার force হিসেবে রাশিয়ান বলশেভিকদের বিরুদ্ধে। তখনকার Germany র অবস্থা কেমন ছিল তারা একটি ছোট বর্ননা দেয়া প্রয়োজন। ইহুদীরা ছিল মাত্র ২% ৬ কোটি জার্মানদের ভিতর অথচ তারা ৫০% মিডিয়া, সারাদেশের ৭০% জাজকে নিয়ন্ত্রন করত। সিনেমা, নাটক, সাহিত্য সব কিছুতে তারাই ছিল নেতৃত্ব। আজ যেমন আমরা ব্রুটেন অথবা আমেরিকায় বা ফ্রান্সে ইহুদীদের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখি তার থেকেও বেশী প্রভাব ছিল তাঁদের তখনকার জামানীতে। ১৮৭০ থেকে ১৯২০ সালের ভিতর তারা একের পর এক ব্যাংক কলেঙ্কারীর জন্ম দেয় এবং বিপুল পরিমান জার্মান সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসে পড়ে। তাদের না ছিল কাজ না ছিল আয়। বিশ্বের ১ম Homosexual Theater ওপেন করে বার্লিনে তাঁরা ১৯২০ সালে, ১ম অল্লীল থিয়েটার চালু করে ১৮৯০ এ। যতরকম উদ্ভট যৌন বিকৃতি আছে তা তাঁর মডার্ন আর্ট, কালচারের নামে প্রমোট করতে থাকে ইহুদী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। এমনকি তারা বিভিন্ন ধর্ম এবং তাদের নবীদের নিয়ে উদ্ভট এবং কুরুচিকর সংবাদ এবং কৌতুক, নাটক, লেখালেখি চালাত যা সাধারণ জার্মানদের ভিতর তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল যার ফলেই আসলে হিটলারের উত্থান সহজ হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য এগুলো সবই ছিল পরিকল্পিত যাতে একজন হিটলারকে তারা জন্ম দিতে পারে। আজ ফ্রান্সে মহানবীর কার্টুন নিয়ে যা হচ্ছে সেটা একই পরিকল্পনার অংশ। এবং মুসলিমরা বা তথাকথিত ইসলামী দল (সবাই না_) গুলো না বুঝেই কিংবা তাঁদের পরিকল্পনামাফিক যে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে সেটাও তাদেরই পরিকল্পনার

অংশই। সবই ৩, ৬. ৯ এর খেলা। যা হোক এই লেখা যত এগোবে ততই আপনারা পরিস্কার বুঝতে পারবেন এখন বলেও লাভ নেই। মানতেও চাইবেন না।

আপনাদের বিশ্বাস হবেনা তবু এটাই সত্য যে ২য় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারকে অস্ত্র কেনার জন্য লোন দিয়েছিল ইহুদী Deausche Bank এবং এ তালিকায় বৃটিশ, সুইস, আমেরিকান ব্যংকও ছিল যাদের ৯৫% ছিল ইহুদিদের এবং তাঁরা পুরো যুদ্ধের সময় হিটলারকে খরচ যুগিয়েছে। আবার হিটলারের সামরিক সরঞ্জাম এবং মিলিটারী পোষাক, খালাবাটি পর্যন্ত সাপ্লাই করেছিল ৮ টি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান তাঁদের ভিতর Ford, General Motors, DOW Chemical, Metro Goldayn Mayer, CoCa CoLa, George W, Bush এবং দাদার Brown Brothers Company, Wool Worth , Alcoa, International Business Machine অন্যতম। শুধু তাইনা যে Bank গুলো হিটলারকে লোন দিয়েছিল যুদ্ধের আগুন জালানোর জন্য আবার সেই Bank গুলোই আবার আমেরিকার এবং ইংলন্ডকে লোন দিয়েছিল হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। কি বুঝলেন?

যুদ্ধ হল তাদের সবথেকে বড় ব্যবসা। তাঁরা দুই পক্ষকেই লোন দেয় এবং মুনাফাও হয় কয়েকগুণ। যুদ্ধে পরাজিত যে দল হবে সেও সুদ দিতে বাধ্য থাকবে জনগনের উপর অতিরিক্ত কর বসিয়ে আর যে জিতবে সেও দেবে তার লুণ্ঠের অংশ সুদ হিসেবে নগদে। বাংলাদেশে বসে যে সব তথাকথিক ইসলামি দল এবং মানুষ রাতদিন ফেসবুকে রোহিঙ্গাদের জায়গা দেয়ার দাবীতে সরকার ফেলে দেবার হুমকি ধামকি দিয়েছিল তাদের চিনে রাখুন। সেই রোহিঙ্গাদের জন্যই বাংলাদেশকে মিয়ানমারের সাথে লড়াইয়ে নামতে হবে। মিয়ানমারের কোন ক্ষতি হবেনা কারন মিয়ানমারের সেনাবাহিনীই সব। সে দেশের জনগন আমাদের মত ছোট দেশে থাকে

না আর তাদের আরাকান হারালেই বা কি আর না হারালেই বা কি। মাথাব্যথা তাঁদের সেনাবাহিনীর, তাদের না। কিন্তু আমাদের অর্থনীতির দফা রফা হয়ে যাবে একটা যুদ্ধে জড়ালো এবং তারপরের অবস্থা হবে আরো করুনা।

পৃথিবীর যে অংশেই ঝামেলা বাধুক না কেন তার পিছনে জিয়নিষ্টদের হাত আছে অস্ত্র বিক্রী এবং লোনের ফাদে আটকানোর জন্য। রোহিঙ্গা আসার পর থেকে গত কয়েক বছরের মিয়ানমার আর বাংলাদেশের অস্ত্র কেনার একটা তালিকা করে টাকার হিসাবটা বের করেন তাহলেই বুঝবেন ফায়দা কার হচ্ছে। আর এব জের টানতে হচ্ছে সাধারণ জনগনকে কর দিয়ে। আপনাদের মনে হয় বিভিন্ন দেশ আর ব্যাংকগুলো মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার রোহিঙ্গাদের পিছনে খরচ করছে এমনি এমনি? এত দয়া তাঁদের?

শুধু তাই না কথিত আছে কিছু **Nazi Concentration camp** এর আইডিয়াও নাকি জিওনিষ্টদের মাথা থেকেই এসেছিল। যদিও এর প্রমাণ আমার কাছে নেই এই মুহূর্তে, তবে আশা করি পেয়ে যাব সামনে কোন এক সময়। তবে এর সহায়ক হিসেবে কিছু ঘটনার উল্লেখ করলে বিষয়টা খোলাসা হবে। **Holocaust** শব্দ যেটা জিয়নিষ্টরা হরহামেশা ব্যবহার করে থাকে মানুষের sympathy নেয়ার জন্য সেটা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন ইহুদি কমুনিজমের পিতা **Karl Marx** ১৮৫৬ সালে **Marx peoples paper** ১৬ই এপ্রিলে তিনি বলেছিলেন, **The classes and the races are too weak to master the new conditions of life must give away. They must perish in the revelutionery HOLOCAUST.**”

১৯৩৬ সালের বিশ্ব জিয়নিষ্ট কনফারেন্সে **Chaim Weizman** (যিনি পরবর্তীতে ইসরাইলের ১ম প্রধানমন্ত্রী হন) বলেন, **only two million will survive**

the upcoming holocaust but they will be ready for life in Palestine । খেয়াল করে দেখবেন তিনি ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সাড়ে তিনবছর আগে ইহুদী Holocasut বা গনহত্যার কথা উল্লেখ করছেন। এবং বলছেন যে বাকি বেচে যাওয়া ২০ লাখ ইহুদীরা ফিলিস্তিনে বসবাস করবে অথচ তারা বলে বেড়ায় ইসরাইল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ১৯৪৭ সালে। এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন কেন তাঁরা নিজেরা ইহুদি হয়ে ইহুদি জেনোসাইডের পরিকল্পনা করল। সমস্যা হল আমরা বাঙালীরা আবেগ দিয়ে সবকিছু দেখার চেষ্টা করি যুক্তি দিয়েও না আবার মাথা ঘামিয়েও না। আগেই বলেছিলাম তাঁরা আসলে ইহুদি নয়। তারা হল খাজারিয়ান এবং BAAL বা শয়তানের উপাসক। এবং তাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়নে তারা সবকিছু করেছে এবং করছে এবং করবে।

তাদের আরো যেসব ভয়ংকর প্লান আছে সেগুলো যদি বলি তাহলে আর আপনাদের অবিশ্বাস থাকবে না যে আসলেই তাঁরা শয়তানের উপাসক। এবং তাঁরা এটা বলে কয়েই করবে এবং করছে। কারন এখন তাঁরা এতটাই শক্তিশালী হয়ে গেছে যে তাদের বিরুদ্ধে দাড়ানোর মত কোন শক্তি আর খুব একটা অবশিষ্ট নেই। সে কথায় পরে আসছি। বেলফোর ডিক্লারেশনের কথা বলেছিলাম যেটা ১৯১৭ সালে বৃটেন রথচাইন্ডের নামে পেলেষ্টাইনের জমি লিখে দিয়েছিল যেটা পরে ইসরাইল নামে পরিচিত পাবে। এটা হবে শুধুই ইহুদি দের আবাস যদিও তাঁদের পরিকল্পনা আরো গভীর। যাইহোক যখন তারা এটা পেল তখন ইউরোপে ইহুদীদের রমরমা অবস্থা চলছিল সেটা আগেই বলেছি। ইউরোপের সমস্ত পাওয়ারের মালিক ছিল ইহুদিরাই। তাঁরা তাঁদের এসব রমরমা অবস্থান ফেলে পেলেষ্টাইনে ফেরত যাওয়ার মত বোকা ছিল না। যেতেও তাঁর চায়নি শত প্রলোভনেও।

karl Marx এর কথা অনুযায়ী তারা নতুন সিস্টেমের সাথে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্য ছিলনা অতএব তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। এতে জিয়নিষ্টদের অসম্ভব ফায়দা হয়েছিল। ২ /৩ লাখ ইহুদিদের মৃত্যুকে তারা ফুলিয়ে ফাপিয়ে ৬০

লাখ বানিয়েছে তার উপর ভুয়া কাহিনী গল্প লিখে পৃথিবীর সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে সেসব কাহিনী অধিভুক্ত করে এবং হিটলারকে ভিলেন বানিয়ে মানুষের সহানুভূতি কুড়িয়েছে এবং ইসরাইল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এবং গ্রহনযোগ্য করেছে মানুষের কাছে। তাঁদের যুক্তি অনুযায়ী ইহুদিরা হিটলারের আক্রোশের শিকার হয়ে সব হারিয়েছে তাহলে তারা যাবে কোথায় তাঁদের জন্য বরাদ্দকৃত ইশ্বরের পূন্যভূমি ছাড়া?

তারা ভুলেও উল্লেখ করেনা তাহলে বেলফোর ডিক্লারেশন কিভাবে ১৯১৭ সালে পাশ হল? যদি জেনোসাইডের কারনেই ইসরাইল প্রতিষ্ঠা পায় তাহলে তো সেটা ১৯১৭ সালে পাশ হবার কথা না। এরকম কিছু কেউ বলার চেষ্টা করলেই তাকে এন্টিসেমিটিক এর ট্যাগ লাগিয়ে দেয় তারা। এরপর তার কবরে যাওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই তারা তারা পেলেষ্টাইনকে **Nazi Camp** বানিয়ে ইতিহাসের জঘন্যতম অত্যাচার প্রতিদিন চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এব্যাপারে কথা উঠলেই তাঁকে এন্টিসেমিটিক বলে নাজেহাল করে ছাড়বো। অথচ এরা নিজেরাই সেমেটিক না বরং ফিলিস্তিনিরাই হল আসল সেমেটিক। এ ব্যাপারে **John Hopkins University genetic reaserch** ফলাফল চমকে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তারা পেলেষ্টাইনে বসবাসরত ইহুদিদের **DNA** টেস্ট করে দেখেছেন ইহুদীদের শতকরা ৯৭.৫ ভাগ **Ancient Hebrew DNA** বহন করে না এবং তাঁরা পেলেষ্টাইনের সাথে কোনভাবেই রক্ত দ্বারা বা ভূমি দ্বারা লিংকড না।

আবার ৮০% পেলেষ্টাইন মুসলিমের **DNA ancient Hebrew** এর সাথে **Match** করে এবং এতে প্রতীয়মান হয় যে তারাই আসল সেমেটিক এবং তারাই আসল **Hebrew**। কিন্তু বিশ্বব্যাপী তাদের নিয়ন্ত্রনে থাকে সকল মিডিয়া এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে তাঁরা এই মিথ্যাকেই জায়েজ করে তুলছে। তারা আসলে ইসরাইল নাম দিয়ে সেই পুরাতন খাজারিয়াকেই প্রতিষ্ঠা করেছে এবং **BAAL**

এর পাশাপাশি তারা আদি ব্যাবিলনের দেবী আইসিসের হারানো সাম্রাজ্য উদ্ধার বা প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁরা ইহুদিদের বোঝাচ্ছে তারা আসলে কিং ডেভিডের সাম্রাজ্য পুনরুত্থান করছে। যেটা এখন অনেকে **greater Israel project** নামে জানে।

কিং ডেভিড বা দাউদ আঃ সাম্রাজ্য ছিল ইরান থেকে পেলেষ্টাইন পর্যন্ত। এই কারণে ইসরাইলের পতাকাতে তারা ডেভিডের ষ্টার চিহ্ন ব্যবহার করে। আজ হোক আর কাল হোক তারা ইরান থেকে ইসরাইল পর্যন্ত যতগুলি দেশ আছে সবগুলোই কজা করবে **greater Israel project** বা কিং ডেভিডের সাম্রাজ্য উদ্ধার বা দেবী আইসিস এর সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য।

২য় বিশ্বযুদ্ধের পর খাজারিয়ানরা নতুন করে কোল্ড ওয়ার বা ঠান্ডা যুদ্ধের সুচনা করল এবং কোল্ড ওয়ারের অজুহাতে হিটলারের বিজ্ঞানী যারা মাইন্ড কন্ট্রোল টেকনিক আবিষ্কার করেছিল এবং যারা বন্দীদেরকে গিনিপিগ বানিয়ে তাঁদের উপর বিভিন্ন ধরনের ওষুধ এবং ভাইরাসের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতো তাঁদেরকে আমেরিকাতে নিয়ে গেল বিচারের সম্মুখীন করার বদলে এটাকে তাঁরা নাম দিয়েছিল অপারেশন পেপারক্লিপ। এদেরকে তারা আমেরিকাতে বড় বড় ওষুধ কোম্পানীতে উচ্চ বেতনে গবেষণায় নিযুক্ত করল এবং সারা বিশ্বব্যাপী কোল্ড ওয়ারের ধুয়া তুলে এক অবিশ্বাস্য গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলল। যথারীতি এখানেও তাঁরা দুটি পক্ষ তৈরী করে নিল তাঁদের পুরাতন থিওরী অনুযায়ী। একটি হল কমুনিষ্ট রাশিয় এবং আরেকটি হল ক্যাপিটালিষ্ট আমেরিকা।



এই নতুন মেরুকরনের ফলে তাঁরা আরো সাহসী হয়ে আমেরিকান অর্থ ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রায় সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করল বিভিন্ন উপায়ে, তাঁর ভিতর আমেরিকান চার্ট থেকে শুরু করে ফ্রিম্যাসনদের সংঘ (বিশেষ করে স্কটিশ রাইট এবং ইয়র্ক রাইট উল্লেখযোগ্য) ইউএস মিলিটারী, ইউএস গোয়েন্দা, অধিকাংশ ডিফেন্স কনট্রাকটর, ইউএস জুডিশিয়ারী, অধিকাংশ স্টেট সরকার. ইউএসজি এবং সবগুলো রাজনৈতিক দল তো অবশ্যই।

তাঁরা এবার প্রানপন চেপ্টা চালাতে থাকল যাতে ফ্রিম্যাসনদের উপরের সারীর নেতা, এবং কংগ্রেস সদস্য, হলিউড ষ্টার, ডিরেক্টর, প্রডিউসার, মিউজিক ষ্টার, বড় ব্যবসায়ীদেরকে তাঁদের শিশু বলিদান এবং শয়তানের উপাসনা এবং শিশু যৌনতায় অভ্যস্ত করতে লাগল। এর বিনিময়ে তাঁরা তাঁদেরকে বিপুল পরিমাণ অর্থ, বড় বড় পদ, বিশ্বব্যাপী খ্যাতি, সম্মান, অভাবনীয় ক্যারিয়ার এবং রাজনৈতিক নেতাদের ইলেকশনের বা মনোনয়নের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে লাগল। এবং

যারা তাঁদের ফাঁদে একবার পা দেয় তাঁদের আর ফিরে আসার কোন রাস্তা তাঁরা রাখেনা। যারা তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাঁদের অপঘাতে মৃত্যু অবধারিত লিখন। এবং তাঁরা পুরো আমেরিকাকেই ছিনতাই করে ফেলে এবং ইচ্ছার দাস বানিয়ে ফেলো। আমেরিকার হয়ে যায় ভাড়াটে গুন্ডা যাকে দিয়ে সে দেশে দেশে সরকার উত্থাত এবং যুদ্ধ পরিচালনা করে পিছন থেকে।

ইসরায়েলের স্বার্থে তাদেরকে দিয়ে মিডলইস্টে যুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছে যতদিন না সবগুলো দেশ ধ্বংস করে তারা কিং ডেভিডের সাম্রাজ্য বা দেবী আইসিসের সাম্রাজ্য পুনপ্রতিষ্ঠা না করতে পারছে। যখন কাজ শেষ হবে তখন তাঁরা আমেরিকাকেও ইতিহাসের সবথেকে নিষ্ঠুর উপায়ে ধ্বংস করবো। সে ডিজাইনও তাঁরা করে রেখেছে। ১৯৯০ সালের একটি ভিডিও টেপ ফাস হয় যেখানে আজকের ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু বলছেন, “ আমেরিকা হল আমাদের সোনালী গাভী এবং আমরা তাঁকে চুষে ছিবড়ে বানাব, তাঁরপর আমরা তাঁকে টুকরো টুকরো করে কাটব ততক্ষন যতক্ষন তার কিছু অবশিষ্ট থাকে এবং শেষে সেগুলো বেচব যা আমরা এতদিন ধরে আমেরিকাকে বানিয়েছিলাম আমাদের সেবা করার জন্য। এটাই আমরা করে থাকি সে সব দেশগুলোকে যাদের আমরা ঘৃণা করি, তাঁদের আমরা ধীরে ধীরে ধ্বংস করি।”

তাঁরা আমেরিকান জনগনকে mind control করার জন্য হিটলারের বিজ্ঞানীদের দিয়ে যে সব কাজ করেছে তার ফিরিস্তি দিতে গেলে এ লেখা আর শেষ হবেনা, সেকারনে দুই একটা জিনিস উল্লেখ করছি। তাঁরা আমেরিকার এডুকেশন সিস্টেম কে তাঁদের মত করে বানিয়েছে আর এটা তাঁরা এই উপমহাদেশেও করেছে এবং মুসলিমদের সাথেও করেছে সে বিষয়ে পরে বলব। পানিতে তাঁর ফ্লোরাইড মেশায় যাতে আমেরিকানরা আই কিউ লেভেল কম থাকে বা বোকা হয়ে থাকে। **ফ্লোরাইড**

এক ধরনের বিষ এটা হিটলারের বিজ্ঞানীরা নাজি বন্দী শিবিরগুলোতে বন্দীদের উপর প্রয়োগ করে সফলতা লাফ করেছিল। এটা যেটা করে আমাদের মস্তিস্কের পিটুইটারী গ্లాভ বা আমরা যেটাকে তৃতীয় নয়ন বলে থাকে স্পিরিচুয়াল জগতে ঢোকান পথ যেটা সেটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তারা মেডিকেল এডুকেশনে ডাক্তারদের শেখাল ফ্লোরাইড আসলে দাঁতের সুরক্ষায় ভাল কাজ করে। এবার তাঁরা টুথপেস্টে ফ্লোরাইড মেশানো শুরু করল। আমাদের দাঁতের সাথে মস্তিস্কের কানেকশন একেবারে সরাসরি। প্রতিটি দাঁতের সাথে সূক্ষ্ম সুতার মত নার্ভগুলো ব্রেইনের সাথে কানেক্টেড। এ কারণে তৃতীয় নয়ন বা পিটুইটারী গ্లాভের সাথে দাঁতের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

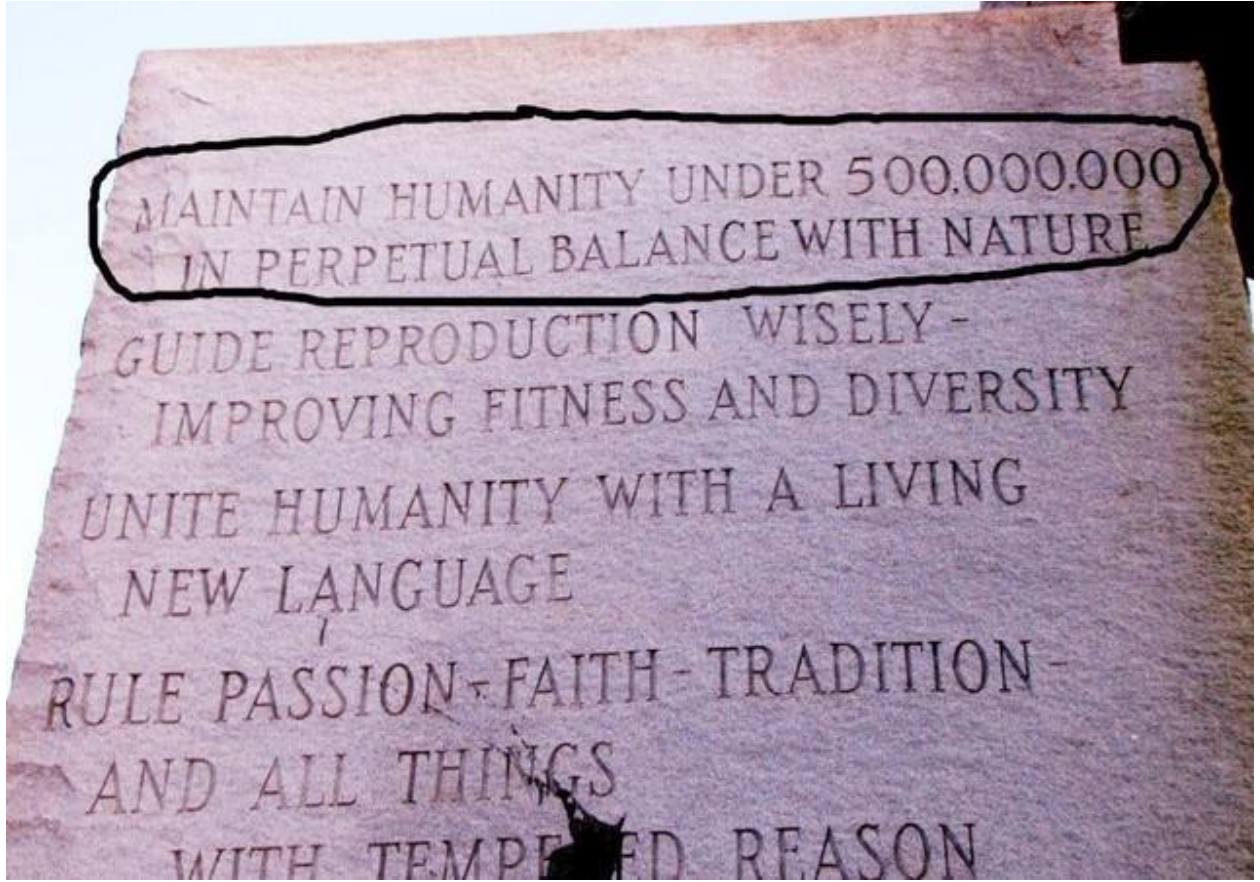
রাসুল সা: বলেছেন, “আমি দুইটা জিনিস ফরয করলাম না উম্মতের কষ্ট হবে বলে, একটি হল তাহাজ্জুদের নামায এবং আরেকটি হল মেসওয়াক।” মেসওয়াক এতই গুরুত্ব রাখো কেন রাখে সেটা তো বললাম। আপনার নিজেরা চাক্কুস প্রমান হাতে নাতেই পাবেন যদি আজ থেকে আপনারা টুথপেস্ট বাদ দিয়ে মেসওয়াক শুরু করেন। ১২০ দিনের মাথায় যে পরিবর্তন আপনারা নিজেদের ভিতর দেখতে পাবেন তার জন্য আপনারা আমাকে পরে ধন্যবাদ দিয়েন। এজন্য হাদিসে বলা হয়েছে মেসওয়াক করে সালাত পড়লে সে সালাতের মর্তবা ৭০ গুন বৃদ্ধি পায়। মর্তবা বলতে এখানে আপনার সংযোগ বা স্পিরিচুয়াল উচ্চতা বোঝানো হয়েছে। যাদের পড়া মুখস্ত হয় না স্বরন শক্তি কম তারাও জাদুকরী ফল লাভ করবেন এটাতে ১০০ %। কিন্তু শর্ত হল সুন্নত মেনে মেসওয়াক করতে হবে। যারা অবিশ্বাস করছেন তাঁরাও করে দেখতে পারেন ফলাফল হাতে নাতে পেয়ে যাবেন।

যাই হোক তারা এটাতে মানে ওষুধ গবেষণা এবং মানব শরীরে তার প্রভাবের জ্ঞানে এতদূর এগিয়ে গেছে যে সব কথা যদি বলতেও যাই তাহলে বিশ্বাস তো করবেনই না বরং আজগুবি মনে হবে এবং যাদের বিশ্বাস হবে তারা আবার ভয় পেয়ে যাবেন সে কারনে সেগুলো আর আলোচনা করলাম না। তবে দুদিন আগে ইসরাইলি বিজ্ঞানীরা জানিয়েছে যে তারা এমন একটি বিষয় জানতে পেরেছেন যেটা দিয়ে মানব ডিএনএ **hack** করা সম্ভব। এবং এটি একটি মারাত্মক প্রভাব ফেলবে মানব শরীরে। আমেরিকান বিজ্ঞানীরাও এই কথা তে সায় জানিয়েছেন। তারা এও বলেছেন এটি যদি কোন খারাপ লোকের হাতে চলে যায় তাহলে জিনোম সিকোয়েন্সকে বদলে দিতে পারে যে কারনে তাঁরা চিন্তিত। মানে সোজা বাংলায় বলতে গেলে কেউ যদি সেটা ইতিমধ্যেই জেনে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা কোন না কোন ভ্যাকসিনের মাধ্যমে আমাদের শরীরে ঢোকানোর ব্যবস্থা করবো। তারমানে আমরা হয়ে যাব বেগুন, আলু, পটল, পেপের মত জিএমও প্রোডাক্ট।

আর এর প্রভাব শুধু আমাদের নয় আমাদের আগামী সন্তানরাও বহন করবে এবং তাঁদের সন্তানরাও এবং এর কোন প্রতিষেধক আপনি পাবেননা। যেমন **AIDS** বা **EBOLA** ভাইরাসের ওষুধ নেই এটা তাঁর থেকেও মারাত্মক হুমকি। অনেকে বলছে করোনা ছাড়ার পিছনে আসলে এই **vaccine** কে পুশ করানোই আসল উদ্দেশ্য ছিল। আমি এটা আপনাদেরকে বিশ্বাসও করতে বলছি না আবার অবিশ্বাসও করতে বলছি না। বিল গেটস আইটি স্পেশালিষ্ট হয়েও যখন গত ১০ বছর ধরে **WHO** এর সবথেকে বড় ডোনার এবং সে **vaccine vaccine** করে চেচিয়ে বেড়াচ্ছে দুনিয়াভর তখন সন্দেহ এমনিতেই দৃঢ় হয়। যখন সে নিজেই ইলুমিনাটির একজন মেম্বার। যাই হোক আপনারা আপনাদের মত এ বিষয়ে **research** করে নিয়েন সেটাই ভাল। গত শতাব্দী ছিল **physics** এবং আর এই শতাব্দী হল **bio technology** এবং **genetic engineering** এর। এখন আপনাদের ভিতর

প্রশ্ন জাগতে পারে এভাবে মানুষকে ধ্বংস করে কি লাভ বা কেনই বা করবো সেই প্রশ্নের উত্তরটাই লিখছি আমি সিরিজ আকারে বিশদ ভাবে কেন ?

আপনারা এক ফাঁকে Georgia Guidestone গুগলে search করে দেখে নিতে পারেন। কে বা কারা আমেরিকার Georgia তে ১৮০ টন ওজনের পাথর স্থাপন করে সেখানে ৪ টি ভাষায় (ব্যবলনিয়ান, গ্রীক, সংস্কৃত, মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিকস) ১০ টি নির্দেশিকা পাথরে খোদাই করে লিখে রেখেছে। তার ভিতর একটি হল পৃথিবীকে সুস্থ রাখার জন্য অবশ্যই পৃথিবীর জনসংখ্যা ৫০ কোটির ভিতর রাখা লাগবে।



তারমানে এখন পৃথিবীতে মানুষ আছে ৮০০ কোটি , তাহলে ৭৫০ কোটি মানুষকে যে উপায়েই হোক উধাও করতে হবে। যে ভাষাগুলোতে লেখা হয়েছে বোঝাই যায়

সেগুলো এই খাজারিয়ানরা ছাড়া কারো কাজ না। এবং এটা NWO বা New World Order এর একটি এজেন্ডা। যেটাকে বলা হচ্ছে ডিপপুলেশন এজেন্ডা। এবং এই এজেন্ডা বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সংস্থাগুলোকে তাঁরা বহুদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে। এখন আপনারা এটাকে conspiracy theory বলে উড়িয়ে উল্টো করে ঘুমিয়ে পড়েন সেটা আপনাদের বিষয়। তবে জেনে রাখেন যখন জন এফ কেনেডিকে খুন করা হয় তখন যারা এ বিষয়ে সরকারের ভিতর ঘাপটি মেরে থাকা খাজারিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিল এবং সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাদের এর সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা বলেছিল, সিআইএ তাঁদেরকে conspiracy theorist বলে সাধারণ মানুষদের মনোযোগ ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিত। এই term টা সিআইএ এর আবিষ্কার।

যাই হোক আগের কথায় ফিরে আসি, খাজারিয়ানরা ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই মেডিকেল এসোসিয়েশনগুলো এবং ওষুধ কোম্পানীগুলো কন্ট্রোল করা শুরু করে তাঁদের সুবিশাল এজেন্ডা বাস্তবায়নো এবং তারা আমেরিকান মিডিয়াগুলো কিনে ফেলে ৬ টি বড় কোম্পানীর নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নেয়। মূলত সারা বিশ্বের সব জনপ্রিয় মিডিয়া হাউজগুলোকে কোন না কোনভাবে এই ৬ টি মিডিয়া কোম্পানী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রন করে থাকে। মিডিয়া হল Mind control এর মূল হাতিয়ার বলা চলো শুধু মাত্র মিডিয়াকে ব্যবহার করেই তারা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে ১১ মিলিয়ন নিরাপরাধ মুসলিম হত্যা, ১০ লাখ মুসলিমকে মিডলইস্ট থেকে বাস্তুচ্যুত করেও তারা নিজেদের ভীকটিম বলে জাহির করে বেড়ায় এবং পৃথিবীর মগজধোলাইয়ের শিকার মানুষ তাই বিশ্বাস করে।

আপনারা জানেন কেন ইরাকে হামলা করা হল WMD বা ওয়েপন অফ মাস ডিষ্ট্রাকশনের ভুয়া অজুহাত তুলে? কেনই বা গাদ্দাফিকে হত্যা করা হল? আপনারা চিন্তা করতে থাকেন।

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনাটি করলাম সেটি ছিল খুব খুব খুবই সংক্ষিপ্ত অপরাধের তালিকা। আমি যে অশুভ শক্তিটির কথা বলেছিলাম, এই খাজারিয়ানরা হল সেই অশুভ শক্তির প্রধান বাহন। পৃথিবীর এমন কোন বড় সংস্থা বা সরকার বা দেশ নেই যাদের ভিতর তাঁরা নিজেদের লোক ঢুকিয়ে রাখেনি। আপনারা কিছুটা হলেও বুঝেছেন এদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি সম্পর্কে। মূলত এই বস্তুজগতের এবং এই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রন এখন পুরোপুরি তাদের হাতে। এবং তারা চূড়ান্ত বিজয়ের দ্বারে এক পা অলরেডী দিয়ে ফেলেছে শুধু আরেকটি পা দিলেই সেটি পুরোপুরি হয়ে যাবে। এবং তারা একটি মাত্র মহাঅস্ত্র দিয়ে দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এই স্থানে পৌঁছতে পেরেছে। সেই মহাঅস্ত্র কি আপনার এতক্ষণে বুঝে গেছেন সেটা হল কারেন্সী। আমি আগেই বলেছিলাম এদের দুটি Target একটি হল সবার উপর প্রভুত্ব করা এবং আরেকটি হল এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে সব বাধা আছে তাঁকে এমনভাবে ধ্বংস করা যাতে তা কখনোই আর হুমকি হয়ে না দাঁড়াতে না পারে।



খাজারিয়ান মাফিয়াদের সকল সিক্রেট এক্টিভিটিস সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে অবশ্যই আমি অফ দাজ্জালে ৪ খন্ড পড়ুন। এতে আপনার কাছে সবকিছু পানির মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

(আর্মি অফ দাজ্জাল) ১ম - ৪র্থ খন্ডের লিংক একসাথে:

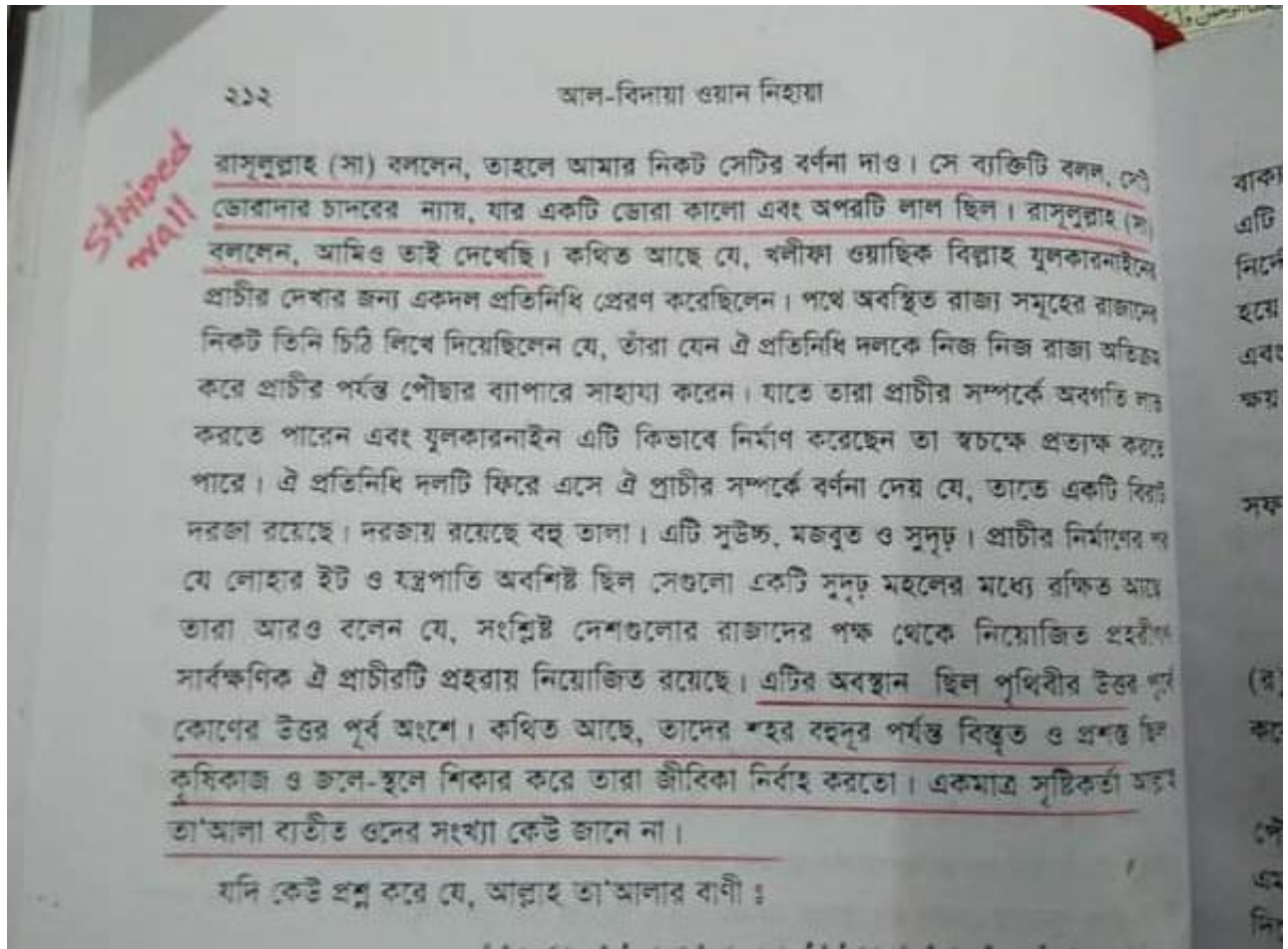
https://elmpukur.blogspot.com/2021/05/blog-post_19.html



খাজারিয়ার নকল ইহুদিরাই ইয়াজুজ:

ফ্রিম্যাসনদের লোগো, ইহুদি রাবাইদের চাদর, আর ইয়াজুজ মাজুজের দেয়াল এক রকম। অর্থাৎ ডোরাকাটা। সাদা কালো / লাল কালো / হলুদ কালো।

লেখা গুলো (আল বিদায় ওয়ান নেহায়ার সস) ভালো করে পড়ুন এবং ছবির সাথে মিলিয়ে নিন।

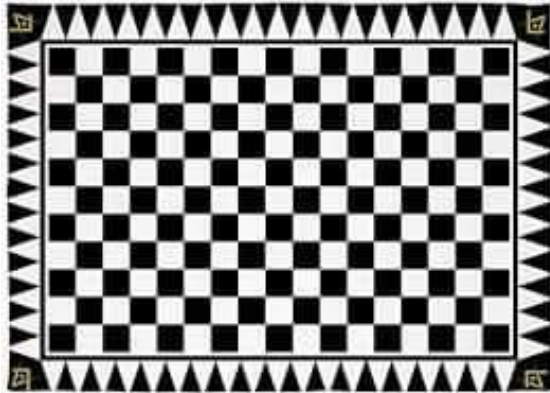


গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?



(“এখানে আয়াতে দুই প্রাচীর سدين বলা হইয়াছে। ইমাম বোখারী ইহার তফসীর করিয়াছেন بين الجبلين “দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে”। তরজমাভুল বাবের মধ্যে রেওয়ায়েতটির একটি টুকরা নকল করিয়াছেন, রেওয়ায়েতটিতে বর্ণিত আছে—“এক ব্যক্তি ছয় পাক নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি প্রাচীরটিকে দেখিই নাই। শুধু দেখিলাম, ‘ইয়ামানী চাদরের ন্যায়।’ ছয় ফরমাইলেন, “তুমি উহাকে অবশ্যই দেখিয়াছ।” এই রেওয়ায়েতটি ইহা বুঝাইতেছে যে, সেই লোকটি লৌহ ও তাম্রের মিশ্রণে নির্মিত প্রাচীরটিকে দেখিতে পাইয়াছে। কেননা, সে বলিয়াছে, আমি দাঁতের উপর যে হরিদ্রাভ আবরণ পতিত হয় আমি সেই বর্ণ দেখিয়াছি। বস্ত্রত কৃষ্ণ ও হরিদ্রা বর্ণের কিম্বা কৃষ্ণ ও লাল বর্ণের মিশ্রণে যেই বর্ণের সৃষ্টি হয়, ইয়ামানী চাদরও তদ্রূপ বর্ণের এবং ভোরাদার হইয়া থাকে। এই রেওয়ায়েতটি ‘মাওজুল’ হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। ফতহুলবারীতে দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে।)

সিহীমত এই যে ঐ দেওয়াল চুনা বা ইট মাটি দ্বারা নির্মিত নয়; বরং



গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?



সিনাগগ বিশ্লেষণ (গগদের একত্রিত হওয়ার স্থান):

সিনাগগ শব্দের অর্থ গগদের (ইয়াজুজ) একত্রিত হওয়ার স্থান। বা গগদের উপাসনালয়। বিভিন্ন ভাবে, (পোশাক, পতাকা, সংস্কৃতি, ইত্যাদি) তারা নিজেরাই নিজেদের পরিচয়কে স্পষ্ট করে দিয়েছে, তবুও যদি আমরা না চিনি। তাহলে আমরা বড়ই বোকা। নিচের সস এবং অন্যান্য ছবিগুলো দেখুন।

Synagogue is used 2 times in Revelation and I particular want to focus on the 3 verses below:

Revelation 2:9

.....who say they are Jews and are not, but are a **synagogue/sunagwgh**<4864> of the Satan.....

Revelation 3:9

I will make those who are of the **synagogue/sunagwgh**<4864> of Satan, who claim to be Jews though they are not,.....

Reve 20:8

and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog/**gwg** and Magog/**magwg**., to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea.

3095. *mageia mag-i'-ah* from 3096; "magic":--sorcery.

3096. *mageuo mag-yoo'-o* from 3097; to practice magic:--use sorcery.

3097. *magos mag'-os* of foreign origin (7248); a Magian, i.e. Oriental scientist; by implication, a magician:--sorcerer, wise man.

3098. magog *mag-ogue'* of Hebrew origin (4031)

"gog" is used in the word "syn-**agogue**", which is an assembly of Jewish worshipers [the prefix "*sun*" denotes "union, with, together."]

4864. sunagoge *soon-ag-o-gay'* from (the reduplicated form of) 4863; an assemblage of persons; specially, a Jewish "synagogue" (the meeting or the place); by analogy, a Christian church:--assembly, congregation, synagogue.

4862. sun *soon* a primary preposition denoting union; with or together (but much closer than 3326 or 3844)

71. ago *ag'-o* a primary verb; properly, to lead; by implication, to bring, drive..

72. agoge *ag-o-gay'* reduplicated from 71; a bringing up, i.e. mode of living:--manner of life.



গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দী নাকি মুক্ত?



Counterfeit Jews

But the majority of the remaining Japhetites are CHRISTIAN!

**Japhetites
GOG & MaGOG**



Moscow

Genesis 10:2-3

**Ashke(NAZI)
Converts to Judaism**

+

Idumeans/Edomites

Obadiah

Synagogue of

Revelation 2:9, 3:9



jforjustice.net/banksters

JAHTruth.net/illumin

Gog and Magog in Royal arcade, Melbourne.



Sculptures of Gog and Magog in Royal arcade, Melbourne, Australia

Decoding Ezekiel 38

The Name - Gog
(We have been given a clue!)

Synagogue
Syna (Synod) = Assembly

Gogue = Gogli = a people from Mongolia/Russia.

Therefore synagogue means an assembly of Gog's People.

45

এদের সবার চেহায়ায় এতো মিল কেন??

উপরে আমরা গগ মেগগদের পতাকা, পোশাক, উপাসনালয় দেখলাম।

এখন দেখবো তাদের সম্ভাব্য চেহারা।

চলুন একটা হাদিস দেখি।

খালেদ বিন আব্দুল্লাহ্ আপন খালা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একদা নবী করীম (সা:) বিচ্ছু দংশনের ফলে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাধাবস্থায় ছিলেন। বললেন- তোমরা তো মনে কর যে, তোমাদের কোন শত্রু নেই! (অবশ্যই নয়; বরং শত্রু আছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে) তোমরা যত্ন করতে থাকবো। অবশেষে ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব হবে। প্রশস্ত চেহারা, ক্ষুদ্র চোখ, কৃষ্ণ চুলে আবছা রক্তিম। প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে তারা দ্রুত ছুটে আসবে। মনে হবে, তাদের চেহারা সুপারিসর বর্ম...[মুসনাদে আহমদ, তাবারানী]

অর্থাৎ মাংসলতা ও স্থূলতার ফলে তাদের চেহারা বর্ম সদৃশ দেখাবে।

এবার হাদিসের সাথে ঢালের মতো প্রশস্ত চেহারা গুলো মিলিয়ে নিন, এবং চিনে নিন।

GATES, ROCKEFELLER, SOROS



গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?



গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?



Because they are Khazarian Mafia....

ইয়াজুজ মাজুজ দুটি সম্প্রদায়। কোনো হিংস্র প্রাণী নয়। আমাদের মতো মানুষ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় তাদের দেয়ালে ফুটো সৃষ্টি হয়েছে। ১৫০০ বছরে ঐ দেয়ালের কি অবস্থা? তা তো বুঝতেই পারছেন। বলা হয়েছে: ইয়াজুজ তাবারিয়া সাগরের (sea of Galilee) পানি শেষ করে ফেলবে। আপনারা জানেন সেখানের পানির বর্তমান অবস্থা কি? নিজেরা যেমন পানির অপচয় করছে (তাবাড়িয়ার পানি ব্যবহারের পর বাকিটুকু মরুভূমিতে ফেলে দেয়)। তেমনি পুরো বিশ্ববাসীকেও পানির অপচয় শিখিয়েছে। (বাথরুমে ঝর্ণা, ফ্ল্যাশ ইত্যাদির মাধ্যমে) অনেক স্কলার বলছেনঃ বর্তমান ফ্রিমেসন, ইলুমিনাতি, অকাল্ট, স্কাল & বোনস এই ধরনের সংস্থার লোকজনই ইয়াজুজ। এরা অনেক আগে থেকেই কাব্বালহর (ভয়ংকর কালো জাদু) চর্চা করে আসছে, বর্তমানে যার নাম দিয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে তারা পুরো পৃথিবীকে শাসন করতে চাচ্ছে। তারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এমন কোনো ফেতনা নাই যে তারা বাকি রেখেছে। আল্লাহর সৃষ্টি কে তারা বিকৃতি করেছে। হিংস্রতা বর্বরতা ছড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ব বাসী তা অনুসরণ করে আহলে ইয়াজুজ এ পরিনত হয়েছে। খুব ভালো করে চিন্তা করতে হবে। সব বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

গত এক সপ্তাহের আলোচনায় আপনারা মোটা মুঠি বুঝতে পেরেছেন, কারা ইয়াজুজ হতে পারে এবং মানুষকে কিভাবে আহলে ইয়াজুজ (ইয়াজুজ এর অনুসারী) বানিয়ে ফেলা হচ্ছে।

ইয়াজুজ মাজুজ নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন: (এতো ফেতনা কারা ছড়িয়েছে?)

ইয়াজুজ মাজুজ নিয়ে আমি অনেক লিখেছি। এখানেও আছে অনেক ভাই দ্বিমত পোষণ করেছেন। ঐ সকল ভাই দেরকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। এখন আমি আপনাদের কাছে, কয়েকটি বিষয় জানতে চাই।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে অশান্তি আর বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তা কি গত ৫০/ ১০০ বছর আগে ছিল? এত ধর্ষণ,, এত হত্যা, এত অনিরাপত্তা? আজ বাবা মেয়েকে ধর্ষণ করছে। মায়ের পেটে নিজের ছেলের বাচ্চা। মানুষ পশুর সাথে যৌনসঙ্গম করছে। সমকামীতা, আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা। প্রকাশ্যে শয়তানের পূজা করা। প্রত্যেকটি খাদ্য দ্রব্যকে নষ্ট করা। মানুষকে সুদ গ্রহনে বাধ্য করা। কৃত্রিম উপায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করা। ভ্যাকসিন এর মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি করা। কার্টুন এর মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে উগ্র বানিয়ে ফেলা। মুভি, নাটক আর গানের মাধ্যমে যুব সমাজকে যৌনতা আর মাদকাসক্ত করে ফেলা। গর্ভপাত কে সহজ করে দেয়া। প্রত্যেকটি মানুষের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেয়া। প্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবমাননা করা। মায়ানমারে মুসলিম দের গোশত খাওয়া। কুফরী জীবন ব্যবস্থা কে মেনে নিতে বাধ্য করা। নাস্তিকতা এবং ধর্মদ্রোহীতা বৃদ্ধি পাওয়া। চিপস, চকলেট, আইসক্রিম, ড্রিঙ্কস, ফাস্টফুড আর জি এম ফুড খাইয়ে মুসলমান দের তাকওয়া কে নষ্ট করে দিয়ে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। পাপাচার দিয়ে পৃথিবীকে ভরিয়ে ফেলে আল্লাহর রহমত কে পৃথিবীতে আসতে না দেয়া।

এক বছরের শিশুকে ধর্ষণ করা হচ্ছে। হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীকে ধর্ষণ করা হচ্ছে। চিকিৎসক আর নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থা তো আপনারা জানেনই। এক টাকার জন্য খুন হচ্ছে। শিশুর পায়ুপথে গ্যাস ঢুকিয়ে হত্যা করে আনন্দ পাচ্ছে। টয়লেটে,

ডাস্টবিনে প্রচুর নবজাতক শিশু পাওয়া যাচ্ছে। সামান্য কারণে মানুষ মানুষকে হত্যা করে ফেলছে। প্রত্যেকটি ঘরে নর্তকী ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষের মাথায় বাদ্যযন্ত্র উঠিয়ে দিয়েছে। সন্তান বাবা মা কে হত্যা করছে, বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ছাগল কে ৪/৫ জন যুবক মিলে ধর্ষণ করে মেরে ফেলছে। শিশু তুহিনকে নিশ্রংশ ভাবে হত্যা করা, মানুষকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে এবং পিটিয়ে হত্যা করা, নাস্তিকতা বৃদ্ধি পাওয়া, চাইল্ড এবিউজ, সারোগেট মাদার, মানুষকে বিয়ে না করতে উৎসাহিত করা, সেক্স ডোল (পুতুল) এর সাথে মিলতে উৎসাহিত করা, নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করা,+++++

+++++

+++++



আর কত বলব ভাই???

হয়রান হয়ে গেছি। এবার আপনারা একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন। শত চেষ্টা করেও কি আপনি আমি এসব ফেতনা ফ্যাসাদ থেকে বাঁচতে পারছি??????

আজ আমরা কেউ নিরাপদ না।

জলে স্থলে আসমানে সব জায়গাতেই তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

এখন আপনি এই অবস্থা কে কিভাবে আখ্যায়িত করবেন, ??

মানব জাতিকে এগুলো কে শিখিয়েছে??

মানুষের এই ভয়ংকর পরিবর্তন কে আপনি কি বলবেন??

উত্তর এর অপেক্ষায়!!!!!!!!!!!!

ইয়াজুজ মাজুজ কে চিনতে চান? ওরা আপনার পাশেই আছে।

সামনে যেহেতু আমি ইয়াজুজ মাজুজ নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ. তাই এখনকার ছোট ছোট পোস্ট গুলো ভালো করে খেয়াল রাখুন. এগুলো ওই আলোচনাকে বুজতে সাহায্য করবে. নয়তো তখন বুজতে পারবেন না. কয়েকটা বিষয়ের উপর আগাম কিছু আলোচনা থাকবে. অনেকে হয়তো জানেন.. আর যারা জানেন না তারা ওই বিষয় গুলো আরো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবেন. এতে আপনার জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে.

প্রথম আলোচনা থাকবে ব্ল্যাক ওয়াটার কে নিয়ে.

ব্ল্যাক ওয়াটার:





অত্যন্ত ভয়ংকর, নিষ্ঠুর, বর্বর ও দুর্ধর্ষ এক আমেরিকান প্রাইভেট আর্মি. আপনারা ভালো করে জানেন আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণে জারজ বাচ্চা জন্মায়. এই জারজ বাচ্চাদেরকে ছোটবেলায় সরিয়ে নেয়া হয়. এদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে হিংস্র আর্মি হিসেবে তৈরী করা হয়. সমস্ত মানবতা এদের মধ্যে থেকে চিরতরে সরিয়ে ফেলা হয়. এর পর এদেরকে সারা বিশ্বে পাঠিয়ে দেয়া হয়, মুসলমানদের উপর চরম অত্যাচার করার জন্য. এই অত্যাচারের কথা শুনলে আপনি সহ্য করতে পারবেন না. আপনার মনে পড়বে ইয়াজুজ মাজুজের কথা.....

বিস্তারিত জানতে ব্ল্যাক ওয়াটার কিতাবটি পড়তে পারেন।

সাবলিমিনাল ম্যাসেজ এবং সাবকনশাস মাইন্ড:

এগুলো নিয়ে আমি আগেও আলোচনা করছি.

আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে এই মুহূর্তে বলি, আপনি ৫ সেকেন্ডের মধ্যে আমাকে কিছু একটা ঐঁকে দেখবেন. আপনি কি আঁকবেন??

আপনি যা আঁকবেন, ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন, সেটা ফ্রিমেসন বা ইলুমিনাতি বা অন্য কোনো সিক্রেট সোসাইটি এর কোনো না কোনো লোগোর সাথে মিলে গেছে. এটাই হলো সাবলিমিনাল ম্যাসেজ (গুপ্ত বার্তা). যা আপনার অজান্তেই আপনার সাবকনশাস (অবচেতন মনে) মাইন্ডে ঢুকে পরে. অর্থাৎ তারা শয়তানি সাইন সিম্বল গুলো কাটুন, মুভি, গান ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং তা শয়তানের বা দাজ্জালের আনুগত্য মেনে নেয়ার উপযুক্ত একটি প্রজন্ম তৈরী করছে.

ডার্ক ওয়েব এবং ডিপ ওয়েব এর বীভৎসতা: (like gog magog)

আমরা ইন্টারনেট এর যে অংশ ব্যবহার করি, তা হলো, সারফেস. ১০০ ভাগের ১০ ভাগ. আর ৯০ ভাগ ই হলো, ডার্ক ওয়েব. এখানে পৃথিবীর সব নরপিচাশ ও হিংস্র বর্বরদের বিচরণ. ভয়ংকর সব অপরাধ এখানে করা হয়. মানুষের উপর করা ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর সব নির্যাতন ও এক্সপেরিমেন্ট গুলোর ভিডিও এখানে উচ্চমূল্যে বিক্রি করা হয়. চাইল্ড এবিউজ, অর্থাৎ মেয়ে শিশুদের কে অপহরণ করে নিয়ে তাদের উপর ভয়ংকর যৌন নির্যাতন চালানো হয় এবং তা ভিডিও করে এখানে ছাড়া হয়. মানুষ আকৃতির কিছু জন্তু এগুলো টাকা দিয়ে দেখে আর মজা নেয় . এখানে সদস্যরা

মানুষের গোশত খায়, & সেগুলো নিয়ে একজন আরেকজনের সাথে আলোচনা করে.



সবচেয়ে ভয়ংকর ও নিশ্চংশ বিষয় হলো, এখানে একজন মানুষকে বন্দি করে রাখা হয়. আর সদস্যদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভিডিও কলের মাধ্যমে টাকার বিনিময়ে তাঁকে নির্যাতন করা হয়. যে যেমন নির্যাতন করাতে চাইবে, ঠিক সেভাবেই নির্যাতন করা হবে.



যেমন: কেউ বললো " তার হাত কেটে ফেলো, সেটাই করা হবে. আর ওই ভিকটিমের চিৎকার শুনে সে আনন্দ পাবে."

এছাড়াও আরো অনেক অনেক ভয়ানক কাহিনী সেখানে হয়.

এদেরকে আপনি কী বলবেন?

আমি যদি এদেরকে ইয়াজুজ মাজুজ বলি, আমার মনে হয় সেটাও কম বলা হবে।

ফেমা (FEMA):

বিস্তারিত জানার জন্য উইকিপিডিয়ার লিংক দেয়া আছে.

https://en.wikipedia.org/.../Federal_Emergency_Management...

কিন্তু সেখানে আপনি প্রকৃত সত্য জানতে পারবেন না. এখানে তারা বলেছে, তাদের এই সংস্থা, শুধু মাত্র আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য তৈরী করেছে. আসল ঘটনা হলো, তারা প্রকৃতপক্ষে আমেরিয়াকার জনগণের বাকস্বাধীনতাও কেড়ে নিচ্ছে. কাউকে যদি তারা হুমকি মনে করে, তাকে ধরে নিয়ে ভয়ংকর এক কারাগারে নিক্ষেপ করে. এটা আপনি বুজতে পারবেন, যখন গুয়ান্তানামো বে কারাগারের নির্যাতনের দিকে তাকাবেন.



FEMA

ওদের বর্বরতা আরো ভালো করে বুজতে হলে, আপনাকে তাকাতে হবে আবু গরিব কারাগারের দিকে. ওখানে আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়, তা শুনলে আপনার অবশ্যই জাহান্নামের শাস্তির কথা মনে পড়বে. পাশাপাশি ইয়াজুজ এর কথাও মনে পরে যাবে.

আর এগুলো সবই নিয়ন্ত্রণ করে এই ((ফেমা)).

ভ্যাকসিন, চিপস, চকোলেট, আইসক্রিম, ড্রিঙ্কস ইত্যাদি:

ভ্যাকসিন (টিকা) কে আমরা জানি রোগ প্রতিরোধ কারী হিসেবে. কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এটা আরো নতুন নতুন রোগের জন্ম দেয়. যেই রোগ মানুষের শরীরে নাই, সেই রোগের জীবাণু মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়. আমি শুধু আপনাদেরকে টাচ দিয়ে যাচ্ছি. এটা নিয়ে আপনারা খোজ খুঁজি করুন, আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন. কিছুদিন আগে এক আলেমের একটি লেকচারে শুনলাম, বর্তমানে মানুষের উগ্রতার পিছনে এই টিকাই দায়ী. টিকা মানুষকে উগ্র, হিংস্র, বর্বর বানিয়ে ফেলছে. অল্পতেই একজন আরেকজন কে হত্যা করে ফেলছে.

ঠিক একই ভাবে চিপস, চকোলেট, আইসক্রিম, ড্রিঙ্কস ইত্যাদি এর মধ্যেও ওই একই উপাদান দেয়া আছে. যা শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষকেও উগ্র বানিয়ে তুলছে. বর্তমান সমাজে মানুষের সমস্ত অপরাধ প্রবণতার জন্য এগুলোই দায়ী. এসবের কারণে মানুষের এখন আর এবাদতে মন বসে না. শয়তানের অনুসরণ করতেই ভালো লাগে. নাউযুবিল্লাহ.

আপনারা এখন একটু চোখ বন্ধ করে কয়েকটা মানুষের কথা ভাবুন: আবরার, তাব্রিজ, রিফাত, শিশু তুহিন, হলিক্রসের সামনের ওই মা. এদেরকে কি ভয়ংকর ভাবে হত্যা করা হলো!!!

গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজা মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?



বিশেষ করে তুহিন!!!!!! ভাবতেই গা শিউরে ওঠে....
এই হত্যাকারীদেরকে ইয়াজুজ বললেও তো কম হয়ে যায়...



দেখুন কত ভয়ংকরভাবে, তার বাবা তাকে হত্যা করেছে।

এম কে আলট্রা & ব্ল্যাক মিরর: (ব্রেন ওয়াশিং প্রজেক্ট)

(MK ultra & Black mirror)

এই দুটো হচ্ছে (CIA) সি আই এ এর মাইন্ড কন্ট্রোল (mind control)

প্রজেক্ট. এই প্রজেক্ট দুটোর কাজ হচ্ছে, মানুষের ব্রেন ওয়াশ করা. এরকম আরো অনেক প্রজেক্ট ওদের আছে. এরা বিভিন্ন কার্টুন, মুভি, গান, উপন্যাস, খবর, খেলা ইত্যাদির মাধ্যমে সাবলিমিনাল (গুপ্ত / শয়তানের / দাজ্জালের) বার্তা, আপনার সাবকনশাস (অবচেতন) মনে পৌঁছে দিবে. আর ধীরে ধীরে আপনি আপনার নিজের অজান্তেই দাজ্জালের / শয়তানের অনুগত হয়ে যাবেন. (নাউযুবিল্লাহ). অধিকাংশ মানুষেরই এখন এই অবস্থা. তারা যে কি চাচ্ছে তারা নিজেরাও জানে না. গুপ্ত সংস্থার লোকেরা যা করাচ্ছে সবাই তাই করছে. যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকেই যাচ্ছে. কোনো নিয়ম কানুন নাই. ওদের ডায়লগ হলো: do what, what you want (তাই করো, যা তোমার মন চায়? / যা ইচ্ছা, তাই করো).

এরা পৃথিবীকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?? কিছু অনুমান করতে পারছেন না?? এরা যে মানুষকে ইয়াজুজ বানাতে চাচ্ছে, তা কি বুঝতে পারছেন না??

আপনি চারদিকে ভালো করে তাকান, মানুষের অবস্থাকে খুব সূক্ষ্ম ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন, অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখুন. সব বুঝতে পারবেন. ইনশাআল্লাহ.

সি ডি সি এবং বায়ো ওয়েপন:

CDC(CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION)/ BIO WEAPON.

সি ডি সি কে আপাত দৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও, আসলে ওরা উপকারের (চিকিৎসা সেবা) নামে মানুষের শরীরে বিভিন্ন রকম রোগ জীবাণু ঢুকিয়ে দেয়. এটার হেড কোয়ার্টার আমেরিকায়. এদের কাজই হলো রোগ জীবাণু নিয়ে কাজ করা. নতুন নতুন জীবাণু তৈরী করা.



তার পর বায়ো ওয়েপন প্রজেক্টের দ্বারা তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হয়. আপনারা ভালো করেই জানেন, ইবোলা, এইডস, ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ ল্যাবরটরিতে তৈরী করা হয়েছে.

ওরা চাচ্ছে এগুলো দিয়ে মানুষকে জোন্সি (ইয়াজুজ) বানিয়ে ফেলতে.

বিভিন্ন মুভিতেও তারা এই বার্তাই দিচ্ছে

Social Media: Preparedness 101: Zombie Apocalypse

The following was originally posted on [CDC Public Health Matters Blog](#) May 16th, 2011 by Ali S. Khan.



There are all kinds of emergencies out there that we can prepare for. Take a zombie apocalypse for example. That's right, I said z-o-m-b-i-e a-p-o-c-a-l-y-p-s-e. You may laugh now, but when it happens you'll be happy you read this, and hey, maybe you'll even learn a thing or two about how to prepare for a *real* emergency.

A Brief History of Zombies

We've all seen at least one movie about flesh-eating zombies taking over (my personal favorite is [Resident Evil](#)[External Web Site Icon.](#)), but where do zombies come from and why do they love eating brains so much? The word zombie comes from Haitian and New Orleans voodoo origins. Although its meaning has changed slightly over the years, it refers to a human corpse mysteriously reanimated to serve the undead. Through ancient voodoo and folk-lore traditions, shows like the Walking Dead were born.

চারদিকে জারজ সন্তান!!! (জিনের বাচ্চা):

কীহ?? টাইটেল দেখে অবাক হয়ে গেলেন???

এটাই সত্য। ইসলামের হুকুম আহকাম ও মাছায়েল সঠিক ভাবে জানা না থাকায় অসংখ্য মানুষ অনেক ভুল করছেন। অনেকে বড় বড় গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। অনেকে ঈমান হারাচ্ছে। বিবাহিত অনেকের ভুল কথার কারণে, নিজেদের অজান্তেই তালাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা তা টেরও পায়নি। ফলে তারা (স্বামী স্ত্রী) জেনায় লিপ্ত হচ্ছে। আর জারজ সন্তান জন্ম দিচ্ছে।

এটা জটিল মাছালার ব্যাপার। কেউ অস্থির হয়ে পরবেন না। আলেমদের কাছে থেকে ভাল করে মাছালা জেনে নিন।



মাসআলাঃ

((("যে সব কারণে নিজের অজান্তেই স্ত্রী তালাক হয়ে যায়"))

কেউ তার স্ত্রীকে ঠাট্টা করে তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যাবো-তিরমিজী শরীফ হাদীস নং-১১৮৪।

মাসআলাঃ কেউ তালাকের মিথ্যা স্বীকারোক্তি করলে তা পতিত হয়ে যায়। অর্থাৎ পূর্বে তালাক না দিয়েও কেউ যদি তালাক দিয়েছে বলে থাকে তা পতিত হয়ে যাবো -রদ্দুল মুহতার ৩/২৩৮।

মাসআলাঃ রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দিলে তালাক পতিত হয়ে যায়।
 অনুরূপভাবে মদ্যপ অবস্থায় মাতাল হয়ে তালাক দিলে তা পতিত হয়। -
 ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৫৩, আল মুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৮, আদুররুল
 মুখতার /২৩৫,২৪১,২৪৪।

মাসআলাঃ কেউ তার স্ত্রীকে বলল “আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি” এর
 দ্বারা তালাক হয়ে যাবে। চাই তার তালাকের নিয়ত থাক বা না থাকা -রদুুল
 মুহতার ৩/২৯৯, আলমগিরী ১/৩৭৯।

.....

চাইলে বিস্তারিত দেখতে পারেন।

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/16719205.../POSTS/2363585937207455/\)\)](HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/16719205.../POSTS/2363585937207455/)))

সব মুরুবিবরা বলেন: আগেকার বাচ্চাকাচ্চা এত দুষ্ট আর উগ্র ছিল না। অথচ
 এখনকার বাচ্চাকাচ্চা অনেক দুষ্ট এবং উগ্র।

এটাই হচ্ছে কারনা (জারজ)

আর সাথে চিল্প, চকলেট, আইসক্রিম, ড্রিংক, টিকা তো আছেই।

এছাড়া স্বামী স্ত্রীর বিশেষ মুহূর্তে পর্দা না করায় এবং নির্দিষ্ট দুয়া না পড়ার কারনে
 তাদের সাথে জিন এবং শায়তান শরীক হয়।





ফলে তাদের শিশুর মধ্যে শয়তানের অংশ থাকে। এটাও বাচ্চাদের উগ্রতার একটা কারন। আবার শারিরিক প্রতিবন্ধী হওয়ার পিছনেও এটা একটা অন্ততম কারন।



এক্ষেত্রে আমরা এসব বাচ্চাকে জিনের বাচ্চা বললে অতুষ্টি হবে না।

সুতরাং ইসলামের সব হুকুম আহকাম এবং দুয়া কালাম ভাল করে শিখে নিন।

জারজ ও জিনের বাচ্চা হওয়া থেকে সমাজকে বাচান।

স্ত্রী-সহবাসের আগে এই দোআ পাঠ করতে হয়-

আরবি দোআ «رَزَقْنَاهُ مَا الشَّيْطَانُ وَجَبَّ الشَّيْطَانُ، جَبَّيْنَا اللَّهُمَّ اللَّهُ، بِسْمِ».

বাংলা উচ্চারণ বিসমিল্লাহি আল্লা-হুম্মা জানিবনাশ্-শাইত্বানা ওয়া জানিবিশ্-শাইত্বানা
মা রযাকতানা।

বাংলা অর্থ আল্লাহ্‌র নামে হে আল্লাহ! আপনি আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে
রাখুন এবং আমাদেরকে আপনি যে সন্তান দান করবেন তার থেকেও শয়তানকে
দূরে রাখুন।

[বুখারী ৬/১৪১, নং ১৪১; মুসলিম ২/১০২৮, নং ১৪৩৪।]

স্বামী-স্ত্রীর যে বিষয়গুলো মনে রাখা জরুরি

শয়তান যৌনতাকে ভালোবাসে। লজ্জাস্থান দেখতেও ভালোবাসে। কেননা শয়তান এ
যৌনতায় নিজেকে জড়িয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় সেখানে
উপস্থিত হয়।

যখনই কোনো মানুষ মিলনের সময় প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
শেখানো এ দোয়া পড়ে, তখন সেখানে শয়তান থাকতে পারে না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর
মিলন হয় নিরাপদ ও শয়তানের প্রভাবমুক্ত।

আর এ দোয়া না পড়ে স্বামী-স্ত্রী মিলন করলে শয়তান সে মিলনে অংশগ্রহণ করে এবং স্বামী-স্ত্রীর মনে খারাপ সংকল্প তৈরি করে। যা দাম্পত্য জীবনে কলহ বয়ে আনো। আর সে মিলনে যদি কোনো সন্তান জন্ম নেয়, সে সন্তানও শয়তানের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করে তখন উক্ত দোয়া পড়ে যেন মিলিত হয়। এ মিলনের ফলে যদি তাদের কোনো সন্তান আসে, শয়তান সে সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।’ (বুখারি, মুসলিম ও মিশকাত)।

স্বামী-স্ত্রী মিলনের আগে দোয়া পড়া কিংবা তা জেনে নেয়া কোনো লজ্জার বিষয় নয়, বরং সুন্দর পরিবার গঠন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য এটা একটা উত্তম পরিকল্পনাও বটে।

কারণ যারা সহবাসে লিপ্ত হয় তারা এ কথা নিশ্চিতভাবে জানে না যে, কোন মিলনে সন্তান জন্ম নেবে। তাই প্রত্যেক মিলনের আগেই স্বামী-স্ত্রী এ দোয়া পড়ে নেবে। এ কারণেই হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

যে ব্যক্তি সহবাসের ইচ্ছা করে তার নিয়ত যেন এমন হয় যে, আমি ব্যভিচার থেকে দূরে থাকবো। আমার মন এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াবে না আর জন্ম নেবে নেককার ও সৎ সন্তান। এই নিয়তে স্বামী-স্ত্রী মিলনে লিপ্ত হলে, তাতে সাওয়াব তো হবেই বরং সঙ্গে সঙ্গে তাদের নেক উদ্দেশ্যও পূরণ হয়।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সব বিবাহিত দম্পতিকে মিলনের আগে প্রিয়নবির শেখানো দোয়া পড়ার মাধ্যমে শয়তানের যাবতীয় ক্ষতি থেকে হেফাজত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ক্যানিবালাজম (নর মাংস খেকো) এর ইতিহাস: তখন এবং এখন।

৭ম শতকে মুসলিম-কোরাইশদের যুদ্ধের সময় এ ধরনের ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। ৬২৫ সালে উহুদের যুদ্ধের সময় হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব নিহত হলে তার কলিজা ভক্ষণের চেষ্টা করেন কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হার্বের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাহ। হাঙ্গেরীর মানুষরা মানুষের মাংস খেত মূর্তিপূজা করার জন্য। মুসলিম পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বলেন যে তাকে এক আফ্রিকান রাজা সতর্ক করে বলেছিলেন যে সেখানে নরখাদক জংলী আছে।

জেমস ডব্লিউ ডেভিডসন ১৯০৩ সালে তার লেখা বই দ্যা আইল্যান্ড অব ফরমোসা গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে কিভাবে তাইওয়ানের চীনা অভিবাসীরা তাইওয়ানের আদিবাসীদের মাংস খেয়েছিল ও বিক্রি করেছিল। ১৮০৯ সালে নিউজিল্যান্ডের মাওরি উপজাতিরা নর্থল্যান্ডে দ্যা বয়েড নামের একটি জাহাজের প্রায় ৬৬ জন যাত্রী ও ক্রুকে খুন করে ও তাদের মাংস খায়।

মাওরিরা যুদ্ধের সময় তাদের প্রতিপক্ষের মাংসও খায় বেশ স্বাভাবিকভাবে। অনেক সময়ে সাগর যাত্রীরা ও দূর্যোগে আক্রান্ত অভিযাত্রীরাও টিকে থাকার জন্য অন্য সহযাত্রীদের মাংস খেয়েছে। ১৮১৬ সালে ডুবে যাওয়া ফেঞ্চ জাহাজ মেডুসার বেঁচে যাওয়া যাত্রীরা টানা চার দিন সাগরে ভেলায় ভেসে থাকার পর মৃত যাত্রীদের মাংস খেয়ে বেঁচে যায়।

১৯৪৩ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর প্রায় ১,০০,০০০ যুদ্ধবন্দি সেনাকে রাশিয়ার সাইবেরিয়াতে পাঠানোর সময় তারা ক্যানিবালাজমের আশ্রয় নেয়। একদিকে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত খাবারের পরিমাণ ছিল খুবই কম, অপরদিকে নানা ধরনের অসুখে আক্রান্ত হয়ে সৈন্যরা মারা পড়ছিল। এদের মধ্যে মাত্র ৫,০০০ জন বন্দি স্ট্যালিনগ্রাডে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

ল্যাম্ব নায়েক হাতেম আলী নামে একজন ভারতীয় যুদ্ধবন্দি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিউ গিনিতে জাপানী সেনাদের মানুষের মাংস খাওয়ার কথা বলেন। তারা জীবন্ত মানুষের শরীর থেকে মাংস কেটে নিত ও এরপর ঐ ব্যক্তিকে নালায় ফেলে মেরে ফেলত। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাপানী সেনারা চিচিজিমাতে পাঁচজন আমেরিকান বিমান সেনাকে হত্যা করে তাদের মাংস ভক্ষণ করে।

বিশ শতকের দিকে নরমাংস ভোজন করা হত সাধারণত ধর্মীয় কারণে, খরা, দুর্ভিক্ষে ও যুদ্ধবন্দীদের উপর নির্যাতনের অংশ হিসেবে, যদিও এ ধরনের রীতিকে আইনের লঙ্ঘন হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে সবসময়। আঘোরী নামে উত্তর ভারতের একটি ক্ষুদ্র উপজাতির মানুষের মাংস খায় তাদের ধর্মীয় উপাসনার অংশ হিসেবে ও অমরত্ব অর্জনের জন্য। তারা মনে করে এভাবে তারা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিও লাভ করবে। তারপর তারা সেই মানুষের মাথার খুলিতে রেখে খাবার খায় বয়স বেড়ে যাওয়া রোধ করতে ও ধর্মীয় পূণ্য অর্জন করতে।

ক্যানিবালাজম এ অভ্যস্ত কিছু জাতির কথা তুলে ধরা হল-

মাওরিসঃ আফ্রিকার দেশ পাপুয়া নিউগিনির দক্ষিণে ফোর এলাকার লোকেরা পঞ্চাশের দশকেও মানুষের মগজ খেতো। অস্ট্রেলিয়ার সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণার আগ পর্যন্ত ওরা ওদের মৃত আত্মীয়দের মগজ খেতো। অনেক সময় আশপাশের গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যারা মারা যেত বা বন্দি হতো তাদের খাওয়ার প্রথা ছিল। ২০১১ সালে পাপুয়া নিউগিনি পুলিশ ২৯ জন মানুষ খেঁকো আটক করে যারা সাত জন ডাক্তার হত্যা ও ভক্ষণের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল। তারা আদালতে স্বীকার

করে যে এই হত্যার জন্য তারা কোনভাবে অনুতপ্ত নয় কারণ এই ডাক্তাররা কালোজাদু করতো। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খাবার ও মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে যেত। আর তারা বিশ্বাস করতো কুমারী মেয়েদের কালো বিদ্যা উপাসনায় কাজে লাগালে ভয়ংকর বিপদ নেমে আসে। তাই তারা সেই ডাক্তারদের হত্যা করে তাদের মগজ ভক্ষণ করেছে ও পুরুষাঙ্গের স্যুপ করে খেয়েছে। তারা বিশ্বাস করে এর ফলে ডাক্তারদের কালো বিদ্যা তাদের মাঝে চলে এসেছে এবং এমন এক আধ্যাত্মিক ক্ষমতার লাভ করেছে যে তাদেরকে আর কোন রোগ স্পর্শ করতে পারবে না। এমনকি এদের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিজ সন্তান হত্যা করে খাওয়ার ঘটনাও রয়েছে। অঘোরি সন্ন্যাসীর দলঃ ভারতের বারাণসীতে এখনও একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষ খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। আঘোরি সাধু নামে বিশেষ এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় রয়েছে যারা মৃত মানুষের মাংস খেয়ে থাকে। যদিও প্রচলিত আছে এই সম্প্রদায় বিশেষ মার্গ সাধনার পদ্ধতি হিসেবে মানুষের মাংস খেয়ে থাকে।

কঙ্গো: আফ্রিকার মধ্যাঞ্চলীয় দেশটির আদিবাসীদের মাঝে এখনও মানুষ খাওয়ার প্রবনতা মিলিয়ে যায়নি। প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে মানুষের মাংস খাওয়ার অভ্যাস আছে তাদের। ২০০৩ সালের গোড়ার দিকে কঙ্গোর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মানুষ খাওয়ার অভিযোগ তোলে খোদ জাতিসংঘ। দ্বিতীয় কঙ্গো যুদ্ধের পর সরকারের এক প্রতিনিধি তাদের কর্মীদের জীবন্ত ছিড়ে খাওয়ার জন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পর্যন্ত তোলেন।

জার্মানি: সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, জার্মানিতে মানুষের মাংস খাওয়া কোনো অপরাধ নয়। আর সেজন্যই ২০০১ সালের মার্চে আর্মিন মাইভাস নামের এক জার্মান নাগরিক রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষ খেলেও তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা ছাড়া কোনো অভিযোগ আনেনি পুলিশ। মানুষ খাওয়ার উদ্দেশে ‘দি ক্যানিবালা ক্যাফে’

নামের একটি ওয়েবসাইটে সুঠামদেহী, জবাইযোগ্য এবং আহার হতে চাওয়া মানুষের সন্ধান চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন আর্মিন।

রাশিয়া: রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমের ক্রাসনোদার শহরে এক মানুষকে দম্পতি প্রায় ৩০ জনকে হত্যা করেছে বলে স্বীকার করেছে। ৩৫ বছর বয়সী দিমিত্রি বাকশেভ এবং তাঁর স্ত্রী নাতালিয়া যে জায়গায় বসবাস করেন সে সামরিক ঘাঁটিতে কাঁটা-ছেড়া ও অঙ্গহীন একটি লাশ পাওয়া গেলে তাদের গ্রেফতার করা হয়। রাশিয়ার গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী তাদের বাড়ির ভেতরে ও মোবাইল ফোনে পাওয়া ছবিগুলো দেখে মনে হচ্ছে এসব হত্যাকাণ্ড প্রায় বিশ বছর আগের। এদের মধ্যে একটি ছবি ১৯৯৯ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর এ তোলা। যেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি বড় থালায় বিভিন্ন রকমের ফলের সাথে মানুষের একটি রক্তাক্ত কাটা মাথা পরিবেশন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ৩ এপ্রিল দৈনিক বাংলার একটি বক্স নিউজ পড়ে শিউরে ওঠে গোটা বাংলাদেশ। ছবিতে দেখা যায় এক যুবক মরা একটি লাশের চেরা বুক থেকে কলিজা খাচ্ছে! সে মরা মানুষের কলজে মাংস খায়!’ শিরোনামে খবরটি ছাপা হওয়ার পরও কর্তৃপক্ষের টনক নড়তে দুই দিন লেগে যায়। জানা যায়, প্রতি দুই সপ্তাহ পরপর সে মানুষের কলিজা খেত।

Source: ডেইলি বাংলাদেশ/টিআরএইচ

সংযোজন: বর্তমানে এই ক্যানিবালাজম কে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এটাকে এখন ফ্যাশন ও ট্রেন্ড হিসেবে নেয়া হয়েছে। গর্ভপাতের দ্বারা নষ্ট হওয়া শিশুগুলোকে শুকিয়ে পাউডার করে ক্যাপসুল বানিয়ে সরাসরিও খাওয়া হয়, আবার অন্য কোনো খাবারের সাথে মিশিয়েও খাওয়া হয়। এতে ওই খাবারের স্বাদ আরো বেড়ে যায়।

এমন কিছু খাবার হলো কোকাকোলা, পেপসি, মাউন্টেইন ডিউ, লেইস চিপস, ইত্যাদি।

এগুলো খাওয়া মানে মানুষের গোশত খাওয়া। ধীরে ধীরে এগুলো আপনাকে আসল মানুষখেকো বানিয়ে দিবে।

বুঝতে পারছেন কিছু? আমাদেরকে কিভাবে মাংসখেকো (ইয়াজুজ মাজুজ) বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। আর টিকা তো আছেই।



গগা মেগা বা ইয়াজুজ মাজুজা মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?





NEWSPLOY

We are Looking for Writers [Click Here](#)

[Return](#)

Senomyx is a Very Evil Company, Video Below

Based in San Diego - Senomyx is heavily involved in the stealth use of aborted baby tissue, putting it into our consumer food supply-chain. We say stealth because they are not labeling these food ingredients as Aborted Fetal Tissue, rather they label it Flavoring, and this outrage is supported by our own government.

How can Senomyx Executives and Employees sleep at night as they profit from baby killing? Why exactly could they not use animal tissue, why does it have to be baby tissue, is this really all by design, another reduce the population weapon? We think Senomyx is just the tip of the iceberg, how about we quote Q on this one-- THESE PEOPLE ARE SICK.




Senomyx flavoring HEK-293 has been found in Pepsi (CEO Recently Resigned was posted by Q), Nestle, Kraft, and many more major food companies. Americans need to dig deeply into these food additives, this can not be allowed to continue our world will be completely transformed into a world of cannibals, which is probably the real agenda.





Are Aborted Fetus Cells Helping to Make Your Diet Pepsi Sweeter?

LAINA DOSS | MARCH 31, 2011 | 9:07AM

-  The Christian media is swarming with accusations that **Senomyx**, a San Diego-based research and development company, whose clients include food heavy-hitters Nestle, Campbell's Soup, Kraft Foods, and PepsiCo, is
-  conducting research with **HEK293**, originally derived from human
-  embryonic kidney cells.





এই ভিডিও টি দেখলে আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ

<https://www.youtube.com/watch?v=OPTtkoRDrdw>

মাজুজ ও আহলে (followers) ইয়াজুজ মাজুজ কারা ?

ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায় আদম (আঃ)-এর বংশধর। তারা ক্রিয়ামতের প্রাক্কালে ঈসা (আঃ)-এর সময় পৃথিবীতে উত্থিত হবে।

ﷻ শাসক যুলকারনাইন তাদেরকে এখন প্রাচীর দিয়ে আটকিয়ে রেখেছেন (সূরা কাহফ, আয়াত ৯২-৯৭)।

পরিচয়ঃ

ইয়াজুজ মাজুজ এরা তুরস্কের বংশোদ্ভূত দুটি জাতি। কুরআন মাজীদে এ জাতির বিস্তারিত পরিচয় দেয়া হয়নি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে তাদের নাক চ্যাপ্টা, ছোট ছোট চোখ বিশিষ্ট। এশিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবশিত এ জাতির লোকেরা প্রাচীন কাল হতেই সভয় দেশ সমূহের উপর হামলা করে লুটতরাজ চালাত। মাঝে মাঝে এরা ইউরোপ ও এশিয়া উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধবংসের থাবা বিস্তার করতো।

বাইবেলের আদি পুস্তকে(১০ম আধ্যায়ে) তাদেরকে হযরত নুহ (আঃ) এর পুত্র ইয়াকেলের বংশধর বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিক গন ও একথাই মনে করেন রাশিয়া ও উত্তর চীনে এদের অবস্থান বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে অনুরূপ চরিত্রের কিছু উপজাতি রয়েছে যারা তাতারী, মঙ্গল, হুন ও সেথিন নামে পরিচিত। তাছাড়া একথাও জানা যায় তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ককেম্পসের

দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মান করা হয়েছিল। ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউসীফুল তাদেরকে সেখীন জাতি মনে করেন এবং তার ধারণা তাদের এলাকা কিষ্ণ সাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। জিরোম এর বর্ণনামতে মাজুজ জাতির বসতি ছিল ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে। ইয়াজুজ এবং মাজুজের উদ্ভব...

- ইয়াজুজ এবং মাজুজ হচ্ছে আদম সন্তানের মধ্যে দু-টি গোত্র, যেমনটি হাদিসে এবং বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

তারা হচ্ছে সাধারণ আদম সন্তান। বাদশা যুলকারনাইনের যুগে তারা অত্যধিক বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। অনিষ্টটা থেকে মানুষকে বাঁচাতে যুলকারনাইন তাদের প্রবেশ পথ বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন।

- নবী করীম (সা:) বলে গেছেন যে, ঈসা নবী অবতরণের পর তারা সেই প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। আল্লাহর আদেশে ঈসা (আ:) মুমিনদেরকে নিয়ে তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন।

অতঃপর স্কন্ধের দিক থেকে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন।

যুলকারনাইনের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন- আবার সে পথ চতলে লাগল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে এক জাতিকে পেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল: হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে

আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বলল: আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বলল: তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল: তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আনি তা এর উপর ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেগ করতেও সক্ষম হল না...[সূরা কাহফ, আয়াত ৯২-৯৭]

কে সে যুলকারনাইন?

- তিনি হচ্ছেন এক সৎ ইমানদার বাদশা। নবী ছিলেন না (প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী), পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছেন বলে তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়। অনেকে আলেকজান্ডারকে যুলকারনাইন আখ্যা দেন, যা সম্পূর্ণ ভুল। কারন, যুলকারনাইন মুমিন ছিলেন আর আলেকজান্ডার কাফের। তাছাড়া তাদের দুজনের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান। (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন)
- বিশ্ব ভ্রমণকালে তিনি তুর্কী ভূমিতে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের সন্নিকটে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেছিলেন। এখানে দুটি পাহাড় বলতে ইয়াজুজ-মাজুজের উৎপত্তিস্থল উদ্দেশ্য, যেখান দিয়ে এসে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত,

ফসলাদি বিনষ্ট করত। তুর্কীরা যুলকারনাইন সমীপে নির্ধারিত ট্যাক্সের বিনিময়ে একটি প্রাচীর নির্মাণের আবেদন জানাল। কিন্তু বাদশা যুলকারনাইন পার্থিব তুচ্ছ বিনিময়ের পরিবর্তে আল্লাহর প্রতিদানকে প্রাধান্য দিলেন। বললেন- ঠিক আছে! তোমরা আমাকে সহায়তা করো! অতঃপর বাদশা ও সাধারণের যৌথ পরিশ্রমে একটি সুদৃঢ় লৌহ প্রাচীর নির্মিত হল। ইয়াজুজ-মাজুজ আর প্রাচীর ভেঙে আসতে পারেনি।

ইয়াজুজ-মাজুজের ধর্ম কি? তাদের কাছে কি শেষনবীর দাওয়াত পৌঁছেছে?

● পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তারা হচ্ছে আদম সন্তানেরই এক সম্প্রদায়। হাফেয ইবনে হাজার (রহ:) এর মতে- তারা নূহ (আ:) এর পুত্র ইয়াফিছের পরবর্তী বংশধর।

আমরা জানি,

ইয়াজুজ তাবারিয়া সাগরের পানি শেষ করে ফেলবে। আর মাজুজ এসে সেখানে কোনো পানি না পেয়ে বলবেঃ "এখানে এক সময় পানি ছিল"।

ইয়াজুজ রীতিমতো সেখানের পানি প্রায় শেষ করে ফেলছে।

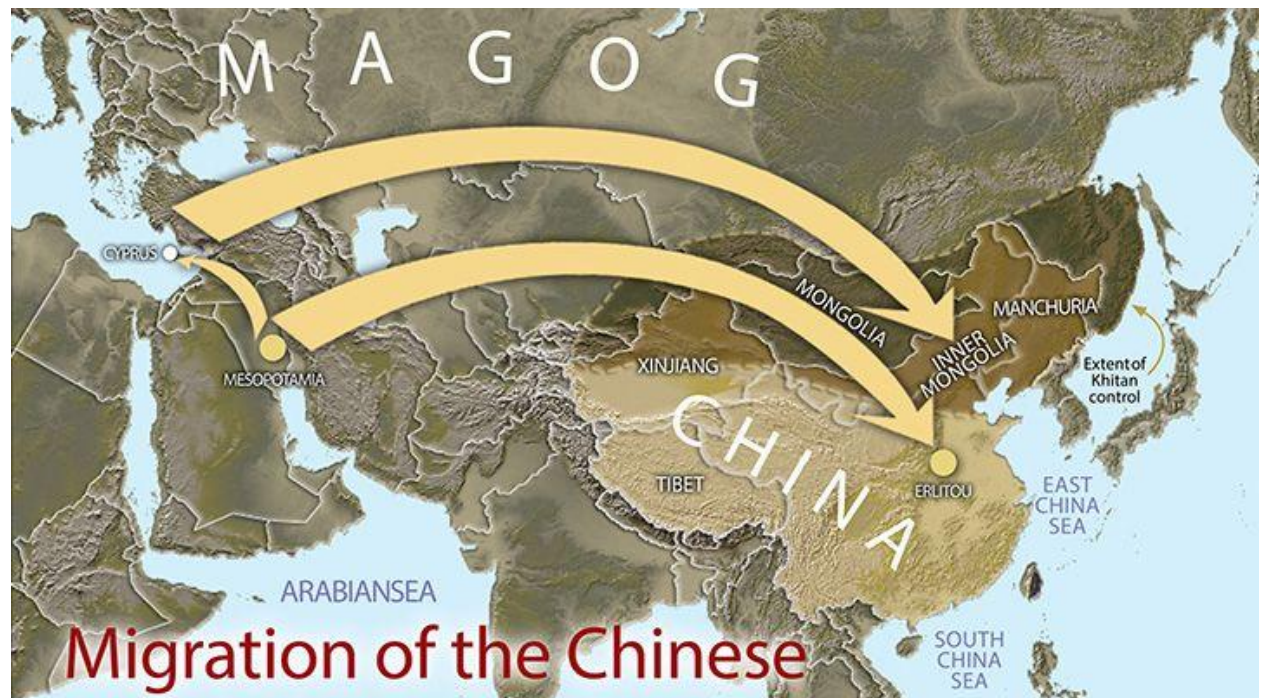
ইসলামী স্কলার দের আলোচনা থেকে ইয়াজুজ কারা, সে ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ, বর্তমান জায়নিস্ট বা ক্রিপ্টো জিউ সহ খাজারিয়ানদের অনুসারী সিক্রেট সোসাইটির সকল সদস্য। উপরে আপনারা অলরেডি পড়ে এসেছেন।

কিন্তু মাজুজ কারা, সে ব্যাপারে খুব বেশি বা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না।

তাই আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করার চেষ্টা করেছি, আলহামদুলিল্লাহ।
নিম্নোক্ত হাদীস এর উপর ভিত্তি করে আমি একটা বিশ্লেষণ করেছি।

((খালেদ বিন আব্দুল্লাহ্ আপন খালা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একদা নবী করীম(সা:) বিচ্ছু দংশনের ফলে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাধাবস্থায় ছিলেন বললেন- তোমরা তো মনে কর যে, তোমাদের কোন শত্রু নেই! (অবশ্যই নয়; বরং শত্রু আছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে) তোমরা যদ্ধ করতে থাকবে অবশেষে ইয়াজুজ মাজুজের উদ্ভব হবে প্রশস্ত চেহারা, ক্ষুদ্র চোখ, কৃষ্ণ চুলে আবছা রক্তিম প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে তারা দ্রুত ছুটে আসবে মনে হবে, তাদের চেহারা সুপারিসর বর্ম...[মুসনাদে আহমদ, তাবারানী])

অর্থাৎ মাংসলতা ও স্থূলতার ফলে তাদের চেহারা বর্ম সদৃশ দেখাবো)))

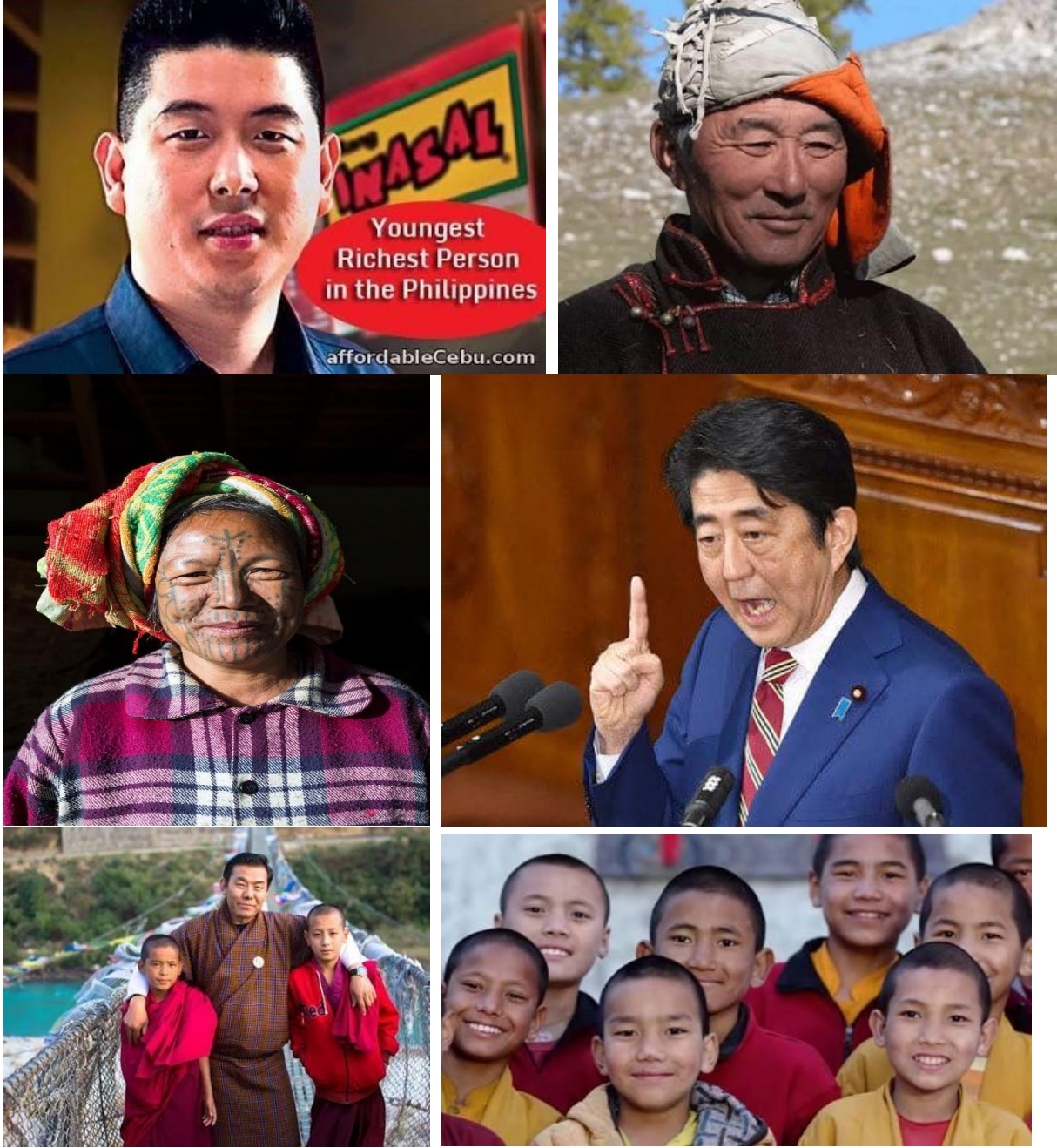


ঢালের মত প্রশস্ত চেহারা এবং ছোট ছোট চোখ বিশিষ্ট খাটো লোকেরা মূলত পূর্ব এশিয়ায় (মঙ্গলিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মায়ানমার, ভুটান ও নেপাল) বসবাস করে।



প্রত্যেকটি দেশের মানুষের একটি করে ছবি দিয়েছি।





আপনারা মিলিয়ে নিন। এরা নিজেদের দেশ থেকে খুব একটা বের হয় না। অন্য জাতির সংস্কৃতি গ্রহণ করে না। এদেরকে আমরা খুব শান্ত আর ভদ্র জাতি হিসেবে এতদিন ধরে দেখে এসেছি। কিন্তু সম্প্রতি (2017-2019) এদের হিংস্রতা বর্বরতা আপনারা দেখেছেন। তাছাড়া এদের সেনাবাহিনী অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর, বর্বর, হিংস্র

আর দুঃসাহসী। এরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। ভবিষ্যতে এদের আরো ভয়াবহ রূপ আমরা দেখতে পাবো। আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে চীন, জাপান ও কোরিয়ার তো কোন তুলনাই হয় না।



বর্তমানে এসব দেশে সব মিলিয়ে মোট জনসংখ্যা আছে প্রায় ২০০ কোটির মত। সামনে তো আরো বৃদ্ধি পাবে।

তো, ব্যাপারটা এমন হতে পারে যে.....

ইমাম মাহদী এবং ঈসা আঃ সব যুদ্ধ শেষ করার পর এই মাজুজরাই (আহলে মাজুজ সহ) ঢেউ এর ন্যায় বের হয়ে আসবে। এবং শামের দিকে রওয়ানা দিবে।

কারণ মালহামা (মহাযুদ্ধ) শেষ হওয়ার পর, পুরো পৃথিবী থাকবে বিধস্ত. কোথাও কোনো খাবার থাকবে না. পানি থাকবে না. কোনো নাগরিক সুবিধা থাকবে না.

কোনো প্রযুক্তি হয়তো থাকবে না. শুধু শামে ঈসা (আ:) ও মুমিনদের কাছে খাবার ও পানি থাকবে. এবং মাজুজেরা সেই খবর পেয়ে সেদিকে ছুটে আসবে..

আবার আরেক রকম হতে পারে.. ওদের কাছে হয়তো প্রযুক্তি থাকবে. কারণ চীন, জাপান, কোরিয়া এরা নিজেদের প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ. পুরো পৃথিবীর প্রযুক্তি ধ্বংস হয়ে গেলেও ওরা নিজস্ব প্রযুক্তিতে চলবে. এগুলো থাকলেও তাদের কাছে পানি ও খাবার থাকবে না. তাই তারা ছুটে আসবে শামের দিকে. পশ্চিমধ্যে যা পাবে খেয়ে

ফেলবে. কারণ ওরা থাকবে প্রচন্ড ক্ষুদার্থ আর পিপাসার্ত. তাবাড়িয়া সাগরে এসে বলবে এখানে একসময় পানি ছিল.

কিন্তু আসলে কি হবে, তা একমাত্র আল্লাহই জানে.

আর মঙ্গলিয়ান তাতারি দেব কথা তো আপনারা জানেনই. বাগদাদে কি ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড টাই না চালিয়েছিল.. তৎকালীন সবাই মনে করেছিল, এরাই ইয়াজুজ মাজুজ. সেই মঙ্গোলিয়ানরাও পৃথিবীর উত্তর পূর্ব অংশেই বসবাস করে. ইবনে কাছীর (রহঃ) ও বলেছেন: " ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীর উত্তর পূর্ব কোণে আছে".

পরের আটিকেলে, কিভাবে পুরো পৃথিবী বাসীকে আহলে মাজুজ বানিয়ে ফেলা হবে তা নিয়ে আলোচনা করবো। সাথে আরো একটা বিশ্লেষণও করবো ইনশাআল্লাহ।

আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।
যাযাকুমুল্লাহু খইরা

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে,

" সেখানে তো অনেক মুমিন আছে, তাদের কি হবে? তারাও কি মাজুজ হবে"?

নাহ, তারা মাজুজ হবে না. আপনারা তো জানেনই চিনে মুসলিম গণহত্যা চলছে....

ট্রাক ভরে ভরে মুসলমানদের লাশ ফেলে দেয়া হচ্ছে. এখান থেকে বুঝে আসে, সে সময় হয়তো সেখানে কোনো মুমিন থাকবে না. আর যারা থাকবেও, তারা তাদের ঈমান বাঁচানোর জন্য হিজরত করে আগেই ঈসা (আঃ) এর কাছে চলে যাবে.

আবার অনেক তাফসীর থেকে জানা যায়, ইয়াজুজ মাজুজের মধ্যে থেকে কারো কারো ইসলাম গ্রহণ করাটা অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং, অনেকে মুসলিম হয়ে যেতে পারে।

আসল কথা হলো: ইয়াজুজ মাজুজ হচ্ছে কাফের। সুতরাং কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, সে মুমিন হয়ে যাবো সে আর ইয়াজুজ মাজুজের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এবং এই ব্যাপারটা আমরা মোঙ্গলদের (তাতারী) দ্বারা প্রমাণ পেয়েছি।

আরো একটি প্রশ্ন:

মালহামা এবং গাজওয়াতুল হিন্দ হবে মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টান, ইহুদি আর হিন্দুদের সাথে. তাহলে এই পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধরা কি করবে??
(বৌদ্ধদের কিছু কার্যক্রম নিয়ে কিছু আলোচনা সামনে আসছে)।

আমার মনে হয় তারা কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না. তারা মাজুজ হিসেবেই বের হয়ে আসবে. বাকি আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন.

বি: দ্রঃ আমি এখনই তাদেরকে মাজুজ বলছি না. আরো কয়েকযুগ পর তারা হয়তো আরো অপ্রতিরোদ্ধ ও হিংস্র হয়ে উঠবে. (allah knows the best)

পুরো পৃথিবীর মানুষ যেভাবে মাজুজ (জোশ্বি) হয়ে যাবে।

এই পোস্ট টি তাদের বুঝতে সুবিধা হবে, যাদের

DARPA, HAARP, Bermuda tringel, area 51, MK-Ultra (mind control project), black mirror, Bio weapons, Hollywood, Disney, FEMA, Luciferism, Zombies, black water, projct blue beam, CDC, vaccination, transhumanism, NASA, Occult, Bilderberg, Skull & Bones, Bohemian grove, Freemasion, Knight templar,

The Jesuits, Illuminati, Propaganda due, Rand corporation, dark web, subliminal massage, CIA, FBI, Pentagon, World bank, WHO, NATO, UNESCO, UNDP, KGB, MI6, Mosad, RAW, kabbalah, black magic, voodoo lang, Satanism, conspiracy theory, international politics, rothchild, rockfeller, bush & british royal family, secret behind science & technology (alchemy & occult science), history of jinn etc. etc. etc. বিষয়ের উপর ধারণা আছে।

(আমি অলরেডি আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে এখান থেকে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলাদা করে আলোচনা করেছি)

আর বিস্তারিত আলোচনা আর্মি অফ দাজ্জাল কিতাবে আছে।

তো আসুন এবার আসল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক....

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

হাজারে ১ জন জান্নাতে যাবে। বাকি ৯৯৯ জন জাহান্নামে যাবে ইয়াজুজ মাজুজ থেকে।

নবীজীর উচ্চবাচ্য শুনে সাহাবিগণ একত্রিত হতে লাগলেন, সবাই জড়ো হলে বলতে লাগলেন- তোমরা কি জান-আজ কোন দিবস? আজ হচ্ছে সেই দিবস, যে দিবসে আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বললেন: জাহান্নাম বাসী বের কর! আদম বলবে: জাহান্নাম বাসী কে হে আল্লাহ্...!/? আল্লাহ্ বলবেন- প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে আর একজন শুধু জান্নাতে!! নবীজীর কথা শুনে সাহাবীদের চেহারা যত্নের ছাপ ফুটে উঠল। তা দেখে নবীজী বলতে লাগলেন- আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! সেদিন তোমাদের সাথে ধ্বংস-শীল আদম সন্তান, ইয়াজুজ মাজুজ এবং ইবলিস সন্তানেরাও থাকবে, যারা সবসময় বাড়তে থাকে ([অর্থাৎ ওদের থেকে ৯৯৯ জন জাহান্নামে, আর তোমাদের থেকে একজন জান্নাতে](#)), সবাই তখন আনন্দ ও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। আরো বললেন- আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! মানুষের মাঝে তোমরা সেদিন উটের গায়ে ক্ষুদ্র চিহ্ন বা জন্তুর বাহুতে সংখ্যা চিহ্ন সদৃশ হবে... [তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ]

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৮০০ কোটি মানুষ আছে। হাজারে ১ জন হলে ৮০০ কোটিতে হয় ৮০ লাখ। তাহলে বুঝা গেল শেষ যুগে ৮০ +/- লাখ মানুষ হবে মুমিন (জান্নাতী)। আর বাকি ৭৯৯ কোটি মানুষ হবে কাফির/ জাহান্নামী/ ইয়াজুজ মাজুজ। এই ৮০ লাখ মুমিনকে নিয়ে ঈসা আঃ তুর পাহাড়ে উঠে যাবেন।

N:B: যেহেতু, ইয়াজুজ মাজুজ শেষ জমানায় বের হবে। তাই আমি শেষ জমানার ডাটাকে (data) সামনে রেখে এই হিসেবটা করেছি। এখানে শুধু বর্তমান সময়ের (21st century) আনুমানিক হিসাব দেখিয়েছি। এই আটিকেলের শেষে সমগ্র মানব জাতি ও ইয়াজুজ মাজুজের হিসাব দেয়া আছে।

আমি এর আগের আটিকেল গুলোতে দেখিয়েছি, খাজারিয়ানরা (self declared jews/ member of Freemason, illuminati etc.) হলো ইয়াজুজ (Gog),

আর পূর্ব এশিয়ার প্রশস্ত চেহারার মানুষেরা মাজুজ(Magog)।

(উল্লেখ্য: হলোকাস্টের মাধ্যমে হিটলার অধিকাংশ ইহুদিদের মেরে ফেলেছে। এখন বেশির ভাগই নকল ইহুদি। ক্ষমতার লোভে ইহুদি সেজে বসে আছে। অল্প কিছু ইহুদি যারা আছে, তারা এখনো ইজরাইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।)

মাজুজদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২০০ কোটি।

ইয়াজুজ এর সংখ্যা ধরে নিলাম ২০ কোটি।

হিসেবের সুবিধার্থে মুমিন এর সংখ্যা ধরলাম ১ কোটি। মোট ২২১ কোটি। তাহলে বাকি ৫৭৯ কোটি মানুষের কী হবে?

উল্লেখ্যঃ মালহামার (আরমাগেডন) কারণে পরিসংখ্যানে ব্যাপক তারতম্য ঘটবে।

এই আলোচনা টুকু ভালো করে বুঝতে হবে।

বাকি ৫৭৯ কোটি মানুষ হবে আহলে ইয়াজুজ মাজুজ।

কিভাবে???????

বাকীদেরকে কৃত্রিম উপায়ে CIA & DARPA তার MK-Ultra (mind control project), black mirror & bio weapons প্রকল্পের মাধ্যমে zombie (ahole gog magog) বানিয়ে ফেলবে। আপনারা কি জানেন? মানুষকে জমবি বানানোর প্রক্রিয়া তারা শুরু করে দিয়েছে? তারা একটি ভাইরাস সৃষ্টি করেছে এবং তা কিছু মানুষের উপর প্রয়োগ করেছে। এছাড়াও জি এম ও ফুড এর মাধ্যমে ও তারা এ কাজ সম্পন্ন করবে। এইডস, ইবোলা সহ আরো বহু রোগ আছে, যা এদের দ্বারা তৈরি।

এখন আসি হলিউড প্রসঙ্গে। ভবিষ্যত পৃথিবীকে তারা কিভাবে সাজাবে তা বিভিন্ন মুভিতে আগেই দেখিয়ে দেয়া হয়। ২০০০ সালের সাইন্স ফিকশন মুভিতে প্রযুক্তির যে উন্নয়ন দেখানো হয়েছে তা আজ বাস্তবতা। আমার আপনার হাতে। অথচ ২০০০ সালে সেটা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয় আর স্বপ্ন। world war Z মুভিতে দেখানো হয়েছে, ভারত আর ইজরায়েল এর বিজ্ঞানীরা যৌথভাবে একটি ভাইরাস সৃষ্টি করেছে এবং তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে ইজরায়েল ছাড়া পুরো বিশ্বের মানুষ

জমবি(ইয়াজুজ মাজুজ) হয়ে যায়। বর্তমানে হলিউড এর দিকে তাকালে দেখবেন তাদের ৫০% মুভিই হলো জমবি মুভি। আর জমবি মুভি গুলোর একটাই থিম, অল্প কিছু মানুষ ছাড়া বাকি সবাই জমবি (zombie / gog magog)।

এখন প্রশ্ন হলো তারা এতো জমবি মুভি আর জমবি গেমস বানিয়ে বিশ্বকে কি বার্তা দিতে চায়??????

N:B: জোস্বি মানে মুভিতে দেখানো ওরকম মানুষ খেকো জোস্বির কথা বলছি না। বরং ইয়াজুজদের কালচারে (মিডিয়ার ও প্রযুক্তির দ্বারা) প্রভাবিত হয়ে ওদের মতো (যা ইচ্ছা তাই করা) উগ্র, বর্বর, হিংস্র হয়ে যাওয়া।

আবার মানুষ খেকোও হতে পারে। কারণ ইদানিং ক্যানিবালাজমকে (মানুষের মাংস ভক্ষণ) খুব প্রমোট করা হচ্ছে।

আরেকটা প্রশ্ন আপনাদের কে করছি। এখন কথিত (drone / balloon) স্যাটেলাইট এর যুগ। পৃথিবীতে কোথায় কি আছে তা খুব সহজেই বের করে ফেলা যায়। এত বিশাল দুইটা জাতি, বিশাল একটা দেয়াল দ্বারা বন্ধী আছে অথচ নাসা এটা জানবে না। এটাও কি সম্ভব???????? অথচ তারা অন্য গ্রহের (?) প্রাণের (?) সন্ধান পাচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীর অবস্থার উপর বাস্তবতার আলোকে এটা একটা বিশ্লেষণ মাত্র। এমন নাও হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা ই ভালো জানেন।

আল্লাহ আপনি আমাদের কে সহীহ এলম দান করুন | হক কে হক হিসেবে আর বাতিল কে বাতিল হিসেবে চিনার তৌফিক দান করুন | এবং সত্য কে উপলব্ধি করার জন্য অন্তর্দৃষ্টি দান করুন | আমিন | মানুষের মধ্যে থেকে মানবতা একেবারে বিদায় হয়ে যাচ্ছে.. দিন দিন মানুষ কি আশ্চর্য রকম উগ্র আর বর্বর হয়ে যাচ্ছে.

মানুষ যে মাজুজে পরিণত হচ্ছে, তার আরেকটি প্রমাণ হলো: মানুষের ঘরে প্রচুর পরিমানে জারজ ও বিকৃত মানুষ এবং জীন ও শয়তানের বাচ্চা জন্ম নেয়া.

জনসংখ্যার হিসাব দেখতে এই ওয়েবসাইট দুটো তে ভিজিট করতে পারেন.

Population in 2100

<https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html>

world population

[<https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/international-programs/historical-est->

[worldpop.html\]\(https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/international-programs/historical-est-worldpop.html\)](https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/international-programs/historical-est-worldpop.html)

এক্সেল শিটে একটি কেক্সুলেশন আমি দিয়েছি, ভালো করে দেখুন, এবং বুঝার চেষ্টা করুন.

আল্লাহর রাসূল (স:) এর পরে	13,162,000,000.00	700ad - 1950ad	প্রায় ১ হাজার ৩৯৭ কোটি
আল্লাহর রাসূল (স:) এর আগে	1,545,000,000.00	10000bc-600ad	প্রায় ১৫৫ কোটি
সমগ্র মানব জাতি	14,707,000,000.00	1000bc-1950ad	প্রায় ১ হাজার ৫০০ কোটি
বর্তমান জনসংখ্যা	7,600,000,000.00		৭৬০ কোটি
২১০০ সালে হবে	11,200,000,000.00		১ হাজার ১২০ কোটি
World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. The current world population of 7.6 billion is expected to reach 8.6 billion in 2030, 9.8 billion in 2050 and 11.2 billion in 2100, according to a new United Nations report being launched today. Jun 21, 2017			
আল্লাহর রাসূল থেকে ২১০০ সাল পর্যন্ত			প্রায় ২ হাজার ৫০০ কোটি
মুমিন ২ কোটি ৫০ লক্ষ	ইয়াজুজ মাজুজ প্রায় ২ হাজার ৪৯৭ কোটি		

এটা আদম (আ) থেকে আগামী ২১০০ সাল পর্যন্ত, আনুমানিক একটা হিসেব।

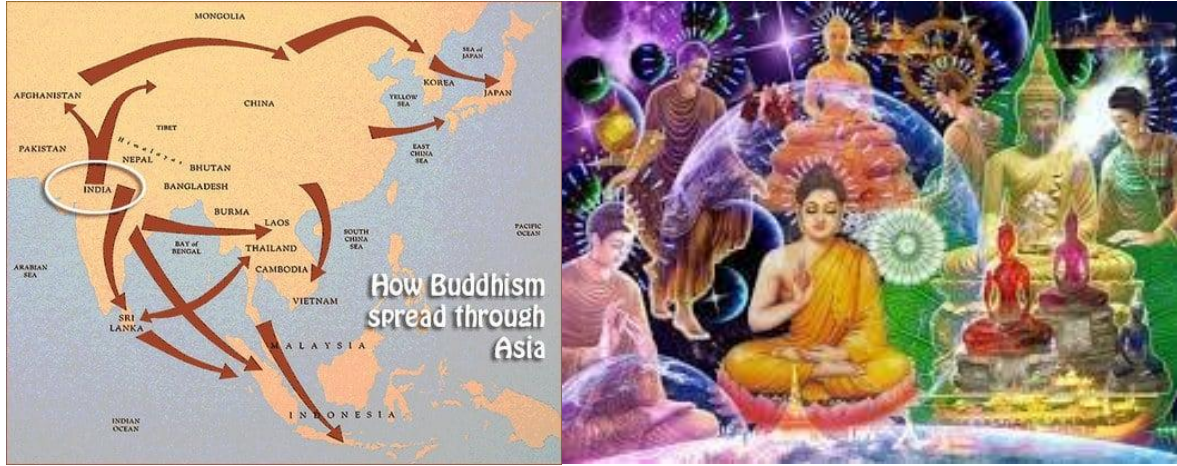
হাজারে একজনের হিসেবে, জান্নাতি (মুমিন) হয়: প্রায় ২-৩ কোটি। আর ইয়াজুজ মাজুজ (জাহান্নামী) হয় ২ হাজার থেকে ৩ হাজার কোটি। যার অধিকাংশই হবে শেষ যুগ থেকে। বাকি তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

বৌদ্ধ জাতির দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করুন:

আরো একটা বিষয় হলো, আমাদেরকে বৌদ্ধ দের দিকেও নজর দেয়া উচিত. কারণ গাজওয়াতুল হিন্দ হবে হিন্দু আর মুসলিম দের মধ্যে..

মালহামা হবে মুসলিম আর ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে.

তাহলে বৌদ্ধরা কি করবে?? এখানে অনেক চিন্তার বিষয় রয়েছে.



একই সাথে বর্তমানে বৌদ্ধরা মুসলমানদের সাথে কি আচরণ (জুলুম, নির্যাতন, বন্দি, হত্যা, গোস্ত খাওয়া) করছে, সেটাও বিবেচনায় আনতে হবে. তাদের চেহারা, সংস্কৃতি, প্রাচীন ঐতিহ্য কে ধরে রাখা, নিজস্ব সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থাকা, দুর্বোধ্য ভাষা, বাচ্চা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবার কঠিন মার্শাল আর্ট প্রাকটিস করা, ধর্মগুরুদের ধর্ম চর্চার (কালো জাদু) মাধ্যমে বাতাসে ভেসে থাকা, পানির উপর দিয়ে চলে যাওয়া, দীর্ঘদিন না খেয়ে থাকা, দীর্ঘক্ষণ নিঃশাস বন্ধ করে বেঁচে থাকা, শরীরকে লোহার মতো শক্ত করে ফেলা. ইত্যাদি বিষয়গুলোও গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার.



ইয়াজুজ মাজুজ ঈসা (আ) পরেই আসবে. কোনো সন্দেহ নাই. ব্যপারটাকে এভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, তাদেরকে আমরা ঈসা (আ) এর পর চিনতে পারবো. বা আমরা বুঝতে সক্ষম হবো. আপনি আরো সহজে বুঝতে পারবেন যদি গোয়েন্দাদের দিকে তাকান. তারা আমাদের সাথেই মিশে আছে. এমনকি অনেকে ভালো ভালো আলেমের বেশেও আছে. কিন্তু আমরা তাদেরকে চিনতে পারি না. আবার ইমাম মাহদীর কথাও ভাবতে পারেন. তিনি জুন্দুল্লাহদের সাথেই তো আছেন. অন্যরা তো দূরের কথা তিনি নিজেই জানেন না যে তিনি ইমাম মাহদী. কাবা শরীফে অন্যরা তাকে চিনতে পারবে. ঠিক একই ভাবে আমরাও ঈসা (আ) আসার পর তাদেরকে চিনতে পারবো. অর্থাৎ তাদের আসল রূপ বুঝতে পারবো.

তারা কাবালাহ চর্চার মাধ্যমে অনেক অনেক প্রাচীন সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে. এটা একটা মুভিতেও দেখানো হয়েছে. (সেই সেনাবাহিনীর মূর্তি গুলো দেখুন এবং গভীর ভাবে ভাবুন) তাছাড়া সরাসরি ইয়াজুজ মাজুজ নিয়ে তাদের একটা মুভি কিছুদিন আগে বের হয়েছে. আর এরা কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়. নিজস্ব সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বীর গতিতে. সুতরাং তাদের সমস্ত কর্ম কাণ্ডের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিন. অনেক কিছু বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ..



আরেকটা বিষয় খেয়াল করুন: আমাদের আশে পাশেই কিন্তু এখন প্রচুর চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে (তাদের আচরণ, স্বভাব, চরিত্র জন্তুর মতো হয়ে গেছে). যদিও তারা দেখতে মানুষের মতো. উপর দিয়ে তারা দেখতে হব্ব মানুষের মতো, কিন্তু ভিতর দিয়ে পশু. বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট.

ওহঃ আরেকটা বিষয়.. চীন কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে. সুতরাং, এ বিষয়েও খুব গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার.

লিখাটি ভিডিও আকারে দেখুন এখানে

<https://www.youtube.com/watch?v=MXTvhtTfLrs...>

এই জাতিকে আপনি কি দিয়ে ঠেকাবেন?

অগণিত ধারালো স্টিলের পেরেকের উপর শুইয়ে দিয়ে, পাথর চাপা দিয়ে, এবং হাতুড়ি দিয়ে সেই পাথরকে ভাঙা হচ্ছে. উপর থেকে ছুরি ফেলা হচ্ছে, পেটে গাঁথছে না. গলায় পেঁচিয়ে লোহা বাঁকা করে ফেলছে. শরীরে লোহা দিয়ে বারি দিচ্ছে, লোহাই বাঁকা হয়ে যাচ্ছে. গলায় লোহা দিয়ে মাইক্রো বাস ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে. আরো কত কি!!!!!! বাকিটা ভিডিওতে নিজেই দেখে নিন.

<https://www.youtube.com/watch?v=vwyf3XHAsBU>



গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজা মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?





অনেক আগে একটা হাদিস পড়েছিলাম, যেখানে বলা আছে: একটি জাতিকে না খেপাতো অর্থাৎ বিরক্ত না করতে। (হাদীসটি খুঁজে পাইনি)। যদি ওই হাদীসটি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো এরাই সেই জাতি, যাদের বিরক্ত করতে না করা হয়েছে। যদিও জুন্দুল্লাহদের কাছে কেউ টিকতে পারবে না। তবুও এদের ব্যাপারটি ভিন্ন। আল্লাহ্ আলম।

জন্মহার হ্রাস, মারণাস্ত্র ও আবহাওয়া সঙ্কটে হুমকিতে

মানবসভ্যতা:

১৯২০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে মানুষের গড় আয়ু দ্বিগুণ হয়ে গেছে। উন্নত পশ্চিম এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান গত ৫০ বছরে উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। শিশু মৃত্যুর হার ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশে নামিয়ে আনতে সুইডেনের প্রায় দেড়শ বছর লেগেছে। যুদ্ধ পরবর্তী দক্ষিণ কোরিয়া মাত্র ৪০ বছরে এটি করে দেখিয়েছে। ভারতে মাত্র ৭০ বছরে গড় আয়ু দ্বিগুণ হয়েছে। অনেক আফ্রিকান দেশ এভাবে সাফল্য করেছে। চীন এবং আমেরিকার মধ্যে আয়ু ব্যবধান ছিল ২০ বছরেরও বেশি। এখন সেটি মাত্র দু'বছর।

বিশ্বজুড়ে গড় আয়ু বৃদ্ধির এ প্রবণতার পেছনের কারণগুলো শক্তিশালী, জটিল এবং বহুবিধ। প্রাথমিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ হ্রাসের জন্য কৃত্রিম সার আবিষ্কার এবং ‘সবুজ বিপ্লব’, আমদানিকৃত জীবনদায়ী ওষুধ এবং বিভিন্ন প্রজাতির অ্যান্টিবায়োটিক, ক্লোরিনযুক্ত উন্নতমানের পানীয়জল, রিহাইড্রেশন থেরাপি। পাশাপাশি রয়েছে চিকিৎসার অন্যান্য নতুন ফর্মগুলোর সাথে অ্যান্টেরেট্রোভাইরাল ওষুধসমূহ, যেগুলো এইডসজনিত মৃত্যু থেকে মানুষকে বাঁচিয়েছে, হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত স্ট্যাটিন্স এবং এসিই এবং ক্যান্সার নিরাময়ের সম্ভাবনা সম্পন্ন এখনকার নতুন ইমিউনোথেরাপি ব্যবস্থা।

তবে, বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বজুড়ে প্রজনন বা জন্মহার বৃদ্ধি পায়নি। আগের তুলনায় লোকজনের মাথাপিছু কম সন্তান হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, বিগত দুই শতাব্দীতে বিশ্বর মানুষ বিশেষ করে অল্পবয়সী মানুষদের মৃত্যুহার কমে গেছে। তারা বাবা- মা এবং দাদা- দাদি হয়ে আরও বেশি দিন বাঁচছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের স্রোতের সাথে সাথে বিদ্যমান থেকে বর্ধিত জনসংখ্যায় রূপান্তরিত হচ্ছেন। ৪ বা ৫ প্রজন্ম ধরে সারা বিশ্বজুড়ে এই ধারাটি পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ফলে প্রজনন বা জন্মহার হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা ২ থেকে ৮ বিলিয়নে উন্নীত হয়েছে।

বিস্ময়করভাবে, মানুষের আয়ু দ্বিগুণ করার বিজয়গাথাটি গ্রহের জন্য নিজস্ব এবং সমান উচ্চতার একটি সমস্যার চক্র তৈরি করেছে। শিল্পযুগে আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, একা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি মানব স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ধারার গ্যারান্টি দেয় না। আমাদের ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযুক্ত পৃথিবী এবং শিল্পজাত প্রাণীর উপর নির্ভরতা, বিশেষত ফার্মের মুরগি আমাদের জন্য কিছু মহামারীর যুগ ডেকে আনতে পারে, যেখানে কোভিড- ১৯ আরও মারাত্মক এভিয়ান- ফ্লু প্রাদুর্ভাবের একটি প্রাথমিক আবির্ভাব মাত্র।

আমাদের আয়ু বাড়ানো এবং পৃথিবীতে রাজত্ব করার নিরন্তর প্রচেষ্টাটি আমাদের আবহাওয়া সঙ্কট তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এ আবহাওয়া সঙ্কট পরিশেষে আমাদের গড়আয়ু বৃদ্ধির মিছিলকে উল্টো পথে পরিচালনা করতে পারে। সম্ভবত পারমাণবিক অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্রের মতো উচ্চ প্রযুক্তির মারণাস্ত্রের আক্রমণের

ফলেও পৃথিবীজুড়ে যথেষ্ট লোক মারা যাবে। ফলে, একসময় বায়ুমণ্ডলের অসহনীয় কার্বন স্তরে টিকে থাকার মতো পর্যাপ্ত মানুষই হয়তো থাকবে না।

সূত্র : দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

ইয়াজুজ মাজুজ বের হওয়ার পরেও হজ চালু থাকবে:

“লোকেরা ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির পরও কাবাতে হজ্ব এবং উমরাহ পালন করতে থাকবে” (সহিহ বুখারি)।

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, ইয়াজুজ মাজুজ বের হওয়ার পরেও পৃথিবীর স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু থাকবে। বিষয়টা এমন নয় যে, তারা হঠাৎ করে বের হয়ে এসে ঐদিনই মানুষের ঘরে ঘরে ঢুকে মানুষকে হত্যা করা শুরু করে দিবো। আবার ঐদিনই পুরো পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিবো। এগুলো তো দীর্ঘ সময় ধরে ঘটবে, যার পক্রিয়া কিনা আল্লাহর রাসূলের সময়েই আরম্ভ হয়ে গেছে।

Hadis:

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবদ্দশাতেই ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে মুক্তি পেয়ে যায়। যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, “একবার নবীজি (সঃ) ভীত সন্ত্রস্ত

অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন এবং বলতে লাগলেন, **আরবের লোকেদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে।** আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে তার সঙ্গে শাহাদাত আঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার করে ছিঁদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ বলেন (রাঃ), তখন আমি বললাম,

হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বলেন, হ্যাঁ যখন পাপকাজ অতি মাত্রায় বেড়ে যাবে”

(সহিহ বুখারি)।

সুতরাং বুঝা গেলো, ইয়াজুজ মাজুজের ফেতনা ১ সপ্তাহ, ১ মাস, ১ বছর বা ১ শতাব্দীরও নয়। বরং হাজার হাজার বছরে এটা ব্যাপক আকার ধারণ করবে। এদের যন্ত্রনায় মানুষ (মুমিন) অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। কোথাও কোনো শান্তি থাকবেনা। সকল মুমিন পেরেশান হয়ে যাবে।

বর্তমান পরিস্থিতি কি সেই অবস্থাকে ইঙ্গিত করেনা?

সমতল পৃথিবীতে ইয়াজুজ মাজুজ, খাজার, জিউস, আমেরিকার অবস্থান ও ভূরাজনীতি:

এই আর্টিকেল বুঝার জন্য প্রথমে আপনাকে সমতল পৃথিবীকে বুঝতে হবে।

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী। (১ম -৪র্থ খন্ড)। পিডিএফ
লিংক। একসাথে।

https://toorpaahaar.blogspot.com/2021/02/blog-post_17.html

অনেকদিন ধরেই আপনাদেরকে পড়তে বলি অথচ অনেকেই পড়েন নাই।

যাইহোক আজ সংক্ষেপে আমার সাধ্যমত সহজ করে আপনাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করবো। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর এখানে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

পৃথিবী যে সমতলে বিছানো এ ব্যাপারে আমাদের আর কোনো সন্দেহ নাই।

এবার আসুন প্রথমে বুঝে নেই গোলাকার পৃথিবী প্রমোট করে কাফেরদের কি লাভ হয়েছে?

ওদের অনেক লাভ হয়েছে। প্রথমেই ওরা আমাদের আকিদাকে ধ্বংস করতে পেরেছে। আল্লাহ যা বলেছেন সম্পূর্ণ তার উল্টা কুফুরী তত্ত্ব আমাদেরকে গিলিয়েছে। তিনি (Allah) বলেছে পৃথিবী সমতলে বিছানো, স্থিরা চাদ, সূর্য, দিন, রাত, আলো, আধার, তারকা সব কিছু পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে আর কাফেররা বলেছে: না সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে ওরা তো এটা বলবেই কারণ ওরা সূর্যের (হোরাস / সান গড) পূজারী। আর আমরাও সেটা বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছি। এবং কুরআন নিয়ে সংশয়ে পরে গেছি। কারণ বিজ্ঞানের (অপবিজ্ঞান) সাথে কুরআন মিলে

না। পৃথিবীর দিককে এলোমেলো করে দিয়েছে. আর তৈরী করেছে একদল নাস্তিক.
আরো অনেক ফেতনা গোলাকার পৃথিবীর সাথে সম্পর্কিত. জাতিসংঘের ম্যাপ
দেখুন। ওরা ঠিকই সমতল পৃথিবীর ম্যাপ দিয়ে রেখেছে। আর আমাদেরকে
গোলাকার পৃথিবীর গল্প শুনায়।



এবার প্রদত্ত ছবিগুলোর দিকে নজর দিন। এটাই মোটামুটি সমতল পৃথিবীর ম্যাপ। আসলটা আমরা কোনোদিন পাবো কিনা জানি না। তবে কাজের সুবিধার্থে এটাকেই মেনে নিতে হবে।

এবার মূল কথায় আসা যাক:

অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজ প্রসঙ্গে কাসাসুল কুরআন, ও বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পেরেছি হজরত জুলকারনাই (যাকে নকল ইহুদিরা কিং সাইরাস বলে) ইয়াজুজ মাজুজকে ককেশাস অঞ্চলে বন্দি করেছিলেন। এসব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ.





আবার ম্যাপের সাথে মিলিয়ে দেখুন. ককেশাস অঞ্চলের উত্তরে আমেরিকা ও রাশিয়া. আবার নকল খাজারিয়ান কথিত ইহুদিরা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কিং সাইরাসের প্রতীক মনে করে. তারা প্রচার করে কিং সাইরাস (জুলকারনাইন) তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলো.

আসলে তো সাইরাস (জুলকারনাইন) ওদেরকে বন্দি করেছিল. নকল ইহুদি গুলোর (রথ চাইল্ড, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, কার্ল মার্ক্স) চেহারার দিকে ভালো করে খেয়াল করুন.



GATES, ROCKEFELLER, SOROS

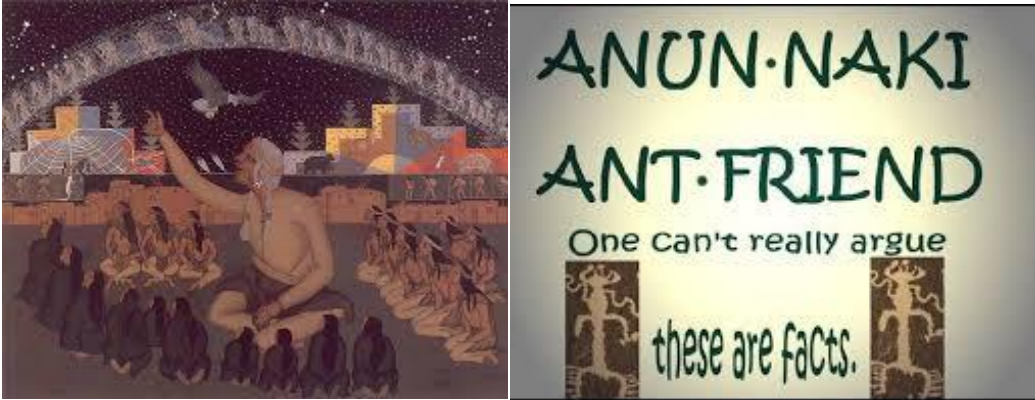


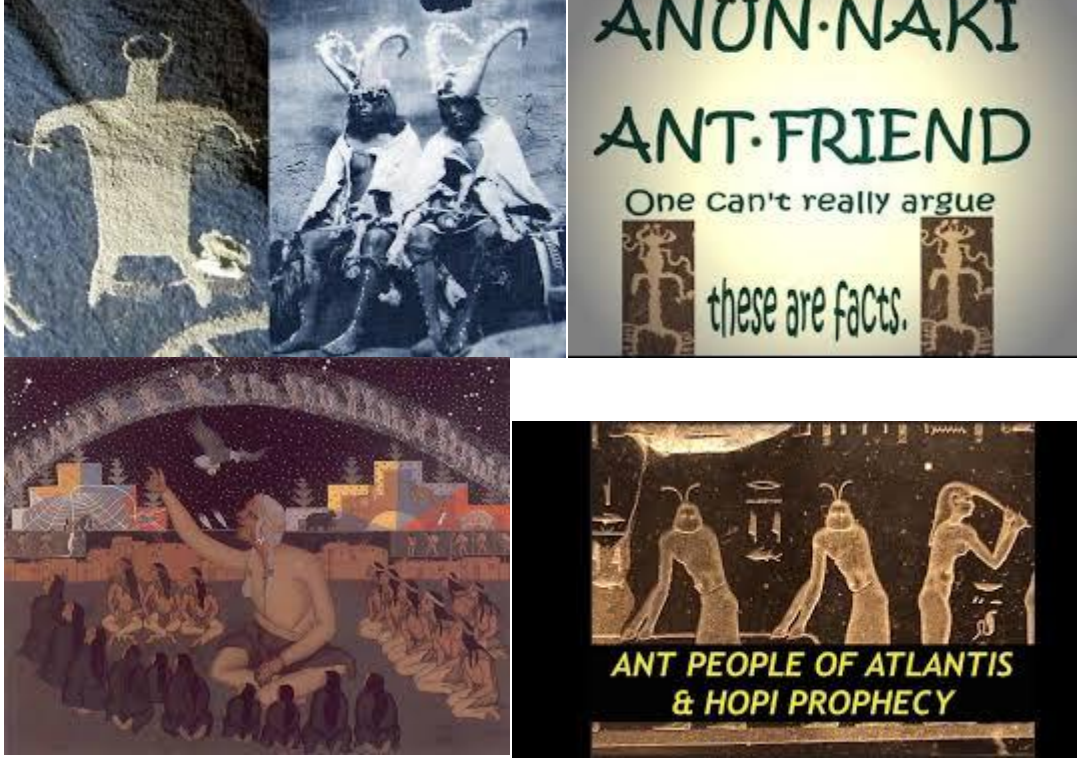
প্রসস্থ ঢালের মতো. বর্তমানে মিথ্যা উছিলা দিয়ে ফিলিস্তিনি দখল করে তাবারিয়ার পানি শেষ করে ফেলছে. সিক্রেট অফ জায়োনিজম বইটা পড়লে এসব ব্যাপারে আরো পরিষ্কার ধারণা পাবেন.

আরো বুঝতে পারবেন এরা কতটা ভয়ংকর, হিংস্র, বর্বর. এরা যেখানেই গিয়েছে ফেতনা ফাসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে. সেসব অঞ্চলের অর্থনীতি ও সামাজিক বন্ধনকে

ধ্বংস করে দিয়েছে. নোংরামি আর অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিয়েছে. ফলে তারা সবজায়গা থেকেই বিতাড়িত হয়েছে. আশ্চর্য ব্যাপার হলো এরা যাওয়ার সময়েও ওই এলাকার ধন সম্পদ বিশেষ করে স্বর্ণ চুরি করে নিয়ে যেত. (সেই রাহাজানির অভ্যাস দূর করতে পারে নি. যার কারণে জুলকারনাইন তাদেরকে বন্দি করেছিল)

এবার আসা যাক পিঁপড়া মানবের (ant people) প্রসঙ্গে. এদেরকে অনুনাকি বা হোপি জনগণ হিসেবে ডাকা হয়. আমেরিকার আদিবাসী বা হিপ্পি. এরা মাটির নিচে বসবাস করতো. তাদের কাছে সাইরাসের (যুলকারনাইনের) হায়ারোগ্লিফিক আছে. এদের কিছু অংশ এখনো রেড ইন্ডিয়ান হিসেবে আছে. বাকিরা এখন আধুনিক হয়েছে.





এগুলো সবই কি কোইন্সিডেন্স? মোটেও না. সব কিছুর সাথে সংযোগ আছে.

সম্ভবত, এরাই সেই জাতি যাদেরকে হাজারত জুলকারনাই ইয়াজুজ মাজুজের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ্ আলমা উপরে দেয়া ম্যাপের সাথে তৎকালীন ভূমির মিল না থাকাই স্বাভাবিক। তাই এই ম্যাপের সাথে হুবহু মিলানোর চেষ্টা করাটা ভুল হবে।

আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার. ইয়াজুজ মাজুজ দুইটা জাতি. এরা কোনো জন্তু নয়. আমাদের মতোই মানুষ. যেমন ব্রিটিশ নামটা শুনলে মনে হয় কি যেন?

আসলে ইংল্যান্ডের জনগণকে ব্রিটিশ ডাকা হয়. ঠিক তেমনি ইয়াজুজ একটা জাতি. আর মাজুজ আরেকটা জাতি. বর্তমানে ইয়াজুজের কিছু অংশের সাথে আমাদের যুদ্ধ

হবে. আর ঈসা আলাইস সালামের সময় দাজ্জালকে হত্যা করার পর মাজুজ বের হয়ে আসবে.

আমি আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে সর্বোত্তম চেষ্টা করেছি, বিষয়টাকে সহজ করে বুঝানোর জন্য. বাকি তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন. আমার এ গবেষণা যে একদম সঠিক তা দাবি করছি না. ভুল হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সংশোধন করে দিবেন.
জাযাকুমুল্লাহু খাইর.

ইয়াজুজ মাজুজকে কেন চিনতে পারছি না:

তারা বললঃ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। [সূরা কা হফ - ১৮:৯৪]

এখানে একটি বিষয় খেয়াল করুন, তারা কিন্তু মানুষের সাথেই ছিল. এবং বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করতো.. অশান্তি সৃষ্টি করার কারণে তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে. (সুতরাং তারা মানুষ)

এছাড়াও হাদিসে বর্ণিত আছে, তারা নূহ (আঃ) এক পুত্রের বংশধর। অর্থাৎ
, তারা আমাদের মতোই মানুষ।

তবে তারা ঈসা (আ) এর পরেই বের হবে. এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই.

ইয়াজুজ মাজুজকে কেন চিনতে পারছি না:

তারা বললঃ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি
বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও
তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। [সূরা কা হফ- ১৮:৯৪]

এখানে একটি বিষয় খেয়াল করুন, তারা কিন্তু মানুষের সাথেই ছিল. এবং
বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করতো.. অশান্তি সৃষ্টি করার কারণে তাদেরকে আলাদা
করে দেয়া হয়েছে. (সুতরাং তারা মানুষ)

এছাড়াও হাদিসে বর্ণিত আছে, তারা নূহ (আঃ) এক পুত্রের বংশধর। অর্থাৎ
, তারা আমাদের মতোই মানুষ।

তবে তারা ঈসা (আ) এর পরেই বের হবে. এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই.

ইমাম মাহদী এবং তার আর্মি অলরেডি পৃথিবীতে উপস্থিত আছে, তারা ঠিকই
ময়দানে লড়াই করে যাচ্ছে. কিন্তু আমরা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি

না. যখন তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন শুধুমাত্র তখনি আমরা তাকে চিনতে পারবো. ঠিক একই ভাবে দাজ্জাল এবং তার বাহিনীও একটিভ আছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না. সে যখন আত্মপ্রকাশ করবে তখন আমরা তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে চিনতে পারবো. ইয়াজুজ মাজুজের বেপারটাও তাই. ওরাও ফেতনা ফাসাদ ছড়াচ্ছে.

ইয়াজুজরা সারা বিশ্বে মিডিয়া ও প্রযুক্তির দ্বারা যে ফেতনার দানবকে ছেড়ে দিছে, এই দানবের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো কে আছে? কেউ আজ ফেতনা থেকে মুক্ত নয়। সবাই কেমন যেন হিংস্র বর্বর। মুতাকিরা একপ্রকার গৃহবন্দি হয়ে গেছে।

ইয়াজুজ মাজুজের সমাজে থেকে পুরো পুরি ইসলাম পালন করা, বা ঈমানের উপর অটল থাকা খুব খুব কঠিন হয়ে গেছে। আর তাইতো আল্লাহর রাসূল ঈমান বাঁচানোর জন্য পাহাড়ে চলে যেতে বলেছেন। সূরা কাহাফেও সেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কিন্তু আমরা বুঝতেও পারছি না, ওদেরকে চিনতেও পারছি না. ঈসা (আ) এর আগমনের পর তাদেরকে আমরা চিনতে পারবো. কিন্তু ততক্ষণে এ ব্যাপারে উদাসীন থাকার কারণে অসংখ্য মানুষ ঈমান হারিয়ে আহলে ইয়াজুজ মাজুজে পরিণত হয়ে যাবে। নাউযুবিল্লাহ।

ক্রিপ্টো জিউ বা খাজারিয়ানদের কিছু ছবি ও আর্টিকেল লিংক:

দন্মেহ গোষ্ঠী: ছদ্মবেশী ক্রিপ্টো জিউ

নিচের আর্টিকেল দুটো পড়ুন। আর অন্তরের ব্যাধিকে দূর করে শত্রু , মিত্র চিনার চেষ্টা করুন।

দন্মেহঃ ইসলামী ঐতিহ্য ধ্বংসে সৌদি-ইসরাইলি তাণ্ডব

<https://www.somewhereinblog.net/blog/arjansoul/29830751...>

Erdogan is a Freemason, member of Turkey's secret society 'Dömneh', claims Serbian-Yugoslavian researcher

<https://millichronicle.com/.../erdogan-is-a-freemason.../>

বাংলাদেশে ফ্রিমেসন বা ক্রিপ্টো (পার্সিয়ান) জিউদের আগমন ও কার্যক্রম: সকল (1-6) পর্বের লিংক একসাথে

এগুলো পড়তে হলে আপনাকে ব্রেন ক্লিনার গ্রুপের সদস্য হতে হবে।

গ্রুপ লিংক: <https://www.facebook.com/groups/truthhunter>

বাংলাদেশে ফ্রিমেসন বা ক্রিপ্টো (পার্সিয়ান) জিউদের আগমন ও কার্যক্রম: part-1

বাংলাদেশে ইহুদীদের ইতিহাস

<https://www.facebook.com/.../permalink/685788855689414/>

বাংলাদেশে ফ্রিমেসন বা ক্রিপ্টো (পার্সিয়ান) জিউদের আগমন ও কার্যক্রম: **PART-2**

ঢাকায় ইহুদিদের রহস্যময় ক্লাব

<https://www.facebook.com/.../permalink/686545028947130/>

বাংলাদেশে ফ্রিমেসন বা ক্রিপ্টো (পার্সিয়ান) জিউদের আগমন ও কার্যক্রম: **PART-3**

বাংলাদেশের শেষ ইহুদি পরিবার

<https://www.facebook.com/.../permalink/686700952264871/>

বাংলাদেশে ফ্রিমেসন বা ক্রিপ্টো (পার্সিয়ান) জিউদের আগমন ও কার্যক্রম: **PART-4**

বাংলাদেশের ইহুদি সম্প্রদায়।

গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?

<https://www.facebook.com/.../permalink/687371652197801/>

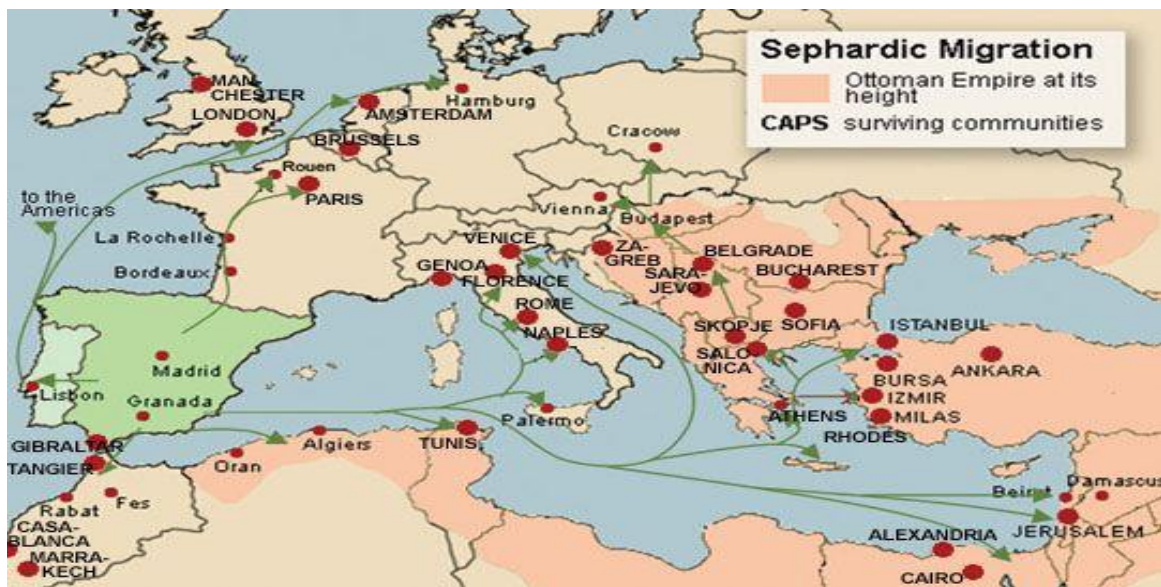
বাংলাদেশে ফ্রিমেসন বা ক্রিপ্টো (পার্সিয়ান) জিউদের আগমন ও কার্যক্রম: **PART-5**

জনপ্রিয় খেলায় ওরা মাতেন না কেন?

<https://www.facebook.com/.../permalink/687581815510118/>

বাংলাদেশে ফ্রিমেসন বা ক্রিপ্টো (পার্সিয়ান) জিউদের আগমন ও কার্যক্রম: **PART-6**

<https://www.facebook.com/.../permalink/689034945364805/>





গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজা মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?



দন্মেহ গোষ্ঠী & ছদ্মবেশী ক্রিপ্টো জিউ বা খাজারিয়ানদের নিয়ে খুব গবেষণা করুন। অনেক নতুন কিছু জানতে পারবেন। এবং অনেক রহস্য উন্মোচন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এবং আপনাদের কিছু প্রিয় মানুষকেও এই তালিকায় পাবেন।

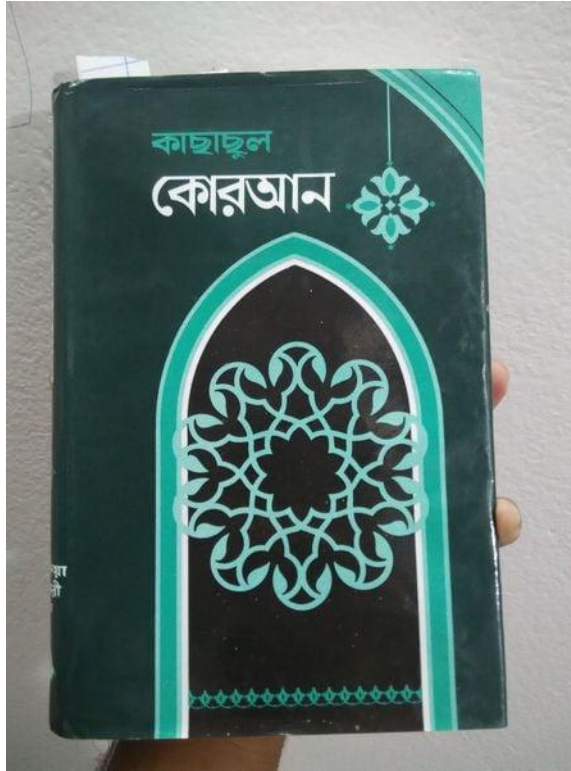
(অধ্যায় -৪) তাফসীর ও ইতিহাস থেকে ইয়াজুজ মাজুজ:

ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে ঐতিহাসিক দলিল প্রমান সহ বিস্তারিত জানতে হলে কাসাসুল কুরআন (মা: হিফজুর রহমান) এর বিকল্প কোনো কিতাব হতে পারে বলে আমি মনে করিনা।

বহুবার আপনাদেরকে এটা পড়তে বলেছি। যারা পড়েছেন, তারা তো পরিষ্কার হয়ে গেছেন। আর যারা পড়েননি, তারাই তর্ককে অব্যাহত রেখেছেন।

তাফসীরে মারেফুল কোরআন খুলে দেখুন। মুফতি শফি সাহেব এই কিতাবকে রেফার করেছেন। সুতরাং তর্ক না করে এটা কিনে পড়ে ফেলুন।

জাযাকুমুল্লাহু খাইর।



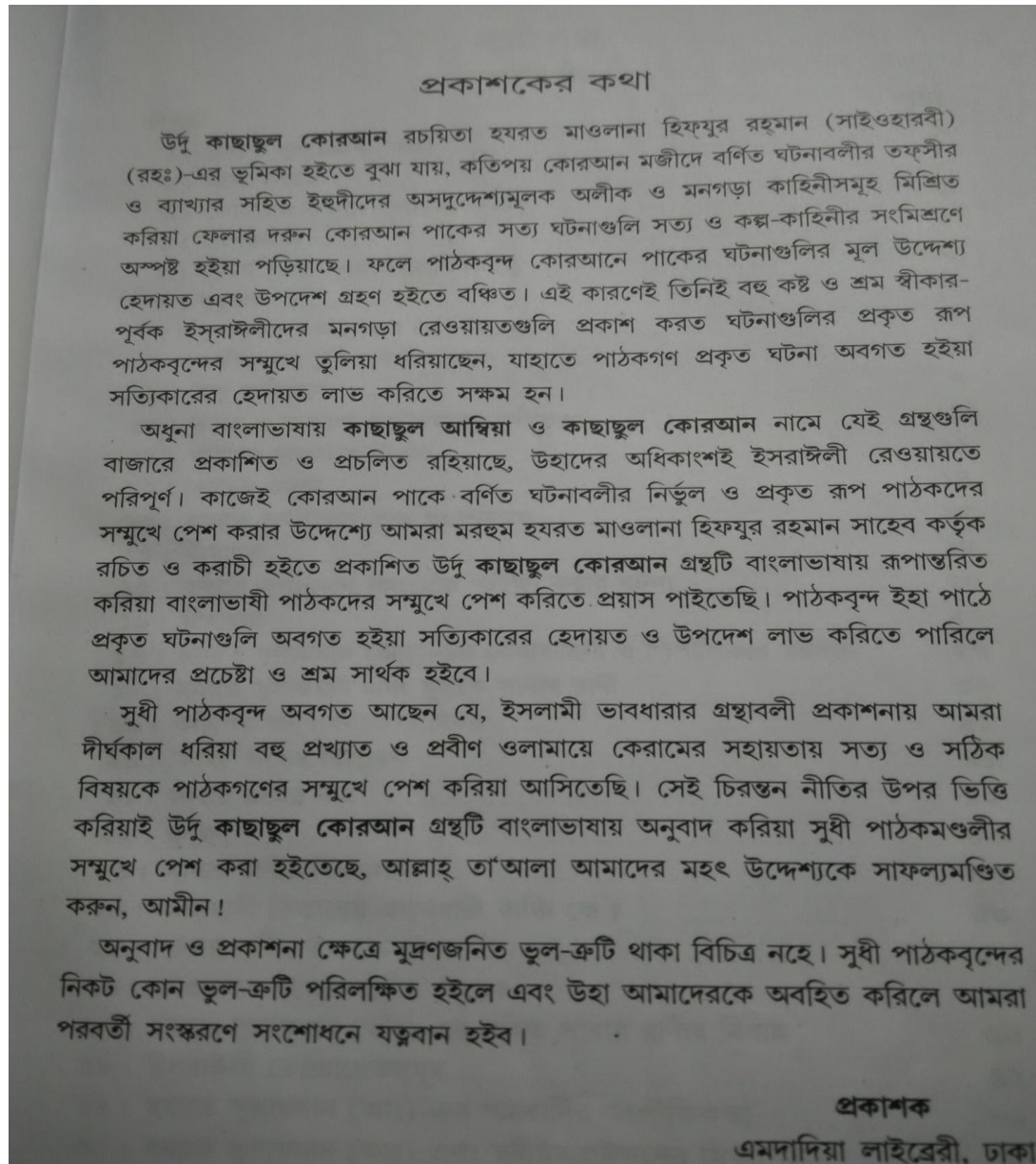
বিষয়	পৃষ্ঠা
১৬৭। পশ্চিমাক্ষরের অভিযান	৩৫৪
১৬৮। পূর্বাঞ্চলের অভিযান	৩৫৫
১৬৯। তৃতীয় (উত্তরাঞ্চলের) অভিযান	৩৫৬
১৭০। বাবেল বিজয়	৩৫৬
১৭১। খোরাসানের ধর্ম	৩৫৯
১৭২। প্রাচীন ইরানের মাযহাব	৩৬৩
১৭৩। ইরান ও যারদাশ্বতের মাযহাব	৩৬৪
১৭৪। যুলকারনাইন ও কোরআন মজীদ	৩৬৭
১৭৫। ইয়াজুজ ও মাজুজ	৩৭৮
১৭৬। দেওয়াল	৩৯৩
১৭৭। ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন	৪০৭
১৭৮। যুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?	৪৩২
১৭৯। উপদেশাবলী	৪৩৫

বইঃ কাসাসুল কুরআনঃ

মূলঃ মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

এই কিতাবের ৩৭৮ - ৪৩১ পেজ পর্যন্ত পরতে থাকুন। ইয়াজুজ মাজুজের বেপারে সমস্ত বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। বাকি আরো ছবি কাল দিবো

ইনশাআল্লাহ।



৩৫৬

কাছাছুল কোরআন

আজকাল 'মাকরান' বলা হয়, তথাকার যাযাবর গোত্রগুলি এই অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিল। এই অঞ্চলটি ইরানের জন্য নিঃসন্দেহে সুদূর পূর্বাঞ্চল ছিল। কেননা, ইহার পর পর্বতশ্রেণী রহিয়াছে, যাহা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তৃতীয় (উত্তরাঞ্চলের) অভিযান :

এই অভিযানে বাবেল জয় করা ছাড়াও ইতিহাস খোরাসের আরও একটি অভিযানের কথা উল্লেখ করিতেছে এবং ইহা ইরান হইতে উত্তর দিকে ঘটিয়াছিল। এই অভিযানে তিনি কাম্পিয়ান সাগরকে ডান দিকে রাখিয়া ককেশিয়ার পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছিলেন। এই পর্বতশ্রেণীর মধ্যেই তিনি একটি গিরিপথ প্রাপ্ত হইলেন, যাহা দুই পর্বতের মধ্যস্থলে ফটক দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তিনি সে স্থলে পৌঁছিলে তথাকার একদল লোক তাঁহার নিকট ইয়াজুজ-মাজুজ গোত্রের লুটতরাজের অভিযোগ পেশ করিল যে, তাহারা পার্বত্য অঞ্চল হইতে গিরিপথে বাহির হইয়া আক্রমণ করে এবং লুটতরাজ করিয়া আমাদের সর্বস্বান্ত করিয়া দেয়। অনন্তর তিনি লৌহ ও তাম্র ব্যবহার করিয়া সেই ফটকটিকে বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ধাতবদ্রব্যের একটি দেওয়াল খাড়া করিয়া দিলেন, যাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। যেমন, 'হিরোডোটাস' এবং 'যিনুফান' উভয় ইউনানী ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে, গোরাস লিডিয়া জয় করার পর সাইথিয়ান সম্প্রদায়গুলির সীমান্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ রকমের ব্যবস্থাসমূহ করিয়াছেন।

এই সত্যটি অনতিপরেই স্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, খোরাসের কালে ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায়গুলির মধ্য হইতে এই "সাইথিয়ান" সম্প্রদায় ছিল, যাহারা আক্রমণ করিয়া নিকটবর্তী বস্তুগুলিকে লুটতরাজ করিতে থাকিত।

বাবেল বিজয় :

এখন খোরাস কিম্বা খোরাসের বিজয়সমূহ যখন এত বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, ইরানের সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে তিনি উত্তর সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণ সাগরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং সুদূর পূর্বাঞ্চলে মাকরানের পর্বতমালা পর্যন্ত, বরং দারা রাজ্যের পরিধির বিবরণকে নির্ভরযোগ্য মানিয়া লওয়া হইলে তো সিঙ্কনদ পর্যন্ত জয় করিয়া লইয়াছিলেন। (দায়েরাতুল মা'আরিফ : বোস্তানী : ৪র্থ জিল্দ : ইরান) আর উত্তর দিকে ককেশিয়ার পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে ইরাকের প্রসিদ্ধ ও জনবসতিপূর্ণ কিন্তু অত্যাচারী ও উৎপীড়ক রাজ্য বাবেলের দিকে মনোযোগ দিতে হইল। উহার বিস্তারিত বিবরণও ইতিহাসের ভাষায়ই শ্রবণ করুন।

যুলকারনাইন

৩৭৭

দেওয়াল নির্মাণ করিয়া দিলেন। অতঃপর তাম্র গালাইয়া উহার উপর ঢালিয়া দিয়া দেওয়ালটিকে মযবৃত্ত করিয়া দিলেন।

সামঞ্জস্য ৮ : ইতিহাসের অনস্বীকার্য প্রমাণসমূহ ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, খোরাস উত্তর দিকে একটি উল্লেখযোগ্য অভিযান করিয়াছিলেন। ইহাতে ককেশিয়া (কোহেকুকা কিম্বা কোহেকুফ)-এর পর্বতশ্রেণীতে এমন দুইটি পাহাড়ের নিকটে একটি কাওম দেখিতে পাইলেন, যেই পাহাড়দ্বয়ের (ফটকের) মধ্যস্থলে একটি প্রাকৃতিক গিরিপথ ছিল এবং পাহাড়ের অপর দিক হইতে সাইথিয়ান সম্প্রদায়ের জংলী ও অসভ্য লুণ্ঠনকারীরা দলে দলে আসিয়া উক্ত নিরীহ কাওমের উপর আক্রমণ করিত এবং লুটতরাজ করিয়া গিরিপথে ফিরিয়া যাইত। খোরাস যখন সেই স্থানে পৌঁছিলেন, সেই বস্তীর লোকেরা আক্রমণকারী ডাকাতদের সম্বন্ধে তাঁহার নিকট নালিশ করিয়া তাহারা আবেদন করিল যে, আপনি এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী ফটকে একটি দেওয়াল নির্মাণ করিয়া দিন। খোরাস তাহাদের আবেদন মনযূর করিলেন এবং লৌহ ও তাম্র দ্বারা একটি দেওয়াল নির্মাণ করিয়া দিলেন। ‘গাগ’ ‘মীগাগ’ অসভ্য (সাইথিয়ান) সম্প্রদায়গুলি নিজেদের হিংস্র প্রকৃতি এবং রক্ত লোলুপতা সত্ত্বেও উক্ত দেওয়ালকে ভাঙ্গিতে সক্ষম হইল না এবং উহার উপর দিয়া টপকাইয়াও আক্রমণ করিতে পারিল না। এইরূপে পাহাড়ের এদিকের বসবাসকারীরা তাহাদের আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত হইয়া গেল। যদিও অসভ্য কাওমগুলির আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ছোট ও বড় বহু দেওয়াল নির্মিত হইয়াছে; কিন্তু এরূপ দেওয়াল, যাহা লৌহ ও তাম্রের মিশ্রণে দুই পাহাড়ের ফটকের মধ্যস্থলে নির্মিত হইয়াছে, খোরাসের নির্মিত এই দেওয়াল ব্যতীত—যাহা ককেশিয়ায় (কোহেকুফে বা কোহেকুকা) দেখা যায়, অন্য কোন দেওয়াল দুনিয়ার বুকে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং প্রমাণসমূহের আলোকে এরূপ দাবী করা যাইতে পারে যে, কোরআন মজীদ যুলকারনাইনের দেওয়াল সম্বন্ধে যেই তথ্য দান করিয়াছে, উহার প্রতি লক্ষ্য করিলে খোরাসই যুলকারনাইন বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং দারইয়ালের গিরিপথের দেওয়ালটিই কোরআনে প্রদত্ত বিবরণের অনুরূপ।

ইয়াজুজ ও মাজুজ কাহারা এবং দেওয়ালের স্বরূপ কি? যেহেতু এই দুইটি অনুসন্ধানাধীন বিষয় এখন পর্যন্ত আলোচনায় আসে নাই, সুতরাং যুলকারনাইন সম্বন্ধে কোরআনের সামঞ্জস্যতার এই দিকটি এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ। অতএব, নিম্নলিখিত লাইনগুলিতে উক্ত উভয়বিষয়ে তৃপ্তিপূর্ণ আলোচনা করা হইতেছে, যেন আসল স্বরূপ নিজের সর্বদিক দিয়া পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিয়া যায়।

কাসাসুল কুরআন, স্ক্রিন শট-১:

পাকিস্তানের সনামধন্য মুহাক্কিক আলেম মাওঃ হিফজুর রহমান (রঃ) এর অত্যন্ত বিশ্বস্ত কিতাব ।

যা ৫ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে. এখানে ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (র:) সহ পূর্ববর্তী সব আলেমদের মত যেমন পাবেন, একই সাথে ঐতিহাসিক বর্ণনাও পাবেন ।

ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার ক্ষেত্রে এই কিতাবের বিকল্প আর হতে পারে না ।

জুলকারনাইন কে ছিলেন? ওই দেয়াল কোথায়? ইয়াজুজ মাজুজ কারা এবং তারা এখন কোথায়? আরো অনেক কিছু বিস্তারিত এই কিতাবে বলে দেয়া আছে ।

এটা পড়লে আর কোনো প্রকার বিভ্রান্তি থাকবে না ইনশাআল্লাহ । আমার কাছে পি ডি এফ নাই, তাই কিতাব থেকে ছবি তুলে দিতে হলো । ৯ টা ছবি দিলাম.

গুরুত্বপূর্ণ গুলি লাল কালি দিয়ে মার্ক করে দিছি ।

খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ার অনুরোধ রইলো.

যুলকারনাইন

৩৮৩

ইহা ঐ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানীদের উক্তিসমূহের ভণ্ডার হইতে কয়েকটি উক্তি, যাঁহারা হাদীস, তফসীর ও ইতিহাস শাস্ত্রের বিশারদ ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি। এই উক্তিগুলি হইতে একথা নিশ্চিতরূপে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হইয়া যায় যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ সাধারণ মানবজগতের ন্যায় ভূমণ্ডলের জনবসতিপূর্ণ চতুর্থাংশের বাসিন্দা এবং তাহাদের বংশ সম্পর্ক আদম-সন্তানদের বংশ সম্পর্কের ন্যায় বটে এবং তাহারা যুগের কোন বিচিত্র সৃষ্টি নহে এবং বারযাখী মাখলুকও নহে। আর এই রকমের যেসমস্ত রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, ইসলামী রেওয়ায়েতসমূহের সহিত এগুলির বহু দূরবর্তী সম্পর্কও নাই; বরং ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহের পদ-মস্তকবিহীন ভাণ্ডারসমূহের অংশ। আর এসমস্ত রেওয়ায়েতের সবগুলিই কা'আবে আহবার পর্যন্ত যাইয়া খতম হয়। যিনি ইহুদী বংশীয় হওয়ার কারণে এসমস্ত কাহিনী সম্বন্ধে খুব বড় আলেম ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর ইয়ত চিত্তবিনোদন স্বরূপ এসমস্ত কাহিনী শুনাইতেন। কিম্বা, এই কারণে যে, এই ভাল-মন্দ রেওয়ায়েতগুলি হইতে, যাহা ইসলামিক দৃষ্টিতে অকর্মণ্য হয়, সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেওয়া যাইবে। আর যেগুলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কালাম ও নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের পোষকতা হয়, সেগুলিকে ঐতিহাসিক মর্যাদায় আনয়ন করা হইবে। কিন্তু নকলকারীরা এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই সেই পূর্বকার শরাবে নিমজ্জিত সমস্ত রেওয়ায়েতগুলিকে এমনভাবে নকল করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, যেভাবে হাদীসের রেওয়ায়েতগুলিকে নকল করা হইত। যদি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ও পরবর্তীকালে এমন অতুলনীয় মহামনীষীগণ জন্মলাভ না করিতেন, যাঁহারা রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহের সমুদয় ভাণ্ডারকে যাচাইয়ের কষ্টি পাথরে পরখ করিয়া দুধের দুধ এবং পানির পানি পৃথক করিয়া দিয়াছেন, তবে বলা যায় না আজ ইসলামকে কত সীমাহীন জটিলতার সম্মুখীন হইতে হইত।

সুতরাং এই বর্ণনার পরে এখন দেখা যাক, ইয়াজুজ ও মাজুজ কোন গোষ্ঠির? এবং মানবজগতের সহিত সেই গোষ্ঠিসমূহের কি সম্পর্ক? এই বিষয়টি বাস্তবিকপক্ষে একটি ভীষণ মতভেদযুক্ত বিষয় এবং দুনিয়ার কাওমসমূহের বহু কাওমের উপর ইহার ক্রিয়া পতিত হয়। এতদ্বিন্নি সুরা حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ আখ্যায়ার

— আয়াতটির সহিত ইহার গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে।

যাহা হউক, এবিষয়ে আমরা কিছু লিখিবার পূর্বে, সূচনা স্বরূপ ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, মানবজাতির সর্বদিকে যেই আনন্দ ও শোভা পরিলক্ষিত হইতেছে, আর ভূমণ্ডলের লোকবসতিপূর্ণ চতুর্থাংশ যেভাবে বনীআদমের বসতি



৩৮৪

কাছাছুল কোরআন

রহিয়াছে এবং সামাজিক জীবন ও স্থায়ী অবস্থানের আমোদে গুলয়ার হইয়া রহিয়াছে। ইহার প্রারম্ভ যাযাবর ও উপজাতীয়দের দ্বারা হইয়াছে এবং এই উপজাতীয়রাই বহু শতাব্দী অতীত হওয়ার এবং নিজেদের মূল কেন্দ্রস্থল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সামাজিক জীবন ও স্থায়ী অবস্থানের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছে এবং সভ্য ও সমাজবদ্ধ জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

ইতিহাস এই কথার সাক্ষী যে, দুনিয়ার জাতিগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস যথা হইতে ঢলের মত উথলিয়া উথলিয়া মানব বসতি বিস্তৃত, ফলবান ও পুষ্পিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে যাইয়া বসতি অবলম্বন করিয়াছে—শুধু দুইটি। একটি হেজাজ এবং দ্বিতীয়টি চীন-তুর্কিস্তান বা ককেশিয়ার সেই অঞ্চল, যাহা উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত এবং ভূপৃষ্ঠের সর্বাপেক্ষা উন্নত অংশ বলিয়া গণ্য হয়।

হেজাজ ঐ সমস্ত জাতি ও গোত্রের উৎস, যাহারা সামী বংশীয় সিমিটিক (Sametic) নামে আখ্যায়িত। এই গোত্রগুলি সহস্র সহস্র বৎসর হইতে এই পানি ও তৃণলতাহীন ভূমিতে ঝড়ের মত উথিত হইত এবং বকের ন্যায় দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়িত এবং যাযাবর জীবনের দোলনা হইতে বহির্গত হইয়া যবরদস্ত সভ্যতা ও আয়ীমুশ্শান স্থায়ী বসতি ও খ্যাতির প্রতিষ্ঠাতা সাব্যস্ত হইয়াছে।

১ম আদ সম্প্রদায় ও ২য় আদ সম্প্রদায় (সামূদ) এই ভূমি হইতেই উথিত হইয়াছে এবং নিজেদের আয়ীমুশ্শান শিল্পকলা ও প্রতাপশালী এবং জাঁকাল রাজত্বের দ্বারা শত শত বৎসর পর্যন্ত সামাজিক জীবন ও স্থায়ী বসবাসের ঝাঙাবাহী রহিয়াছে। জাদীস, তস্ম এবং এই জাতীয় অন্যান্য গোত্রগুলিও, যাহারা আজ বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি নামে পরিচিত, এই ভূমিরই প্রতিপালিত ছিল। ‘আযওয়ায়ে ইয়ামান’ অর্থাৎ হেম্‌ইয়ারী বাদশাহ্‌গণ, মিসর শাম ও ইরাকের আমালেকা সম্প্রদায়ের প্রতাপ প্রতিপত্তি ও রাজ্যের বিশালতার এই অবস্থা ছিল যে, এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত পারস্য এবং রোম বরং হিন্দুস্তানের কোন কোন অংশও তাহাদের আজ্ঞাবহ ছিল এবং তাহাদের রাজ্যের করদাতা ছিল। মোটকথা, সামী বংশীয় গোত্র সম্প্রদায়গুলি যাযাবরই হউক কিম্বা স্থায়ী বাসিন্দা ও সমাজবদ্ধ সভ্য জাতিই হউক, সকলে এই হেজাজ ভূমিরই বালিকণা ছিল। যাহারা নিজেদের স্বচ্ছল অবস্থা প্রাপ্তির পর, পরস্পর এত বেগানা ও অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, যাযাবর এবং শহুরে বরং মিসরের ফেরআউনগণ (আমালেকা) এবং আযওয়ায়ে ইয়ামান (হেম্‌ইয়ারী রাজন্যবর্গ) এবং বহিরাগত আরব—ইসমাইলী আরবদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।

যুলকারনাইন

৩৮৫

যদি বংশগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য এবং ভাষার মৌলিক একত্ব তাহাদের পরস্পরকে একসূত্রে গ্রথিত না করিত, তবে ইতিহাসের কোন লোকেরও এই সাহস ছিল না যে, তাহাদিগকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের পাঠ দিতে সক্ষম হইত।

এইরূপে জগতের গোত্র ও সম্প্রদায়সমূহের দ্বিতীয় সমুদ্র এবং অপার মহাসাগর চীনা, তুর্কিস্তান এবং মঙ্গোলিয়ার সেই অঞ্চলটি ছিল, যাহা উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত ভূপৃষ্ঠের উচ্চ ও উন্নত অংশ। এই স্থানটি হইতেও হাজার হাজার বৎসরে শত শত গোত্র উদ্ভূত হইয়াছে এবং ভূমণ্ডলের বিভিন্ন কোণ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং তথায় গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। এখান হইতে মানবজাতির তরঙ্গসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে এবং মধ্য এশিয়ায় যাইয়া পতিত হইয়াছে। এখান হইতেই ইউরোপে পৌঁছিয়াছে। অনন্তর এখান হইতেই হিন্দুস্থান এবং উত্তর পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানে গমনকারীরা নিজদিগকে আর্য জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। মধ্য এশিয়ার অধিবাসীরা 'ইরিয়ানাহ' নামে পরিচয় দিয়া নিজেদের অঞ্চলকে 'ইরান' নামে অভিহিত করিয়াছে। ইউরোপে হান, গাথ, ডাণ্ডিয়াল প্রভৃতি এই গোত্রগুলিরই নাম হইয়াছে। আর কৃষ্ণসাগর হইতে (দানিউব) ডাইনুব নদী পর্যন্ত স্থানের অধিবাসীরা সাইথিয়ান নামে পরিচিত হইয়াছে এবং ইউরোপ ও এশিয়ার এক বিরাট অংশের উপর বিস্তার লাভকারীরা রাশিয়ান নামে খ্যাত হইয়াছে।

এই গোত্রগুলি নিজেদের কেন্দ্রস্থল হইতে ছড়াইয়া পড়ার কালে যাযাবর ও জংলী জাতি ছিল। কিন্তু নিজেদের কেন্দ্রস্থল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, যখন অন্যান্য স্থানে পৌঁছিল এবং সামাজিক জীবন ও স্থায়ী বসবাসের সহিত পরিচিত হইল, কিম্বা প্রয়োজন পরিচিত করিল, তখন নূতন নূতন নামে আখ্যায়িত হইয়াছে। এমনকি নিজেদের কেন্দ্রের প্রাথমিক অবস্থা হইতে এত দূরত্ব হইয়া গিয়াছে যে, কেন্দ্রে অবস্থানকারী জংলী গোত্রগুলি এবং তাহাদের মধ্যে কোনই সমতা রহিল না; বরং একই মূলের দুইটি শাখা পরস্পর একে অন্যের শত্রু হইয়া গেল এবং শহুরে সম্প্রদায়গুলির জন্য তাহাদের সমবংশী জংলী গোত্রগুলি, স্বতন্ত্র বিপদ হইতে আরম্ভ করিল। যাহারা পরবর্তী কালে শহরবাসীদের উপর লুটতরাজ করিত এবং লুণ্ঠন করিয়া আবার নিজেদের কেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া যাইত।

যাহা হউক, ইতিহাসের পাতাসমূহ একথার সাক্ষী আছে যে, ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সেই অঞ্চল হইতে—যাহা অধুনা মঙ্গোলিয়া নামে অভিহিত, এই প্রকারেরই মানুষের বাড় উদ্ভূত হইতেছিল। আর তাহাদের চেয়ে নিকটবর্তী ও প্রতিবেশী 'চীনা' সম্প্রদায় তাহাদের দুইটি বিরাট গোত্রকে 'মুং' ও 'ইউচী' বলা হয়। অতএব এই 'মুং' সম্প্রদায়ই খৃষ্টপূর্ব প্রায়

৩৮৬

কাছাছুল কোরআন

ছয়শত বৎসর পূর্বে ইউনানী ভাষায় 'মীগ' ও 'মীগাগ' এবং আরবী ভাষায় 'মাজুজ' হইয়াছে। আর সম্ভবত এই 'ইউটী' সম্প্রদায় ইউনানী ভাষায় 'ইউগাগ' এবং হিব্রু ও আরবী ভাষায় 'জুজ' ও ইয়াজুজ নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা যখন দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে যাইয়া বসবাস করিতে থাকিল এবং বহু গোত্র পূর্বের ন্যায় নিজেদের কেন্দ্রস্থলেই জংলী ও যাযাবর হইয়া রহিল, তখন, এই সামাজিক জীবন ও যাযাবর জীবনের বিভিন্নতা এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিল যে, ঐসমস্ত গোত্রের যাযাবর জংলী ফ্যাসাদী সম্প্রদায়গুলি সেইরূপই ইয়াজুজ (গাগ) এবং মাজুজ (মীগাগ) নামে অভিহিত থাকিল। কিন্তু সভ্য ও শহুরে গোত্রগুলি স্থানীয় বিশেষত্বসমূহের সাথে সাথে নিজেদের মূলগত নামসমূহকে পাল্টাইয়া ফেলিল এবং নূতন নূতন নামে বিখ্যাত হইল। অতঃপর এই বিভাজন এইরূপে কায়েম হইয়া গেল যে, ইতিহাসের কালেও উহাকে বাকী রাখা হইল এবং মধ্য এশিয়ার এশীয়, ইরানী এবং ইউরোপীয়ান রাশীয়ান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় কাওমগুলি ও হিন্দুস্তানের আর্য মূলের দিক দিয়া মঙ্গোলিয়ান অর্থাৎ "মৃগ মাজুজ এবং ইউগাগ ইয়াজুজ" বংশ হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসে তাহাদিগকে এই নামে স্মরণ করা হয় না। আর ইয়াজুজ ও মাজুজের নাম শুধু সেই গোত্রগুলির জন্যই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল, যাহারা নিজেদের অতীতকালের জংলী অবস্থা, বর্বরতা ও অসভ্য যিন্দেগীতে নিজেদের কেন্দ্রস্থলের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বিভিন্ন শতাব্দীর মধ্যে হত্যা ও লুটতরাজ করার জন্য নিজেদেরই বংশের সভ্য ও শহুরে কাওমগুলির উপর আক্রমণ করিতে থাকে। আর ইহাদেরই বন্য প্রকৃতি আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য এবং পূর্বাঞ্চলের লুটতরাজ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন প্রকারের দেওয়াল প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই প্রাচীরগুলি হইতেই একটি সেই প্রাচীর, যাহা যুলকারনাইন একটি কাওমের আবেদনক্রমে দুই পর্বতের মধ্যস্থলে লৌহ ও তাম্রের মিশ্রণে নির্মাণ করিয়াছেন, যেন সেই কাওমটি ইয়াজুজ ও মাজুজের পূর্বদিকের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।

ইয়াজুজ ও মাজুজের উল্লেখ তাওরাতেও আছে, যেমন হেযকীল (আঃ)-এর ছহীফায় বলা হইয়াছে : "আর খোদাওয়ান্দের কালাম আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "হে আদম-সন্তানগণ! তোমরা জুজের দিকে মনোযোগ দাও যাহারা মাজুজের দেশের অধিবাসী এবং রুশ, মস্ক এবং তুবালের সর্দার এবং উহাদের প্রতি লক্ষ্য কর এবং তাহাদের বিরুদ্ধে হুকুম পৌঁছাও এবং বল, ইয়াহুদার খোদা বলেন, দেখ, হে জুজ! রুশ, মস্ক এবং তুবালের সর্দার! আমি তোমাদের বিরোধী। এবং আমি তোমাদিগকে শাস্তি প্রাদন করিব, তোমাদের

সম্রাট
তুবালের সর্দার
আর
কপেরোয়াভ

আর
কবরস্থান
এবং তাহা
এবং তাহা
উপত্যকা
এই

তাহাদিগ
দুসংবাদ
আর তা
ঘটনা
বিনাশ
পথচারী
এই

'জুজের
মস্কের
এই

শব্দদ
হইতে

(আ

হই

লুট

ছি

ক

ধ

যুলকারনাইন

৩৮৭

চোয়ালে বাঁশী দেখ, আমি তোমাদের বিরোধী, হে জুজ! রুশ, মস্ক এবং তুবালের সর্দার, আমি তোমাদিগকে পাল্টাইয়া দিব। ধ্বংস করিয়া ফেলিব।

(হহীফায়ে হেয়ক্বীল : ৩৮ অধ্যায় : আয়াত : ১-৩০)

আর আমি ইয়াজুজের উপর এবং ঐসমস্ত লোকের উপর, যাহারা দ্বীপসমূহে বেপরোয়াভাবে বসবাস করিতেছে, এক অগ্নি প্রেরণ করিব।

(হহীফায়ে হেয়ক্বীল : ৩৯ অধ্যায় : আয়াত : ৬)

আর সেদিন একরূপ হইবে যে, আমি তথায় ইস্রাঈলের মধ্যে জুজকে একটি কবরস্থান দিব, অর্থাৎ পথচারীদের উপত্যকা, যাহা সমুদ্রের পূর্বতীরে অবস্থিত এবং তাহাতে পথচারীদের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। আর তাহারা তথায় জুজকে এবং তাহার দলকে প্রোথিত করিয়া দিবে এবং সেই প্রান্তরকে ইয়াজুজের উপত্যকা বলিয়া নামানুকৃত করিব। (এ, ঐ, আয়াত : ১১)

এই বরাতসমূহে ইয়াজুজ-মাজুজ, রুশ, মস্ক তুবালের উল্লেখ রহিয়াছে এং তাহাদিগকে খোদা তা'আলার বিরোধী বলা হইয়াছে। আর মাযলুমদিগকে এই সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে প্রহরা দিবেন। আর তাহাদের চোয়ালে বাঁশী মারিবেন, যাহাতে তাহারা মরিয়া যাইবে এবং এই ঘটনা ক্লেয়ামতের নিকটবর্তীকালে ঘটিবে। সেই জংলী ও যালিম গোত্রগুলিকে বিনাশ ও ধ্বংস করিয়া ফেলা হইবে। আর তাহাদের মৃত্যুতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পথচারীদের জন্য পথ বন্ধ হইয়া যাইবে।

এই নামগুলির বিস্তারিত বিবরণে তাওরাতের তফসীরকারগণ বলেন, 'জুজের' অর্থ 'গাগ' এবং মাজুজের অর্থ 'মীগাগ', আর রুশ এর অর্থ রাশিয়া, মস্কের অর্থ মস্কট, আর তুবালের অর্থ কৃষ্ণসাগরের উজানের অঞ্চল। যাহার অর্থ এই হয় যে, তাওরাতের সাক্ষ্যও একথার সহিত একমত যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দদ্বয় সেই গোত্রগুলির জন্যই নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যাহারা ককেশিয়া ও মঙ্গোলিয়া হইতে বহুদূর পর্যন্ত পূর্বদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আর এই যে, হেয়ক্বীল (আঃ)-এর যমানা পর্যন্ত রাশিয়া অঞ্চলটি তাহ্যীব, তামাদ্দুন এবং স্থায়ী বসবাস হইতে শূন্য এবং জংলী গোত্রগুলির জন্মভূমি ও বাসস্থান ছিল এবং হত্যা ও লুটতরাজের কাজ করিত। আর অত্যাচার ও উৎপীড়ন তাহাদের দৈনন্দিনের কার্য ছিল। সুতরাং হযরত হেয়ক্বীল (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে এই সুসংবাদ প্রদান করা হইল যে, সেই সময়টুকু নিকটবর্তী, যখন এই গোত্রগুলির লুটতরাজের এই ধারা এক দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে। সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জুজ উত্তর দিক হইতে লুণ্ঠন ও হত্যা করার জন্য আসিবে। আর

কাছাছুল কোরআন

এই যে, মাজুজের উপর এবং দ্বীপবাসীদের উপর ভীষণ ধ্বংসলীলা আসিবে। আর এই যে, ইসরাঈলীরাও মাজুজের মোকাবিলায় অংশ গ্রহণ করিবে। এখন যদি ইতিহাস পাঠ করেন, তবে আপনার সম্মুখে সুন্দরভাবে স্পষ্ট হইয়া পড়িবে যে, ঈসা (আঃ)-এর প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে খায়ার সমুদ্র ও কৃষ্ণসাগরের অঞ্চলটি জংলী ও রক্ত পিপাসু গোত্রগুলির কেন্দ্রস্থল ছিল। যাহারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। অবশেষ তাহাদের মধ্য হইতে একটি যবরদস্ত গোত্র প্রকাশিত হয়, যাহারা ইতিহাসে 'সাইথিয়ান' জাতি নামে বিখ্যাত। ইহারা মধ্যএশিয়া হইতে কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং অনবরত নিকটবর্তী ও পার্শ্ববর্তী সভ্য ও বস্তী এলাকার লোকদের উপর আক্রমণ করিয়া ধ্বংস ও হত্যা চালাইত। এই সময়টুকু বাবেল ও নীনাওয়ার উন্নতি এবং আশুরী সভ্যতার প্রারম্ভকাল ছিল। অতঃপর খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ সনে তাহাদের মধ্যকার একটি যবরদস্ত গোত্র নিজেদের উন্নতির শিখর হইতে অবতরণ করিয়া ইরানের সমস্ত পশ্চিমাঞ্চল ওলটপালট করিয়া দিল। এখন খৃষ্টপূর্ব ৫২৯ সালে সাইরাসের (কায়খসরুর) আবির্ভাব হইল। ইহাই সেই যমানা, যখন তাঁহার হাতে বাবেলের পতন, বনীইসরাঈলদের মুক্তি এবং মেডিয়া ও পারস্যের দুইটি রাজ্য একক শক্তিতে পরিণত হইতে দেখা যায়। আর সাইথিয়ান সম্প্রদায়গুলির পশ্চিমাঞ্চলে আক্রমণ বন্ধ করার জন্য তাঁহার হাতে সেই দেওয়ালটি প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার উল্লেখ পুনঃ পুনঃ করা হইতেছে।

যাহা হউক, এসমস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয় যে, হেয়ক্বীল (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই ইয়াজুজ-মাজুজ যাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাইরাস (যুলকারনাইন) দেওয়াল নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহারা এই সাইথিয়ান জাতিই ছিল। যাহারা হেয়ক্বীল (আঃ)-এর যমানা পর্যন্ত পূর্ববর্তী নিজেদের জংলী স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। যেভাবে তাহাদের পূর্ব পুরুষেরা নিজেদের কেন্দ্রস্থলে থাকা কালে সেসমস্ত বৈশিষ্ট্যের সহিতই ইয়াজুজ-মাজুজ নামে অভিহিত ছিল। ইহা প্রকৃতপক্ষে এই দাবীটির একটি অতিরিক্ত প্রমাণ যে, যুলকারনাইন, সাইরাস (কায়খসরুর)ই ছিলেন।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্বন্ধে যে পরিমাণ আলোচনা এতক্ষণ পর্যন্ত করা হইয়াছে, উহার সারমর্ম এই যে, উহারা কোন বিচিত্র ও অভিনব গঠনের জীব নহে; বরং মানবজগতের সাধারণ অধিবাসীদের ন্যায় তাহারাও মানব এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধর। ইয়াজুজ-মাজুজ মঙ্গোলিয়া (তাতার)-এর ঐ সমস্ত জংলী গোত্রগুলিকে বলা হইত, যাহারা ইউরোপ ও রাশিয়ার কাওমগুলির উৎসমূল। আর যেহেতু তাহাদের প্রতিবেশী কাওম এই গোত্রগুলির মধ্য হইতে দুইটি প্রধান

যুলকারনাইন

৩৮৯

গোত্রকে 'মূগ' ও 'ইউচী' বলিত। সুতরাং ইউনানীরা তাহাদেরই অনুসরণে ইহাদিগকে 'মীগ' বা 'মীগাগ' এবং 'ইউগাগ' বলিয়াছে। আর ইবরানীরা ও আরবেরা রূপান্তরিত করিয়া ইহাদিগকে ইয়াজুজ ও মাজুজ নামে স্মরণ করিয়াছে।

হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর নিজ ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণনা করিতেছেন :

ويافث ابو الترك فياجوج و ماجوج طائفة من الترك و هم مغلول المغلول و هم اشد بأسا و اكثر فسادا من هؤلاء -

“আর ইয়াফেস তাতারীদের বংশের আদি পিতা। সুতরাং ইয়াজুজ-মাজুজ তাতারীদেরই একটি শাখা, আর ইহারা মঙ্গোলিয়ার উপজাতিগুলি মঙ্গোলী। আর ইহারা অন্যান্য তাতারী গোত্রগুলির তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক ফ্যাসাদী এবং লুটতরাজকারী।”

(আল বেদায়াহ ওয়ান্নেহায়াহ : ২য় জিলদ : পৃষ্ঠা-১১০)

আর তিনি নিজের তফসীরের কিতাবেও ইহার পোষকতা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই গোত্রগুলি ইয়াফেস ইবনে নূহ (আঃ)-এর বংশধর। ইহাদের জন্মভূমি ও বাসস্থান মঙ্গোলিয়ার সেই অঞ্চলটি, যেখান হইতে কাওমসমূহের ঝড় উঠিত হইয়া ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে।

ইবনে আসীর “কামেল” কিতাবে লিখিয়াছেন :

وقد اختلف الاقوال فيهم و الصحيح انهم نوح من الترك لهم شوكة وفيهم شروهم كثيرون و كانوا يفسدون فيما يجاورهم من الارض ويخربون ما قدروا عليه من البلاد يوذون من يقرب منهم -

“ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের বহু উক্তি রহিয়াছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, তাহারা তাতারী গোত্রগুলির মধ্য হইতেই একটি বিশেষ গোত্র। তাহারা অতিশয় শক্তিশালী এবং তাহাদের মধ্যে ক্ষতি ও অনর্থ সৃষ্টির শক্তি অনেক বেশী। তাহারা সংখ্যায়ও প্রচুর, নিকটবর্তী ও আশেপাশের অঞ্চলসমূহে অনর্থ বিস্তার করিত এবং যেই সমস্ত বস্তীর উপর সক্ষম হইত, উহাদিগকে বিনষ্ট ও ছারখার করিয়া ফেলিত। প্রতিবেশীদিগকে উৎপীড়ন ও দুঃখ কষ্ট প্রদান করিত।” (১ম জিলদ : পৃষ্ঠা-৬৮)

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলুসী রুহুল মা'আনী কিতাবে লিখিয়াছেন :

ان يأجوج وماجوج قباة من ذرية نوح عليه السلام و هم

৩৯০

কাছাছুল কোরআন

ইয়াজুজ-মাজুজ ইয়াফেস ইবনে নূহ (আঃ)-এর বংশধর হইতে দুইটি গোত্র, আর ওয়াহাব ইবনে মুনায্বেহ ইহারই উপর বিশ্বাস রাখেন, আর পরবর্তীকালের ওলামায়ে কেরামের অধিকাংশের মতও ইহাই।" (১৬শ জিল্দ : পৃষ্ঠা-৩৬)

তিনি আরও একটু অগ্রসর হইয়া লিখিয়াছেন :

وفي كلام بعضهم ان الترك منهم لما اخرجهم ابن جرير و ابن مردويه من طريق السدى من اثر قوى الترك سرية من سرايا ياجوج و ماجوج -

"আর কেহ কেহ বলেন, তুর্ক (তাতারী) ইহাদেরই মধ্য হইতে উৎপন্ন। যেমন, ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুবিয়াহ সুদী হইতে একটি শক্তিশালী রেওয়ায়েত নকল করিয়াছেন যে, তুর্ক (তাতারী) ইয়াজুজ ও মাজুজদের শাখাসমূহ হইতে একটি শাখা বিশেষ।"

(১৬ জিল্দ : পৃষ্ঠা-৩৬)

وفي رواية عن عبد الرزاق عن قتادة ان ياجوج و ماجوج ثتان

وعشرون قبيلة -

"আর আবদুর রায্যাক, হযরত ক্বাতাদাহ হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ বাইশটি গোত্রের সমষ্টি।" (১৬শ জিল্দ : পৃষ্ঠা-৩৬)

এতদ্ব্যতীত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারী কিতাবে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্বন্ধে যাহা কিছু নকল করিয়াছেন, তাহাও উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের পোষকতা করিতেছে। (১৩শ জিল্দ : পৃষ্ঠা-৯০)

আর আল্লামা তান্তাবী স্বীয় তফসীর জাওয়াহেরুল কোরআনে লিখিতেছেন :

"ইয়াজুজ ও মাজুজ নিজেদের বংশমূল হিসাবে ইয়াফেস ইবনে নূহ (আঃ)-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত। এই নামটি "اجيح النار" অর্থাৎ, অগ্নিশিখা বা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। যেন ইহাদের কঠোরতা ও সংখ্যাধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী ইহাদের বংশমূল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, মঙ্গোলিয়ান ও তাতারীদের বংশধারা তুর্ক নামক এক ব্যক্তি পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছে। আর এই ব্যক্তিই যাহাকে ابو الفداء مأجوج (আবুল ফেদা মাজুজ) বলে।"

অতএব, ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ দ্বারা উদ্দেশ্য মঙ্গোলিয়ান ও তাতারী গোত্রসমূহই বটে। এই গোত্রগুলির ধারা এশিয়ার উত্তর পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া তিব্বত ও চীন হইয়া محيط من محمد (মুহীতে মুনজামিদ) পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, আর পশ্চিম দিকে তুর্কিস্তানের এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ফাকেহাতুল খোলাফা এবং ইবনে মস্কুবির 'তাহযীবুল আখলাক'

যুলকারনাইন

৩৯১

ও রাসায়েল ইখওয়ানুচ্ছাফা'র রচয়িতাগণ সকলে ইহাই বলিয়াছেন যে, এই গোত্রগুলিকেই ইয়াজুজ ও মাজুজ বলা হয়।" (৯ম জিল্দ : পৃষ্ঠা-১৯৯)

আর ইবনে খাল্দুন স্বীয় তারীখের কিতাবের সূচনায় ইয়াজুজ ও মাজুজদের বাসস্থান এবং উহার ভৌগলিক অবস্থানকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :

পৃথিবীর সপ্তম খণ্ডের নবম অংশের পশ্চিমদিকে তুর্কীদের দুইটি গোত্র বসবাস করে, তাহাদিগকে ক্বাফজাক ও চারকাস বলা হয়। আর পূর্বদিকে ইয়াজুজদের বসতিসমূহ। আর এতদুভয়ের মধ্যস্থলে 'কোহেক্বাফ' পৃথককারী সীমা। ইতিপূর্বে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উহা বাহুরে মুহীত হইতে আরম্ভ হইতেছে, যাহা পৃথিবীর চতুর্থ অংশের পূর্বদিকে অবস্থিত, আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিকে সপ্তমাংশের শেষ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আর বাহুরে মুহীত (আটলান্টিক মহাসাগর) হইতে পৃথক হইয়া উত্তর-পশ্চিম দিক হইয়া অর্থাৎ পশ্চিমদিকে ঝুঁকিয়া পঞ্চমাংশের নবমাংশে প্রবশ করে। এখান হইতে পুনরায় নিজের প্রথম দিকে ঘুরিয়া যায়। এমনকি সপ্তম অংশের নবমাংশে প্রবেশ করে, এখানে পৌঁছিয়া দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর-পশ্চিম দিক হইয়া চলিয়া গিয়াছে। এই পর্বতশ্রেণীর মধ্যস্থলে সেকান্দারের দেওয়াল অবস্থিত। আর সপ্তমাংশের নবমাংশের মধ্যভাগেই সেই সেকান্দারী দেওয়াল, যাহার উল্লেখ আমরা এই মাত্র করিলাম, আর যাহার সম্বন্ধে কোরআন মজীদও সংবাদ দিয়াছে।

আর আবদুল্লাহ ইবনে 'খারদাযাবাহ' নিজের ভূগোলের কিতাবে আব্বাসী খলীফা ওয়াসেক বিল্লাহর সেই স্বপ্ন নকল করিয়াছেন। যাহাতে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, দেওয়ালটি খুলিয়া গিয়াছে, তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং অবস্থা জানার জন্য সালাম তারজুমানকে রওয়ানা করিয়া দিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া সেই দেওয়ালের অবস্থা ও বিশেষণাবলী বর্ণনা করিল। আর সপ্তমাংশের দশমাংশে মাজুজের বস্তীগুলি অবস্থিত। যাহা অবিচ্ছিন্নভাবে শেষ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই অংশটুকু আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। যাহা উহার উত্তর-পূর্ব অংশকে এভাবে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে যে, উত্তর দিকে তো দৈর্ঘ্যে চলিয়া গিয়াছে, আর কতক পূর্বাংশে প্রস্থে গিয়াছে। (মুকাদ্দামা ইবনে খাল্দুন : পৃষ্ঠা-৭৯ : ষষ্ঠাংশের আলোচনা। প্রকাশ থাকে যে, জাবালে কোকা বা কোহেক্বাফ ও ককেশিয়া পর্বতশ্রেণী একই বস্তু— সংকলয়িতা।)

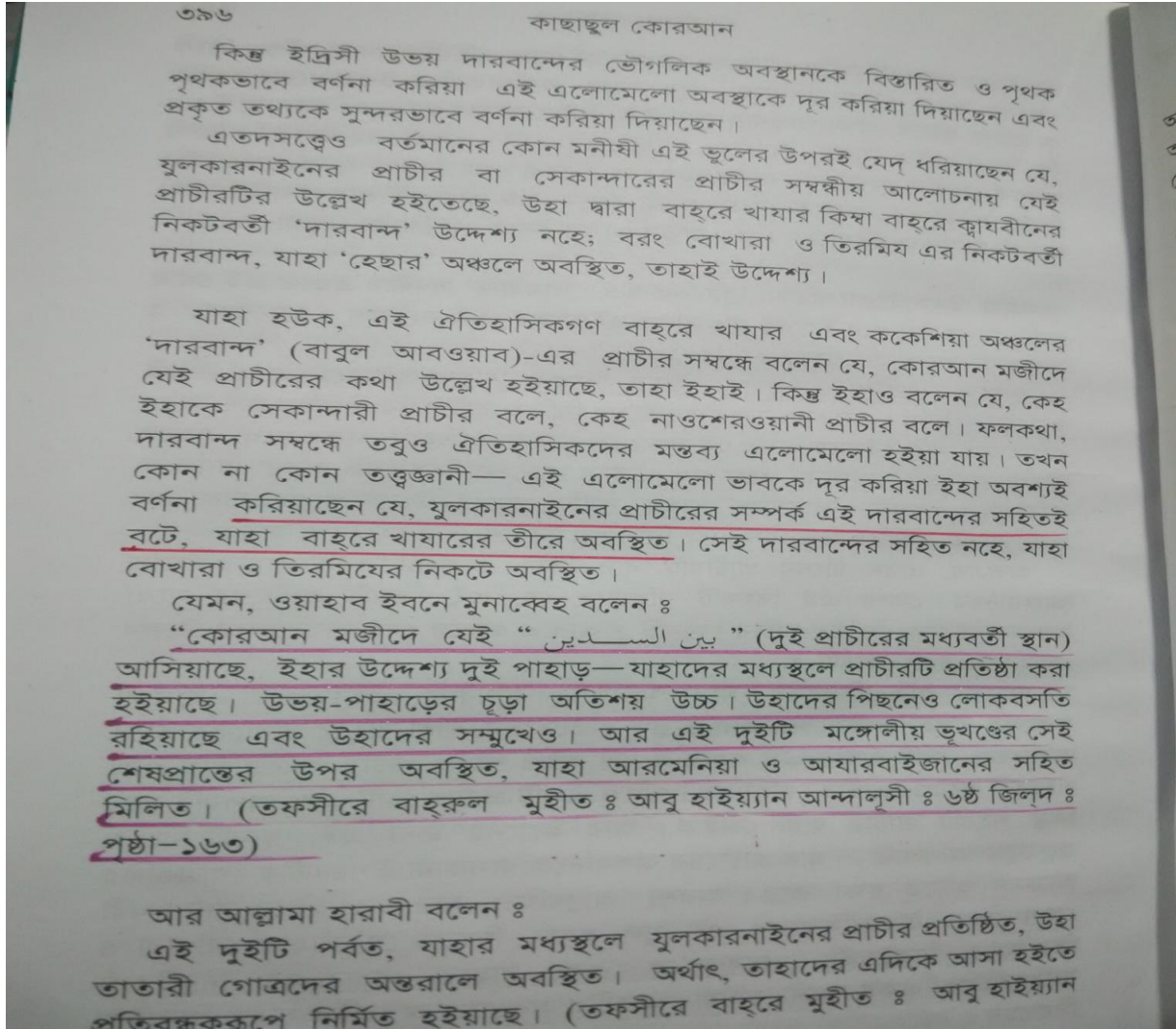
ইবনে খাল্দুন ইয়াজুজ-মাজুজ ও সেকান্দারী দেওয়াল সম্বন্ধে এইরূপে পৃথিবীর চতুর্থ, পঞ্চম এবং সপ্তম একলীমের আলোচনায়ও প্রাসঙ্গিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; বরং চতুর্থ একলীমে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন :

কাসাসুল কুরআন, স্ক্রিন শট-২:

কাছাছুল কোরআন থেকে আরো ১৫ টা পেজের ছবি দিলাম। মনযোগ দিয়ে পড়ুন। সব স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। একটা ভিডিও লিংক দিলাম, দেখে নিন, মিলিয়ে নিন।

https://www.youtube.com/watch?v=W9b8V_ek52Q

স্ক্রিন শট গুলোতে পৃষ্ঠার ধারাবাহিকতা রাখিনি। তাই শুধু লাল দাগ দেয়া গুলোতে চোখ বুলিয়ে নিলেই হবে। বিস্তারিত কিতাব থেকেই পড়ে নিলে ভালো হয়।



৪১২

কাছাফুল কোরআন

কোন পার্বত্য অঞ্চলে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, এখন ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব, এখানেও এই বলা হইয়াছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের মত বিরাট গোত্রগুলি, যাহারা দীর্ঘকাল হইতে এত সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও দুনিয়ার এক পৃথক কোণে পড়িয়া ছিল, সেদিন এমনভাবে উছলিয়া আসিবে যে, যেন ইহারা আবদ্ধ ছিল, আর এখন মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সূরা কাহ্‌ফের ও সূরা আযিয়ার আলোচনাধীন আয়াতসমূহের তফসীর মুহাদ্দেসীন শিরোমনি হযরত ওস্তাদ, আব্বাস সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রঃ)ও “আকীদাতুল ইসলাম” কিতাবে ইহাই বলিয়াছেন। আর নিঃসন্দেহে এই তফসীরটি কোন ব্যাখ্যা ব্যতীত সঠিক ও বিশুদ্ধ এবং এই বিষয়টি সম্বন্ধে বহুবিধ সন্দেহের নিরসনের জন্য অতিশয় উপকারী। হযরত শাহ্‌ ছাহেব লিখিতেছেন :

وينبغي ان يعلم ان قول ذى القرنين ”هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا“ قول من جانبه لا قرينة على جعله منه من اشراط الساعة ولعله لا علم له بذلك وانما اراد وعدا انه كاله فان قوله تعالى بعد ذلك وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ للاستمرار التجددي نعم قوله تعالى حتى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ . هو من اشراط الساعة لكن ليس فيه للردم ذكر فاعلم الفرق -

“একথাটি লক্ষ্যণীয় যে, যুলকারনাইনের এই উক্তিটি - الاية من ربى- তাহার নিজের উক্তি এবং পূর্বে ও পরে কোন সংকেত বিদ্যমান নাই, যাহা দ্বারা প্রাচীরটির চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার ঘটনাটিকে ক্লেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। আর সম্ভবত যুলকারনাইন ইহাও জানেন না যে, ইয়াজুজ ও মাজুজদের বহিরাগমনও ক্লেয়ামতের আলামতসমূহের অন্তর্গত। আর তিনি وعد ربى অর্থাৎ আমার রাব্বের প্রতিশ্রুতি বলিতে শুধু সেই প্রাচীরটি কোন এক সময়ে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাওয়াই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা‘আলার এই বাণী “আমি সেদিন হইতে তাহাদিগকে এই অবস্থায় করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহারা একে অন্যের উপর উছলিয়া পড়িতেছে।” নিত্য পুরাবৃত্ত কাল বুঝাইতেছে, অর্থাৎ সর্বদার তরে এরূপ হইতে থাকিবে যে, তাহাদের কোন কোন গোত্র কোন কোন গোত্রের উপর আক্রমণ করিতে থাকিবে। এমন কি, বহিরাগমনের প্রতিশ্রুত সময়টুকু আসিয়া পড়িবে। তবে

যুলকারনাইন

৪২১

পৃথক মধ্যবর্তীকালে প্রকাশ পাইবে এবং যাহা আরবদের পতনের কারণ হইবে। আর فـسح ٢١ একথার সহিত তুলনা যে, যেই ঘটনাটি ভবিষ্যতে প্রকাশ পাইবে। উহা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহা সেই ঘটনাটি, যাহা আববাসী খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহর যমানায় তাতারীদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল এবং যাহা আরব শক্তি অর্থাৎ কুরাইশী শাসনের অবসান ঘটাইয়া দিয়াছে।

(ওমদাতুল লকারী : ১১শ জিল্দ)

এই মোটামুটি বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ গোত্রগুলির লুটতরাজের পরে—যাহা যুলকারনাইনের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, ইতিহাসে এই গোত্রগুলির আর কোন স্মরণীয় আক্রমণ উল্লিখিত হয় নাই। অবশ্য খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে ইহাদের জন্য যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীরটি অকেজো হইয়া যায় এবং তাহারা 'বাহরে খাযার' ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী এই গিরিপথ ব্যতীত, যাহা তাহাদের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইউরাল হ্রদ এবং বাহরে খাযারের মধ্যবর্তী পথটি আবিষ্কার করিয়া নিল, এদিকেও যুলকারনাইনের প্রাচীরের দৃঢ়তায় এবং ময়বৃত্তিতেও দুর্বলতা আসা আরম্ভ হইয়া গেল। এইরূপে যুলকারনাইনের পরে এখন ইয়াজুজ ও মাজুজের এক নূতন হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল এবং হাঙ্গামা ও গোলযোগ অবশেষী গোত্রগুলি বহু শতাব্দী পর্যন্ত নীরব থাকার পর পুনরায় তাহাদের মধ্যে গতিচাপ্তল্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল।

এই কারণে নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য স্বপ্নযোগে দেখাইয়া দেওয়া হইল যে, যদিও সেই সময়টুকু এখনও দূরে রহিয়াছে, যখন ক্লেয়ামতের নিকটবর্তীকালে ইয়াজুজ ও মাজুজের সমুদয় গোত্রগুলি বিশ্বজগতের উপর ছড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু ঐ সময়টুকু নিকটবর্তী, যখন যুলকারনাইনের পরে ইয়াজুজ ও মাজুজের পুনরায় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বহিরাগমন হইবে এবং তাহারা আরব শক্তি অর্থাৎ কুরাইশী শাসন ক্ষমতার অবসানের সূচনা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এই বহিরাগমনকেই এইরূপে অনুভবনীয় আকারে দেখান হইয়াছে যে, যেন প্রাচীরটি পতিত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এই সমস্ত গোত্র হইতে কতিপয় মঙ্গোলিয়ান গোত্র নিজেদের কেন্দ্রস্থল হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। পরিশেষে হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে চেঙ্গিজ খাঁ তাহাদের অধিনায়ক হইয়া বিক্ষিপ্ত গোত্রগুলিকে একস্থানে একত্রিত করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর তাহার পুত্র ওক্তাঈ খাঁ এক বিরাট শক্তির সহিত উত্থিত হইয়া পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের

সম্মুখীন হইয়াছেন এবং যেগুলির সমাধানের জন্য আকর্ষণীয় জটিল ব্যাখ্যাসমূহ করিতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নুবুওতের দাবী করিয়া এসমস্ত জটিল ব্যাখ্যা হইতে সুযোগ গ্রহণপূর্বক ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিকতা বিস্তার করার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

সূরা কাহ্ফ ও সূরা আম্বিয়ার আয়াতগুলির একরূপ তফসীরের পর এখন রহিল বোখারীর হাদীসটির ব্যাপার। উহার মর্ম কি? - ويل للعرب من شرق اقرب - উক্ত হাদীস দ্বারা এই কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নবী আকরাম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে—যাহা নবীর জন্য ওহীর মত ছহীহ্ এবং দলিল হয়, ইহা দেখান হইয়াছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি হওয়ার ফলে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে, যাহা আরবের জন্য ভয়াবহ প্রমাণিত হইবে। কিন্তু এই কথাটি সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে সম্মুখে আসিতে পারে নাই। فتح ردم - فتح ردم "ইয়াজুজ ও মাজুজের ছিদ্র খুলিয়া দেওয়া" বাক্যে فتح ردم প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য যে, বাস্তবে ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তৎসঙ্গীয় অঙ্গুলি দ্বারা নির্মিত গোল বৃত্তির পরিমাণ ছিদ্র হইয়া গিয়াছে, নাকি সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মত এই ভবিষ্যদ্বাণীটিতেও 'খুলিয়া দেওয়া' এবং 'গোলবৃত্ত' শব্দটিকে উদ্দেশ্যগত ব্যবহারিক অর্থের আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, এই বাক্যটির সহিত পূর্ব বাক্য ويل للعرب এর কোন সম্পর্ক আছে—নাকি ইহা পৃথক পৃথক দুইটি কথা।

এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত বিভিন্ন রূপ। আর যেহেতু এই সত্য স্বপ্নের ফলাফল স্বয়ং হুযূরে আকরাম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিম্বা ছাহাবায়ে কেরামের বাণী হইতে বিশুদ্ধ সনদে কিছুই রেওয়ায়েত করা হয় নাই। সুতরাং মুহাদ্দেসীনে কেরাম এবং ঐতিহাসিকগণ চেষ্টা করিয়াছেন এই হাদীসটির অন্তত কোন নিকটবর্তী প্রয়োগক্ষেত্র নির্দিষ্ট করার জন্য।

শায়খ বদরুদ্দীন আইনী বলেন, ويل للعرب বাক্যটিতে ঐ সমস্ত বিবাদ ও গোলযোগের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যাহা তাঁহার ওফাতের পরেই উম্মতের মধ্যে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। যাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আরবের শক্তি কুরাইশী শাসনের অবসান ঘটয়া গিয়াছে আর যাহার ধ্বংসলীলার প্রথম শিকার আরববাসীই হয় এবং পরে উহার প্রতিক্রিয়া সমস্ত উম্মতের উপর ছড়াইয়া পড়ে।

আর প্রাচীরের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তৎসঙ্গীয় অঙ্গুলি দ্বারা বানানো গোল বৃত্তের পরিমাণ ছিদ্র সৃষ্টি হওয়ার অর্থ এই নহে যে, উহাতে বাস্তবিকই এই পরিমাণ ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে; বরং অর্থ এই যে, যুলকারনাইনের

যুলকারনাইন

৪০৫

একটি কেচ্ছার মত ইহাকে উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন, যেমন; সালাম তরজুমান হইতে নকলকৃত এই কাহিনীটি নকল করার পর বলেন :

قد كتبت من خير السد ما وجدته في الكتاب ولست اقطع بصحة ما

اوردته لاختلاف الروايات فيه والله اعلم بصحته -

“আমি প্রাচীরের অবস্থাবলীর মধ্যে এই কাহিনীটি লিখিয়া দিয়াছি, যাহা আমি কিতাবসমূহে লিখিত দেখিতে পাইয়াছি। আর আমি ইহা যাহাকিছুই নকল করিয়াছি, আমি কখনও ইহার উপর বিশ্বাস করি না। কেননা, এসম্বন্ধে বিভিন্নপ্রকারের রেওয়ায়েতসমূহ রহিয়াছে। যাহাদের বিশ্বস্ততার উপর বিশ্বাস করা যায় না।” (মু'জেমুল বুলদান : ৫ম জিল্দ)

দ্বিতীয়ত সফরকাল বর্ণনার উপর তখনই কিছু সমালোচনা করা যাইত, যদি উহার সঙ্গে এই বিবরণও বর্ণনা করা হইত যে, তৎকালের যানবাহনের কি ব্যবস্থা ছিল, মধ্যস্থলের স্থানগুলিতে যাতায়াতের সময় কি পরিমাণ সময় অবস্থান করিতে হইত বা হইয়াছে এবং গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া সেখানেই বা কি পরিমাণ সময় অবস্থান করা হইয়াছে,—যখন ইরাক হইতে ককেশিয়ান পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত প্রায় আট নয়শত মাইলের ব্যবধান মাত্র।

এতদ্ব্যতীত এই ঘটনাটির উল্লেখ ইবনে খালদুন, ইবনে খারদাদ, ইবনে কাসীর (রঃ)-এর মত তত্ত্বজ্ঞানী ঐতিহাসিকগণ এবং ভূগোল বিশারদরাও করিতেছেন এবং এতদসত্ত্বেও এই দাবী করিতে দেখা যাইতেছে যে, ওয়াসেক বিল্লাহর এই সন্ধানী প্রতিনিধি দল এই আলোচনাধীন প্রাচীর পর্যন্ত গিয়াছে এবং ফিরিয়া আসিয়া উহারই অবস্থাবলী তাহারা খলীফাকে শুনাইয়াছে।

(দারবান্দ নামা কাযেমবেগ : পৃষ্ঠা-২১)

অতএব, যখন আধুনিক চাম্ফুস দর্শনেও একথা সাব্যস্ত আছে যে, দারিয়ালের এই গিরিপথটি দুইটি পর্বতশৃঙ্গের মধ্যস্থলে বেষ্টিত এবং ঐতিহাসিক তথ্যাবলীও উহাকে মানিয়া লইতেছে এবং বর্ণনা করিতেছে। এতদন্তিন্ণ ওয়াসেক বিল্লাহর সন্ধানী কমিশন নিজেদের চাম্ফুস দর্শনের বিবরণ এই বর্ণনা করিয়াছে যে, এই প্রাচীরটি লৌহখণ্ড ও গলিত তাম্রের মিশ্রণে নির্মিত হইয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহা মানিয়া লওয়া উচিত যে, এই প্রাচীরটিই যুলকারনাইনের প্রাচীর, কোরআন মজীদ সূরা কাহ্‌ফের মধ্যে যাহার উল্লেখ করিয়াছে। কেননা, কোরআন মজীদে বর্ণিত উভয় বিশেষণই শুধু এই প্রাচীরের সঙ্গেই মিলিয়া যায়। এই কারণেই ওয়াহাব ইবনে মুনাঈফ, আবু হাইয়ান, খারদাদ, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী এবং মাওলানা আযাদের মত তত্ত্বজ্ঞানীদের ইহাই অভিमत যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর কোহেক্‌কাফের তথা ক্বাফ্‌কাফের এই গিরিপথে নির্মিত প্রাচীরেরই নাম।

কাছাছুল কোরআন

প্রাচীরের ময়বুতি ও দৃঢ়তার মুদত শেষ হইয়া গিয়াছে এবং এখন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। (ওমদাতুল কারী : ১১শ জিল্দ : পৃষ্ঠা-২৩৫)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীও প্রায় এইরূপই বলিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন যে, ويل للعرب দ্বারা সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যাহা সত্য স্বপ্নের পরে হযরত ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করার আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। অতঃপর অনবরত গোলযোগ ও অনর্থের ধারা প্রবাহিত হইয়া গেল। যাহার ফল এই দাঁড়াইল যে, আরব অর্থাৎ কুরাইশী শাসন সমস্ত কাওমগুলির সম্মুখে এমন হইয়া গেল, যেমন খাদ্যের পাত্রের উপর আহারকারীরা একত্রিত হইয়া গেল। যেমন, একটি হাদীসে এই তুলনার উল্লেখও বিদ্যমান রহিয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন : সেই সময়টুকু নিকটে যে, তোমাদের উপর অন্যান্য কাওমগুলি একে অন্যকে এইরূপে আহ্বান করিবে, যেমন, খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ বৃহদাকার পেয়ালার উপর আহারকারীরা একত্রিত হইয়া একে অন্যকে আহ্বান করিতে থাকে।

(ফতহুল বারী : ১৩শ জিল্দ : পৃষ্ঠা-৯১)

কুরতবী বলিতেছেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর উদ্দেশ্যস্থল আরবরাই। আর প্রাচীরের ছিদ্র সম্বন্ধে উভয় মুহাদ্দেসের ঝোঁক এদিকেই মনে হয় যে, ইহা দ্বারা সত্যিকারের ছিদ্র উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহা একটি তুলনা।

এতদুভয় মুহাদ্দেসের বিস্তারিত বিবরণ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, তাঁহাদের মতে ويل للعرب বাক্যটি, যাহা গোলযোগ ও ফেৎনার সহিত সংশ্লিষ্ট, আর فتح ردم এর বাক্যটিতে একই বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। আর এই বাক্য দুইটি পরস্পর এমনভাবে সংযুক্ত যে, উভয়বাক্যকে একই ঘটনা সম্বন্ধে বুঝিতে হয়।

আর হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এসম্বন্ধে কোন মীমাংসাকারী মত পোষণ করেন না এবং সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছেন যে, فتح من ردم یا جوج হাদীসটিতে فتح এর অর্থ কি প্রকৃত খুলিয়া বা ছিদ্র হইয়া যাওয়া, নাকি ভবিষ্যতের এমন কোন ঘটনার সহিত তুলনা, যাহা ইয়াজুজ ও মাজুজের হাতে ঘটিবে এবং যাহার প্রতিক্রিয়া সরাসরি আরবদের অর্থাৎ, কুরাইশী শাসন ক্ষমতার উপর আসিয়া পড়িবে। বোখারীর শরাহ লেখক কেরমানী কোন কোন ওলামা হইতে নকল করিতেছেন যে, তাঁহারা এই পূর্ণ হাদীসটিকে একই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, ইহাতে ইয়াজুজ ও মাজুজদের এমন ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা কুয়ামতের আলামত হইতে

এবং প্রাচীরকে ধ্বংসাইয়া দিবে এবং লোকালয়ের দিকে বাহির হইয়া পড়িবে। সমগ্র ভূপৃষ্ঠের সমস্ত পানি পান করিয়া ফেলিবে। লোকেরা তাহাদের ভয়ে দুর্গ ও আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে যাইয়া পলায়ন করিবে। অতঃপর তাহারা দুনিয়াকে পরাজিত মনে করিয়া আসমানের দিক তীর ছুড়িবে। উদ্দেশ্য—আল্লাহ্ এবং উর্ধ্বজগতের সহিত যুদ্ধ করিয়া উহাকেও জয় করিয়া লইবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের তীরসমূহকে রক্তমাখা করিয়া তাহাদের দিকে ফিরাইয়া দিবেন। তাহারা মনে করিবে, আমরা উর্ধ্বজগতের উপরও জয় করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ঘাড়ের মধ্যে গুটি সৃষ্টি করিয়া দিবেন, তাহাতে তাহারা নিজে নিজেই মরিয়া যাইবে। (তিরমিযী : সূরা কাহ্ফ)

কিন্তু তিরমিযী এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া হাদীসের মর্যাদানুসারে উহার উপর এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, :

— هذا حديث حسن غريب اما نعرف من هذا الوجه مثل هذا -

“এই হাদীসটি হাসান গরীব। আমরা এইরূপ পন্থার সনদ দ্বারা এরূপ আজগুবী কথাসমূহই জানিতে পারিয়া থাকি।”

অর্থাৎ, তাঁহার মতে এই রেওয়ায়েতটি নিজের হিসাবে একটি গ্রহণের অযোগ্য এবং আজগুবী রেওয়ায়েত। আর হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতটিকে নকল করিয়া ইহার উপর এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :

“এই রেওয়ায়েতটি বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে একটি আজগুবী রেওয়ায়েত। ইহাকে মারফু' হাদীস অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করা ভুল। প্রকৃত কথা এই যে, ঠিক এইরূপই একটি ইস্রাঈলী কাহিনী কা'আবে আহ্‌বার হইতে নকল করা হইয়াছে, তাহাতেও এসমস্ত কথা এইরূপই উল্লিখিত রহিয়াছে। সম্ভবত হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), যিনি অধিকাংশ সময়ে কা'আবে আহ্‌বার হইতে ইস্রাঈলী কাহিনীসমূহ শুনিতেন, তিনি উহাকে একটি ইস্রাঈলী কাহিনীরূপেই বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। যাহাকে নীচের দিকের রাবী মনে করিয়াছেন যে, হযরত আবু হুরায়রার এই রেওয়ায়েতটি নবী আকরাম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বাণী। প্রকৃতপক্ষে ইহা রাবীর ধারণা ছাড়া আর কিছুই নহে।”

এই হাদীসটি সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিলাম, আমার নিজের অভিমতই নহে; বরং হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও ইহাই বলিতেছেন।

(তফসীরে ইবনে কাসীর : ৩য় জিল্দ : পৃষ্ঠা-১০৫)

তিরমিযী, ইবনে কাসীর এবং ইমাম আহমদের এসমস্ত বর্ণনার পর এই রেওয়ায়েতটির মর্যাদা একটি ইস্রাঈলী কেচ্ছার চেয়ে বেশী কিছু থাকে না।

অবশ্য যখন কেয়ামত আসিয়া পড়িবে—আর তাহা তখনই আসিবে, যখন উহার পূর্বে ইয়াজুজ ও মাজুজের ধ্বংসলীলা ঘটিবে, তখন অবশ্যই হাশরের মাঠে সকলকেই পুনর্জীবিত করিয়া রাক্বুল আলামীনের সম্মুখে জওয়াবদিহীর জন্য একত্রিত করা হইবে।

অতঃপর যেহেতু এস্থলে ইয়াজুজ-মাজুজদের বাহির হওয়াকে কেয়ামতের আলামত বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহাদের বহিরাগমনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের বাহির হওয়াকে প্রাচীরের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার সহিত সম্পৃক্ত করেন নাই। এমনকি, এখানে প্রাচীরের উল্লেখই করেন নাই; বরং এতটুকু বলিয়াছেন যে, যখন প্রতিশ্রুত বহিরাগমনের সময় আসিয়া পড়িবে, তখন দ্রুত গতিতে তাহারা উচ্চস্থান হইতে নিম্নভূমির দিকে উছলিয়া পড়িবে এবং দুনিয়ার সমস্ত (গ্রামগঞ্জে ও) শহরে ছাড়াইয়া পড়িবে।

অতএব, এই আয়াতগুলি হইতে দুইটি কথা বুঝা গেল, একটি এই যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমনের পূর্বে অবশ্যই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে। দ্বিতীয়টি এই যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন তখন হইবে, যখন কেয়ামতের সংঘটনকাল সম্পূর্ণরূপে নিকটবর্তী হইয়া যাইবে। উহার পরে শুধু শিঙ্গায়ফুৎকারের ঘটনাটিই অবশিষ্ট থাকিবে। তখন ইয়াজুজ-মাজুজদের সমস্ত গোত্রগুলি অপ্রতিরোধ্য ঢলের ন্যায় উছলিয়া পড়িবে এবং সমগ্র বিশ্বজগতে ভীষণ অনর্থ ও ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করিয়া দিবে।

যাহা হউক, যুলকারনাইনের উক্তি إِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ এর মধ্যে ‘ওয়া’দা’ দ্বারা প্রতিশ্রুত ইয়াজুজ ও মাজুজদের বহিরাগমন উদ্দেশ্য নহে; বরং অর্থ হইল : এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে, যখন যুলকারনাইনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে। আর সূরা আম্বিয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলার “যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে,” বাণীটিতে “মুক্ত করিয়া দেওয়ার” এই অর্থ নহে যে, তাহারা এত সংখ্যাধিক্যের সহিত দলে দলে বাহির হইয়া পড়িতেছে যে, যেন কোথাও আবদ্ধ ছিল এবং আজ তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন আরববাসীরা যখন فُتِحَ “মুক্ত করিয়া দেওয়া” শব্দটিকে প্রাণধারী বস্তুর জন্য ব্যবহার করে, তখন উহা দ্বারা এই উদ্দেশ্য হয় যে, উহা কোন কোণের মধ্যে পৃথকভাবে পড়িয়া রহিয়াছিল, এখন অকস্মাৎ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, যখন কেহ বলে, فُتِحَ الجُرَادُ “পতঙ্গকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে” তখন উহার এই অর্থ হয় না যে, পতঙ্গগুলি কোন স্থানে আবদ্ধ ছিল, এখন উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; বরং অর্থ এই হয় যে, পঙ্গপাল

৪১৩

আল্লাহ পাকের বাণী যাহা সূরা আশিয়াতে রহিয়াছে : “عَمَّنْكَ يَخْنُ” حتى اذا فتحت “এমনকি যখন তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে,” তাহা অবশ্যই ক্বৈয়ামতের আলামতসমূহের অন্তর্গত। কিন্তু তাহাতে প্রাচীরের কোনই উল্লেখ নাই। অতএব, এই পার্থক্যটুকু সর্বদা মনে রাখিতে হইবে।”

অতঃপর ইহাকে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া শেষের দিকে তিনি বলিতেছেন :

واعلم ان ما ذكرته ليس تاويلا في القرآن بل زيادة شيء من التاريخ

والتجربة بدون اخراج لفظه من موضوعه -

“আর ইহা স্মরণ রাখুন, আমি আয়াতগুলির তফসীরে যাহা কিছু বলিলাম, তাহা কোরআনের অপব্যাখ্যা নহে; বরং কোরআন মজীদে কোন শব্দকে উহার উদ্দেশ্যগত অর্থ হইতে বিকৃত না করিয়া ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতার পরিলক্ষিতে অবস্থার অধিক প্রকাশ করিয়াছি মাত্র।”

সাধারণ তফসীরকারগণের বর্ণিত তফসীর হইতে পৃথক সূরা কাহ্ফ ও আশিয়া সূরাদ্বয়ের আয়াতগুলির এই সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলিকে ক্বৈয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে গণ্য করিয়া যেই তফসীর করিয়াছেন, খুব সম্ভব ইহার কারণ এই যে, তাঁহার সম্মুখে তিরমিযী ও মুস্নাদে আহমদের একটি মারফু' হাদীস রহিয়াছে, যাহা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করা হইয়াছে, যাহার অনুবাদ এই—“রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রত্যহ যুলকারনাইনের প্রাচীরকে খুদিতে থাকে। আর যখন সূর্যোদয়ের সময় নিকটবর্তী হয়, তখন পরস্পর বলাবলি করে, এখন কাজ ত্যাগ কর, এখন ইহা এই উপযোগী হইয়াছে যে, আগামী কাল তোমরা ইহাকে ফুঁ দিয়া ধ্বসাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন তাহারা সেই কাজের জন্য ফিরিয়া আসে, তখন প্রাচীরটিকে পূর্ব অবস্থার চেয়েও অধিক ময়বৃত এবং দৃঢ় দেখিতে পায়, ইহা অনবরত এইরূপই হইতে থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ তা'আলার মনযূর হইবে যে, এখন তাহারা মানবজগতের উপর ছড়াইয়া পড়ুক, তখন সেদিনও পূর্বের মত খুঁড়িতে থাকিবে এবং সূর্যোদয়ের সময় নিকটবর্তী হইলে কর্মকর্তারা কর্মীদিগকে বলিবে, এখন তোমরা চলিয়া যাও, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল ইহাকে খুদিয়া সমান করিতে পারিবে। আজ যেহেতু ইনশাআল্লাহ বলিল, সুতরাং পরের দিন ফিরিয়া আসিলে নিজেদের কার্য যতটুকু করিয়াছে ততটুকু ঠিক আছে দেখিতে পাইবে। তখন তাহারা পরিশ্রম করিয়া বাকী কাজটুকু সমাধা করিবে

(বর্ণিত) হাদীস
হাদীস

ويل للعرب من شرقد اقترب -

“আরবের জন্য ধ্বংস ঐ হাঙ্গামার কারণে, যাহা নিঃসন্দেহে নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।”

আর দ্বিতীয় বাক্যটি :

فتح اليوم من ردم ياجوج و ماجوج و خلق تسعين -

“আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তৎসংলগ্ন অঙ্গুলির সমন্বয়ে গঠিত গোল বৃত্তের পরিমাণ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।”

অতএব, হাদীসটির শব্দগুলির প্রতি গভীর দৃষ্টি এবং অনুসন্ধানের পর ইহা বুঝা যায় যে, হাদীসটিতে উপরোল্লিখিত উভয়উক্তিই অবকাশ রহিয়াছে, অর্থাৎ হাদীসটির প্রথম বাক্যটি এই সন্ধান দিতেছে যে, : নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি গুরুতর হাঙ্গামার সংবাদ প্রদান করিতেছেন যাহার প্রতিক্রিয়া হইবে এই যে, আরবরা অচিরেই কঠিন ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে এবং কুরাইশদের খেলাফতের অবসান ঘটিবে।

আর দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যটির পোষকতায় পেশ করা হইয়াছে এবং বলা হইতেছে যে, এই উম্মতের মধ্যে যেসমস্ত গুরুতর গোলযোগ উত্থিত হইবে এবং যাহার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আরবদের ধ্বংসের আকারে দেখা দিবে। ঐসমস্ত গোলযোগ আত্মপ্রকাশ করার জন্য অনুভবনীয় লক্ষণ এইরূপে সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিকূলে নির্মিত সুদৃঢ় যুলকারনাইনের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা দিয়াছে এবং ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেন এই ছিদ্র ভবিষ্যতের ইসলামী কিম্বা আরব শক্তির মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেওয়ার একটি লক্ষণ। ফলত এই গোলযোগ হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাত হইতে আরম্ভ হইয়া বিভিন্ন প্রকারের গোলযোগের পর, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কুরাইশী শাসনের ধ্বংস ও পতন পর্যন্ত পৌঁছিয়া থামিয়াছে এবং এইরূপে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

অতএব, এই অবস্থায় فتح ردم ভবিষ্যতের গোলযোগ ও বিপদসমূহ আপতিত হওয়ার একটি লক্ষণ, যাহা মুসলিমজাতির মধ্যে উত্থিত হইয়া ক্লেয়ামতের পূর্বক্ষণের প্রতিশ্রুত ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন পর্যন্ত পৌঁছিয়া সমাপ্ত হইয়া যাইবে এবং উহার পর দুনিয়া বিশৃঙ্খলিত হইয়া ক্লেয়ামত ঘটিয়া যাইবে।

কিম্বা এরূপ বলা যায়, দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যটির শুধু পরিপোষকই নহে; বরং উহার তফসীরও বটে। আর প্রথম বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বাক্যটির ফল

৪২২

কাছাছুল কোরআন

উপর আক্রমণ করিয়া বসিল এবং ৬৮৬ হিজরী সালে অবশেষে হালাকু খাঁর হাতে বাগদাদের আরব খেলাফতে অবমান হইয়া গেল। সে আরবদের খেলাফতকে ওলট পালট করিয়া ফেলিল।

অতএব, এরূপ বুঝিয়া লউন যে, নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অস্তিত্বই স্বয়ং ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলামত অর্থাৎ, তিনি খাতামুল্লাবিয়ান, তবুও ক্বিয়ামতের সময় ও তাঁহার পবিত্র অস্তিত্বের মধ্যে যথেষ্ট অনির্দিষ্টকালের ব্যবধান রহিয়াছে। এইরূপে এই তাতারী হাঙ্গামাও ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমনরূপী আলামতে ক্বিয়ামতের একটি প্রাথমিক লক্ষণ। যেমন দাজ্জাল বাহির হওয়া, দাজ্জালকে হত্যা করা এবং ঈসা আলাইহিসসালাম আসমান হইতে অবতরণ করা, ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী আলামত। তদ্রূপ সূরা আশ্বিয়াতে বর্ণিত ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমনও ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের অন্তর্গত, নিকটবর্তী ও সর্বশেষ আলামত অথবা সর্বশেষ শর্ত। অতএব, প্রাচীরের ছিদ্র হওয়ার মধ্যে তাহাদের প্রাথমিক গতিবিধির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহা সত্য স্বপ্নের সময় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। আর ويل للعرب অর্থাৎ, আরব শক্তির অবসান দ্বারা ফল প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু শায়খ বদরুদ্দীন আইনী বোখারীর শরাহ্ ওমদাতুল কারীতে কেরমানির বর্ণিত সেই উক্তিটি খণ্ডন করিয়াছেন, যাহার সারমর্ম এই : তাতারী হাঙ্গামার প্রবর্তক ছিল চেঙ্গীজ খাঁ আর তাহার পুত্র হালাকু খাঁ। তাহাদিগকে ইয়াজুজ ও মাজুজ মনে করা ঠিক নহে। সুতরাং এই হাদীসটির প্রয়োগক্ষেত্র এই হাঙ্গামাকে সাব্যস্ত করাও ভুল। যাহা ইউক, ويل للعرب এর হাদীসটির ব্যাখ্যাসমূহের দ্বারা যখন এই কথাটি প্রকাশ হইয়া গেল যে, এই হাদীসটির প্রয়োগক্ষেত্রের নির্দিষ্টতা স্বয়ং হাদীসটি দ্বারা পাওয়া যাইতেছে না; বরং মুহাদ্দেসীনে কেরাম লক্ষণ এবং হাদীসের শব্দগুলির ভাবভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজেদের তরফ হইতে প্রয়োগক্ষেত্র নির্দিষ্টকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। অনন্তর উহার মধ্যেও মতানৈক্য রহিয়াছে। অতএব, এখন তাঁহাদেরই বর্ণিত মূলনীতিকে সম্মুখে রাখিয়া আমরাও কিছু বলিবার এবং আলোচ্য হাদীসটির উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট করিবার অধিকারী। যদিও অন্যান্য উক্তিগুলির ন্যায় আমাদের উক্তিও অনির্দিষ্ট এবং প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণের যোগ্য হইবে।

আলোচ্য হাদীসটিতে ভবিষ্যতে আগমনকারী যেই গোলযোগ এবং হাঙ্গামার সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে, উহার দুইটি বাক্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ :

কাহাছুল কোরআন

মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করিতে থাকিবে এবং দলে দলে পরস্পর মারামারি করিতে থাকিবে। এমনকি সেই সময়টুকু আসিয়া পড়িবে, যখন ক্বেয়ামত কায়ম হওয়ার জন্য শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা ব্যতীত আর কোন আলামতই বাকী থাকিবে না। আর সূরা আশ্বিয়াতে বলিয়াছেন, শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করার পূর্বে ক্বেয়ামতের আলামতসমূহ হইতে একটি আলামত এই ঘটিবে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজদের সমস্ত গোত্রগুলি নিজেদের বাহির হওয়ার প্রত্যেক স্থান হইতে এক সঙ্গে উছলিয়া আসিবে এবং দুনিয়ার মধ্যে ব্যাপক লুটতরাজ ও ধ্বংসলীলা চালাইবার জন্য নিজেদের উচ্চ ভূমি হইতে তরান্বিত গতিতে অবতরণ করিয়া বিশ্বজগতের আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়িবে। من كل حذب ينسلون উপর হইতে নীচের দিকে ঝুকিয়া আসাকে বলা হয়। অতএব, حذب এর অর্থ উচ্চস্থান হইতে নীচের দিকে নামিয়া আসা, আর আরবী অভিধানে نسلا শব্দের অর্থ ছড়াইয়া পড়া। অতএব, ينسلون এর অর্থ এই হয় যে, তাহারা এত তরান্বিত গতিতে উছলিয়া আসিবে যে, এমন বোধ হইবে, যেন তাহারা কোন টিলার উপর হইতে পিছলাইয়া আসিতেছে। যেমন, 'মুফরাদাতে ইমাম রাগেব' এবং 'নেহায়াহ্ ইবনে আসীরে' نسلا - حذب শব্দগুলির আলোচনায় এই আভিধানিক ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে।

সুতরাং এই তফসীর হইতে ইহাও পরিষ্কার হইয়া যায় যে, কোরআন মজীদ প্রতিশ্রুত ইয়াজুজ ও মাজুজদের বহিরাগমনের যেই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছে, তাহা সেই গোত্রগুলির উপরই মিলিয়া যায়, যাহা কাম্পিয়ান সাগর হইতে মানচুরিয়া পর্যন্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং যাহারা দুনিয়ার অতি বৃহৎ জনবসতিপূর্ণ স্থানকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং অবস্থিতির স্থান হিসাবে লোকালয়ের সমতল ভূমি অপেক্ষা যমিনের এত উর্ধ্ব অংশে অবস্থিত রহিয়াছে যে, যখনই তাহারা বাহির হইয়া সভ্য জাতিগুলির উপর আক্রমণ করে, তখন একরূপ বোধ হয়, যেন উপর হইতে নীচের দিকে পিছলাইয়া আসিতেছে। এতএব, ভবিষ্যতেও ক্বেয়ামতের আলামত স্বরূপ তাহাদের সর্বশেষ বহিরাগমন হইবে, তখন তাহাদের সমুদয় গোত্রগুলির ঢল এক সঙ্গেই উছলিয়া আসিবে এবং একরূপ মনে হইবে যে, মানব সমুদ্রের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের প্রত্যেক উচ্চ স্থান হইতে নীচের দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

কোরআন মজীদে আলোচ্য আয়াতগুলির এই তফসীর—শব্দ ও বাক্যগুলিকে উহাদের আভিধানিক অর্থ হইতে এদিক ওদিক সরান ব্যতীত এবং উহাদের মধ্যে কোন প্রকার জটিলতা ব্যতীত, এমন সুন্দর যে, উহা দ্বারা বহু সন্দেহ এবং সংশয় ঐকদম দূর হইয়া যায়। তফসীরকারগণ এসম্বন্ধে যাহার

যুলকারনাইন

৪১৭

অর্থাৎ, ইয়াজুজ ও মাজুজেরা সেকালে প্রাচীর সম্বন্ধে সর্বপ্রকারের পরিবর্তন ও ক্ষতি সাধনে অক্ষম হইয়া গিয়াছে। কেনন, استطاعوا শব্দটি অতীতকাল বোধকরূপ, অতীতকালের সংবাদ প্রদানের জন্য এইরূপ দেওয়া হইয়াছে। অতএব, এই আয়াতে কখনও একথা অস্বীকার করা হয় নাই যে, ভবিষ্যতেও আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ইহার উপর ক্ষমতা প্রদান করিবেন না যে, তাহারা ধীরে ধীরে ও ক্রমে ক্রমে সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। যাহাতে তাহারা প্রতিশ্রুত সময় আসিয়া পৌঁছিলে, যাহার সংবাদ সূরা আদ্বিয়ার মধ্যে প্রদান করা হইয়াছে এবং নির্ধারিত সময় পূর্ণ হইয়া গেলে তাহারা এক সঙ্গে আক্রমণ করিয়া এইরূপ বাহির হইয়া পড়িবে। যেমন সূরা আদ্বিয়ার এই আয়াতটিতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, وهم من كل حذب ينسلون "আর তাহারা প্রত্যেক উচ্চ স্থান হইতে দৌড়াইয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিবে।" (আল বেদায়াহ ওয়ান্নেহারাঃ ২য় জিলদ : পৃষ্ঠা-১১৪)

ফলকথা, এই এবারতটির মর্মার্থও তাহাই, যাহা হযরত শাহ্ ছাহেব হইতে নকল করা হইয়াছে এবং কোন ব্যাখ্যা ব্যতীত الاستطاعوا - وما استطاعوا - আয়াতটির মতলব পরিষ্কারভাবে ইহাই নির্দিষ্ট হইয়া যায় যে, ইহা যুলকারনাইনের যমানার অবস্থা স্বয়ং তাহারই মুখে বর্ণিত হইতেছে। এই অর্থ কখনও নহে যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর প্রতিশ্রুত ইয়াজুজ ও মাজুজদের বহিরাগমনের পূর্বে কোন প্রকারে ভাঙিতেই পারে না।

আর এই অর্থ হইতেই পারে কেমন করিয়া, যখন ইয়াজুজ ও মাজুজেরা শুধু এই একটি গিরিপথেই বাহির হইয়া লুটতরাজ করিত না; বরং ককেশিয়ার সেই কোণ হইতে টীনের মান্চুরিয়া অঞ্চল পর্যন্ত তাহাদের বাহির হওয়ার বহু স্থান ছিল। অতএব, যদি তাহাদের জন্য যুলকারনাইনের প্রাচীর দারিয়ালের গিরিপথটি সর্বদার জন্য বন্ধ করিয়া দিয়া থাকে, তবে অন্যান্য স্থানগুলি দ্বারা তাহাদের বহিরাগমন কেন হইতে পারিত না? এই জন্যই হযরত শাহ্ ছাহেব —

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ - (كهف)

"আর সেদিন তাহাদিগকে এই অবস্থায় ত্যাগ করিলাম যে, তাহারা পরস্পরের উপর উছলিয়া পড়িতেছে।" (সূরা কাহ্ফ : ১১)

আয়াতটির তফসীর এইরূপ করিয়াছেন যে, যুলকারনাইনের এই ঘটনায় যেহেতু ইয়াজুজ-মাজুজের উপর এদিক হইতে বাধা কায়েম হওয়ার উল্লেখ হইয়াছে, সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনের উক্তির পরে নিজের তরফ হইতে এই আয়াতে বলিয়াছেন যে, হে শ্রোতৃবৃন্দ! তোমরা যেই ইয়াজুজ ও মাজুজের সম্বন্ধে এসমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছ, তোমরা ইহাও শুনিয়া লও যে, আমি সেই গোত্রগুলির জন্য ইহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি যে, তাহারা নিজেদের

পৌছিয়াছে। যেন ইয়াজুজ ও মাজুজের সেই বাঁধ যাহা যুলকারনাইন অতিশয় দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছিলেন। উহাতে এখন ছিদ্র হইয়া গিয়াছে এবং ভিতরগতভাবে উহাতে ভগ্নদশা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা সেই গোলযোগের সূচনা, যাহা সেইদিক হইতে উত্থিত হইয়া কুরাইশ শাসনের অবসান ঘটাইবে।

অতএব, এই বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে তাতারী হাদ্গামার সেই ইতিহাস সম্মুখে আনয়ন করা হইবে। যাহা ইতিপূর্বে পেশ করা হইয়াছে এবং যাহাতে বলা হইয়াছে যে, কিভাবে হাদীসের বর্ণিত সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই গোলযোগ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা হইতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর কিভাবে তাহা আব্বাসী খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহর শাসনকালে কুরাইশী শাসন সমূলে ধ্বংস হওয়ার কারণ হইয়াছিল।

রহিল শায়খ বদরুদ্দীনের এই বাণী যে, চেঙ্গীজখানী তাতারীদেরকে ইয়াজুজ ও মাজুজ বলা যাইতে পারে না; ইহা শেখ বদরুদ্দীন ছাহেবের শৈথিল্য। কেননা, ইয়াজুজ ও মাজুজের নির্দিষ্টকরণের আলোচনায় বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দেসীন ও ঐতিহাসিকগণ যেই গোত্রসমূহ ও তাহাদের বাসস্থানসমূহকে স্থির করিয়াছেন এবং স্বয়ং শায়খ বদরুদ্দীন ছাহেবও যাহা এক সীমা পর্যন্ত মানিয়া লইয়াছেন, সেই গোত্রগুলির একটি শাখা এই তাতারীরাও বটে, ইহারা চেঙ্গীজখানী নামে অভিহিত। ইহারা নিজেদের বর্বরতা ও জংলী জীবনে ঐ সমস্ত স্থানেই বাস করিত এবং তথা হইতেই তাহাদের অভ্যুত্থান হইয়াছে। যাহার উপর যুলকারনাইনের প্রাচীর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, সূরা কাহ্ফ ও সূরা আন্দিয়ার আলোচনাধীন আয়াতসমূহের এই তফসীরের মধ্যে—যাহা আমরা হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ রাহেমাছল্লাহর এবং হাফেযে হাদীস ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর রাহেমাছল্লাহর বরাতে বর্ণনা করিয়াছি। আর সেই হাদীসটির ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োগক্ষেত্র নির্দিষ্টকারী উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে, কোন প্রকারেরই বিরোধ সৃষ্টি হয় না। আলোচনাধীন আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহের প্রয়োগক্ষেত্র নিজ নিজ স্থানে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হইয়া যায়। আর এরূপ করিতে কোন দুর্বল ব্যাখ্যার আশ্রয়ও লইতে হয় না এবং মুহূর্তের জন্যও ইহাকে মনগড়া তফসীর কিম্বা প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার যোগ্য নূতন আবিষ্কার বলাও যাইতে পারে না; বরং ইহা যাহাকিছুই আছে—প্রাচীন ওলামায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দেসীন ও ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন প্রকার উক্তির

৪৩০

কাছাছুল কোরআন

আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতির যুদ্ধপদ্ধতি, আর কোথায় অসভ্য ও বর্বর নীতির যুদ্ধ! উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য।

আর এই কথাটি এই কারণেও স্পষ্ট যে, সভ্য জাতিগুলির যুদ্ধ বিগ্রহ যতই বর্বর নিয়ম এবং পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকুক না কেন, সর্বাবস্থায় বিজ্ঞান এবং যুদ্ধ ও আক্রমণের নীতি অনুযায়ী হইয়া থাকে। আর এই ধারা সকল সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে আবহমানকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং যদি এই প্রকারের অত্যাচার ও অনাচারমূলক আক্রমণ ও জবরদখল সম্বন্ধে কোরআন মজীদে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ছিল, তবে উহা ব্যক্ত করার জন্য কখনও এই পন্থা অবলম্বন করা হইত না। যাহা ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিশ্রুত বহিরাগমন সম্বন্ধে সূরা কাহুফে ও সূরা আশ্বিয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে; বরং তাহাদের উন্নত বর্বরতার প্রতি আবশ্যকীয় ইঙ্গিত কিম্বা বর্ণনা থাকা আবশ্যক ছিল। ~~রহিল~~ এই বিষয়টি যে, আজকাল যখন ককেশিয়ার সম্পূর্ণ এলাকা সভ্য ও স্থায়ী বসবাস হইয়া গিয়াছে এবং এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান, তবে ক্বেয়ামতের নিকটবর্তীকালে এখান হইতে ইয়াজুজ ও মাজুজ কেমন করিয়া বাহির হইবে। ইহার উত্তরে বলা হইবে যে, ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে যে, ককেশিয়ার এই অংশ হইতে চীন ও তিব্বত পর্যন্ত সম্পূর্ণ তীরবর্তী ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহের ধারা, এই জংলী গোত্রগুলিরই আবাস স্থল রহিয়াছে এবং আজকালও আছে। অতএব, এই অঞ্চলসমূহেরই বিভিন্ন অংশসমূহ হইতেই অসংখ্য অসভ্য জংলী মানুষ প্রতিশ্রুত সময়ে বাহির হইয়া সমগ্র মানবজগতকে লুণ্ঠন ও ধ্বংস করার জন্য ছড়াইয়া পড়িবে। ~~XXXX~~

সারকথা, ছহীহ্ হাদীসসমূহ এবং কোরআনে পাকের আনুকূল্যের সাথে সাথে যখন আলোচনাধীন বিষয়টির উপর চিন্তা করা হয়, তখন পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই আলামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হইতে যমিনে অবতরণ করা আবশ্যক। এরূপ নহে যে, আগে ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন হইবে, অতঃপর ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের অপেক্ষা করা হইবে। যেমন, মুসলিম শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে :

فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على اجنحة ملكين اذا طأ رأسه قطر و اذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يحد

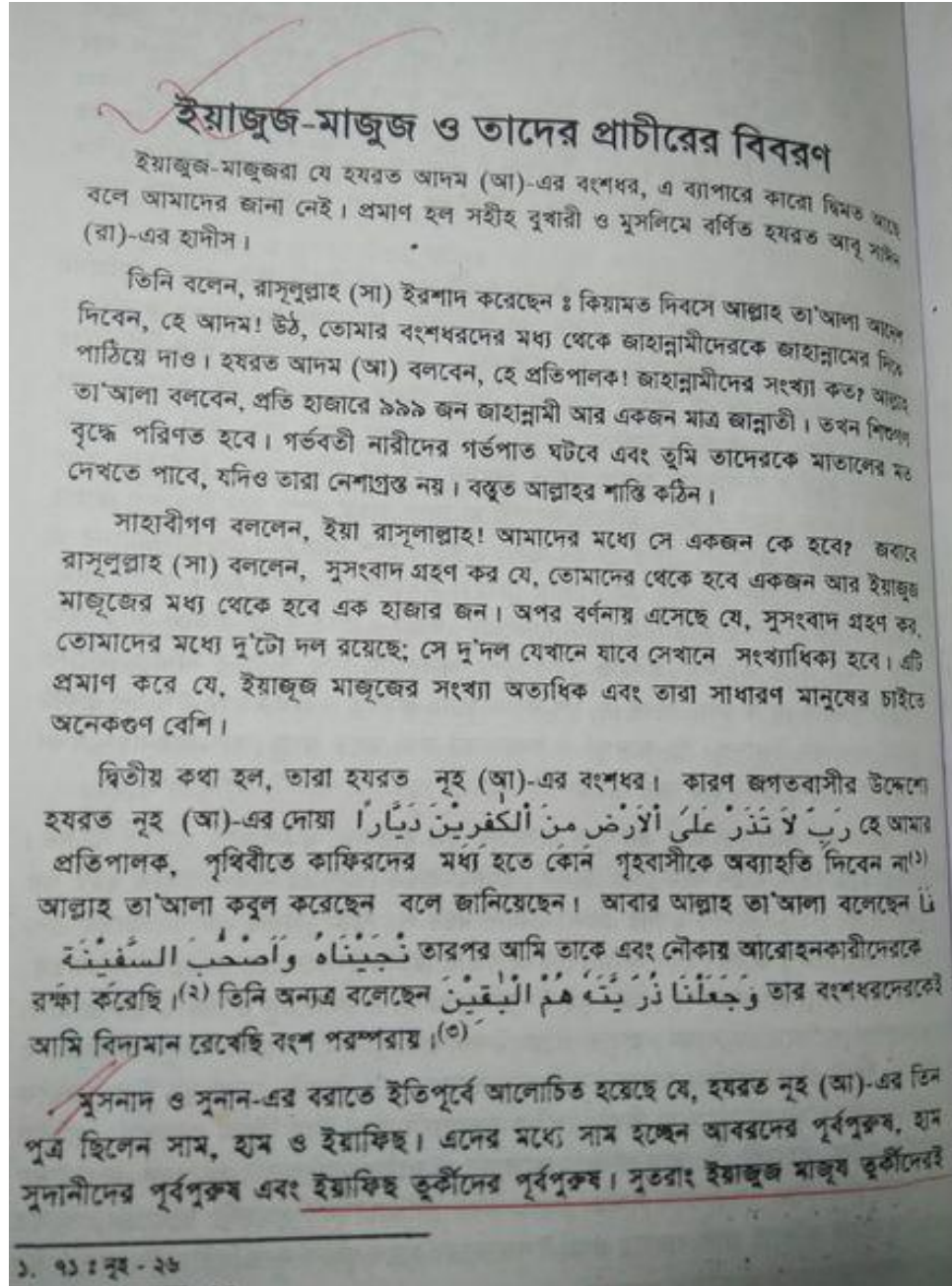
জংলী
গোত্রগুলিরই
আবাস
স্থল
রহিয়াছে
এবং
আজকালও
আছে।

হাদীস
আলামতের
পূর্বে
হযরত
ঈসা
(আঃ)
আসমান
হইতে
যমিনে
অবতরণ
করা
আবশ্যক।

আল বিদায় ওয়ান নেহায়া থেকে:

ইবনে কাসীর (র:) এর বিখ্যাত ইতিহাসের কিতাব (আল বিদায় ওয়ান নেহায়া)

থেকে ৪ টি ছবি তুলে দিলাম. ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে উনার বক্তব্য দেখে নিন.



গোত্র। এরা মোঙ্গল সম্প্রদায়ভুক্ত। দুর্ধর্ষতা এবং ধ্বংস সাধনে এরা মোঙ্গলদের অন্যান্য শাখার তুলনায় অগ্রগামী। সাধারণ মানুষের তুলনায় সাধারণ মোঙ্গলদের যে অবস্থান; সাধারণ মোঙ্গলদের তুলনায় ইয়াজুজ মাজুজের অবস্থা তদ্রূপ। কথিত আছে যে, তুর্কীদের একরূপ নামকরণের কারণ হল বাদশাহ যুলকারনাইন যখন তাঁর ঐতিহাসিক প্রাচীর তৈরি করেন, তখন ইয়াজুজ মাজুজকে ঐ প্রাচীরের পেছনে থাকতে বাধ্য করেন। ওদের একটি গোত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীরের এদিকে রয়ে গিয়েছিল। এদের দুর্ধর্ষতা পূর্বোক্তদের সমপর্যায়ের ছিল না। ওদেরকে প্রাচীরের এ পাশে রেখে দেয়া হয়েছিল। তাই তাদের নাম হয়েছে তুর্ক বা পরিত্যক্ত।

কেউ কেউ বলেন যে, ইয়াজুজ মাজুজের সৃষ্টি হযরত আদম (আ)-এর স্বপ্নদোষকালীন বীর্ষ থেকে। ঐ বীর্ষ মাটির সাথে মিলিত হয় এবং তা থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারা হযরত হাওয়া (আ)-এর গর্ভজাত সন্তান নয়। শায়খ আবু যাকারিয়া নববী সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থে এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং এ বক্তব্য যথার্থভাবেই দুর্বল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কারণ এর পক্ষে কোন দলীল প্রমাণ নেই। বরং কুরআনের আয়াত দ্বারা আমরা যা প্রমাণ করেছি যে, এ যুগের সকল মানুষই নূহ (আ)-এর বংশধর, উপরোক্ত বক্তব্য তার বিপরীত।

যারা এ ধারণা পোষণ করেন যে, ইয়াজুজ মাজুজের অবয়ব বিভিন্ন প্রকারের এবং শারীরিক দৈর্ঘ্যে তাদের মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান বিস্তর। কতক হল সুদীর্ঘ খেজুর গাছের মত, আর কতক একেবারে খাটো। তাদের কতক এমন যে, এক কান বিছিয়ে অপর কান দিয়ে নিজেকে ঢেকে নেয়। এ সব উক্তির কোন প্রমাণ নেই, এগুলো নেহায়েত কাল্পনিক উক্তি।

সঠিক মত হল এই যে, তারা হযরত আদম (আ)-এর বংশধর এবং তাদের আকৃতি-প্রকৃতিও সাধারণ মানুষের ন্যায়ই। নবী করীম (সা) বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَطَوَّلَهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম (আ)-এর দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। তারপর মানুষ ক্রমান্বয়ে খাটো হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এ বিষয়ে এটিই চূড়ান্ত ফয়সালা।

কেউ কেউ যে বলেন, ওদের একজনের ঔরসে ১০০০ জন সন্তান জন্মগ্রহণ না করা পর্যন্ত তার মৃত্যু হয় না; এ বর্ণনা যদি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয় তবেই আমরা মানব। তা না হলেও আমরা ওটি প্রত্যাখ্যান করব না; কারণ বিবেক-বুদ্ধি এবং রেওয়াজাতের আলোকে এমনটি হওয়াও সম্ভব। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। অবশ্য এ ব্যাপারে একটি হাদীসও রয়েছে। তবে তা প্রমাণ সাপেক্ষ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাহলে আমার নিকট সেটির বর্ণনা দাও। সে ব্যক্তিটি বলল, সেটা ডোরাদার চাদরের ন্যায়, যার একটি ডোরা কালো এবং অপরটি লাল ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমিও তাই দেখেছি। কথিত আছে যে, খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ যুলকারনাইন প্রাচীর দেখার জন্য একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন। পথে অবস্থিত রাজ্য সমূহের রাজাদের নিকট তিনি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন ঐ প্রতিনিধি দলকে নিজ নিজ রাজ্য অতিক্রম করে প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে সাহায্য করেন। যাতে তারা প্রাচীর সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারেন এবং যুলকারনাইন এটি কিভাবে নির্মাণ করেছেন তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে। ঐ প্রতিনিধি দলটি ফিরে এসে ঐ প্রাচীর সম্পর্কে বর্ণনা দেয় যে, তাতে একটি বিরাট দরজা রয়েছে। দরজায় রয়েছে বহু তালা। এটি সুউচ্চ, মজবুত ও সুদৃঢ়। প্রাচীর নির্মাণের পর যে লোহার ইট ও যন্ত্রপাতি অবশিষ্ট ছিল সেগুলো একটি সুদৃঢ় মহলের মধ্যে রক্ষিত আছে। তারা আরও বলেন যে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজাদের পক্ষ থেকে নিয়োজিত প্রহরীগণ সার্বক্ষণিক ঐ প্রাচীরটি প্রহরায় নিয়োজিত রয়েছে। এটির অবস্থান ছিল পৃথিবীর উত্তর পূর্ব কোণের উত্তর পূর্ব অংশে। কথিত আছে, তাদের শহর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ও প্রশস্ত ছিল। কৃষিকাজ ও জলে-স্থলে শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত ওদের সংখ্যা কেউ জানে না।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا-

(এরপর তারা সেটি অতিক্রম করতে পারল না এবং ভেদ করতেও পারল না)। এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটির মাঝে সমন্বয় সাধন করা যাবে কিভাবে? হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনত জাহাশ (রা) বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তাঁর মুখমণ্ডল তখন রক্তিম বর্ণ। তিনি বলছিলেন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ; আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। (অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে দেখান)। আমি আরও করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে সংকর্মশীল ব্যক্তিগণ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন পা'পাচার বৃদ্ধি পাবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উহায়ব আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর এতটুকু খুলে গিয়েছে। তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে দেখালেন।

উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর হয়ত এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) “প্রাচীর খুলে গিয়েছে” বাক্যাংশের দ্বারা ফিতনা ও অকল্যাণের দরজাগুলো খুলে গিয়েছে বুঝিয়েছেন। এটি একটি রূপক বাক্য ও বাগধারা স্বরূপ। তাই এতে কোন অসঙ্গতি নেই। অথবা উত্তর এই যে, ‘প্রাচীর খুলে গিয়েছে’

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

২১৩

বাকাংশের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) বাস্তবে প্রাচীর খুলে গিয়েছে বুঝিয়েছেন এবং আয়াতে “তারা এটি অতিক্রম করতে পারল না এবং ভেদ করতেও পারল না” দ্বারা তখনকার সময়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ, আয়াতে বর্ণিত শব্দ অতীতবাচক। সুতরাং পরবর্তীতে তাতে ছিদ্র হয়ে যাওয়া আয়াতের পরিপন্থী নয়। পরবর্তীতে এমন হতে পারে যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং আল্লাহ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তারা অল্প অল্প করে ক্রমান্বয়ে ঐ নির্ধারিত সময়ে প্রাচীর ক্ষয় করে ফেলবে।

অবশেষে এক সময়ে নির্ধারিত মেয়াদও পূর্ণ হবে এবং আল্লাহর নির্ধারিত উদ্দেশ্যও সফল হবে তারপর তারা বেরিয়ে পড়বে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ এবং তারা প্রতি উচ্চ ভূমি হতে ছুটে আসবে। ২১

অবশ্য অন্য একটি হাদীসের কারণে অধিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। হাদীসটি ইমাম আহমদ (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

ইয়াজুজ মাজুজ প্রতিদিন ঐ প্রাচীরটি খুঁড়ে চলছে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা যখন এতটুকু পৌছে সূর্যের আলো দেখতে পাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তাদের উট ও বকরীর নাকে জন্ম নেয় এমন কীট। নেতা বলে যে, আজ তোমরা ফিরে যাও; আগামী কাল অনায়াসে খোঁড়া শেষ করে দিবে। পরের দিন তারা এসে দেখতে পায় যে, ইতিপূর্বে যতটুকু ছিল প্রাচীরটি এখন তার চাইতে অধিকতর মজবুত হয়ে রয়েছে। এভাবে যখন তাদের অবরুদ্ধ রাখার মেয়াদ শেষ হবে এবং আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে লোকালয়ে প্রেরণের ইচ্ছা করবেন, তখন তারা খুঁড়তে খুঁড়তে সূর্যের আলো দেখার পর্যায়ে চলে এলে তাদের নেতা বলবে, এখন ফিরে যাও, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ খোঁড়া শেষ করতে পারবে।

পরদিন তারা এসে প্রাচীরটিকে পূর্ববর্তী দিবসের রেখে যাওয়া অবস্থায় দেখতে পাবে। তখন তারা খনন কার্য শেষ করে লোকালয়ে বেরিয়ে আসবে। তারা পৃথিবীর সব পানি পান করে ফেলবে। লোকজন নিজ নিজ দুর্গে আশ্রয় নিবে। এরপর ইয়াজুজ মাজুজ আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। রক্তের চিহ্নসহ তীর ফিরে আসবে। তারা বলবে যে, আমরা পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে পদানত করেছি এবং আকাশের অধিবাসীদের উপর বিজয় লাভ করেছি। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের ঘাড়ে কীট সৃষ্টি করে দিবেন। এ কীটের দ্বারা তিনি তাদেরকে ধ্বংস করবেন।

রাসূলুল্লাহ আরও বলেছেন :

তাফসীরে ইবনে কাসিরে ইয়াজুজ মাজুজ:

ইবনে কাসীর (র:) তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে ইবনে কাসিরে ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে কি লিখেছেন নিজ চোখে দেখে নিন. ৩ টি স্ক্রিন শট দেয়া আছে. মার্ক করা অংশগুলো বার বার পড়ুন.

ইবনে জরীর (র) বলেন, বিশ্ব ইবনে ইয়াযীদ....কাতাদা হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, বলতো উহা কেমন? সে বলিল, নকশা করা চাদরের ন্যায়। উহাতে লাল কালো নকশা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ঠিক দেখিয়াছ হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত।

একবার খলীফা ওয়াসিক তার রাজত্বকালে বহু সাজ-সরঞ্জাম দিয়া একটি সেনাবাহিনীসহ তাহার মন্ত্রী পরিষদের কয়েকজনকে প্রাচীরের খবর লইতে প্রেরণ করিলেন যেন তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার নিকট উহার সঠিক তত্ত্ব জানাইতে পারে। তাহারা রওয়ানা হইলেন এবং শহরের পর শহর দেশের পর দেশ অতিক্রম করিয়া প্রাচীরের নিকট পৌছলেন। এবং লোহা তামা দ্বারা নির্মিত প্রাচীরটি দেখিতে পাইলেন। তাহারা বর্ণনা করিয়াছে যে তাহারা প্রাচীরের একটি মস্ত বড় দরজা এবং উহাতে বিরাট একটি তালা বুলিতে দেখিয়াছে। প্রাচীরে ব্যবহৃত ইটের অবশিষ্ট ইট একটি বুরুজের মধ্যে রহিয়াছে। তথায় পাহারার জন্য একটি চৌকিও আছে। প্রাচীরটি অতিশয় উঁচু। কোন উপায়েই উহার উপর আরোহণ করা সম্ভব নহে। আর সেই সকল পাহাড়ে আরোহণ করাও সম্ভব নহে যাহা প্রাচীরের উভয় পার্শ্বে দূর দূরান্ত পর্যন্ত অবস্থিত। ইহা ছাড়া তারা আরো বহু আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা দুই বৎসর পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাফসীরে ইবনে কাসীর (খন্ড-৬, পৃষ্ঠা: ৫০০-৫০৫)

৯২. আবার সে এক পথ ধরিল,

৯৩. চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছিল তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পাইল যাহারা তাহার কথা একেবারেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

তাহসীরে ইবনে কাসীর (খন্ড-৬, পৃষ্ঠা: ৫০০-৫০৫) [Contents](#)

সূরা আল-কাহাফ

৫০১

৯৪. উহারা বলিল হে যুলকারনাইন ! ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে; আমরা কি তোমাকে কর দিব এই শর্তে যে তুমি আমাদের ও উহাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবে?

৯৫. সে বলিল, আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও উহাদের মধ্যস্থলে এক ময়বুত প্রাচীর গড়িয়া দিব।

৯৬. তোমরা আমার নিকট লৌহ পিণ্ডসমূহ আনয়ন কর অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হইয়া যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হইল। তখন সে বলিল,

৫০২

তাফসীরে ইবনে কাসীর (খন্ড-৬, পৃষ্ঠা: ৫০০-৫০৫)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

ইমাম আহমদ (রা) হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত নূহ (আ)-এর তিন পুত্র ছিল। আরব জনক, দাম, সুদান জনক, হাম এবং তুর্কজনক ইয়াফিস। কোঁন কোঁন উলমায়ে কিরামের বক্তব্য হইল, ইয়াজুজ মাজুজ গোষ্ঠী হইল তুর্ক জনক ইয়াফিসের বংশধর। তুরকিস্তানের অধিবাসীদিগকে তুর্ক-বলিয়া এই কারণে নাম করণ করা হইয়াছে যেহেতু তাহারা প্রাচীরের ঐ পারের সম্প্রদায়কে বর্জন করিয়া এই পারে চলিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা ঐ ইয়াজুজ মাজুজের আত্মীয়স্বজন। কিন্তু ইয়াজুজ মাজুজ গোষ্ঠী হইল দুষ্ট ও অশান্তি সৃষ্টিকারী এই ক্ষেত্রে ইবনে জরীর (র) ওহ্ব ইবনে মুনাব্বাহ (রা) হইতে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। রেওয়ায়েতটির মধ্যে যুলকারনাইনের ভ্রমণ কাহিনী প্রাচীর নির্মাণ ও তাহার পর্যটন কালের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ এই রেওয়ায়েতটি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর বটে কিন্তু উহা বিশুদ্ধ নহে। ইবনে আবু হাতিম (র) তাহার পিতা হইতেও অনেক আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু উহা সনদও সহীহ নহে।

قوله وَجَدَ مَنْ ثَوْنَهُمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا এবং যুলকারনাইন প্রাচীর দুইটির নিকটবর্তী এলাকায় এমন একটি সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইলেন যাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইবে দূরে ছিল এবং তাহাদের ভাষা ছিল আজমী এই কারণে তাহারা যুলকারনাইনের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইতেছিল না। قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّا يَا جُوجُ। তাহারা বলিল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ মাজুজ দেশে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছে অতএব

তাফসীরে মারেফুল কুরআন থেকে ইয়াজুজ মাজুজ:

উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম মুফতি শফি (র:) এর তাফসীরে মারেফুল কুরআন থেকে ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে ৬ টা ছবি দেয়া হলো. এটার পি ডি এফ টা অস্পষ্ট হওয়ায় স্ক্রিন শট দেয়া গেলো না, তাই হার্ড কপি থেকে ছবি তুলে দিলাম. একটু কষ্ট হলেও ৬ টা পৃষ্ঠা (৬৪৬-৬৫১) পড়ার অনুরোধ রইলো. আর লাল দাগ দেয়া গুলো ভালো করে খেয়াল করবেন.



৬৪৬

তুফসীরে মা'আনেকুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড

করে দেয়া হয়েছে। একটি গোত্র প্রাচীরের এগারে রয়ে গেছে। আর সে গোত্রটি হল তুর্ক। এরপর কুরতুবী বলেনঃ কুরতুবী (সা) তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে খাপ খায়। শেষ যমানায় তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের কথা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। অন্তর্গত কুরতুবী বলেনঃ বর্তমান সময় তুর্ক জাতির বিপুলসংখ্যক লোক মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসরমান। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনিই মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে পারেন। মনে হয় যেমত তুর্কই ইয়াজুজ-মাজুজের অথবা কমপক্ষে তাদের অগ্রসেনাদল।— (কুরতুবী, একাদশ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ কুরতুবী সময়কাল ষষ্ঠ হিজরী। তখন তাতারীদের ফিতনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামী খিলাফতকে তছনছ করে দেয়। ইসলামী ইতিহাসে তাদের এই ফিতনা সুবিদিত। তাতারীরা যে মেগগ তুর্কদের বংশধর; তাও প্রসিদ্ধ।) কিন্তু কুরতুবী তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজের সমতুল্য এবং অগ্রসেনাদল সাব্যস্ত করেছেন। তাদের ফিতনাকে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব বলেননি, যা কিয়ামতের অন্যতম আলামত। কেননা, মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইসা (আ)-র অবতরণের পর তাঁর আমলে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে।

এ কারণেই আল্লামা আলুসী তুফসীর রাহল মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেনঃ এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য বকমের পথভ্রষ্টতা এবং হাদীসের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফিতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনার সমতুল্য।—(১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃঃ) বর্তমান যুগে কিছু সংখ্যক ইতিহাসবিদ বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন অথবা উজবেকেই ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করেন। তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরতুবী ও আলুসীর মতই হয় যে, তাদের ফিতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনার সমতুল্য, তবে তা ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি তাদেরকেই কিয়ামতের আলামতরূপে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় ইসা (আ)-র অবতরণের পর বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতই ভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে।

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় সপ্ত ভূখণ্ডের মধ্য থেকে ষষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনায় ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীর এবং তাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণজনিত নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেনঃ

সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিমদিকে তুর্কীদের কাজাক ও চর্কস নামে অভিহিত গোত্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইয়াজুজ-মাজুজের বসতি অবস্থিত তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর থেকে গুরু হয়ে এই ভূখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্যসাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ লাভ করেছে। এখান থেকে তা আবার প্রথম দিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের

সূরা কাহফ

৬৪৭

নবম অংশে প্রবেশ করেছে। এখানে পৌছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হয়ে চলে গেছে। এই পর্বতমালা মাঝখানে সিকান্দরী প্রাচীর অবস্থিত, আমরা এইমাত্র যার উল্লেখ করেছি এবং কোরআনও যার সংবাদ দিয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে খরদাযবাহ্ স্বীয় ভূগোল গ্রন্থে আক্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিজাহ্ একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, প্রাচীর খুলে গেছে। এতে তিনি অস্থির হয়ে উঠে বসেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর মুখপাত্র সাজামকে প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে।—(ইবনে খলদুনের 'মুকাদ্দামা' ৭৯ পৃঃ)

আক্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিজাহ্ কর্তৃক ফুলকারনাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার কথা ইবনে কাসীরও 'আল বেদায়া ওয়াম্মাহায়াহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, এই প্রাচীর লৌহনির্মিত! এতে বড় বড় তালাবজ দরজাও আছে এবং এটি উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তফসীর কবীর ও তাবারী এই ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন: যে ব্যক্তি এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চায়, গাইড তাকে এমন লতাপাতাবিহীন প্রান্তরে পৌঁছে দেয়, যা সমরখন্দের বিপরীত দিকে অবস্থিত।—(তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড ৫৯ পৃঃ)

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাস্মীরী (রহ) 'আন্বীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতে ঈসা (আ) গ্রন্থে ইয়াজুজ-মাজুজ ও ফুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়াম্মেতের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ে। তিনি বলেন: দুজ্জাকারী ও বর্বর মানুষদের লুণ্ঠন থেকে আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে এক নগর—বহ জামগায় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন বাদশাহ্গণ বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্ব-প্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য আবু হাইয়ান আন্দালুসী (ইরানের শাহী দরবারের ঐতিহাসিক) বার শত মাইল বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাট 'ফগফুর'। এর নির্মাণের তারিখ আদম (অ)-এর অবতরণের তিন হাজার চার শত ষাট বছর পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা 'আনকুদাহ্' এবং তুর্কীরা 'বুরকুরক' বলে থাকে। তিনি আরও বলেন: এমনি ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়।

মাওলানা হিফজুর রহমান সিহওয়ারী (রহ) কাসাসুল কোরআনে বিস্তারিতভাবে শাহ সাহেবের উপরোক্ত বর্ণনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছে। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

ইয়াজুজ-মাজুজের লুণ্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ড সাধনের পরিধি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বরূপ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই ইয়াজুজ-মাজুজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন

৬৪৮

তফসীরে মা'আরেকুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড

সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর। উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য এশিয়ার বুখারা ও তিরমিষের নিকটে অবস্থিত। এর অবস্থানস্থলের নাম দরবন্দ। এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল। রোম সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বর্জর জার্মানীও তার গ্রন্থে এর কথা উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসের সম্রাট ফাষ্টাইলের দূত ক্যাকুও তার ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন। ১৪০৩ খৃস্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুরের দরবান্দে পৌঁছেন, তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন : বাবুল হাদীসের প্রাচীর মুসেলের ঐ পথে অবস্থিত, যা সমরখন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান।—(তফসীরে জওয়াহেরুল-কোরআন, তানতাজী, ৯ম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ)

তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও বাবুল আবওয়ার নামে খ্যাত। ইয়াকুত হমভী 'মুজামুল বুলদানে,' ইদরীসী 'জুগরাফিয়া'য় এবং বুস্তানী 'দায়েরাতুল মা'আরিফে' এর অবস্থা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

দাগিস্তানে দরবন্দ একটি রাশিয়ান শহর। শহরটি কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি ৩০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮° পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। একে দরবন্দে নওশেরওয়ার নামেও অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল-আবওয়ার নামে তা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ প্রাচীর বাবুল আবওয়ার থেকে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রয়েছে। এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে কাফকায অথবা জাবালে-কোফা অথবা কাফ পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুস্তানী এ সম্পর্কে লেখেন :

এবং এরই (অর্থাৎ বাবুল-আবওয়ার প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবত পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি নির্মাণ করেছে। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তৃত কোন বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কেউ কেউ একে সিকান্দরের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ার প্রতি এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকুত বলেন : গলিত তামা দ্বারা এটি নিমিত হয়েছে।

—(দায়েরাতুল-মা'আরিফ ৭ম খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নিমিত হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে যুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কেননা, উভয়স্থানের নাম দরবন্দ এবং উভয়স্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লিখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে সবচাইতে বড় ও সবচাইতে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ

সূরা কাহফ

৬৪৯

বিষয়ে সবাই একমত। এটি উত্তরদিকে নয়—দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কোরআন পাকের ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত।

এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকী রয়েছে। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাহারী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দ নামক স্থানে কাস্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযির দরবন্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবত দরবন্দ নাম দ্বারা প্রতারণিত হয়েছেন। এখন যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানকাল প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে। এক দাগিস্তান ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দের প্রাচীর এবং দুই আরও উচ্চ কাফকায অথবা কাফ অথবা ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর। উভয় স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে।

হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ কাস্মীরী (রহ) 'আব্বীদাতুল ইসলাম' গ্রন্থে উভয় প্রাচীরের মধ্য থেকে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটিই যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর।

যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, না ভেঙ্গে গেছে : ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরোক্ত প্রাচীর-সমূহের কোনটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তারা এ কথাও স্বীকার করেন না যে, ইয়াজুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবদি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোন কোন মুসলমান ইতিহাসবিদও এ কথা বলতে লিখতে শুরু করেছেন যে, কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে খাটিকার বেগে উত্থিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া চীন, ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাস্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরে রাহুল মা'আনীর বরাতে দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কোরআন পাক ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থানকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়াম ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আ)-র অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আ)-র অবতরণ যে আজও পর্যন্ত হয়নি, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে যুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের কোন কোন গোত্র এপারে চলে এসেছে—একথা বলাও কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী নয়—যদি মেনে নেয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত-

৬৫০

তফসীরে মা'আরুফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খণ্ড

কারী সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনও হয়নি; বরং তা উপরে বর্ণিত দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আ)-র অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত উস্তাদ আল্লামা কাশ্মীরী (রহ)-এর সূচিস্থিত বক্তব্য এই : ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোন গুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা, স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অব্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌঁছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জানলাভ করতে পারেনি। এ ছাড়া এরাপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কিয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজুজ-মাজুজের কিছু গোষ্ঠ এপারে এসে যাবে—কোরআন ও হাদীসের কোন অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থী নয়। যুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে—এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কোরআনে

পাকের আয়াত ^{٨٠ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٥ ٧٤ ٧٣ ٧٢ ٧١ ٧٠ ٦٩ ٦٨ ٦٧ ٦٦ ٦٥ ٦٤ ٦٣ ٦٢ ٦١ ٦٠ ٥٩ ٥٨ ٥٧ ٥٦ ٥٥ ٥٤ ٥٣ ٥٢ ٥١ ٥٠ ٤٩ ٤٨ ٤٧ ٤٦ ٤٥ ٤٤ ٤٣ ٤٢ ٤١ ٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١} فَاذْجَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ — অর্থাৎ যুলকারনাইনের

এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে (অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজের বেরিয়ে আসার সময় হবে,) তখন আল্লাহ তা'আলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূমিসাৎ করে দেবেন। এই আয়াতে ^{٨٠ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٥ ٧٤ ٧٣ ٧٢ ٧١ ٧٠ ٦٩ ٦٨ ٦٧ ٦٦ ٦٥ ٦٤ ٦٣ ٦٢ ٦١ ٦٠ ٥٩ ٥٨ ٥٧ ٥٦ ٥٥ ٥٤ ٥٣ ٥٢ ٥١ ٥٠ ٤٩ ٤٨ ٤٧ ٤٦ ٤٥ ٤٤ ٤٣ ٤٢ ٤١ ٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١} وَعْدُ رَبِّي (আমার পালনকর্তার ওয়াদা)-এর অর্থ

কিয়ামত নেয়া হয়েছে। অথচ কোরআনের ভাষ্য-এই অর্থ অকাট্য নয়; বরং এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যুলকারনাইন ইয়াজুজ-মাজুজের পথ রুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করেছে, তা সদাসবদা যথাযথ থাকা জরুরী নয়। যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের পথ খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কিয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরী নয়। সে মতে সব তফসীরবিদই

^{٨٠ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٥ ٧٤ ٧٣ ٧٢ ٧١ ٧٠ ٦٩ ٦٨ ٦٧ ٦٦ ٦٥ ٦٤ ٦٣ ٦٢ ٦١ ٦٠ ٥٩ ٥٨ ٥٧ ٥٦ ٥٥ ٥٤ ٥٣ ٥٢ ٥١ ٥٠ ٤٩ ٤٨ ٤٧ ٤٦ ٤٥ ٤٤ ٤٣ ٤٢ ٤١ ٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١} وَعْدُ رَبِّي-এর অর্থে উভয় সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা

হয়েছে :

وَالْوَعْدُ يَعْتَمَلُ أَنْ يَرَادَ بِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَأَنْ يَرَادَ بِهِ وَقْتُ خُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ -

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরীর তাতারী ফিতনাকে এর সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্য জাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফিতনাকে কোরআন হাদীসে বর্ণিত ফিতনা আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ, তাদের আবির্ভাব আইন

সূরা কাহ্ফ

৬৫৯

ও কানুনের পন্থায় হচ্ছে। কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফিতনা এমন অকল্পিত হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে। বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুষ্কৃতকারী ইয়াজুজ-মাজুজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামী দেশসমূহের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের সেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আদ্রাহর বাণীর তফসীর অনুযায়ী এপারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মসনদ আহমদের একটি হাদীস। তাতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহই প্রাচীরটি খনন করে। প্রথমত এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে **معلول** - দ্বিতীয়ত এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ যে দিন 'ইনশাআল্লাহ' বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি কিয়ামতের কাছাকাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোন প্রমাণ নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাত্যে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোন কোন ইতিহাসবিদ এ কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীস এর পরিপন্থী নয়।

মোট কথা; কোরআন ও হাদীসে এরূপ কোন প্রকাশ্য ও অকাটা প্রমাণ নেই যে, মূলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা এই যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাটা ফয়সালা করা যায় না; তেমনি এ কথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়ম থাকার কথা। **والله اعلم بحقيقة الحال** উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে।

আল্লামা ইকবালের (র:) বক্তব্য:

খুল গ্যয়ে ইয়াজুজ আওর মাজুজকে লঙ্কর ত্যমাম
চ্যশমে মুসলিম দেখ্ লে ত্যফসীরে হ্যরফে ইয়ানসিলুন
[বাক্স-ই-দ্যরা, য্যরিফানা: ২৩]

ইয়াজুজ ও মাজুজের দলবল হয়ে গেল মুক্ত
ইয়ানসিলুনের অর্থ মুসলিমের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত
(এখানে কুর'আনের সূরা আম্মিয়ার ৯৫-৯৬ আয়াত দু'টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার
শেষে রয়েছে ইয়ানসিলুন শব্দটি)

১৯১৭ সালে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের জেরুযালেম দখলের পর যিনি এই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ
চরণ দু'টি রচনা করেছিলেন সেই ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

(অধ্যায়-৫) নিরপেক্ষ আলোচনা:

এই অধ্যায়ে ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে কিছু আলোচনাকে তুলে ধরবো, ইনশাআল্লাহ।

ইয়াজুজ- মাজুজ বলবে, আমরা আল্লাহ কে হত্যা করেছি।

ইয়াজুজ- মাজুজ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত। তবে হাদিস শরিফ থেকে তাদের সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানা যায়, যদিও তাদের নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদেব বর্ণনা মতে, পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ার পর ইয়াজুজ- মাজুজ তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করবে। ইয়াজুজ- মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাসসংলগ্ন পাহাড় জাবালুল খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে : আমরা পৃথিবীর সব অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদের খতম করার পালা। সে অনুযায়ী তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে আল্লাহর আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে এটা দেখে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে আকাশের অধিবাসীরাও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

(মা'আরেফুল কোরআন)

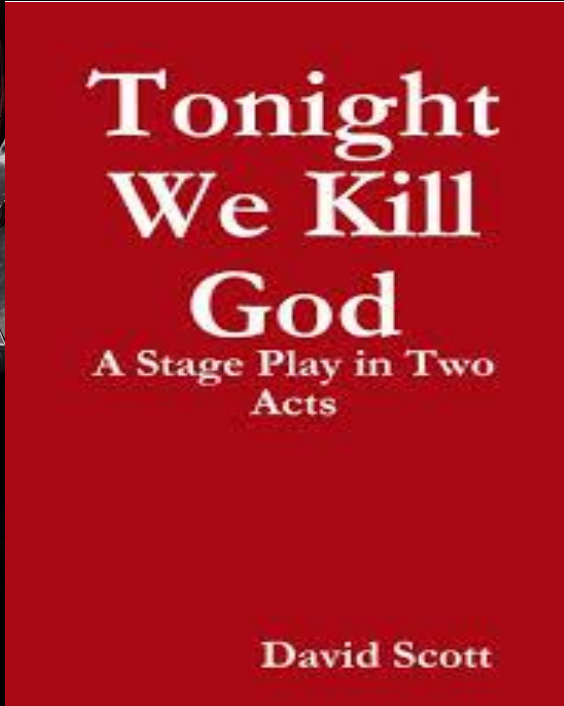
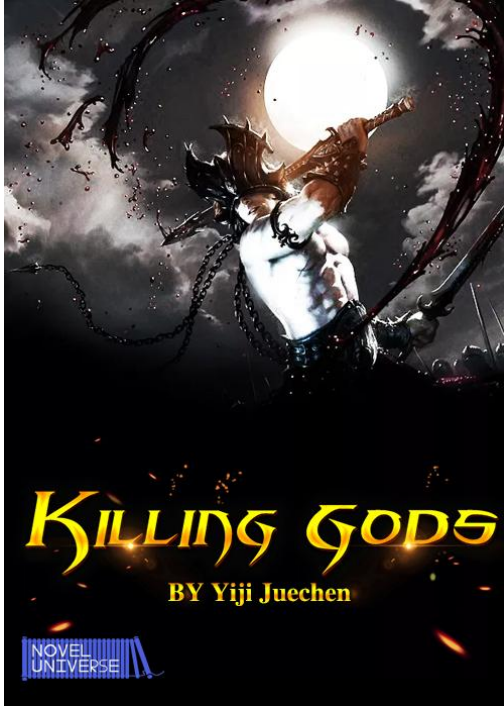
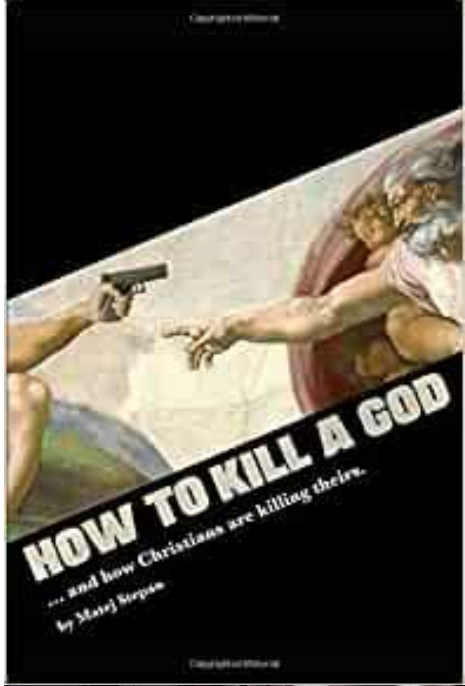
হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, নিশ্চই রাসূল সা. বলেছেন যে, নিশ্চই ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে। তাদের প্রথমজন তাবরিয়ান জলাশয় দিয়ে বের হবে। অতপর তারা তা পান করে ফেলবে। অতপর তাদের শেষজন সেখানে আসবে আর তারা বলবে, কেমন যেন এখানে একবার পানি ছিল। যখন তারা পৃথিবীতে শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তখন তারা বলবে আমরা পৃথিবীতে শক্তিশালী হয়েছি, সুতরাং আসো আমরা আসমানবাসীদের সাথে যুদ্ধ করি। তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানগণ কোথায় থাকবে? রাসূল সা. উত্তরে বললেন, তারা দুর্গ বানাবে। অতপর আল্লাহ তা'আলা মেঘ প্রেরণ করবেন যাকে আনান বলা হয়। আর এরূপ নামই আল্লাহ তা'আলার নিকটে।

অতপর তারা (উক্ত মেঘ লক্ষ করে) তীর নিক্ষেপ করবে। আর তাদের তীরগুলো রক্তমিশ্রিত অবস্থায় নিচে পড়বে। অতপর তারা বলবে, আমরা আল্লাহ কে হত্যা করেছি।

[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩১]







ছবি গুলো দেখেছেন? সেই আওয়াজই দেয়া হচ্ছে। এখনই সেই আওয়াজকে প্রমোট করা হচ্ছে। বাকি তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।
ব্যাপারটা ঠিক নমরুদের মতো। নমরুদও চেয়েছিলো আসমানবাসীকে হত্যা করতে।



Dear God, if you were alive, you
know we'd kill you.

— Marilyn Manson —

AZ QUOTES

**STOP
KILLING
MAN.
START
KILLING
GOD.**

anti-savior.com

আমরা যদি ইয়াজুজ মাজুজের তীরকে আক্ষরিক অর্থে ধরি তাহলে আর কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। কথা এখানেই শেষ। আর যদি রূপক অর্থ নেয়া হয়, তাহলে বর্তমানের মিজাইলের সাথে ব্যাপারটা মিলে যায়।
নিচের আটিকেলেটি পড়লেও কিছুটা ধারণা পাবেন যে, এরা আজ অবাধ্যতার কোন স্তরে পৌঁছেছে?



**During the Cold War, the US
Air Force developed a top
secret plan to detonate a
nuclear bomb on the Moon,
as a show of force**

PROJECT A119

CIRCA 1958.
"A Study of Lunar
Research Flights"

CANCELED NUCLEAR TESTING
ON LUNAR SURFACE



প্রজেক্ট এ-১১৯: আমেরিকা যখন পারমাণবিক বোমা মেরে চাঁদ উড়িয়ে
দিতে চেয়েছিল

[https://roar.media/bangla/main/history/us-wanted-to-
nuke-the-moon](https://roar.media/bangla/main/history/us-wanted-to-
nuke-the-moon)





তাদের এই স্পেস ট্রাভেল বা মহাকাশ ভ্রমণের চেষ্টা কেন, জানেন?? তারা তো আসমান বাসীকে হত্যা করতে চায়।

N:B: ভালো করে বুঝুন, এই আলোচনায় এদেরকেই ইয়াজুজ মাজুজ বলা হচ্ছেনা। তবে এদের বেশিরভাগ কার্যক্রম ইয়াজুজ মাজুজের সাথে মিলে যাচ্ছে। শুধু সেই বিষয়টাকেই তুলে ধরা হচ্ছে। চূড়ান্ত করে কিছু বলার সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাকে পথভ্রষ্টতা থেকে হেফাজত করুন।

ইয়াজুজ মাজুজ কোথায়? আমাদের চেনা ম্যাপের ভিতরে নাকি বাহিরে?

সূরা কাহাফে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

যুলকারনাইনের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন- আবার সে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে এক জাতিকে পেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল: হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বলল: আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট।

অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বলল: তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল: তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আনি তা এর উপর ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না...[সূরা কাহফ, আয়াত ৯২-৯৭]

ইয়াজুজ মাজুজ নিয়ে দুই ধরনের মত পাওয়া যায়।

১) এক দল মানুষ মনে করে, এটা সম্পূর্ণ গায়েবের বিষয়। এরা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। আমাদের পরিচিত ম্যাপের বাহিরে বা মাটির নিচে আছে।

২) আরেকদল মানুষ মনে করে, এরা সম্পূর্ণ আমাদের মতোই মানুষ। খাজারিয়া, মঙ্গোল, চীন - জাপান ইত্যাদি অঞ্চলে এদের বসবাস। এরাই বর্তমানে পৃথিবীতে ফেতনা ফাসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে।

এবার আমরা দুটো মতকেই বিশ্লেষণ করে দেখবো, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম মতের সপক্ষে নিচের হাদিসগুলো পড়ুন:

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেন- ইয়াজুজ-মাজুজ আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায়। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাদের একজন মারা যাওয়ার আগে এক হাজার বা এর চেয়ে বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে যায়। তাদের পেছনে তিনটি জাতি আছে-তাউল, তারিহ এবং মাস্ক...[তাবারানী]

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, পৃথিবী সাত ভাগে বিভক্ত।

উহার ছয় ভাগ ইয়াজুজ মাজুজ এর জন্য। আর বাকী কিছু অংশ সমস্ত সৃষ্টিজীবের

জন্য। হযরত হাসসান ইবনে আতিয়া বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ দুই জাতিতে

বিভক্ত। আর প্রত্যেক জাতিতে একলাখ জাতি। একজাতি অন্য জাতির সাথে

সাদৃশ্য নয়। কোন পুরুষ তার সন্তানদের একশত চক্ষু না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না। [আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩০]

তাফসিরবিদ ইবনে কাসির (রহ.) ইয়াজুজ- মাজুজ সম্পর্কে সব বর্ণনা একত্র করে লিখেছেন, ‘এতে বোঝা যায় যে ইয়াজুজ- মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হবে।’

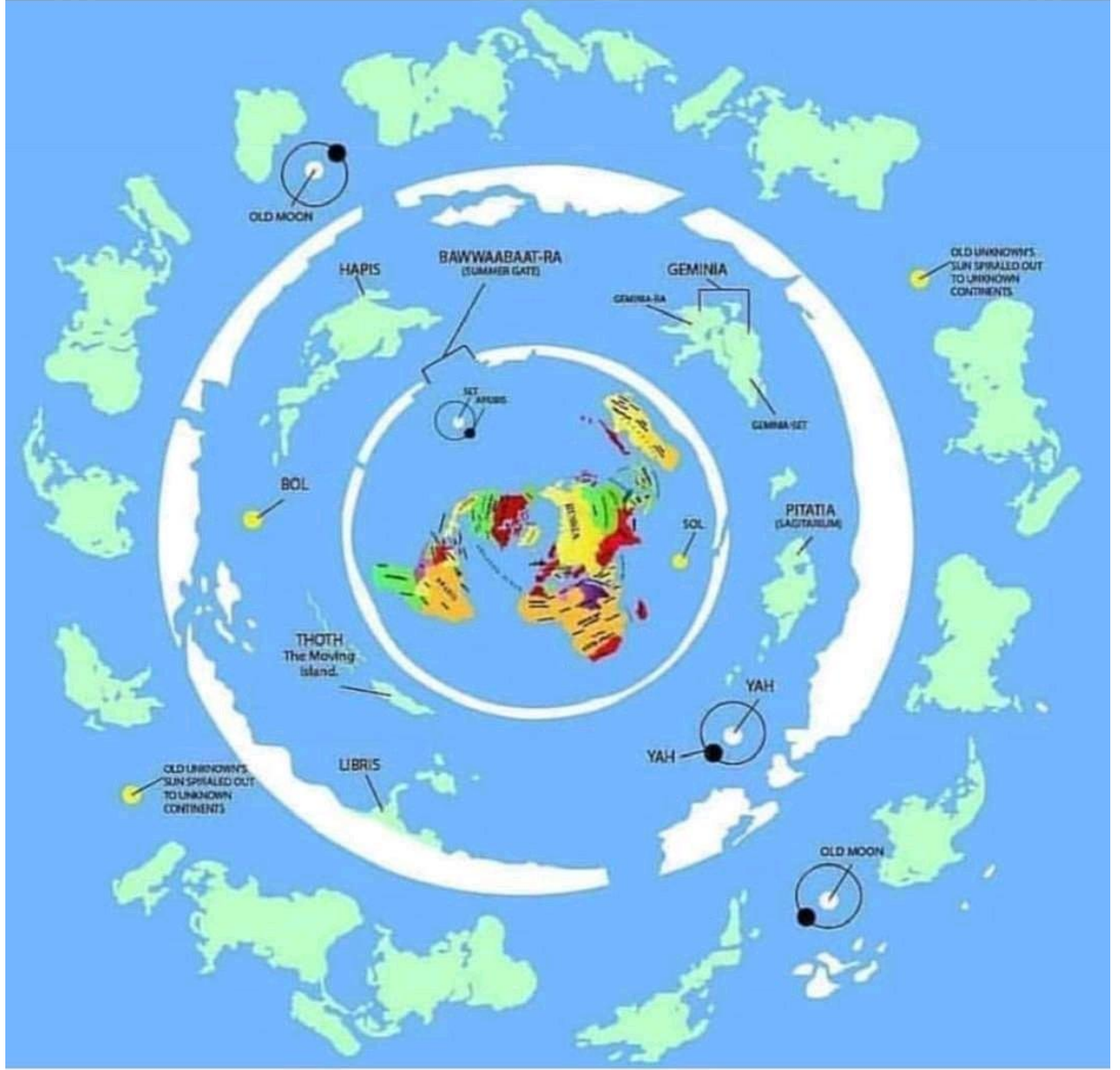
হুজায়ফা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) - এর কাছে ইয়াজুজ- মাজুজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। জবাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘ইয়াজুজ একটি জাতি। মাজুজ একটি জাতি। প্রত্যেক জাতির অধীনে রয়েছে চার হাজার জাতি। তাদের কোনো ব্যক্তি তত দিন পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না, যত দিন তারা চোখের সামনে নিজের ঔরসজাত হাজার সন্তান দেখতে না পায়, যাদের প্রত্যেকে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম।’

হুজায়ফা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) - এর কাছে আবেদন জানিয়েছি যেন তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়। তিনি বলেন, তারা তিন ধরনের। তাদের এক দল হবে আরুজের মতো। আরুজ হলো সিরিয়ার একটি বৃক্ষ। এর দৈর্ঘ্য আকাশপানে ১২০ হাত। অতঃপর

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এরা এমন জাতি, কোনো ঘোড়া ও লোহা তাদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারবে না। আর তাদের অন্য আরেকটি দল এক কানের ওপর ঘুমায় এবং অন্য কান মুড়ি দিয়ে থাকে। তাদের পাশ দিয়ে যত হাতি, বন্য প্রাণী, উট ও শূকর অতিক্রম করে, তারা

সেগুলো খেয়ে ফেলে; এমনকি তাদের মধ্য থেকে কেউ মরে গেলেও তারা খেয়ে ফেলে. . .।’ (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাদিস : ১২৫৭২)

উপরোক্ত আলোচনাগুলো প্রথম মতকেই সমর্থন করে। এই মত অনুযায়ী আমাদেরকে আমাদের চেনা ম্যাপের বাহিরে আরো বিস্তীর্ণ ভূমি সম্বলিত ম্যাপটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাহলেই এটা সম্ভব। এবং আমাদের আলোচনাকে এখানেই বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ এই মত অনুযায়ী আর বেশি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, & আমরা ওই ভূমি সম্পর্কে কিছুই জানি না।



এবার আসুন দ্বিতীয় মতটিকে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে দেখি।

((ইয়াজুজ মাজুজ এরা তুরস্কের বংশোদ্ভূত দুটি জাতি। কুরআন মাজীদে এ জাতির বিস্তারিত পরিচয় দেয়া হয়নি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে তাদের নাক চ্যাপ্টা,

ছোট ছোট চোখ বিশিষ্ট। এশিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এ জাতির লোকেরা প্রাচীন কাল হতেই সভয় দেশ সমূহের উপর হামলা করে লুটতরাজ চালাত। মাঝে মাঝে এরা ইউরোপ ও এশিয়া উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধবংসের থাবা বিস্তার করতো।

বাইবেলের আদি পুস্তকে(১০ম আধ্যায়ে) তাদেরকে হযরত নুহ (আ:) এর পুত্র ইয়াকেলের বংশধর বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিক গনও একথাই মনে করেন। রাশিয়া ও উত্তর চীনে এদের অবস্থান বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে অনুরূপ চরিত্রের কিছু উপজাতি রয়েছে যারা তাতারী, মঙ্গল, হুন ও সেথিন নামে পরিচিত। তাছাড়া একথাও জানা যায় তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ককেশাসের দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউসীফুল তাদেরকে সেথীন জাতি মনে করেন এবং তার ধারণা তাদের এলাকা কিম্ব সাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। জিরোম এর বর্ণনামতে মাজুজ জাতির বসতি ছিল ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে।))

যা, খাজারিয়া অঞ্চল নামে পরিচিত।

এই মতানুযায়ী জাতিসংঘের সমতল পৃথিবীর ম্যাপটিকে সামনে রেখে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব।



তবে প্রথম মতটিকে (পৃথিবীর বাহিরে) যদি আমরা নেই, তাহলে একটি প্রশ্ন চলে আসে। আর তা হলো: এতো দূর থেকে এসে ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে লুটতরাজ করতো কিভাবে?

আর দ্বিতীয় মত অনুযায়ী ব্যাপারটা মিলে যায়। অর্থাৎ, ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীর ভিতরেই আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ মত যেটাকেই গ্রহণ করা হোকনা কেন, চূড়ান্ত কথা হচ্ছে ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশ বা আক্রমণ, ঈসা (আঃ) এর পরেই সংঘটিত হবে। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। সুতরাং এই বিষয়টা নিয়ে এক মতের অনুসারীরা আরেক মতের অনুসারীদেরকে গালাগালি করা মোটেও উচিত নয়। পূর্বেও অনেক সালাফগণ এসব নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন এবং তাদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে।

চূড়ান্ত কথা এটাই যে, ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। তারা বের হয়ে গেছে, এটাও যেমন বলা যায়না। আবার তারা এখনো বন্দি আছে, এটাও বলা যায়না।

আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম বুঝ দান করুন। আমিন।

হজরত জুলকারনাইন কোথায় গিয়েছিলেন???

অধিকাংশ ভাই, একটা মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, হজরত যুলকারনাইনের ভ্রমণের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে পরে আছেন। তারা মনে করে, হজরত জুলকারনাইন পশ্চিমে ব্ল্যাক সী (কৃষ্ণ সাগর) পর্যন্ত আর পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।







ম্যাপগুলো ভালো করে দেখুন, দুই সাগরের পরেও আরো অনেক ভূমি আছে।
অথচ কোরআনে স্পষ্ট বলা আছে তিনি দুনিয়ার শেষ দুই প্রান্তে (অস্তাচল ও
উদয়াচল) গিয়েছিলেন।

তাহলে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন???

হজরত যুলকারনাইনের পৃথিবী ভ্রমণ: সম্ভাব্য উদয় ও অস্তাচল।

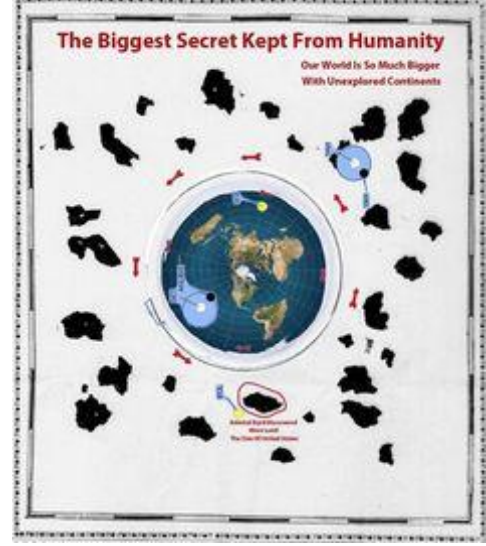
সূরা কাহাফ অনুযায়ী আমরা জানতে পারি, হজরত জুলকারনাইন পৃথিবীর ৩ দিকে ভ্রমণ করেছিলেন।

১) একদম পশ্চিম প্রান্তে অর্থাৎ সূর্যের অস্তাচলে।

২) একদম পূর্ব প্রান্তে অর্থাৎ সূর্যের উদয়াচলে।

৩) উত্তরে, পাহাড়ি গিরিপথে।

আজকে আমরা আল বিদায় ওয়ান নেহায়া এবং তাফসীরে ইবনে কাসীরের আলোকে এই দিক গুলোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে ২টা ম্যাপের সহযোগিতা নিবো। একটা হলো আমাদের চেনা জানা ম্যাপের বাহিরে অন্য পৃথিবীর ম্যাপ। আরেকটা হলো আমাদের চেনা সমতল পৃথিবীর জাতিসংঘের ম্যাপ। যদিও এই ম্যাপ গুলো একটাও ইসলামের সাথে পরিপূর্ণ রূপে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। তবু আপাতত কাজের সুবিধার্থে এই ম্যাপগুলোকেই সামনে রাখতে হবে।



এই ম্যাপ টাকে (আমাদের চেনা জানা মাপের বাহিরে অন্য পৃথিবীর ম্যাপ) যদি আমরা ধরি, অর্থাৎ বিশাল বিস্তীর্ণ ওই ম্যাপ। তাহলে আর ভূমি গুলো খুঁজে বের করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ আলম বলে ছেড়ে দিতে হবে।

কারণ ওখান পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান পৌঁছায় নি।

আবার এই ম্যাপের বাস্তবতা বা সত্যতা সম্পর্কেও জানা সম্ভব নয়। ৬০০ / ৭০০ বছর আগে মানুষ আমেরিকার কথা জানতোই না। অথচ সেই ভূমি (মহাদেশ) তো ঠিকই দুনিয়ার বুকে ছিল এবং সেখানে মানুষও ছিল। যখন আবিষ্কার হয়েছে, তখন জানতে পেরেছে। ঠিক একই ভাবে এরকম আরো অসংখ্য অজানা ভূমি থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। হয়তো মানুষ এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। সুতরাং ম্যাপটাকে একেবারে ফেলেও দেয়া যায়না।



আর দ্বিতীয় ম্যাপটা (জাতিসংঘের) যদি নেই তাহলে ভূমি গুলো খুঁজে পাবার একটা সুযোগ আছে।

জুলকারনাইন ভ্রমণ করতে করতে একদম পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সূর্যকে কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখেছিলেন। এবং এক জাতির দেখা পেয়েছিলেন। ইবনে কাসীর (র) বলেছেন: এটা পশ্চিম আটলান্টিকের

খালিদাত দ্বীপপুঞ্জ (হয়তোবা আজকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অর্থাৎ রেড ইন্ডিয়ান জাতি)। যার পরে আর কোনো ভূমি নেই।

এবার দ্বিতীয় ম্যাপটা (UN) ভালো করে দেখুন। ব্রাজিলের দক্ষিণ অংশটুকু পশ্চিম দিকে পড়েছে (ওয়েস্ট ইন্ডিজও এখানে) । আমরা জানি ব্রাজিলে জংলী (নগ্ন) উপজাতি বসবাস করে, (অনেকটা জুলকারনাইন যেমনটা দেখেছিলেন তেমনি) ।



সেখানে একটা হ্রদের পানি ফুটন্ত পানির মতো টগবগ করে (হয়তোবা সূর্য ওখানের কর্দমাত্ত পানিতে ডুবে যায়) | আর মাশরিক বলতে মূলত ইসলামে মরক্কোকে বুঝানো হয়। আবার মিশরে পিরামিডের মধ্যে দিয়ে সূর্যকে ডুবে যেতে দেখা যায়।



তাহলে কি ব্রাজিলের শেষ প্রান্তটিই সেই ভূমি? আল্লাহ্ আলমা

এবার চলুন আমরা ২য় দিকে অর্থাৎ সূর্যের উদয়াচলে রওয়ানা দেই।

জুলকারনাইন চলতে চলতে একবারে পূর্ব দিগন্তে সূর্যের উদয়াচলে গিয়ে হাজির হলেন। এবং সেখানে এমন এক জাতিকে পেলেন, যারা সূর্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। সূর্য উদয় হলে ওরা পানিতে নেমে যেত। ওদের প্রধান খাবার ছিল

গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?

মাছ। ওরা এক কান বিছিয়ে, ওপর কান গায়ে দিয়ে ঘুমায় (দুর্বল বর্ণনা)। ওদের শরীরের রং ছিল লাল।



গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?



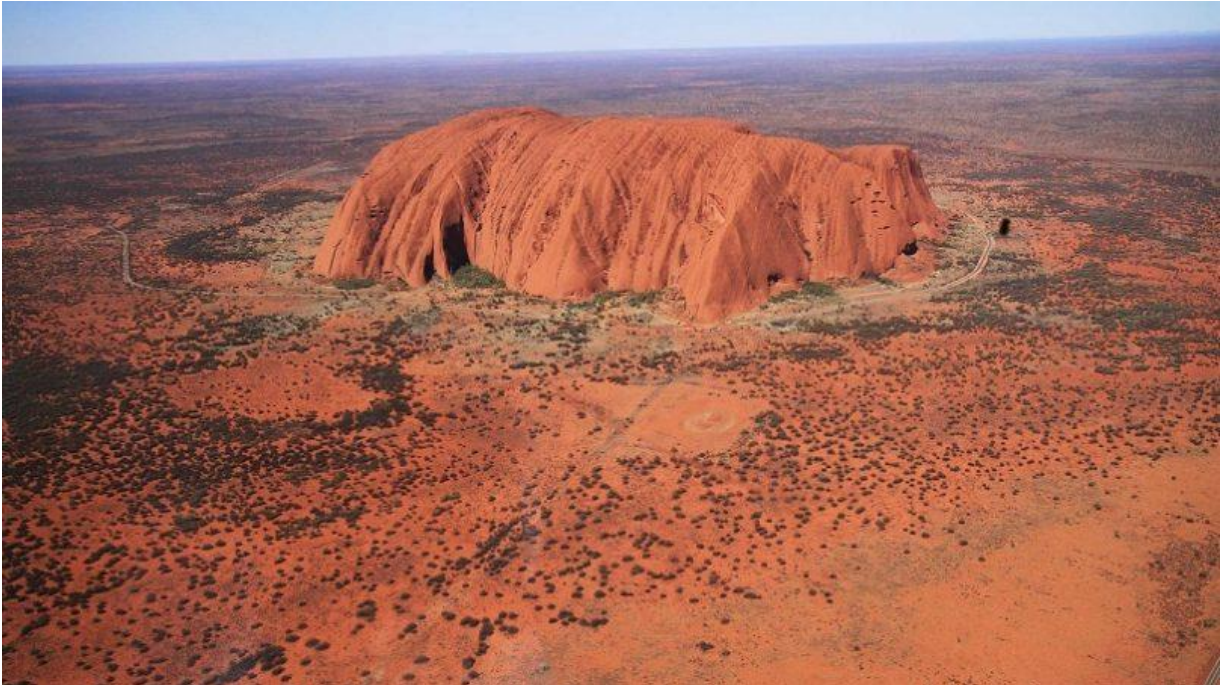
(মজার ব্যাপার হলো মানুষ এই জাতিটাকে ইয়াজুজ মাজুজ মনে করে। ভুল। ওরা একেবারে পূর্ব প্রান্তের জাতি)।

ইয়াজুজ মাজুজ ছিল উত্তর দিকে।

এবার আসুন ম্যাপের সাথে মিলাই। প্রদত্ত ম্যাপ অনুযায়ী সূর্য উদয়ের দেশ হলো
অস্ট্রেলিয়া। জাপান নয়।



আর অস্ট্রেলিয়াতেও অনেক আদিবাসী আছে যাদের প্রধান কাজ মাছ শিকার। এবং এদের গায়ের রংও লাল। তাহলে আমরা সম্ভাব্য উদয়াচল পেয়ে গেলাম।



সূর্য তাদের উপর সরাসরি উদয় হওয়ার কারণেই হয়তো তাদের শরীরের রং
এবং ভূমির রং লাল। আল্লাহ্ আলমা

এবার চলুন ওয় পথে / দিকে।

জুলকারনাইন এবার তৃতীয় একটি অঞ্চলে গিয়ে হাজির হলেন। ঐতিহাসিক, গবেষক
ও ওলামাদের মত হচ্ছে সেটা উত্তর দিক। এক পাহাড়ি গিরি পথ। সেখানে গিয়ে
তিনি পেলেন ইয়াজুজ মাজুজ কে।



ইয়াজুজ মাজুজের আলোচনা অনেক করেছি। আর নয়। আশা করি উদয়াচল ও
অস্তাচলের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পেয়েছেন। তবে এটা শুধুই আমার গবেষণা।
এটাই যে ঠিক, তা বলছি না। ভুল হলে ক্ষমাপ্রার্থী। পথভ্রষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে
সাহায্য চাই।

মায়া সভ্যতা ও হজরত যুলকারনাইনের শাস্তি প্রদান:

অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। [সুরা কা'হফ ১৮:৮৫]

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا
قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُتَّخَذُ فِيهِمْ حُسْنًا

অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পক্ষিল
জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন।
আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা
তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। [সুরা কা'হফ ১৮:৮৬]

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا
তিনি বললেনঃ যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি
তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। [সুরা কা'হফ
১৮:৮৭]

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا
এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং
আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দেব। [সুরা কা'হফ ১৮:৮৮]

মায়ানদের ভৌগোলিক অবস্থান :

[জন লয়েড স্টিফেনস এবং ফ্রেডরিক ক্যাথাউড](#) ১৮৪০ সালে মায়াদের আবিষ্কার

করেন। মায়ানরা ছিলো সাংস্কৃতিক দিক থেকে গতিশীল এবং মেসো

আমেরিকার মধ্য অন্যতম পরাক্রমশালী জাতি। মায়াপানের প্রাচীন শহর

"ইউকাতান" থেকে "মায়া" শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে। আর এই ইউকাতানই

হচ্ছে মায়ান সাম্রাজ্যের শেষ রাজধানী খ্রিষ্টপূর্ব (২০০০-২৫০ খ্রিষ্টাব্দ)। এ সভ্যতা টিকেছিল প্রায় ২০০০ বছর। প্রায় ৪০০০ বছর পূর্বে বর্তমান ইংল্যান্ডের দ্বিগুণ জায়গা জুড়ে ময়া সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। গুয়েতিমালায় প্রায় ৫০ লাখ লোক বসবাস করতো বলে ধারণা করা হয়। তবে নতুন এক গবেষণা থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে, জনসংখ্যা প্রায় এক থেকে দেড় কোটিও হতে পারে। আরেকটি গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রায় এক থেকে পাঁচ কোটি মায়ানের বাস ছিলো ২১০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে।

মধ্য আমেরিকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ময়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। গুয়েতেমালা, বেলিজ, সালভাদোর, পশ্চিম হন্ডুরাস, কেন্দ্রীয় মেক্সিকোর তাবাস্কো জুড়ে এ সভ্যতা প্রসারিত ছিলো। তবে মায়ানরা এখনো পৃথিবীর বুক থেকে পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

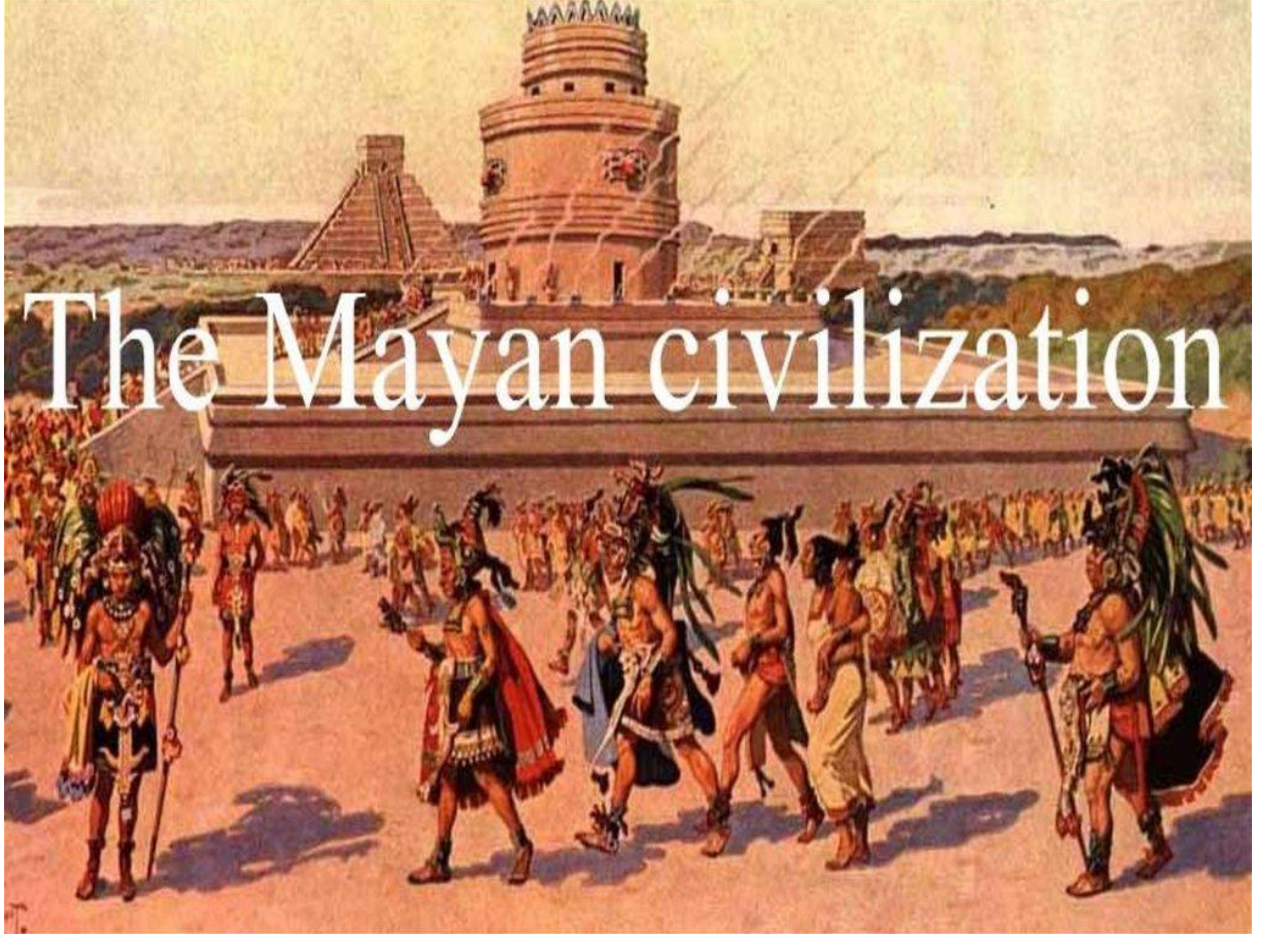


মায়া সভ্যতার রহস্যময় অধঃপতন

খ্রিস্টপূর্ব আট শতকের শেষ দিক থেকে নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে মায়া সভ্যতায় এমন এক অজানা কিছু ঘটেছে যা এই সভ্যতার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এক এক করে দক্ষিণের নিম্নভূমিতে অবস্থিত ক্লাসিক শহরগুলি পরিত্যক্ত হয়, ফলে ঐ অঞ্চলে মায়া সভ্যতার মৃত্যু হয়। আর এই রহস্যজনক পতনের কারন এখনো অজানা যদিও অনেক পণ্ডিতই নিজেদের মত করে বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন।

তবে এর মধ্যে তিনটি তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যায়। কেউ বিশ্বাস করতো যে, মায়ার জনসংখ্যা খুব বেশি হয়ে গিয়েছিলো। আর যা মায়ার পরিবেশ সহ্য করতে পারেনি। আবার অনেক পণ্ডিত মনে করেন, প্রতিনিয়ত পরস্পরের সাথে যুদ্ধের ফলেই মায়া ধংস হয়েছে। আর আরেকটি তত্ত্ব হলো পরিবেশের বিপর্যয়। হয়তো মায়া সভ্যতায় এমন কোন খরা, বন্যা বা অতিকায় শক্তিশালী প্রাকৃতিক কিছু আঘাত হেনেছিলো যার ফলে প্রাচীন এই মায়া সভ্যতা ধংস হয়।

তবে হয়তোবা মায়া ধংসের কারন এই তিনটির মিলিত কারনই: মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা, নিজেদের সাথেই যুদ্ধ আর কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আর স্প্যানিশ আক্রমণকারীরা মায়া সভ্যতায় আসার আগেই, মায়া সভ্যতা চাপা পড়ে যায় সবুজ বনাঞ্চলের নিচে।



এবার আসুন মিলিয়ে দেখি, হজরত জুলকারনাইনই কি মায়া
সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিলেন কিনা?

জুলকারনাইন ভ্রমণ করতে করতে একদম পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে
গিয়ে তিনি সূর্যকে কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখেছিলেন।



এবং এক জাতির দেখা পেয়েছিলেন। ইবনে কাসীর (র) বলেছেন: এটা পশ্চিম আটলান্টিকের খালিদাত দ্বীপপুঞ্জ (হয়তোবা আজকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অর্থাৎ রেড ইন্ডিয়ান জাতি বা হোপি জনগণ আর তৎকালীন মায়া সভ্যতা)। যার পরে আর কোনো ভূমি নেই।

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ থেকে জানা যায় হজরত যুলকারনাইনের অবস্থানও খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালে ছিল। অর্থাৎ বুঝা গেলো মায়া সভ্যতা আর হজরত জুলকারনাইন একই সময়ের।

আবার দেখুন, মায়া সভ্যতা কোনো এক অজানা শক্তি দ্বারা হঠাৎ করেই ধ্বংস হয়ে যায়। এই রহস্যের কুল কিনারা এখনো কেউ করতে পারেনি। যদিও গবেষকরা দাবি

করে স্প্যানিশরা তাদের আক্রমণ করেছিল। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হজরত যুলকারনাইনের শাস্তি প্রদানের ঘটনাটাই (N:B: screen shot) বেশি যুক্তিসঙ্গত।

وَجَدَ عِنْدَهَا ۖ شَدَّ نَا هইত তবে সূর্যাস্তকালে তাহারা সূর্যাস্তের শব্দগুলিতে পাইত। وَجَدَ عِنْدَهَا এবং উহার নিকটবর্তী একটি সম্প্রদায়কে তিনি পাইলেন। উলামায়ে কীরাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায় ছিল।

أَرْثَاهُ ۖ آذِلُّ الْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ مِنْهُمْ حُسْنًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর যুলকারনাইনকে কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা দান করিলেন এবং তাহাকে এই এখতিয়ার দিলেন, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিতে ও বন্দি করিতে পারেন আর ইচ্ছা করিলে তিনি ইনসাফও প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। অতঃপর তিনি আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে اَمَّا يَهِي بَاطِلٌ يُلُومُ كَرِيْبَهُ اَرْثَاهُ ۖ آذِلُّ الْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ مِنْهُمْ حُسْنًا যেই ব্যক্তি যুলুম করিবে অর্থাৎ কুফর ও শিরকের উপর অটল থাকিবে তাহাকে অতিশীঘ্র শাস্তি দিব। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাকে হত্যা করিয়া শাস্তি দিব। সুদী (র) বলেন, তামার ডেগ গরম করিয়া তাহাদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করা হইত এমন কি তাহারা উহার মধ্যে গলিয়া যাইত। ওহুব ইবন মুনাব্বাহ (র) বলেন, যালিমদিগকে তাহাদের উপর লেলিয়া দেওয়া হইত অতঃপর তাহারা তাহাদের মহলে ও ঘরে প্রবেশ করিত এবং চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলিত। اَمَّا يَهِي بَاطِلٌ يُلُومُ كَرِيْبَهُ اَرْثَاهُ ۖ آذِلُّ الْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ مِنْهُمْ حُسْنًا অতঃপর তাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইবে তখন তিনি তাহাকে চরম শাস্তি দান করিবেন। এই আয়াত দ্বারা পরকাল প্রমাণিত হইল।

আরো একটি বিষয় খেয়াল করুন, মায়ানদের বেঁচে যাওয়া জনগোষ্ঠীর বংশধরেরা

(হোপি জনগণ) এখনো হজরত যুলকারনাইনের স্মৃতিকে বহন করে। সম্ভবত এরাই

তারা, যারা হজরতের বশ্যতা শিকার করে নিয়েছিল।

বাকিটা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

পশ্চিমের ভূমি, মায়া সভ্যতা ও অনুনাকি (হোপি) জনগণ:

বিগত ৩ আটকালের উপর একটি পর্যালোচনা হবে এখানে।

- 1) হজরত যুলকারনাইনের পৃথিবী ভ্রমণ: সম্ভাব্য উদয় ও অস্তাচল।
- 2) মায়া সভ্যতা ও হজরত যুলকারনাইনের শান্তি প্রদান:
- 3) সমতল পৃথিবীতে ইয়াজুজ মাজুজ, খাজার, জিউস, আমেরিকার অবস্থান ও ভূরাজনীতি:

১ ও ২ তো মাত্রই পড়লেন। কিন্তু ৩ নংটা যেহেতু আগে পড়েছেন, তাই সেখান থেকে আলোচ্য অংশটুকু আবার দিলাম।

((পিঁপড়া মানবের (ant people) প্রসঙ্গে. এদেরকে অনুনাকি বা হোপি জনগণ হিসেবে ডাকা হয়. আমেরিকার আদিবাসী বা হিঙ্গি. এরা মাটির নিচে বসবাস করতো. তাদের কাছে সাইরাসের (যুলকারনাইনের) হারারোগ্লিফিক আছে. এদের কিছু অংশ এখনো রেড ইন্ডিয়ান হিসেবে আছে. বাকিরা এখন আধুনিক হয়েছে.))

এখানে (৩) আমি অনুনাকি জনগনদেরকে উত্তর দিকে অবস্থানকারী অধিবাসী হিসেবে দেখিয়েছি। আবার এও বলেছি, এরাই হয়তো দেয়ালের এপারে থাকা জনগণ। যাদেরকে হজরত যুলকারনাইন ইয়াজুজ মাজুজের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন। (আল্লাহ্ আলম)।

অপরদিকে (২) মায়া সভ্যতার আলোচনায় রেড ইন্ডিয়ানদের কথা বলেছি, তারা একেবারে পশ্চিমের জাতি ছিল। অর্থাৎ হজরত যুলকারনাইন ওখানের জাতিকে

শাস্তি দেয়ার পর যারা উনার বশ্যতা মেনে নিয়েছিল তাদের বংশধররাই হয়তো
আজকের রেড ইন্ডিয়ানা (আল্লাহ্ আলম)।

এখানে নিশ্চই একটা কনফিউশন তৈরী হলো। হা, বিষয়টা কিছুটা জটিল। তবে
আমি আমার সাধ্যমতো সমন্বয় করে দেয়ার চেষ্টা করেছি। ওই অধিবাসীরা কোনো
এক অঞ্চলের অবশ্যই। কারণ তারা যেহেতু কিং সাইরাসের (জুলকারনাইন) স্মৃতি
বহন করে, সেহেতু হয় তারা পশ্চিমের বেঁচে যাওয়া জনগণ। নয়তো উত্তরের
সাহায্যপ্রাপ্ত জনগণ। বাকিটা আল্লাহ্ আলম।

এই ভিডিওটিতে অনুনাকি জনগণের সাথে সাইরাসের সম্পর্কের কথা জানতে
পারবেন।

https://www.youtube.com/watch?v=0B_D-y0uAac&t=222s

ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে বিতর্ক মুক্ত থাকুন:

পুরো কিতাবটিতে আমি (rooh maahmood) আপনাদের সাথে ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি:

দৃঢ় ভাবে বলার সুযোগ নেই যে, কারা ইয়াজুজ মাজুজ এবং তারা কোথায় আছে। আমি শুধু বর্তমান অবস্থার উপর কঠোর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি আরো অনেকেই লালন করে। তবে আমার অনেক প্রিয় প্রিয় ভাই, যারা আরো উচ্চমানের গবেষক। তাদের ধারণা ইয়াজুজ মাজুজেরা এখনো পৃথিবীর বাহিরে কোথাও বন্দি আছে। এমনটাও হতে পারে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ মাটির নিচে আছে। সুতরাং বুঝা গেলো, বিষয়টা অত্যন্ত জটিল, বিতর্কিত ও রহস্যময়। তাই এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক বা মতভেদ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে মনোমালিন্য, দলাদলি বা গালাগালিতে লিপ্ত হওয়াটা স্বাভাবিক নয়। আর মুমিনদের এমনটা করা মোটেও উচিত নয়। অর্থাৎ কেউ যদি বলে, ইয়াজুজ মাজুজ এখনো বন্দি আছে। ওই দেয়ালটি অক্ষত আছে। সে, সেটার পক্ষে দলীল দিতে পারবে। আবার কেউ যদি বলে ওই দেয়াল অনেক আগেই ভেঙে গেছে। এবং তারা মুক্ত হয়ে গেছে, সেও তার এই দাবির পক্ষে দলীল দিতে পারবে। যেহেতু দুই মতের পক্ষেই দলিল আছে, সেহেতু কাউকেই আক্রমণ বা ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। এই বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণার সুযোগ আছে। পূর্ববর্তী অনেক হক্কানী আলেমগণ এটা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। অনেকে তো বিভিন্ন দলকেও প্রেরণ করেছেন, ওই দেয়ালকে খুঁজে বের করার জন্য। গবেষকগণ, ইয়াজুজ মাজুজ এখনো বন্দি আছে বলে গবেষণাকে বন্ধ করে দেননি। বা বিরত থাকেননি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের বাস্তবতার সাথে বিষয়গুলো মিলানোর চেষ্টা করেছেন। সুতরাং কিছু মানুষ থাকবেই এসব বিষয় নিয়ে আরো বেশি গবেষণা করার জন্য।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে উত্তম বুঝ দান করুন আমিন।

দুর্ধর্ষ ক্লোন সেনা বানাচ্ছে রাশিয়া:

যোদ্ধাজাতি সিথিয়ানদের দেহাবশেষ থেকে তৈরি হবে ক্লোন সেনা * অন্তত ২০ বছর সময় লাগবে এই সেনাবাহিনী তৈরি করতে

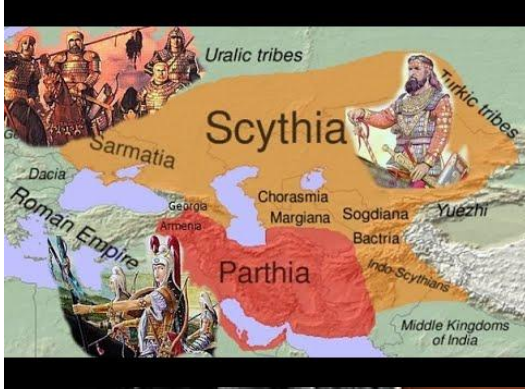


এবার ভয়ংকর ও দুর্ধর্ষ ক্লোন সেনা তৈরির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে রাশিয়া। ঠিক ‘ইউনিভার্সাল সোলজার’ সিনেমার সেনাবাহিনীর মতো। এটা সেনাদের এমন একটি দল যাদের হারানো প্রায় অসম্ভব। বাস্তবেও তেমনই এক অপরাজেয় বাহিনী তৈরি করতে যাচ্ছে রাশিয়া। অপ্রতিরোধ্য এ বাহিনী তৈরি করা হচ্ছে প্রায় তিন হাজার বছর আগের এক যাযাবর গোষ্ঠীর দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের হুবহু নকল তথা ক্লোন করে।

রাশিয়ার সেনাবাহিনী বিশ্বের বৃহত্তম ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অন্যতম। সেনা সংখ্যা ছাড়াও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সব সমরাস্ত্র, যুদ্ধের দক্ষতা ও সক্ষমতায় সেরা রুশ সেনাবাহিনী। তা স্বত্বেও দেশকে শত্রুমুক্ত রাখতে ও আগামী দিনের যুদ্ধের কথা মাথায় রেখে নতুন নতুন কৌশল ও পরিকল্পনা করছে দেশটির নেতারা। সম্প্রতি দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সেনাবাহিনীকে আরও উন্নত করে গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। ইতোমধ্যে পুরোদমে কাজও শুরু করেছেন রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই সোইগু। এক্ষেত্রে সের্গেই সোইগুর সর্বশেষ ও যুগান্তকরী আইডিয়া হচ্ছে, প্রাচীনকালের এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর পুরোটাই ক্লোন করে ফেলা। গত মাসেই রাশিয়ান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির এক বৈঠকে প্রথমবারের মতো বিষয়টি খোলাশা করেন পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে পরিচিত সোইগু।

বৈঠকে তিনি বলেন, তিন হাজার বছরের পুরানো যোদ্ধা জাতি ‘সিথিয়ান’দের মাধ্যমেই একেবারে নতুন দুর্ধর্ষ একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। সিথিয়ানরা ছিল মূলত যাযাবর। এদের আদি নিবাস ছিল আধুনিককালের ইরান।

((R: M উল্লেখ্য - হজরত জুলকারনাইনও সেই সময় ইরান / পারস্যের রাজা ছিলেন। আর ইয়াজুজ মাজুজরাও ওখানে ছিল।))



খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইউরেশিয়া অঞ্চলে এসেছিল তারা। গড়ে তুলেছিল শক্তিশালী সাম্রাজ্য, যা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে টিকে ছিল। মহাপরাক্রমশালী সেই সিথিয়ান সাম্রাজ্যের যোদ্ধাদের দেহাবশেষ দুই দশক আগে সাইবেরিয়ার তুবা অঞ্চলে আবিষ্কার করেছে প্রত্নতত্ত্ববিদরা।

জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির একটি অনুষ্ঠানে সের্গেই জানান, ওই যোদ্ধাদের দেহাবশেষ থেকে এমন কিছু জৈব কোষের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা তাদের ক্লোন বানানোর জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু মানুষের ক্লোন বানানো কি আসলেই সম্ভব। তা-ও আবার কবর খুঁড়ে বের করা হাজার হাজার বছরের পুরানো দেহাবশেষ থেকে? এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, সাইবেরিয়ার যে অঞ্চলে সিথিয়ানস

সেনাদের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে, সেখানে তাপমাত্রা অত্যন্ত কম। সারা বছরই সেখানকার মাটি ঠান্ডায় জমে থাকে। ফলে তিন হাজার বছরের পুরনো দেহ থেকেও কিছু জৈব অবশেষ পাওয়া সম্ভব যা ক্লোন তৈরির কাজে লাগতে পারে। তবে সমস্যা অন্য জায়গায়। মানুষের ক্লোন এখন পর্যন্ত তৈরিই করে উঠতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। অন্তত প্রকাশ্যে তেমন দাবি করেননি কেউই। এক্ষেত্রে বেশ কিছু জটিলতাও রয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানান, সাধারণত ক্লোন তৈরির জন্য পুরনো কোষ থেকে নতুন কোষে নিউক্লিয়াস স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয়। তার জন্য প্রথমে নতুন কোষের নিউক্লিয়াসটিকে সরাতে হয়। মানব কোষের দুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রোটিনকে অক্ষত রেখে সম্পূর্ণ করতে হয় এই প্রক্রিয়া। কিন্তু সমস্যা হলো-এই দুই প্রোটিন নিউক্লিয়াসের এত কাছে থাকে যে, তাদের ক্ষতি না করে নিউক্লিয়াসটিকে সরানো যায় না। এ সমস্যার কারণেই আজ পর্যন্ত মানুষের ক্লোন তৈরি করা যায়নি। এ ছাড়াও মানুষের ক্লোন বানানো আইনত বৈধ নয়। সের্গেইয়ের প্রস্তাবের কথা ছড়িয়ে পড়ার পর তাই তা বিস্মিত করেছে বিজ্ঞানীদের।

অনেকে আবার প্রশ্ন তুলেছেন, যদি কোনোক্রমে রাশিয়া আইনি বাধা এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিকূলতা কাটিয়েও ওঠে তার পরেও কি ওই নকল যোদ্ধাদের সেনাবাহিনীর স্বপ্ন পূরণ হবে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর? সের্গেইয়ের ভাবনা অনুযায়ী যদি সব ঠিকঠাক চলে, সেক্ষেত্রেও অন্তত ২০ বছর সময় লাগবে এই সেনাবাহিনী তৈরি করতে।

R: M চাইনিসরাও নিজেদের পুরানো ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী ফিরিয়ে আনতে চায়। এ ব্যাপারে আগেই আলোচনা করেছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ।

আমার গবেষণা অনুযায়ী ইয়াজুজ মাজুজের প্রথম দল হচ্ছে, দুর্ধর্ষ খাজারিয়ানরা। আর দ্বিতীয় দল হচ্ছে চীন, জাপান, কোরিয়া, মায়ানমার ইত্যাদি দেশের লোকেরা। এবং সর্বশেষ ও অত্যন্ত ভয়ংকর তৃতীয় দল হবে এই ক্লোন আর্মিরা বা অন্য কোনো জংলী জাতিরা। যারা এখনো সভ্যতার আলো পায়নি (অর্থাৎ বন্দির মতো জীবন)। যেমন তিব্বতের অধিবাসী বা অন্য অজানা কেউ।

সব ডট মিলিয়ে দিয়েছি। সকল মতবাদের (মুক্ত ও বন্দির উভয় পক্ষের) সমন্বয় করে দিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ।

বিলাপের দেয়াল, থার্ড টেম্পল, আল আকসা, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের সম্পর্ক:

ঐচ্ছিক আটিকেল: তাই এটাকে সূচীপত্রেও রাখিনি।

না পড়লেও অসুবিধা নেই। যারা দলিল ছাড়া কথা বলা বা শুনা অপছন্দ করেন, তারা এই আটিকেলকে উপেক্ষা করুন।

আল্লাহর উপর ভরসা করে এই আটিকেলটি দীর্ঘ ৫/৬ বছরের পর্যবেক্ষণ থেকে লিখেছি। এটার ব্যাপারে পর্যাপ্ত দলিল প্রমাণ আমার হাতে আপাতত নেই। ৪/৫ বছর

আগে কিছু এভিডেন্স ছিল। কিন্তু তখন সংগ্রহে রাখিনি। আর এখন সেগুলো কোথাও (অনলাইনে) খুঁজেও পাচ্ছি না। সুতরাং ওরকম কিছু দিতে পারবো না। তবে অসংখ্য ডট মিলিয়েই এটা লিখলাম। এটা সম্পূর্ণই আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা আমার গবেষণা। এটাকে মেনে নিতেই হবে এমন নয়। আপনি জাস্ট বর্তমান পরিস্থিতি ও ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে এই লিখার সত্যতা বুঝার চেষ্টা করতে পারেন।

প্রথমে আমরা দেখবো দাজ্জালের সাথে ইয়াজুজ মাজুজের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা? এজন্য আমাদেরকে সূরা কাহাফের দিকে তাকাতে হবে। আমরা জানি, আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য সূরা কাহাফ পড়তে বলেছে। (সংক্ষিপ্ত হিসেবে প্রথম ১০ বা শেষ ১০ আয়াত)। অথচ সেখানে দাজ্জালের ব্যাপারে কিছুই লিখা নেই। কিন্তু ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে। এবং ওই আয়াত গুলো শেষের দিকেই আছে। এখন থেকে আমরা দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের সম্পর্ক থাকার একটা ইঙ্গিত পাই। আরো স্পষ্ট কিছু ইঙ্গিত দেখুন। দাজ্জালকেও বন্দি করা হয়েছিল, ইয়াজুজ-মাজুজ কেও বন্দি করা হয়েছিল। ইয়াজুজ পানি শেষ করবে, আর দাজ্জালের কাছে পানির ঝর্ণা থাকবে। ইয়াজুজ রীতিমতো তাবাড়িয়া সাগরের পানি শেষ করে ফেলেছে। আর আহলে ইয়াজুজরা সারা পৃথিবীর পানি শেষ করে ফেলেছে। নদী, খাল-বিল, সব কিছু ভরাট করে ফেলেছে। ফলে সেগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও প্রতিদিন কোটি কোটি গ্যালন বা লিটার পানি বিভিন্ন ভাবে অপচয় (শেষ) হচ্ছে। যখন পৃথিবী পানি শূন্য হয়ে পরবে, তখনি তো দাজ্জাল তার পানির ঝর্ণা নিয়ে হাজির হবে। হিসাব তো একদম সহজ। তো বুঝা যাচ্ছে যে, দাজ্জালের এডভান্স ফোর্স হিসেবে ইয়াজুজরাই কাজ করছে।

আবার দুই বিষয়ের (দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ) আলোচনা সূরা কাহাফে আছে। তো বন্দি করা, পানি শেষ করা ও সূরা কাহাফের কোন যোগসূত্র তো অবশ্যই আছে।

এই বইয়ের পূর্বের আটিকেলগুলোয় আপনারা দেখেছে, ইয়াজুজ মাজুজ শয়তানের পূজারী। তারা কোনো ধর্ম মানে না। দাজ্জালও তাই। উল্টা সে তো নিজেকেই খোদা দাবি করবে। এবং শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে দাজ্জাল। আবার ইয়াজুজ মাজুজ ছিল ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টিকারী। দাজ্জালও পৃথিবীতে ফেতনা ছড়িয়ে দিবে। সুতরাং সবগুলো ডট মিলিয়ে বুঝা যায় যে, ইয়াজুজ মাজুজ দাজ্জালের জন্য রীতিমতো কাজ করে যাচ্ছে।

অর্থাৎ যারা দাজ্জালের জন্য মাঠ প্রস্তুত করছে (সকল প্রকার এলিট শ্রেণী ও সিক্রেট সোসাইটি), তারা আর কেউ নয়। ভয়ংকর জাতি ইয়াজুজ মাজুজ। ইয়াজুজ মাজুজের নেতাই হবে দাজ্জাল। এবং দাজ্জালকে হত্যা করার পর ইয়াজুজ মাজুজ নিজেদের আসল রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। পুরো দুনিয়া থেকে ঢেউয়ের মতো ছুটে আসবে, ইজরায়েলের দিক। তারা এসে দেখবে তাবাড়িয়া সাগরে কোনো পানি নেই। অন্যান্য জায়গার পানিও শুকিয়ে যাবে। তাদের এই বিপুল সংখ্যার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবেনা। আর সেজন্যই ঈসা (আ) মুমিনদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে উঠে যাবেন। আর অন্যান্য মুমিনরা নিজ নিজ দুর্গে অবস্থান নিবে। দাজ্জালকে, ইয়াজুজ মাজুজের নেতা বলায় নিশ্চই অবাক হয়েছেন, তাইনা?

চলুন আরো কিছু ডট মিলাই।

সুলাইমান (আ), আল আকসা মসজিদ, হার্ড টেম্পল ও দাজ্জালের সম্পর্কের কথা তো আমরা কম বেশি সবাই জানি। অর্থাৎ সুলাইমান (আ) জিনদেরকে দিয়ে আল

আকসা মসজিদ তৈরী করেছিলেন। আর বর্তমানের ক্রিপ্টো জিউরা (মূলত খাজারিয়ান) সেই মসজিদকে ভেঙে দাজ্জালের (তাদের মেসিয়াহ) জন্য থার্ড টেম্পল তৈরী করতে চায়। কেন? শয়তান পূজারী খাজারিয়ানরা ইজরায়েলে কি চায়? ইজরায়েল তো ওদের না। এটা তো, যারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে তাদের জন্য। সেই অর্থে বর্তমানে মুসলিমদের জন্য। খাজারিয়ানদের জন্যেও নয়। ইহুদিদের জন্যেও নয়। তাহলে জায়োনিস্ট ক্রিপ্টো জিউ (নকল ইহুদি) দের কি স্বার্থ এখানে? খাজাদের ব্যাপারে আবার একটু পড়ুন।

অষ্টম শতাব্দীতে খাজার রাজ্যের রাজা বুলান ইউরোপে ব্যবসায়িক সুবিধার জন্যে হঠাৎ করে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে ফেলে। ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা তাদের বাপ-দাদার প্যাগানিক কর্মকান্ড কখনো ছাড়তে পারেনি। হাল আমলের ভারত উপমহাদেশের হিন্দু ধর্মগোষ্ঠীর মত শয়তানের উপাসনা তাদের চলতেই থাকে।



পরে খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে খাজারিয়ারা যথাক্রমে রোমান ক্যাথলিক ও আরবের উত্তরে বর্তমান তুরস্কের মুসলিমদের সাথে মিশে যায়। এর ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়কর একটা পরিবর্তন ঘটে, খাজার বংশোদ্ভূত ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা প্রথমবারের মতো নিজেদের মধ্যে আন-হোলি বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কারণ, এককাল ধরে ইহুদী ও খ্রিস্টানেরা ছিলো পরস্পর পরস্পরের চরম শত্রু! খ্রিস্টানদের messiah হযরত দ্বীসা (আ) কে জ্রুশবিদ্ধ করার জন্য ইহুদীদের প্রতি তারা ছিলো যারপরনাই খ্যাপা। এমনকি ইসলামের নবী মুহম্মদ (স) এর সামনেও এরা পরস্পর ঝগড়া করেছে।

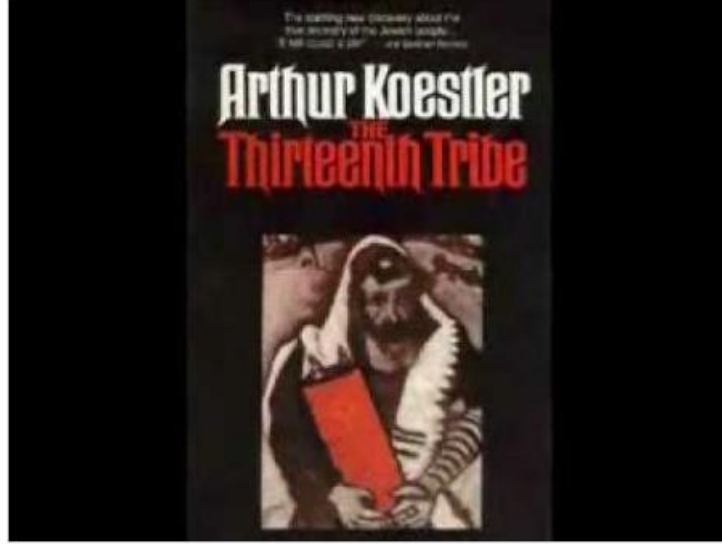
এই জায়নবাদী ইহুদীদের নিয়ে যে গবেষণা হয় না এমন না। তবে খুব সীমিত পর্যায়ে। যেহেতু জায়নবাদীরা পৃথিবীর ক্ষমতার শীর্ষস্থান গুলো দখল করে আছে তাই অনেক গবেষণা, জায়নবিরোধী লেখনী আলোর মুখ দেখতে পারে না।

ডঃ এরান এলহাইক, জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির মেডিসিনের জেনেটিক গবেষক তার গবেষণাতে এটি দেখান যে বর্তমানের ইহুদীরা মূলত খাজারিয়ার বাসিন্দা, এরা ইব্রাহিম (আ) এর প্রজন্ম নয়। সে হিসাবে তারা খাজার, ইজরাইলীয় নয়। আমেরিকা, ইউরোপ, এবং বর্তমানের ইজরাইলের ইহুদী জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ) নন, বরং এরা কিং বুলান এর উত্তরসূরী এবং পুরানো খাজারিয়ার বাসিন্দা। রাশিয়ার দক্ষিণের ককেশাস অঞ্চলে টার্কিক লোকেরা ছিল মূর্তিপূজক বা স্যাটানিক ওয়ার্শীপার যারা পরে ইহুদী ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় অষ্টম শতাব্দীতে। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম আসে, এরা ইহুদী ধর্মে ঢুকে ইসলামের শেষ নবী আসারও বছ পর। কিন্তু বর্তমান ইজরায়েলের সন্তাসবাদী ইহুদীরা আদৌ কখনো আদি ইসরাইলের বাসিন্দা ছিলো না। এইসব খাজাররা পরবর্তীতে রাশিয়া, হাঙ্গেরী, পোলান্ড, জার্মানি এবং ইউরোপের আরো অনেক দেশে বাস করতো। পরে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় তারা ইজরায়েলের দখল নিতে সক্ষম হয়।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ হিউস্টোন স্টুয়ার্ট চ্যাম্বারলেন “দ্যা ফাউন্ডেশন অব দ্যা নাইনটিথ্ সেঞ্চুরী” নামে বই ছাপেন। বইয়ের একটি বাক্য এরকমঃ “which held that the Jews were not a race, but instead, were ‘bastards.’ অর্থাৎ ইহুদীরা কোন জাতি নয়, বরং শিকড়হীন জারজ! ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে একজন বড় ইহুদী স্কলার আব্রাহাম হারকভি এটি স্পষ্ট করেন যে, ইহুদীদের প্রচলিত ইদিশ ভাষাটিও খাজারদের ভাষা। এর মানে এর সহজ অর্থ দাঁড়ায় এদের পূর্ব পুরুষ আদি ইজরায়েলের কেনানের বাসিন্দা নয়, বরং ককেশাস অঞ্চলের আর্য গোত্রের। জাতিগতভাবে এরা হান, উলগোর এবং মেগিয়ার ব্লাডলাইনের অধিকারী।

খাজারিয়ানরা সাদা চামড়া ও নীল চোখের অধিকারী। জাদু চর্চায় পারদর্শী। এক চোখের পূজারী। তারা নিজেদের অপ সংস্কৃতিকে মিডিয়া ও প্রযুক্তির দ্বারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে। সেগুলো অনুসরণ করে পুরো বিশ্ব বাসি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের মতো হয়ে গেছে। আর খাজারিয়ানরা যে ইহুদি নয়। এবং তারা কোনো ধর্মেরই অনুসারী নয়। সে ব্যাপারে নিশ্চই আপনাদের আরকোনো সন্দেহ নাই, আশা করি ইনশাআল্লাহ। পাশা পাশি সারা বিশ্বে ফেতনা ফাসাদ ছড়িয়ে দেয়ার পিছনে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। এটাও আপনারা অবশ্যই বুঝে ফেলেছেন।

ইহুদী স্কলার Arthur Koestler ১৯৭৬ সালে “The Thirteenth Tribe” নামে একটি চমকপ্রদ বই রচনা করেন, যেখানে তিনি প্রমাণ সহকারে দেখান জার্মান আসকেনাজী ইহুদীরা আসলে টার্কিশ খাজার ব্লাডলাইনের, যারা অষ্টম শতাব্দীর অন্ধকারের যুগে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে ১৩-তম গোত্র হিসেবে বনী ইজরায়েলের সাথে মিশে যায় এবং ওয়েস্টার্ন কমিউনিটি গঠন করে। এই ১৩-তম গোত্রের সাথে বাইবেলীয় ইজরায়েলের কোনো সম্পর্ক নাই এবং তারা নবী জ্যাকব (ইয়াকুব) এর বংশধরও নয়।



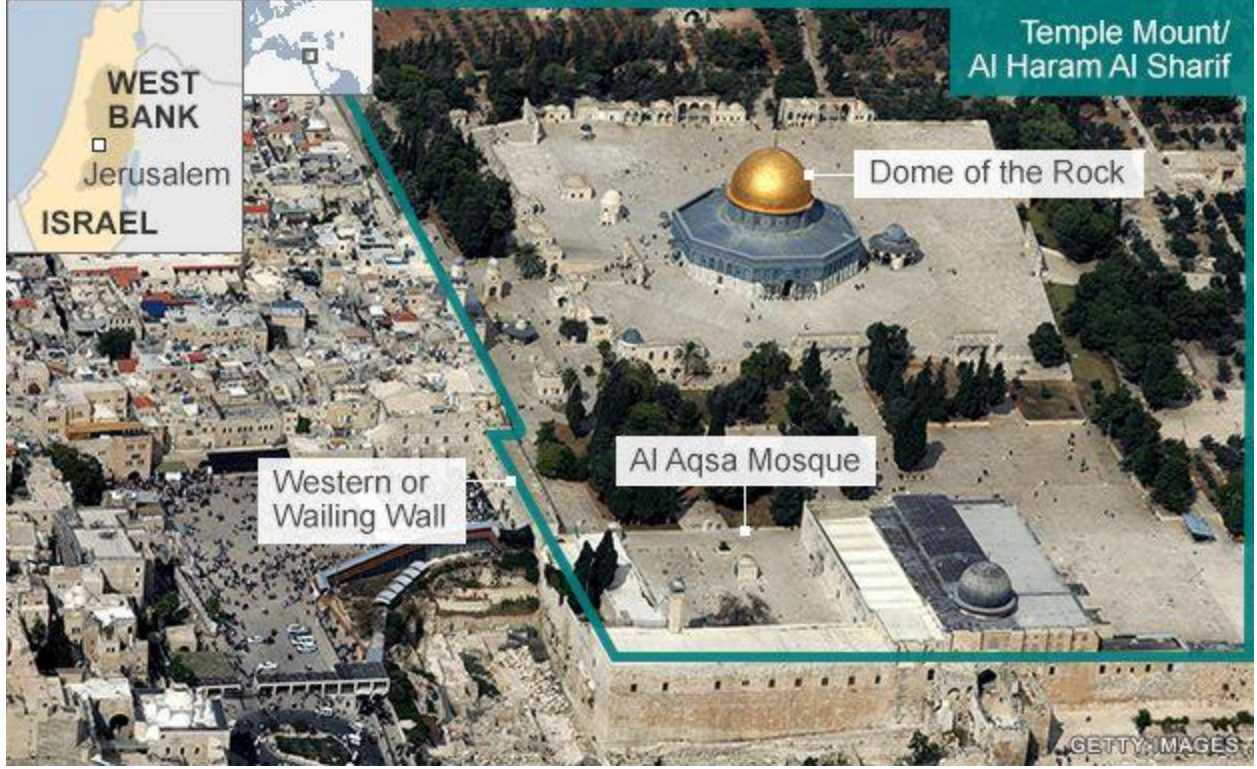
বাস্তবেও আমরা তাইই দেখতে পাই। বর্তমানের ইজরায়েলী ইহুদীদের ৯০ ভাগ সাদা ধবধবে ইউরোপীয় চামড়ার অধিকারী, তাদের চক্ষু নীল এবং চুল সোনালী বর্ণের। অথচ শারীরিকভাবে এদের আরবদের সাথে মিল থাকার কথা। কারণ আরবরা এসেছে ইবারহিম (আ) এর এক পুত্র ইসমাইল (আ) এর বংশ থেকে এবং ইজরায়েলীরা এসেছে তাঁর আরেক পুত্র ইসহাক (আ) এর বংশ থেকে। তাই শারীরিক গঠনে দুই ভাই এর বংশধরদের তেমন একটা পার্থক্য থাকার কথা না। কিন্তু বর্তমান ইজরায়েলী ইহুদীরা টার্কিশ খাজার বংশোদ্ভূত হওয়ায় সহজেই আদি ইজরায়েলীদের থেকে আলাদা

পূর্বের আলোচনায় আপনারা আরো দেখেছেন যে, বর্তমানের ফিলিস্তিন দখলকারীরা প্রকৃত ইহুদি নয়। তাহলে আসল ইহুদিরা কোথায়? তারা কারা? ভালো করে ভেবে দেখুন, ইহুদিরা ছিল মিসরীয়া আর মিসরীয়দের চামড়ার রং কালো, তামাটে বা বাদামি।



এরা এখন ইথিওপিয়াতেও আছে। এবং তাদের লোভ দেখিয়ে, কখনো বা জোর করে ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আচ্ছা এবার আমরা আমাদের আসল ট্রাকে ফিরে যাই।
 আল আকসা ও ডোম অফ দা রকের ছবি টা দেখুন।
 নিচে দেয়া পুরো ছবিটাকেই ভালো করে দেখুন ও পর্যবেক্ষণ করুন।



সোনালী গম্বুজের মসজিদটা আল আকসা নয়। সেটা ডোম অফ দা রক বা কুব্বাত আস-সাখরা মসজিদ। আর নিচের (ছবিতে) জীর্ণ শীর্ণ মসজিদটা হচ্ছে আল আকসা। ক্রিপ্টো জিউরা এটাকেই ভেঙে তাদের নেতা দাজ্জালের জন্য থার্ড টেম্পল বানাতে চায়। তারা এটিকে ভাঙার পক্রিয়া অনেক আগেই শুরু করেছে। মসজিদের নিচে সুড়ঙ্গ পথ করেছে। ফলে মসজিদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেছে। যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। এগুলো তো খুব কমন তথ্য। আপনারা সবাই জানেন। এবার ছবির বাম পাশে দেখুন, ওয়েস্টার্ন বা ওয়েলিং ওয়াল (বিলাপের দেয়াল)। এখানে এসে জিউরা কান্না কাটি করে। আর মেসিহার (দাজ্জাল) আগমন ও নিজেদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে। আসুন প্রথমে আমরা বিলাপের দেয়াল ও দেয়ালে বিলাপকারীদের কিছু ছবি দেখে নেই। এবং নিজেই নিজেকে কিছু প্রশ্ন করি।

গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?



ওয়েলিং ওয়াল (বিলাপের দেয়াল)।



গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?





দেখেছেন?? চিনেছেন?? সবাইতো খুব পরিচিত মুখ। সবাই তো সেলিব্রিটি এবং সবাই খ্রিস্টান। তাহলে এরা এখানে কি করছে? আসলে এরা কেউই খ্রিস্টান নয়। এরা



হচ্ছে খাজারিয়ান বা

এবার আমরা বিলাপের দেয়াল ও ইয়াজুজ মাজুজের দেয়ালের সম্পর্ক বুঝার চেষ্টা করবো।



রাসূল (স) বলেন, “ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরের ভিতর থেকে বের হওয়ার জন্য প্রতিদিন খনন কাজে লিপ্ত রয়েছে। খনন করতে করতে যখন তারা বের হওয়ার কাছাকাছি এসে যায় এবং সূর্যকে অস্ত্র যেতে দেখতে পায় তখন তাদের নেতা বলেঃ ফিরে চলে যাও, আগামীকাল এসে খনন কাজ শেষ করে সকাল সকাল বের হয়ে যাব। আল্লাহ্ তা’আলা রাত্রিতে প্রাচীরকে আগের চেয়ে আরো শক্তভাবে বন্ধ করে দেন।

প্রতিদিন এভাবেই তাদের কাজ চলতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ যখন শেষ হবে এবং তিনি তাদেরকে বের করতে চাইবেন তখন তারা খনন করবে এবং খনন করতে করতে যখন সূর্য অস্ত্র যেতে দেখতে পাবে তখন তাদের নেতা বলবেঃ ফিরে চলে যাও। ইনশা-আল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ চান) আগামীকাল এসে খনন কাজ শেষ করে সকাল সকাল বের হয়ে যাব। এবার তারা ইনশা-আল্লাহ্ বলবে। অথচ এর আগে কখনও তা বলেনি। তাই পরের দিন এসে দেখবে প্রাচীরকে যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই রয়ে গেছে। অতি সহজেই তা খনন করে মানব সমাজে বের হয়ে আসবে।

(ইবনে মাজাহ্, হাদীস সংখ্যা-৪০৮০)

হাদীসটিতে আমরা দেখলাম, ইয়াজুজ মাজুজ প্রতিদিন তাদের দেয়ালে খনন কাজ চালায়। কিন্তু বের হতে পারেনা। বিষয়টাকে আমরা রূপক অর্থে ধরে নিয়ে, বিলাপের দেয়াল ও আল আকসার নিচে খনন কাজের সাথে মিলাতে পারি।

আমরা জানি, ‘যুলকারনাইন’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে দুই শিংধারী। কথিত আছে যে, তিনি এমন একটি পাগড়ি পরিধান করতেন যার দুটি প্রান্ত ছিল। তাই তাঁকে ‘যুলকারনাইন’ বলা হতো।

আবার কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছে দুই যুগ।

তাহলে দুই যুগের অর্থটি নিলে, ইয়াজুজ মাজুজের বন্দিদতের ব্যাপারটা দুই যুগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথম যুগে তাদেরকে লোহার দেয়াল দিয়ে বন্দি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা আল্লাহর ইচ্ছায় ওই দেয়াল ভেঙে বা অন্য দিক দিয়ে ঘুরে আমাদের সমাজে চলে এসেছে। আর দ্বিতীয় যুগে তারা এখনো এক অদৃশ্য (সময়ের) দেয়াল দ্বারা বন্দি হয়ে আছে। আর এটাই হচ্ছে বিলাপের দেয়াল। তারা এখানে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিদিন বিলাপ করতে থাকে।

এই হল জেরুসালেম শহর। অর্ধেক পৃথিবী থেকে লোক যেখানে কাঁদতে আসে।

সে যে কী কান্না, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। পাথর যদি সত্যি গলতে পারত, তবে দু'হাজার বছরে হলদেটে চুনা পাথরের দেওয়াল কবে তলতলে জেলি হয়ে যেত।

নেহাত পাহাড়-কাটা পাথর বলেই গগ-কচুকাটার রক্তশ্রোত থেকে বুক-ফাটা চোখের জল, কোনও কিছুকে পান্না না দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে বিলাপ-দেওয়াল (ওয়েলিং ওয়াল), হিব্রুতে শ্বেফ 'দেওয়াল' (কোটেল), তা ছোয়ার জন্য লম্বা লাইনে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন রোজ কয়েকশো মানুষ।

বেশির ভাগই ইহুদি, তবে অন্যরা নেই কে বলল? আপাদমস্তক ঢোলা, কালো জামা থেকে ব্র্যান্ড-দুরন্ত পাতলুন-স্কার্ফ, দুধে-আলতা থেকে কফি-রং, ডাগর চোখ থেকে চ্যাপটা নাক, সব আছে কান্নার লাইনে। সামনের বারো-আট-পাঁচ-একজনের কান্না শেষ হলে আসে পরের জনের পান্না। সে-ও তখন দু'হাতে দেওয়াল আঁকড়ে, সাত-আট টনের পাথরের চাঁইয়ে কপাল-গাল ঠেকিয়ে ডুকরে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তারপর জামার ভাঁজ, কী ব্যাগের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে গুঁজে দেয় পাথরের খাঁজে। কী অসম্ভব অ্যাঙ্গেলে, কত যে উচ্চতায় দেখা যায় ইচ্ছে-লেখা কাগজ! “দেওয়ালেরও কান আছে,” কথাটা নাকি জেরুসালেমের এই দেওয়াল থেকেই এসেছে।

ঘার কাছে ‘রক্ষা করে’ বলে এত প্রার্থনা, সে বেচারি জেরুসালেম শহরটাকে রাখতে পারেনি। এমনকী নিজেকেও না।

বিস্তারিত পড়তে চাইলে:

<https://www.anandabazar.com/patrika/history-and-heritage-of-sacred-wailing-wall-in-jerusalem-1.165515>

তারা তো মুক্তি। আবার কিসের মুক্তি চায়?? আসলে তারা মেসিয়াহর (দাজ্জালের) আগমনের অপেক্ষায় আছে। তারা মনে করে মেসিয়াহ এসেই তাদেরকে প্রকৃত মুক্তি দিবে। তাই তো রাবাইরা নেতানিয়াহকে জিজ্ঞেস করে: " মেসিয়ার আসার জন্য কি উদ্যোগ নিয়েছো"??



আবার রাবাইরাও মেসিয়াহর সাথে যোগাযোগ করে (৩য় বিশ্বযুদ্ধ ও দাজ্জাল কিতাবে বিস্তারিত)। কিন্তু মেসিয়াহ এখনো বের হয় না।

এখানে আমার মনে হয় দাজ্জালই সেই ব্যক্তি যে ইনশাআল্লাহ বলে নিজে এবং তার অনুসারীদেরকে (৭০ হাজার ইম্পাহানি ইহুদি) সহ ইরান থেকে বের হয়ে আসবে। আল্লাহ্ আলম।

ইনশাআল্লাহ, না বলাতে সে বা তারা এখনো বের হতে পারছেন। অর্থাৎ রাজত্ব কায়েম করতে পারছেন।

আবার দেয়াল খননের ব্যাপারটা, আমরা ২য় যুগে আল আকসার নিচে খোঁড়া খুড়ির সাথে মিলাতে পারি।

রাসূল (স) বলেন, “ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরের ভিতর থেকে বের হওয়ার জন্য প্রতিদিন খনন কাজে লিপ্ত রয়েছে। খনন করতে করতে যখন তারা বের হওয়ার কাছাকাছি এসে যায় এবং সূর্যকে অন্ত যেতে দেখতে পায় তখন তাদের নেতা বলেঃ ফিরে চলে যাও, আগামীকাল এসে খনন কাজ শেষ করে সকাল সকাল বের হয়ে যাব। আল্লাহ্ তা’আলা রাত্রিতে প্রাচীরকে আগের চেয়ে আরো শক্তভাবে বন্ধ করে দেনা.....

(ইবনে মাজাহ্, হাদীস সংখ্যা-৪০৮০)

গগ মেগগ বা ইয়াজুজ মাজুজ। মানুষ নাকি জন্তু? বন্দি নাকি মুক্ত?





তারা দীর্ঘদিন ধরে থার্ড ট্যাম্পল বানানোর জন্য আল আকসার নিচে খুঁড়ে চলেছে।
কিন্তু এখনো সফল হতে পারেনি।

হয়তো দাজ্জাল যেদিন ইনশাআল্লাহ বলবে, সেদিন তারা আল আকসা ভেঙে ফেলবে
(নাউযুবিল্লাহ)। দাজ্জাল ইরান থেকে এদিকে (ইজরায়েল) আগাতে থাকবে। আর ওরা
থার্ড টেম্পলকে সাজাতে থাকবে। আল্লাহ্ আলম।

একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝুন:

ধরেন চট্রামের অমুক অঞ্চলে আজকে প্রধানমন্ত্রী যাবেন। উনি কিন্তু হঠাৎ করে বাসের টিকেট কেটে সরাসরি ঐ অঞ্চলে যেতে পারবেন না। তাকে নিজে প্রস্তুতি নিতে হবে, পাশাপাশি পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা ঐ অঞ্চলে কয়েকদিন আগে থেকে গিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। যেমন, প্রধানমন্ত্রী যে পথে যাবেন, সে পথের আশেপাশের দোকানহাট কয়েকদিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করবে। প্রধানমন্ত্রীর যারা ভক্ত সাগরেদ আছে তারা সুন্দর একটা স্টেইজ সাজাবে যেখানে তিনি মূল্যবান বক্তব্য দিবেন। সবকিছু প্রস্তুত হওয়ার শর্তে তবেই প্রধানমন্ত্রী সে অঞ্চলে যেতে রাজী হবেন।

ইহুদীদের মেসিয়াহ আসার ব্যাপারটাও তেমন। মেসিয়াহ এর ভক্তরা, অর্থাৎ খাজার ইহুদীরা স্টেইজ সাজাচ্ছে, মিশন সম্পূর্ণ হওয়ার শর্তে মেসিয়াহ এর আগমন ঘটবে। বাইবেল অনুযায়ী দাউদ (আ) এর সিংহাসন থেকে পুরো বিশ্ব শাসন করবে। ইহুদিদেরকে সকল জাতির উপর শ্রেষ্ঠ বানাবে। তাদের কাছে মনে হবে যে “সুলাইমানের সেই Golden Age ফিরে এসেছে”!

আমার দৃষ্টিতে এটাই ছিল দাজ্জালের সাথে ইয়াজুজ মাজুজের সম্ভাব্য সম্পৃক্ততার বিশ্লেষণ।

চলুন এবার ইয়াজুজ মাজুজের আকৃতি নিয়ে একটা হাদিস দেখি এবং বর্তমানের সাথে মिलाই।

হুজায়ফা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আবেদন জানিয়েছি যেন তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়। তিনি বলেন, তারা তিন ধরনের। তাদের এক দল হবে আরুজের মতো। আরুজ হলো সিরিয়ার একটি বৃক্ষ। এর দৈর্ঘ্য আকাশপানে ১২০ হাত। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এরা এমন জাতি, কোনো ঘোড়া ও লোহা তাদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারবে না। আর তাদের অন্য আরেকটি দল এক কানের ওপর ঘুমায় এবং অন্য কান মুড়ি দিয়ে থাকে। তাদের পাশ দিয়ে যত হাতি, বন্য প্রাণী, উট ও শূকর অতিক্রম করে, তারা সেগুলো খেয়ে ফেলে; এমনকি তাদের মধ্য থেকে কেউ মরে গেলেও তারা খেয়ে ফেলে...।’ (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাদিস : ১২৫৭২)

রাসুলের এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, ইয়াজুজ-মাজুজের একটি গোত্র খুবই লম্বা আকৃতির, আবার আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী অপর একটি গোত্র খর্ব আকৃতির।

এই হাদিস গুলোর বিশুদ্ধতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবুও যেহেতু এগুলো সমাজে প্রচলিত আছে, তাই আলোচনায় এনেছি।

হাদীসটি থেকে আমরা জানতে পারলাম, তাদের মধ্যে একটি দল লম্বা আরেকটি দল খাটো। লম্বা দল হিসেবে আমরা ইউরোপিয়ান, আমেরিকান ও খাজারিয়ান ইয়াজুজদেরকে ধরতে পারি। কারণ তারা তুলনামূলকভাবে লম্বা। আর খাটো দল হিসেবে চীন, জাপান, কোরিয়ার মাজুজদেরকে ধরতে পারি। কারণ, তারা খাজারিয়ানদের চেয়ে খাটো।

এবং আরো বেশি হিংস্র, বর্বর ও নিষ্ঠুর। তারা সব খায়া সাপ, বিচ্ছু, কুকুর, বিড়াল সব খায়া। যা পায় তাই খায়া। এমনকি মানুষের গোস্তুও খায়া।

তাহলে দেখা গেলো হাদীসটির সাথে সবকিছুই প্রায় মিলে গেলো। বাকি তো আল্লাহই ভালো জানেন।

তাবীসীর থেকে আমরা আরো দুইটি বিষয় জানতে পারি।

১) ইয়াজুজ মাজুজ যেহেতু ফাসাদ সৃষ্টিকারী জাতি, সেহেতু তাদের নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। সেই অর্থে আমেরিকা বা ইজরায়েলের (গগ) সাথে চীন বা কোরিয়ার (মেগগ) যুদ্ধ হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

২) ইয়াজুজ মাজুজের মধ্যে থেকে কারো কারো ইসলাম গ্রহণ করে নেয়াটাও অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এবং আমরা সেটা বাস্তবে অনেক দেখেছি। অর্থাৎ আমেরিকা, চীন, জাপান থেকে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে।

ইয়াজুজ মাজুজ হবে কাফের সম্প্রদায়। যে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে, সেই ইয়াজুজ মাজুজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে আমরা অনেক নামধারী মুসলিমের ভিতরেও ইয়াজুজ মাজুজের স্বভাব (হিংস্র, বর্বর, নিষ্ঠুর, খুনি, ধর্ষক, ইত্যাদি) দেখতে পাচ্ছি। আর অন্যান্য ধর্মের লোকদের কথা তো বাদই দিলাম।

N:B: আবারো বলছি, এই আটিকেলটা সম্পূর্ণ আমার গবেষণা বা দৃষ্টিভঙ্গি। এটাকে চূড়ান্ত মনে করার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দ্রাষ্টি ও পথদ্রষ্টতা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

উপসংহার:

ইয়াজুজ-মাজুজ নিয়ে খুব গবেষণার সুযোগ আছে। পূর্ববর্তী অনেক গবেষক নিজ নিজ যুগে কুরআন, হাদিস, ইতিহাস ও বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে অসংখ্য নতুন তথ্য দিয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিকতা আপনি বন্ধ করে দিতে পারেননা।

তবে হা, ইয়াজুজ-মাজুজের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, বিতর্কিত ও রহস্যময়। সুতরাং কেউ যেমন দাবি করতে পারবেনা যে, তারা বের হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি তারা এখনো বন্ধি আছে সেটাও বলার মত অবস্থা নেই। আবার দুটোই বলার সুযোগ আছে। তাই, কারো গবেষণাকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। আবার একজনের গবেষণা আরেকজনের সাথে মিলে গেলে, তার অনুসারী মনে করাটাও বোকামি। গবেষণায় সঠিক তথ্যও বের হয়ে আসতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে। এটাই তো স্বাভাবিক। তবে দেখতে হবে, গবেষণা গুলো কুরআন, হাদিস ও সলফে সালেহিনদের আলোচনার সাথে কতটুকু সামঞ্জস্য পূর্ণ।

আর যেকোনো দ্বিধা থেকে বাঁচার জন্য তো এস্তেখারা নামাজ আছেই। এখনই নামাজে দাঁড়িয়ে যান না। আল্লাহর কাছ থেকে জেনে নিতে অসুবিধা কোথায়?

এবার কিতাব সম্পর্কে সবসময় যা বলি, আবারো তাই বলছি। আমি কোনো পেশাদার লেখক নোই। একজন চাকুরীজীবী মানুষ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে লিখি। সুতরাং, লিখার ভিতরে ভুল ত্রুটি থাকাটা খুব স্বাভাবিক। নিজেই প্রুফ রিড করি। তাই নির্ভুল করার সুযোগ নেই। ভুল ত্রুটি গুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর আপনাদের দোয়ায় আমাকে এবং অন্যান্য লেখকদেরকেও (যাদের লিখা এখানে আছে) রাখবেন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

সমাপ্ত



কেউ যদি আরো বেশি জানতে চান, তাহলে প্রদত্ত লিংকে ঢুকে আটিকেল
গুলো পড়তে পারেন।

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজ - 1

<https://www.somewhereinblog.net/blog/orbachiiin/30197882>

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজ - 2

<https://www.somewhereinblog.net/blog/orbachiiin/30198021>

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজ - 3

<https://www.somewhereinblog.net/blog/orbachiiin/30198120>

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজ - 4

<https://www.somewhereinblog.net/blog/orbachiiin/30198289>

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজ - 5

<https://www.somewhereinblog.net/blog/orbachiiin/30198466>

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজ - 6

<https://www.somewhereinblog.net/blog/orbachiiin/30198853>

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজ – 7

<https://www.somewhereinblog.net/blog/orbachiiin/30198861>

উপরোক্ত আটিকেল গুলো অন্য আরেকটি ব্লগ থেকেও পড়তে পারবেন।

ব্লগ লিংক:

RISE AGAINST ZIONISM

Revealing satanic

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজঃ পর্ব-১

<https://orbaachin.wordpress.com/2017/06/07/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%AE%E0%A6%BE/>

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজঃ পর্ব-২

<https://orbaachin.wordpress.com/2017/06/07/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-3/>

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজঃ পর্ব-৩

<https://orbaachin.wordpress.com/2017/06/08/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-3/>

<https://orbaachin.wordpress.com/2017/06/09/%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-2/>

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজঃ পর্ব-৪

<https://orbaachin.wordpress.com/2017/06/09/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%86%e0%a6%a8-%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a6%9c-%e0%a6%ae%e0%a6%be-4/>

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজঃ পর্ব-৫

<https://orbaachin.wordpress.com/2017/06/10/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%86%e0%a6%a8-%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a6%9c-%e0%a6%ae%e0%a6%be-5/>

কোরআন ও বাইবেলে ইয়াজুজ মাজুজঃ পর্ব-৬

<https://orbaachin.wordpress.com/2017/06/12/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-6/>

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা ? ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে কবে আসবে ? THE GOG AND
MAGOG

<http://nobiji.com/%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%9C/>